সমন্বয়

আদ্যভাগ।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায় (চৌধুরী) বি-এল,
প্রণীত

এবং
বসিরহাট হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা,
২১০।৫ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, নব্যভারত প্রেসে
শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী দ্বারা মুদ্রিত।
সন ১৩২

মূল্য ২৲ দুই টাকা
২।০ দুই টাকা চারি আনা।

প্রত্যবস্থান—শব্দের
তদ্দ্বারা শব্দ সর্ব্বকালে
কৃতকত্বাৎ ঘটবৎ।
শব্দের অনিত্যত্ব
সকল বস্তুরই
নন্তরীয়কত্বাৎ—
প্রত্যবস্থান—
ভয়ই প্রযত্নের
হ সিদ্ধ হইতে
।
রীর বিপ্রতি-
া, তাহা নিগ্রহ
াকার নিগ্রহ-
টবৎ—ইন্দ্রিয়
ায় প্রতিবাদী
ং তাহাতে ষ

(২২) **নিত্যসমা**।—স্থাপনা—শব্দোনিত্যঃ। প্রত্যবস্থান—শব্দের অনিত্যত্ব যদি সর্ব্বকালে স্বীকার করা হয়, তাহাহইলে, তদ্দ্বারা শব্দ সর্ব্বকালে থাকে—ইহাও স্বীকার করা হয়।

(২৩) **অনিত্যসমা**।—স্থাপনা—শব্দোনিত্যঃ কৃতকত্বাৎ ঘটবৎ। প্রত্যবস্থান—ঘটের ন্যায় শব্দে কৃতকত্ব আছে বলিয়া, যদি শব্দের অনিত্যত্ব সাধন করা হয়, তাহাহইলে, ঘটের যৎকিঞ্চিৎ সাধর্ম্ম্যাবলম্বনে সকল বস্তুরই অনিত্যত্ব সাধন করা যায়।

(২৪) **কার্য্যসমা**।—স্থাপনা—শব্দোনিত্যঃ প্রযত্নানন্তরীয়কত্বাৎ—শব্দ অনিত্য, যেহেতু, শব্দ প্রযত্নের অনন্তর উৎপন্ন হয়। প্রত্যবস্থান—বিদ্যমান্ বস্তুর অভিব্যক্তি এবং অবিদ্যমান্ বস্তুর উৎপত্তি, উভয়ই প্রযত্নের অনন্তর হয়। সুতরাং, প্রযত্নানন্তরীয়কত্ব দ্বারা শব্দের অনিত্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না।

১৬। নিগ্রহস্থান (Occasion for rebuke)।

বিপ্রতিপত্তিরপ্রতিপত্তিশ্চ নিগ্রহস্থানম্। যাহাতে বিচারকারীর বিপ্রতিপত্তি বা বিপরীত জ্ঞান ও অপ্রতিপত্তি বা অজ্ঞতা প্রকাশ পায়, তাহা নিগ্রহ স্থান। ইহাতে পুরুষ নিগৃহীত হয়। নিম্নলিখিত দ্বাবিংশতি প্রকার নিগ্রহ-স্থান আছে।

(১) **প্রতিজ্ঞাহানি**।—শব্দোনিত্যঃ ঐন্দ্রিয়কত্বাৎ ঘটবৎ—ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যত্বহেতু, শব্দ ঘটেরন্যায় অনিত্য, বাদীর স্থাপিত এই প্রতিজ্ঞায় প্রতিবাদী যদি প্রত্যবস্থান করেন যে, সামান্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অথচ নিত্য এবং তাহাতে যদি বাদী বলেন, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সামান্য নিত্য হইলে, ঘটও নিত্য, তাহাহইলে বাদীর প্রতিজ্ঞাহানি হইবে।

(২) **প্রতিজ্ঞান্তর**।—ঐ স্থাপনাতে, উক্ত দোষের নিবারণ জন্য বাদী যদি বলেন, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সামান্য নিত্য বটে, কিন্তু, সর্ব্বগত। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ঘট সর্ব্বগত নহে, অথচ, অনিত্য। শব্দও সর্ব্বগত নহে, সুতরাং, অনিত্য—তাহাহইলে, বাদীকর্ত্তৃক প্রতিজ্ঞান্তর স্থাপিত হইবে। কেন না, প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বে ছিল শব্দোনিত্যঃ, শেষে হইল অসর্ব্বগতঃ শব্দোনিত্যঃ।

(৩) **প্রতিজ্ঞাবিরোধ**।—গুণাতিরিক্তদ্রব্যং রূপাদিভ্যোর্থান্তর-

স্থানুপলব্ধেঃ—দ্রব্য গুণের অতিরিক্ত, যেহেতু, রূপাদিগুণের অতিরিক্ত কিছুরই উপলব্ধি হয় না। হেতু প্রতিজ্ঞার বিরুদ্ধ।

(৪) প্রতিজ্ঞাসংন্যাস।—শব্দোনিত্যঃ ঐন্দ্রিয়কত্বাৎ—বাদীর স্থাপিত এই প্রতিজ্ঞায় প্রতিবাদী সামান্যে ব্যভিচারের দোষোদ্ভাবন করিলে, বাদী যদি বলেন, কে বলিল শব্দ অনিত্য? তাহাহইলে বাদীর প্রতিজ্ঞাসংন্যাস হইবে।

(৫) হেত্বন্তর।—ঐ স্থাপনায় উক্তদোষ নিবারণার্থ বাদী যদি হেতুতে 'সামান্যবত্বেসতি' বিশেষণ যোগ করেন, তাহাহইলে হেত্বন্তর হয়। কেন না, হেতু পূর্ব্বে ছিল ঐন্দ্রিয়কত্বাৎ, শেষে হইল, সামান্যবত্বেসতি ঐন্দ্রিয়কত্বাৎ।

(৬) অর্থান্তর।—শব্দোনিত্যঃ অস্পর্শত্বাৎ—এই প্রতিজ্ঞার স্থাপনা করিয়া, বাদী যদি বলিতে থাকেন, হি ধাতুর উত্তর তুন্ প্রত্যয় করিয়া, হেতু এই কৃদন্তপদ নিষ্পন্ন হয়। পদ চারি প্রকারঃ—নাম, আখ্যা, উপসর্গ, নিপাত। ইত্যাদি—তাহাহইলে অর্থান্তর হইবে।

(৭) নিরর্থক।—নিত্যঃ শব্দঃ কচটতপাঃ—কচটতপ রূপ শব্দ নিত্য। এস্থলে কচটতপাঃ নিরর্থক।

(৮) অবিজ্ঞাতার্থ।—যে বাক্য তিনবার বলিলেও পরিষদ ও প্রতিবাদী তাহার অর্থগ্রহণ করিতে পারেন না, তাহা অবিজ্ঞাতার্থ।

(৯) অপার্থক।—দশ দাড়িমানি ষড়পূপাঃ—দশটী দাড়িম ছয়টী অপূপ, ইত্যাদিরূপ যে সকল বাক্য পরস্পর মিলিত হইয়া কোন অর্থ প্রকাশ করিতে পারে না, তাহা অপার্থক।

(১০) অপ্রাপ্তকাল।—ন্যায়াবয়বগুলি যে ক্রমে প্রয়োগ করিতে হয়, তদ্বিপরীত ক্রমে তাহাদের প্রয়োগ করার নাম অপ্রাপ্তকাল।

(১১) ন্যূন।—প্রয়োগ কালে পাঁচটী ন্যায়াবয়বের কোন একটী পরিত্যক্ত হইলে, ন্যূনরূপ নিগ্রহস্থান হয়।

(১২) অধিক।—ধূমাদালোকাৎ মহানসবৎচত্বরবৎ—ইত্যাদি রূপে অধিক হেতু বা উদাহরণ প্রয়োগ করিলে, অধিক নামক নিগ্রহস্থান হয়।

(১৩) পুনরুক্ত।—প্রয়োজন ভিন্ন শব্দ বা অর্থের পুনরুক্তি, কিম্বা; অর্থদ্বারা যাহা লব্ধ হয়, শব্দ দ্বারা তাহার নির্দ্দেশ করা পুনরুক্ত নিগ্রহস্থান।

(১৪) অননুভাষণ।—বাদী তিনবার বলিয়াছেন এবং সভাও

তাহার অর্থবোধ করিয়াছেন, তথাপি প্রতিবাদী নিরুত্তর থাকিলে, প্রতিবাদীর অননুভাষণ রূপ নিগ্রহস্থান হয়।

(১৫) **অজ্ঞান।**—বাদীর তিনবার বলা এবং পরিষদ্ তাহার অর্থগ্রহকরা সত্ত্বেও, প্রতিবাদী তাহার অর্থ না বুঝিলে, প্রতিবাদীর অজ্ঞানরূপ নিগ্রহস্থান হয়।

(১৬) **অপ্রতিভা।**—উচিত অবসরে উত্তরদান করিতে না পারিলে, অপ্রতিভারূপ নিগ্রহস্থান হয়।

(১৭) **বিক্ষেপ।**—কথা চলিবার সময়, কার্য্যান্তর ব্যপদেশে কথাবিচ্ছেদ করার নাম বিক্ষেপ।

(১৮) **মতানুজ্ঞা।**—স্বপক্ষে কোন দোষ প্রদত্ত হইলে, তাহার উদ্ধার না করিয়া, প্রতিপক্ষের তদ্দোষ প্রদর্শন মতানুজ্ঞা।

(১৯) **পর্য্যনুযোজ্যোপেক্ষণ।**—একপক্ষের নিগ্রহস্থান হওয়া সত্ত্বেও, তাহার উদ্ভাবন না করা পর্য্যনুযোজ্যোপেক্ষণ।

(২০) **নিরনুযোজ্যানুযোগ।**—নিগ্রহস্থান না হওয়া সত্ত্বেও, ভ্রমবশতঃ, নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন করা নিরনুযোজ্যানুযোগ।

(২১) **অপসিদ্ধান্ত।**—বিচারকালে স্বস্বীকৃত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ বাক্যভাষণ অপসিদ্ধান্ত।

(২২) **হেত্বাভাস।**—হেত্বাভাসের পরিচয় পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সাংখ্যদর্শন (The Atheistic Sankhya Philosophy)।

সংখ্যা শব্দের দার্শনিক অর্থ সম্যক্‌জ্ঞান। সম্যক্‌জ্ঞান ও তৎপ্রাপ্তির উপায় নির্দ্দেশক দর্শনই সাংখ্য দর্শন। "সংখ্যাং প্রকুর্ব্বতেচৈব প্রকৃতিঞ্চ প্রচক্ষতে তত্ত্বানি চ চতুর্ব্বিংশৎ তেন সাংখ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতা॥"—এই প্রাচীন বচন সাংখ্য নামের ব্যুৎপাদক। মহর্ষি কপিলপ্রণীত তত্ত্বসমাস সাংখ্যদর্শন সম্বন্ধীয় আদিগ্রন্থ

কালাবসানে স্বর্গসুখের অবসান হয়। * সুতরাং, দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি একমাত্র বিবেকজ্ঞান সাপেক্ষ।

প্রমাণ (Proof)।

সাধকতমং যৎ তৎ ত্রিবিধং প্রমাণম্। সাংখ্যদর্শনে, প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আপ্তবাক্য বা শব্দ—এই ত্রিবিধ প্রমাণ অঙ্গীকৃত হয়। যৎ সম্বন্ধংসৎ তদাকারোল্লেখি বিজ্ঞানং তৎ প্রত্যক্ষম্। ইন্দ্রিয় ও তদ্‌গ্রাহ্যবস্তু—এতদুভয়ের সম্বন্ধ হইবামাত্র, অন্তরে যে তদাকারোল্লেখী [illegible] র্থাৎ, বুদ্ধিতত্ত্বে যে তদাকারা বৃত্তি জন্মে, তাহাই বস্তুর স্বরূপ বো[illegible]। তথাপি, [illegible] ধগম্য কর[illegible]। প্রতিবন্ধ সদৃশঃ প্রতিবন্ধ জ্ঞানমনুমানম্। প্রতিবন্ধ—ব্যাপ্তি। [illegible] ক্কারোগু[illegible]ন। ব্যাপ্তিজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষের ব্যাপ্য দর্শনানন্তর ব্যাপক পদার্থের যে [illegible] বিধ[illegible]ন হয়, তাহা প্রমাণ এবং মান বা প্রত্যক্ষজ্ঞানের অনু বা পশ্চাদ্ভাবী বলিয়া, ইহা অনুমান। আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ। যোগ্য উপদেশের নাম শব্দ এবং তজ্জনিত জ্ঞান প্রমাণ। বাচস্পতি মিশ্র বলেন, বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের যে প্রথম সংযোগ, তাহা বৃত্তিপদবাচ্য। বৃত্তি সংঘটনে, ত্রিগুণাত্মিকা বুদ্ধির তমোগুণ অভিভূত ও সত্ত্বগুণ প্রবল হয়। এই সত্ত্ব সমুদ্রেকের নাম অধ্যবসায়, বৃত্তি ও জ্ঞান। বুদ্ধির বৃত্তিরূপ জ্ঞানই প্রমাণ এবং এই জ্ঞানদ্বারা চেতনা শক্তির বা চেতনের যে অনুগ্রহ হয়, তাহাই প্রমাণফল বা প্রমা। ইহার নামান্তর বোধ। চিৎসান্নিধ্য সত্ত্বেও, তমোভিভূত চিত্তে চিচ্ছায়াপাত বা প্রকাশরূপতা হয় না। সত্ত্বের সমুদ্রেক হইলে, চিচ্ছক্তির সান্নিধ্য বশতঃ, চিত্তও উজ্জ্বল বা প্রকাশরূপ হয়। বুদ্ধি সত্ত্বে চিচ্ছক্তির প্রতিবিম্বপতনে, জ্ঞানাদিবৃত্তি, বস্তুতঃ, বুদ্ধিতত্ত্বের ধর্ম্ম হইলেও, তাহা পুরুষের ধর্ম্মস্বরূপ প্রতীয়মান হয়। ইহারই নাম চেতনা শক্তির অনুগ্রহ বা পৌরুষেয় বোধ। বুদ্ধিতত্ত্ব ও তাহার অধ্যবসায় অচেতন হইলেও, চেতন পুরুষের প্রতিবিম্বপাতে, তাহারা চেতনবৎ প্রতীয়মান হয়। পুরুষ অপরিণামী। সুতরাং,

* স্বর্গে পুণ্যস্ত সামগ্র্যা ভুজ্যতে পরমং সুখং। উত্তমেন চ পুণ্যেন প্রাপ্নোতি স্বর্গমুত্তমং ॥ ৩৬ ॥ মধ্যমেন তথা মধ্যঃ স্বর্গো ভবতি নান্যথা। কনিষ্ঠেন তু পুণ্যেন স্বর্গো ভবতি তাদৃশঃ ॥ ৩৭ ॥ পরোৎকর্ষা সহিষ্ণুত্বং স্পর্দ্ধা চৈব সমৈশ্চতৈঃ। কনিষ্ঠেষু চ সন্তোষো যাবৎ পুণ্যক্ষয়ো ভবেৎ ॥ ৩৮ ॥ ক্ষীণে পুণ্যে বিশন্ত্যেতং মর্ত্ত্যলোকঞ্চ মানবাঃ। ইত্যাদি গুণ দোষাশ্চ স্বর্গে রাজন্নবস্থিতাঃ ॥ ৩৯ ॥ যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, বৈরাগ্য প্রকরণ, ১ম সর্গ।

পুরুষের কোন বৃত্তি বা বিকার হওয়া অসম্ভব। বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন, পুরুষ যেমন বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত হন, বুদ্ধিবৃত্তিও সেইরূপ পুরুষে প্রতিবিম্বিতা হয়। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইলে, বুদ্ধির বিষয়াকার পরিণাম বা বৃত্তি হয়। তাহা পুরুষে প্রতিবিম্বিত হইয়া ভাসমান হয় বলিয়াই, অপরিণামী পুরুষের ভোগনির্ব্বাহ হয়। সাংখ্যমতে, যাহা অতীন্দ্রিয় বা প্রত্যক্ষাগোচর, তাহা অনুমানসিদ্ধ এবং যাহা অনুমান দ্বারাও সিদ্ধ হয়না, তাহা আপ্তবাক্য অনুসারে সিদ্ধ হইবে। প্রধান পুরুষাদি প্রত্যক্ষের অগোচর হইলেও, এসকল তত্ত্ব অনুমান-সিদ্ধ। মহদাদিক্রমে সৃষ্টিক্রম অনুমানসিদ্ধ না হইলেও, ইহা আপ্তবাক্য বা শাস্ত্রমতে সিদ্ধ।

প্রমেয় (The thing to be proved)।

যাহার প্রমাণ বা নিরূপণ করিতে হইবে, তাহাই প্রমেয়। প্রমেয় বস্তু সমূহ অতিশয় সূক্ষ্ম বলিয়া, সাংখ্যদর্শনে, তৎসমস্ত, যথার্থভাবে, তত্ত্বনামে অভিহিত হইয়াছে। মহর্ষি কপিল উপদেশ করেন, মোক্ষ বিবেকজ্ঞাননিষ্পাদ্য এবং প্রধানতঃ প্রকৃতি ও পুরুষই বিবেক জ্ঞানের বিষয়। কারণ, প্রকৃতি ও পুরুষ-তত্ত্বের সাক্ষাৎকার হইলে, প্রাকৃতিক বন্ধন উন্মুক্ত ও তৎসহ কৈবল্য নামক মোক্ষ সঞ্জাত হয়। সুতরাং মূল বা বিজ্ঞেয় তত্ত্ব, প্রধানকল্পে, দুই— প্রকৃতি ও পুরুষ। পুরুষ অপরিণামী বা একরূপ। এজন্য, পুরুষতত্ত্বের অবান্তর বিভাগ নাই। কিন্তু, চির পরিবর্ত্তনশীলা নানাকারময়ী বহুরূপিনী প্রকৃতির অবান্তর বিভাগ আছে এবং প্রথমেই মূলপ্রকৃতি, প্রকৃতিবিকৃতি ও কেবল বিকৃতি—এই তিন প্রধান বিভাগ উল্লেখ যোগ্য। দ্বিতীয়তঃ, এই তিন বিভাগ মধ্যে, শেষোক্ত বিভাগ-দ্বয়ের প্রত্যেকে আবার অনেক ভাগে বিভক্ত। এই সমস্ত বিবেচনায়, মনস্বী ঈশ্বরকৃষ্ণ সাংখ্যীয় তত্ত্ববিভাগের যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা এই :—মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত। ষোড়শকস্তু বিকারো ন প্রকৃতির্ন বিকৃতি পুরুষঃ॥ (৩, কারিকা)। মূলপ্রকৃতি ১, প্রকৃতিবিকৃতি ৭, কেবল বিকৃতি ১৬ এবং অনুভয়রূপ পুরুষ ১—সাকল্যে এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব। প্রচলিত সাংখ্য-দর্শনের প্রথম অধ্যায় গত এক ষষ্টিতম সূত্রে ইহা অধিকতর স্পষ্ট হইয়াছে :— সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ প্রকৃতের্মহান্ মহতোঽহঙ্কারোঽহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণ্যুভয়মিন্দ্রিয়ং তন্মাত্রেভ্যঃ স্থূলভূতানি পুরুষ ইতি পঞ্চবিংশতির্গণঃ॥

১। মূলপ্রকৃতি (The root Evolvent or Primary)

প্রকৃতিরিহ মূলকারণস্য সংজ্ঞামাত্রম্। যাহা এই দৃশ্য বিশ্বের মূল কারণ বা আদি উপাদান, প্রকৃতি তাহারই সংজ্ঞা বা নাম। যাহা অন্যকারণজাত, তাহা কার্য্য। অপর কোন কারণ হইতে প্রকৃতির উৎপত্তি হওয়া সম্ভবপর নহে। কেননা মূলপ্রকৃতি কারণজন্য হইলে, সেই কারণও কারণান্তরজন্য, সেই কারণান্তরও অন্য কারণজন্য, ইত্যাদিরূপ অনবস্থাদোষ হইয়া পড়ে। সুতরাং, মূলকারণ যে উৎপন্ন বস্তু বা কাহারও বিকৃতি নহে, প্রত্যুত, স্বতঃসিদ্ধ, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। প্রকৃতি একদিকে যেমন অনাদিনিধনা, নিত্যা ও অসীমা, অন্যদিকে সেইরূপ অচেতনা, পরিণামিনী ও অদ্ভুত শক্তিশালিনী। এই বিচিত্র মূলতত্ত্ব অব্যক্ত, প্রধান ও প্রকৃতিরূপ নাম ত্রিতয়ে পরিচিত হয়। স্থূলেন্দ্রিয়ের অধিকারবহির্ভূত চরমসূক্ষ্ম অথবা দৃশ্যমান্ জগতের অপরিস্ফুট অবস্থা স্বরূপ বলিয়া, ইহা অব্যক্ত। বীজে বৃক্ষ থাকার ন্যায়, ব্যক্তবিশ্ব ইহার অন্তর্নিহিত ছিল বলিয়া, ইহা প্রধান। ইহা হইতেই দৃশ্যবস্তু নিচয় ক্রম পরিণামে ব্যক্ত বা সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া, ইহা প্রকৃতি। ইহাই বিশ্বের মূলবীজ বা স্থূল সৃষ্টির সূক্ষ্ম আদর্শ। সৌক্ষ্ম বা অব্যক্ততা নিবন্ধন বাহেন্দ্রিয়ের অবিষয় হইলেও, ইহা আন্তঃকরণিক প্রজ্ঞা বা অনুমান নামক জ্ঞান বিশেষের গ্রাহ্য। যে সত্ত্বরজস্তমের বিষমানুপাতে ক্রমপর্য্যায়ে বিশ্বের বিকাশ হইয়াছে, সেই গুণত্রয় একত্রে তুল্যবলে ও তূষ্ণীম্ভাবে প্রকৃতিতে নিহিত আছে। এজন্য, প্রকৃতি সত্ত্বরজস্তমের সাম্যাবস্থা স্বরূপ উক্ত হইয়াছে।

২। প্রকৃতিবিকৃতি (Both Evolute & Evolvent)।

মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র এই সাতটী তত্ত্ব প্রকৃতিবিকৃতি বা উভয়রূপ অর্থাৎ, ইহারা কোন তত্ত্বের প্রকৃতি এবং কোন্ তত্ত্বের বিকৃতি। মূলপ্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্বের এবং মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার তত্ত্বের উৎপত্তি হইয়াছে। সুতরাং, মহত্তত্ত্ব মূলপ্রকৃতির বিকৃতি এবং অহঙ্কার তত্ত্বের প্রকৃতি। ঐরূপ জন্যজনকভাবে, অহঙ্কারতত্ত্ব মহত্তত্ত্বের বিকৃতি এবং পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয়ের প্রকৃতি। অহঙ্কারতত্ত্ব হইতে পঞ্চতন্মাত্র এবং পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চমহাভূত উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং, পঞ্চতন্মাত্র অহঙ্কারতত্ত্বের বিকৃতি এবং পঞ্চমহাভূতের প্রকৃতি।

(১) **মহত্তত্ত্ব।**—প্রকৃতের্মহান্। সৃষ্টির সূক্ষ্ম আদর্শপটে, গুণত্রয়ের সাম্যভঙ্গজনিত প্রকৃতির প্রথম বিকারে, ভবিষ্যৎ জগতের অঙ্কুর স্বরূপ যে সাত্ত্বিক তত্ত্বের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহাই মহত্তত্ত্ব। বস্তু বিকাশপ্রক্রিয়ায় ক্রমশঃ স্থূল এবং বিলয়প্রক্রিয়ায় ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হয়। সুতরাং, মহত্তত্ত্ব বিশ্ব অপেক্ষা অতিশয় অব্যক্ত হইলেও, প্রকৃতি অপেক্ষা কিঞ্চিৎব্যক্ত এবং স্বপ্নমনোরথাদিবৎ জ্ঞানের বিকাশ স্বরূপ। মহদাখ্যমাদ্যং কার্য্যং তন্মনঃ। যাহা প্রকৃতির আদ্যকার্য্য, তাহারই নাম মহত্তত্ত্ব। ইহাকে মন বলা যায় এবং মননই ইহার বৃত্তি। এস্থলে, নিশ্চয়রূপা বৃত্তিকে মনন এবং নিশ্চয়বৃত্তিকা বুদ্ধিকেই মন বলা হইয়াছে। এ মন ইন্দ্রিয় নহে। মানসসৃষ্টি নিরাকার হইলেও, তাহাতে দ্রষ্টব্য বস্তুর সূক্ষ্ম আকার প্রতিফলিত হয়। এই বুদ্ধিতত্ত্ব সর্ব্বকার্য্যব্যাপক এবং অত্যধিক ঐশ্বর্য্যশালী বলিয়া, ইহা মহৎ আখ্যাপ্রাপ্ত হইয়াছে। সমষ্টি মহৎ স্থূল জগতে শরীরাবচ্ছিন্ন হইয়া, ব্যষ্টিভাব ধারণ করিয়াছে।

(২) **অহঙ্কারতত্ত্ব।**—মহতোঽহঙ্কারঃ। মহত্তত্ত্বের পরিণাম বা বিকারে অহঙ্কারতত্ত্বের উৎপত্তি হইয়াছে। সৃষ্টিপাণ্ডুলেখ্যে অহঙ্কারতত্ত্ব অপরিচ্ছিন্ন অবস্থায় আছে। দৃশ্যমান্ জগতে শরীরাবচ্ছিন্ন অন্তঃকরণে নিরূঢ় হইয়া, ইহা পরিচ্ছিন্ন হয়। অহংকার যে মহৎ বা বুদ্ধির পরিণাম বা অবস্থান্তর, তাহা শরীর-নিরুদ্ধ বুদ্ধি ও অহঙ্কার পর্য্যালোচনা করিলে, অনুভব করা যায়। শরীরাবচ্ছিন্ন ব্যষ্টি অন্তঃকরণে প্রথমে বুদ্ধির উদয় হয়; পরে তাহা হইতে অহঙ্কার ও মমকার জন্মে। চরমোঽহঙ্কারঃ।

(৩) **পঞ্চতন্মাত্র।**—অহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণি। স্থূল জগতে অভিব্যক্ত হইবার জন্য, সৃষ্টিপাণ্ডুলেখ্যে, অহঙ্কার হইতে শব্দতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র, গন্ধতন্মাত্র ও স্পর্শতন্মাত্রের উদ্ভব হইয়াছে। তন্মাত্রের অপর নাম ভূতসূক্ষ্ম ও অবিশেষ। বৈদান্তিক অপঞ্চীকৃত মহাভূত ও ন্যায় বৈশেষিকের পরমাণুর সহিত তন্মাত্রের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। শব্দতন্মাত্র ও সূক্ষ্ম আকাশ অবিশেষ অবস্থা। শ্রবণযোগ্য শব্দ ও স্থূলাকাশ বিশেষ অবস্থা। শব্দতন্মাত্রে অনভিব্যক্ত বা অবিশেষ শব্দ ব্যতীত উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত, ষড়জ, রিষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম প্রভৃতি বিশেষ বা প্রভেদ থাকেনা। এই সকল প্রভেদ স্থূলাকাশের ধর্ম্ম—তন্মাত্রের নহে। কপিল বলেন, তন্মাত্র সকল লৌকিক প্রত্যক্ষের অবিষয়; কিন্তু আর্যবিজ্ঞানের বিষয় বা গোচর।

৩। কেবল বিকৃতি (Evolute only)।

ইন্দ্রিয় নিচয় অহঙ্কার হইতে এবং পঞ্চমহাভূত পঞ্চতন্মাত্র হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। কিন্তু, ইহারা কাহারও প্রকৃতি বা কারণ নহে। ইন্দ্রিয়গণ ও পঞ্চমহাভূত কোন তত্ত্বান্তরের উপাদান বা আরম্ভক হয়না বলিয়া, ইহারা কেবল বিকৃতি বা কার্য্য।

(১) **ইন্দ্রিয়**।—অহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণ্যুভয়মিন্দ্রিয়ং। অভিমানোঽহঙ্কারঃ। একাদশ পঞ্চতন্মাত্রং তৎকার্য্যম্। সাত্ত্বিকমেকাদশং প্রবর্ত্ততে বৈকৃতাদহঙ্কারাৎ।· যে ব্যক্তি কুম্ভ নির্ম্মাণ করে, তাহাকে যেমন কুম্ভকার বলা হয়, সেইরূপ, 'আমি করি' ইত্যাকার যে অভিমান, তাহাই অহঙ্কার। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্—এই পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ—এই পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়, অন্তরিন্দ্রিয় মন এবং পঞ্চতন্মাত্র—সমস্তই অহঙ্কারের কার্য্য। আমি এই সকল ইন্দ্রিয় দ্বারা এই রূপাদি ভোগ করিব, ইন্দ্রিয়গণই আমার সুখসাধন, ইত্যাদি অভিমান বশতঃ, আদি সৃষ্টিতে, ইন্দ্রিয় ও তদ্বিষয় নিচয়ের উৎপত্তি হইয়াছে। সুতরাং, অহঙ্কারই ইন্দ্রিয়ের হেতু। সাত্ত্বিক, রাজস ও তামসভেদে অহঙ্কার ত্রিবিধ। সাত্ত্বিক অহঙ্কারবিকারে মনের, রাজস অহঙ্কারবিকারে জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের এবং তামস অহঙ্কারবিকারে পঞ্চতন্মাত্রের উদ্ভব হইয়াছে। ইন্দ্রিয়গণ স্থূল জগতে শরীরনিরূঢ় হইয়া, জীবের জ্ঞান ও কর্ম্মের সাধন হয়। প্রকৃতি জগচ্চিত্রের সূক্ষ্মাধার। ইহাতে মহত্তত্ত্ব, অহংকারতত্ত্ব, ইন্দ্রিয় ও তন্মাত্রনিচয় পর্য্যায়ক্রমে আবির্ভূত হইয়া বাহ্যেন্দ্রিয়গ্রহণাতীতরূপে অবস্থিত আছে।

(২) **স্থূলভূত**।—তন্মাত্রেভ্যঃ স্থূলভূতানি। অবিশেষাৎ বিশেষারম্ভঃ। তন্মাত্র বা অবিশেষ পঞ্চক চিরসহবাসের পর, কারণকার্য্যনিয়মে, পরম্পরানুবেধে, বিশেষ বা স্থূলভূতগণের আরম্ভ বা উৎপাদন করিয়াছে। আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী এই পঞ্চমহাভূতই স্থূলভূত। শব্দ মাত্রের বিকার বা স্থৌল্যে আকাশভূত, স্পর্শমাত্রের স্থৌল্যে বায়ুভূত, রূপমাত্রের স্থৌল্যে তেজোভূত, রসমাত্রের স্থৌল্যে জলভূত এবং গন্ধমাত্রের স্থৌল্যে পৃথিবীভূত উৎপন্ন হইয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভূত পর পর ভূতের কারণ। সৃষ্টিপাণ্ডুলেখ্যে, যেমন, সূক্ষ্মতত্ত্ব নিচয় হইতে সূক্ষ্ম শরীরের উৎপত্তি হইয়াছে, দৃশ্যমান্ জগতে,

লৌহিত্য অভিনব বা আগন্তুক গুণ নহে। হরিদ্রাগত অব্যক্ত লৌহিত্য চূর্ণ সংযোগে ব্যক্ত হয় মাত্র।

বিকার বা পরিণামবাদ।

মূল প্রকৃতিই যে ব্রহ্মাণ্ড কার্য্যের একমাত্র চরম কারণ, তাহা উপরোক্ত বিবরণ হইতে নির্ণীত হয়। পুরুষ কূটস্থ—জন্যধর্ম্মের অনাশ্রয়, অবিকারী ও অসঙ্গ; সুতরাং তিনি কারণ হইতে পারেন না। আবার, পুরুষ নিত্য ও উৎপত্তিরহিত; সুতরাং, তিনি কার্য্যও হইতে পারেন না। পুরুষ দ্রষ্টামাত্র। অচেতনা পরিণামিনী প্রকৃতির নিরন্তর বিকারে, বস্তু নিচয়, ক্রমশঃ, ব্যক্ত ও স্থূলাকারবিশিষ্ট হইতেছে। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, গুণত্রয়ের সাম্যভঙ্গের পর হইতে, তাহাদের বিষমানুপাতিক যৌগিক প্রভাবে, এই বিকারপ্রক্রিয়া চলিয়া আসিতেছে। বিশাল ব্রহ্মাণ্ড প্রকৃতিতে বিলীন ছিল। ইহা প্রাকৃতিক সূক্ষ্ম বিকারে প্রথমে সূক্ষ্ম জগতে এবং প্রাকৃতিক স্থূল বিকারে, অবশেষে, স্থূল জগতে পরিণত বা রূপান্তরিত হইয়াছে। অথবা, ব্রহ্মাণ্ডরূপ কার্য্য প্রকৃতিরূপ নিত্য কারণে লুক্কায়িত ছিল—প্রাকৃতিক বিকার বা পরিণামে ক্রমশঃ অভিব্যক্ত হইয়াছে। সূক্ষ্ম জগৎ বাহ্যেন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হইলেও, অনুমানসিদ্ধ। কারণ ভিন্ন কার্য্যোৎপত্তি হয় না। সুতরাং, স্থূল জগৎরূপ কার্য্যদ্বারা, তাহার উপাদান কারণ সূক্ষ্ম জগতের অনুমান সহজেই করা যায়। আবার, সূক্ষ্মজগৎ সিদ্ধ হইলে, তদ্দ্বারা, মূল কারণ প্রকৃতিরও অনুমান করা যায়। "বীজ হইতে অঙ্কুরের উৎপত্তি হয় না। পার্থিব উষ্ণতা ও জলাদির সংযোগে বীজ বিনষ্ট হইয়া গেলে, অঙ্কুরের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সুতরাং, ভাবরূপ বীজ অঙ্কুরের কারণ নহে,—বীজের প্রধ্বংসরূপ অভাবই অঙ্কুররূপ ভাব পদার্থের কারণ।"—এইরূপ যুক্তি বলে, অসদ্বাদী বৌদ্ধদিগেরন্যায়, অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হওয়া সিদ্ধান্ত করা সমীচীন নহে। বীজ প্রধ্বংসের পর অঙ্কুরের উৎপত্তি হয় সত্য; কিন্তু, এই প্রধ্বংস ব্যাপারে বীজের নিরন্বয় বিনাশ হয় না। বীজ বিনষ্ট হইলেও, বিনষ্ট বীজের অবয়ব বিনষ্ট হয় না এবং এই ভাবভূত বীজাবয়বই অঙ্কুরের উৎপাদক—বীজাভাব অঙ্কুরের উৎপাদক নহে। অভাব ভাবোৎপত্তির কারণ হইলে, সর্ব্বত্রই সর্ব্বভাবের উৎপত্তি হইত। কেন না, সর্ব্বত্রই অভাবের সুলভতা আছে। ইহা হইতে নিঃসংশয়িত রূপে প্রমাণিত হয় যে, অভাব

সেইরূপ, এই সকল স্থূলভূত হইতে স্থূল শরীরের উৎপত্তি হয়। যে সকল বস্তু বাহেন্দ্রিয়গ্রাহ্য, তাহারাই স্থূলভূত। স্থূলাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণি। কার্য্য স্বরূপ স্থূলবস্তু অবলোকন করিয়া, তাহার কারণ অনুমান করা যায়। পঞ্চ স্থূলভূত হইতে, তাহাদের কারণ পঞ্চতন্মাত্রের অনুমিতি হয়।

৪। অনুভয় রূপ পুরুষ (Neither Evolvent nor Evolute)।

পুরুষ প্রকৃতি বা প্রকৃতির বিকৃতি নহেন। যে চৈতন্য শরীরে শয়ন করিয়া আছেন এবং তাহাতেই প্রতীত হন, তিনিই পুরুষপদ বাচ্য। পুরুষের আদি বা উৎপত্তি নাই। পুরুষ নিরবয়ব, বাহেন্দ্রিয়ের অগোচর, পূর্ণ এবং সর্ব্বশরীরে বিরাজমান্। পুরুষ সুখ, দুঃখ ও মোহের উপলব্ধি এবং জড়শরীরকে চেতিত করেন। পুরুষ সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—গুণত্রয়ের অতীত, অনুৎপন্ন ও অনুৎপাদক। পুরুষ প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক পদার্থ দৃষ্টি বা প্রকাশ করেন এবং সুখদুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন। পুরুষে কোন ক্রিয়া বা পুরুষ হইতে কিছু মাত্র প্রসূত বা উৎপন্ন হয় না। অতএব, পুরুষ অনাদি, অতিশয় সূক্ষ্ম, সর্ব্বগত, চেতন, নির্গুণ, নিত্য, দ্রষ্টা, ভোক্তা, অকর্ত্তা ও অপ্রসবধর্ম্মী। পুরুষপর্য্যায়ভুক্ত চৈতন্য শরীরের গুণ নহে। ইহা শরীর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ পদার্থ এবং এই পৃথক্ পদার্থের সংযোগেই জড়দেহ চেতনায়মান হয়। ন সাংসিদ্ধিকং চৈতন্যং প্রত্যেকাদৃষ্টেঃ—পৃথক্কৃত অবস্থায় কোন ভূতে চৈতন্য থাকা প্রমাণিত হয় না; সুতরাং, চৈতন্য ভূত-সংঘাতাত্মক দেহের সাংসিদ্ধিক ধর্ম্ম বা গুণ নহে। প্রপঞ্চ মরণাদ্য ভাবশ্চ—যতক্ষণ বস্তু থাকে, ততক্ষণ তাহার স্বভাবও বর্ত্তমান থাকে। চৈতন্য দেহের স্বভাব হইলে, মরণাদি অচেতন অবস্থার অভাব হইত—মৃত্যুতে দেহ চৈতন্য-বিহীন হইত না। মদশক্তি বচ্চেৎ প্রত্যেক পরিদৃষ্টে সাংহত্যে তদুদ্ভবঃ। প্রথমতঃ, চৈতন্য মদশক্তিরন্যায় আবির্ভূত হয় না বা তাদৃশ আগন্তুক গুণ নহে। যে যে আধারে যে যে গুণ সূক্ষ্মরূপে অবস্থিতি করে, তত্তৎ আধারের সংঘাতে সেই সেই গুণের প্রব্যক্তি হয়। গুড়, তণ্ডুল প্রভৃতি মদ্যবীজে সূক্ষ্ম মাদকতা শক্তি থাকা পরীক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু, ভূতে চৈতন্য থাকা প্রমাণিত হয় না। দ্বিতীয়তঃ, কার্য্যগুণ মাত্রই কারণজন্য। ভূতরূপ কারণে চৈতন্যের অসদ্ভাব অবধারিত আছে। সুতরাং, ভূতসংঘাতোৎপন্ন দেহে, ভূতসংঘাত প্রভাবে চৈতন্যের আবির্ভাব অবধারণ করা অযৌক্তিক। তৃতীয়তঃ, হরিদ্রাচূর্ণসংযোগজ

ভাবোৎপত্তির কারণ নহে—ভাব পদার্থই ভাব পদার্থের উৎপত্তির কারণ। কারণ বিকৃত হইয়া, অবস্থান্তর প্রাপ্ত বা কার্য্যাকারে পরিণত হয়। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, কার্য্য কারণেরই বিকার—কারণ হইতে ভিন্ন বস্তু নহে। সর্প না থাকিলেও, যেমন; ইন্দ্রিয়দোষ বশতঃ রজ্জুতে সর্পের প্রতীতি হয়, সেইরূপ, অবিদ্যা হেতু ব্রহ্মে অবাস্তব প্রপঞ্চ বা জগতের প্রতীতি হইতেছে—এই যুক্তি বলে, বিবর্ত্তবাদী বৈদান্তিকগণের ন্যায়, কারণের অবিকৃতি নির্ণয় করাও সঙ্গত নহে। কারণ, রজ্জুতে সর্প প্রতীতি হইবার পর, স্থিরভাবে বিবেচনা করিলে, ইহা বাস্তবিক সর্প নহে, রজ্জুমাত্র—এইরূপ বাধজ্ঞান উপস্থিত হয়। সুতরাং, রজ্জুতে সর্পপ্রতীতি যে ভ্রমাত্মক, তাহা বিশেষরূপে উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু, প্রপঞ্চ সম্বন্ধে কখন উক্তরূপ বাধজ্ঞান হয় না। অতএব, প্রপঞ্চপ্রতীতি যে ভ্রমাত্মক, তাহা বলা যাইতে পারে না। দুগ্ধ দধিরূপে, সুবর্ণ কুণ্ডলরূপে, মৃত্তিকা ঘটরূপে এবং তন্তু পটরূপে পরিণত হয়। অথবা, দধি, কুণ্ডল. ঘট ও পট, যথাক্রমে, দুগ্ধ, সুবর্ণ, মৃত্তিকা ও তন্তু হইতে, বস্তুতঃ, অভিন্ন।

সৎকার্য্যবাদ ও অভিব্যক্তি।

কার্য্য যদি কারণ হইতে ভিন্ন না হয় এবং কারণেরই অবস্থান্তরমাত্র হয়, তাহাহইলে, ইহাও অবশ্য স্বীকার্য্য যে, উৎপত্তি বা অভিব্যক্তির পূর্ব্বে, কার্য্য সূক্ষ্মরূপে কারণের অন্তর্নিহিত থাকে। কারণ হইতে, অভিনব ভিন্ন বস্তু স্বরূপ, কার্য্যের উৎপত্তি হয় না। যে সকল উপায়ে সচরাচর কার্য্যের উৎপত্তি হয়, সেই সমস্ত কারক ব্যাপারকে যে, সাধারণতঃ, কার্য্যের উৎপাদক বা জনক স্বরূপ বিবেচনা করা হয়, তাহা ভ্রমাত্মক। কেন না, কারক ব্যাপারের পূর্ব্বেও, কার্য্য সূক্ষ্মরূপে কারণে বিদ্যমান ছিল। সুতরাং, কারক ব্যাপার কার্য্যের উৎপাদক নহে—অভিব্যঞ্জক বা প্রকাশক। যে কার্য্য সূক্ষ্ম ও অব্যক্তরূপে কারণে সৎ বা বিদ্যমান্ থাকে, কারক ব্যাপার দ্বারা তাহারই স্থূলরূপে অভিব্যক্তি হয় মাত্র। জগতের মূল কারণ চতুর্ব্বিধ পরমাণু নিত্য, অর্থাৎ, সৎ বা চির-বিদ্যমান্। দ্ব্যণুক হইতে মহাবয়বী পর্য্যন্ত কার্য্যনিচয় সাক্ষাৎ বা পরম্পরা ভাবে পরমাণুসমারব্ধ বা পরমাণু হইতে উৎপন্ন। অতএব, উৎপত্তির পূর্ব্বে সমস্ত কার্য্য অসৎ বা অবিদ্যমান্ ছিল এবং উৎপত্তির পরে তাহারা সৎ হইয়াছে,—এই বলিয়া, আরম্ভবাদী নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণ সৎ হইতে অসতের

পরিণাম। পুরুষকে কার্য্য বা সংঘাত বলিবার উপায় নাই। পুরুষ সংঘাতাত্মক হইলে পরার্থ হইবে, সেই পর সংঘাতাত্মক আবার পরার্থ হইবে—ইত্যাদি রূপ অনবস্থা দোষ সংঘটিত হয়। অতএব, পুরুষ যে অসংহত, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। যাহা অসংহত, তাহা ত্রিগুণের অধিকারবহির্ভূত। সুতরাং. পুরুষ ত্রিগুণাতীত। আবার, ত্রিগুণাত্মক রথাদি সারথি প্রভৃতি চেতন পদার্থ কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হয়। বুদ্ধ্যাদিও ত্রিগুণাত্মক, সুতরাং, সে সকলও অন্য কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইবার জন্য। চেতন পুরুষই সেই অন্য। বুদ্ধ্যাদি স্বয়ং সুখদুঃখাত্মক হইয়া, সুখের অনুকূলনীয় বা দুঃখের প্রতিকূলনীয় হইতে পারেনা। কেননা, তাহাতে স্বক্রিয়াবিরোধ হয়। গুণাতীত পুরুষই অনুকূলবেদনীয় সুখের অনুকূলনীয় এবং প্রতিকূলবেদনীয় দুঃখের প্রতিকূলনীয়। চেতন পুরুষই বুদ্ধ্যাদি দৃশ্যের দর্শক। জন্মাদি ব্যবস্থাতঃ পুরুষবহুত্বম্। ভিন্ন ভিন্ন শরীরে ভিন্ন ভিন্ন পুরুষ বাস করেন। সর্ব্ব শরীরে এক পুরুষ হইলে, জন্ম মরণাদির ব্যবস্থা হইতে পারেনা। কেননা, তাহা হইলে, একের জন্মে সকলের জন্ম, একের মরণে সকলের মরণ, একের পীড়ায় সকলের পীড়া, একের প্রবৃত্তিতে সকলের প্রবৃত্তি, একের সুখদুঃখে সকলের সুখদুঃখ প্রভৃতি হয়। সাক্ষাৎ সম্বন্ধাৎ সাক্ষিত্বম্। যেহেতু, প্রকৃতি নিজের সমস্ত আবরণ পুরুষকে প্রদর্শন করে, অতএব, দ্রষ্টা পুরুষ প্রকৃতির সাক্ষী। ত্রিগুণাতীত পুরুষ অকর্ত্তা, উদাসীন ও কেবল বা কৈবল্যযুক্ত। দুঃখত্রয়ের অত্যন্ত অভাবই কৈবল্য। দুঃখ গুণ; পুরুষ গুণাতীত, সুতরাং, কৈবল্যযুক্ত। ভোক্তা কর্ত্তৃক ভুক্তি না হইলে, ভোগ্য বিফল হয়। প্রধান মহদাদি ভোগ্য ভোক্তাপুরুষের অপেক্ষা করে। বুদ্ধ্যাদিতে প্রতিবিম্বিত পুরুষ বুদ্ধ্যাদিগত সুখদুঃখকে নিজের বলিয়া বিবেচনা করেন। ইহা মিথ্যাজ্ঞান এবং বিবেকজ্ঞান দ্বারা ইহার পরিহার হয়। বিবেকজ্ঞান বুদ্ধিবৃত্তি বিশেষ। সুতরাং, বিবেকজ্ঞানের জন্য পুরুষও প্রকৃতির অপেক্ষা করেন। এই পরস্পরাপেক্ষায় প্রকৃতিপুরুষের সংযোগ এবং তৎসংযোগে সৃষ্টি হয়। প্রকৃতিপুরুষের মিলন অন্ধপঙ্গুসংযোগবৎ। পঙ্গু অন্ধের স্কন্ধে অধিরূঢ় হইয়া পথ প্রদর্শন করে এবং অন্ধ তদনুসারে গমন করে। এইরূপে উভয়েরই অভিলষিতসিদ্ধি হয়। ক্রিয়াশক্তিশূন্য দৃকৃশক্তিযুক্ত পুরুষ পঙ্গুস্থানীয়। দৃকৃশক্তিশূন্য ক্রিয়াশক্তিযুক্ত প্রকৃতি অন্ধস্থানীয়। এই সংযোগ বলেই, অচেতন প্রকৃতিমহদাদি চেতনের ন্যায় এবং অকর্ত্তা পুরুষ, গুণের কর্ত্তৃত্বে, কর্ত্তার ন্যায় প্রতীয়মান হন।

সর্গ প্রকরণ।

প্রকৃতির প্রথম বিকার মহৎ বা বুদ্ধিতত্ত্ব এবং বুদ্ধিতত্ত্বের ক্রম বিকারে অবহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য পঞ্চতন্মাত্রের আবির্ভূত হওয়ার বিষয় আমরা পূর্ব্বে অবগত হইয়াছি। আমরা আরও জানিয়াছি, পঞ্চতন্মাত্র হইতে বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভূতাদির উৎপত্তি হইয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্টই অনুভব করা যায়, পঞ্চতন্মাত্র পর্য্যন্ত সর্গ প্রকৃতির সূক্ষ্মসৃষ্টি এবং তদনন্তরভব সর্গ প্রকৃতির স্থূল সৃষ্টি। আবার, প্রথমটী বুদ্ধির সৃষ্টি বলিয়া বুদ্ধিসর্গ স্বরূপ এবং দ্বিতীয়টী তন্মাত্রের সৃষ্টি বলিয়া তন্মাত্রসর্গ স্বরূপ অভিহিত হইতে পারে। বুদ্ধিসর্গের নাম প্রত্যয় সর্গ। অতএব, সর্গ বা সৃষ্টি দুইপ্রকার :—প্রত্যয়সর্গ ও তন্মাত্রসর্গ। অধ্যবসায় বা নিশ্চয় বুদ্ধির অসাধারণ বৃত্তি। ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য—এই আটটী বুদ্ধির ধর্ম্ম। বুদ্ধিবিকার অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন ইন্দ্রিয়নিচয়মধ্যে একাদশ ইন্দ্রিয় মন উভয়াত্মক, অর্থাৎ, ইহা যেমন জ্ঞানেন্দ্রিয়, তেমনি কর্ম্মেন্দ্রিয়। মনের অধিষ্ঠান ব্যতীত, বাহ্যেন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। সম্যক্ রূপে বা বিশেষ্যবিশেষণ ভাবে কল্পনা করাই সংকল্প। সংকল্প মনের অসাধারণবৃত্তি। মন, অহঙ্কার ও বুদ্ধি—এই তিনটী অন্তঃকরণ। কোন বস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইলে, অপরিস্ফুট রূপে সেই বস্তুর আলোচন বা নির্ব্বিকল্প জ্ঞান হয়। পরে, মন 'উহা ওরূপ নহে, এরূপ'—ইত্যাকারে সম্যক্‌রূপে কল্পনা বা বিশেষ্যবিশেষণ ভাবে বিবেচনা করে। তৎপরে অহঙ্কার মনঃসংকল্পিত বিষয়ে, 'আমি ইহা সম্পাদন করিতে সমর্থ'—এইরূপ অভিমান করে। অতঃপর বুদ্ধি অহঙ্কারের অভিমত বিষয়ে, 'ইহা আমার কর্ত্তব্য'—এইরূপ নিশ্চয় করে। অগ্নিসংযোগে অয়ঃপিণ্ড যেমন অগ্নির ন্যায় প্রতীয়মান হয়, পুরুষসংযোগে চিৎপ্রতিবিম্ব দ্বারা বুদ্ধিও, সেইরূপ, চেতনের ন্যায় প্রতীত হয়। এজন্য, বুদ্ধির কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্বাদি পুরুষে আরোপিত হইয়া থাকে। ইহাই পুরুষের সংসার। অতএব, সংসার দশায় পুরুষের কৈবল্য বা মুক্তির কোন বিঘ্ন হইতে পারে না। কেন না, তৎকালেও পুরুষ কেবল থাকেন। এইরূপে, বুদ্ধি একদিকে যেমন পুরুষের ভোগসম্পাদিকা, অন্যদিকে, তেমনি, বিবেকজ্ঞান দ্বারা পুরুষের মুক্তিসাধিকা। ফলতঃ, পুরুষের বন্ধ, মোক্ষ ও সংসার নাই। পুরুষের আশ্রয়ে বুদ্ধিই বন্ধ, মোক্ষ ও সংসার-

বহু আয়াসসাধ্য বলিয়া, দ্বেষের বিষয়। অতএব, বিষয়ভেদে দ্বেষ অষ্টাদশ প্রকার।

(৫) অভিনিবেশ।—ভয় অভিনিবেশের প্রতিশব্দ। শব্দাদি দশভোগ্য বিষয়ে এবং তাহাদের উপায়ভূত অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্যে বিনাশ ভয় হয়। সুতরাং, বিষয় ভেদে, অভিনিবেশ অষ্টাদশ প্রকার।

২। অশক্তি।—অশক্তিরষ্টাবিংশতিধাতু। একাদশ ইন্দ্রিয়ের অশক্তি একাদশ প্রকার এবং বুদ্ধির অশক্তি সপ্তদশ প্রকার—সাকল্যে অষ্টাবিংশতি প্রকার অশক্তি।

(১) ইন্দ্রিয়াশক্তি।—অন্ধতা, বধিরতা প্রভৃতি দর্শন শ্রবণেন্দ্রিয়াদির অশক্তি।

(২) বুদ্ধির অশক্তি।—নয় প্রকার তুষ্টি ও আটপ্রকার সিদ্ধির বিপর্য্যয় বা অভাব নিবন্ধন বুদ্ধির সপ্তদশ প্রকার অশক্তি।

৩। তুষ্টি।—তুষ্টির্নবধা। বিষয় বৈরাগ্যজ বাহ্যতুষ্টি পাঁচ এবং আধ্যাত্মিক তুষ্টি চারি—সাকল্যে নব তুষ্টি।

(১) বিষয়বৈরাগ্যজ তুষ্টি।—ভোগ্য বিষয়, যেমন, শব্দাদি ভেদে পাঁচ প্রকার, বিষয়বৈরাগ্যের হেতুও, সেইরূপ, পঞ্চবিধ। অর্জ্জনদোষ, রক্ষণদোষ, ক্ষয়দোষ, ভোগদোষ ও হিংসাদোষ দর্শনে বিষয়-বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। কৃষি, বাণিজ্য, চাকরি, প্রভৃতি যতগুলি ধনার্জ্জনের উপায় আছে, সমস্তই দুঃখকর। ধনার্জ্জনোপায় কষ্টকর বলিয়া, বিষয়ে বৈরাগ্য হইলে যে তুষ্টি হয়, তাহার নাম পার। অর্জ্জিত ধন অগ্নি, জল, চৌরাদি দ্বারা নষ্ট হইতে পারে; এজন্য, অতি কষ্টে তাহার রক্ষা করিতে হয়। এই রক্ষণক্লেশ চিন্তায় যে বিষয় বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, তজ্জনিত তুষ্টির নাম সুপার। মহাকষ্টে ধনের অর্জ্জন ও রক্ষণ করিলেও, ভোগদ্বারা তাহা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। এই ক্ষয়দোষদর্শন জন্য বিষয়বৈরাগ্য জন্মিলে যে তুষ্টি হয়, তাহার নাম পারাপার। বিষয়ভোগের অভ্যাস ভোগাভিলাষকে আরও বর্দ্ধিত করে। ঘটনাবশতঃ, বিষয়প্রাপ্তি না হইলে, বর্দ্ধিত ভোগাভিলাষ দারুণ আঘাত প্রাপ্ত এবং অন্তঃকরণ নিরতিশয় ব্যথিত হয়। এইরূপ ভোগদোষ দর্শনে যে বৈরাগ্য জন্মে, তজ্জনিত তুষ্টির নাম অনুত্তমাম্ভঃ। প্রাণীগণের পীড়া না জন্মাইয়া ভোগ হইতে পারেনা।

সমস্ত ভোগেই ন্যূনাধিক প্রাণীহিংসা আছে। এই হিংসাদোষ দর্শনে বিষয় বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে যে তুষ্টি জন্মে তাহার নাম উত্তমাম্ভঃ।

(২) আধ্যাত্মিক তুষ্টি।—প্রকৃতিতুষ্টি, উপাদানতুষ্টি, কালতুষ্টি ও ভাগ্যতুষ্টি ভেদে আধ্যাত্মিক তুষ্টি চতুর্ব্বিধ। বিবেকসাক্ষাৎকার প্রকৃতির পরিণাম বিশেষ; সুতরাং, তাহা প্রকৃতির কার্য্য। প্রকৃতিই বিবেকসাক্ষাৎকারের কর্ত্রী; আমি তাহার কর্ত্তা নহি। অতএব, আমি সর্ব্বদাই কূটস্থ ও পূর্ণ।—এইরূপ ভাবনায় যে তুষ্টি জন্মে তাহার নাম প্রকৃতিতুষ্টি। ইহার অন্যনাম অম্ভঃ। প্রব্রজ্যা বা সন্ন্যাসের উপাদান গ্রহণ করিলে যে তুষ্টি হয়, তাহার নাম উপাদানতুষ্টি। ইহার অপর নাম সলিল। সন্ন্যাসগ্রহণান্তর দীর্ঘকাল ধ্যানাভ্যাস বা সমাধির অনুষ্ঠানে যে তুষ্টি জন্মে তাহার নাম কালতুষ্টি। ইহা ওঘ নামে পরিচিত হয়। সম্প্রজ্ঞাত সমাধির চরমোৎকর্ষে ধর্ম্মমেঘ সমাধি লব্ধ হইলে যে তুষ্টি জন্মে, তাহার নাম ভাগ্যতুষ্টি। ইহা বৃষ্টি নামে বিখ্যাত আছে।

৪। সিদ্ধি।—সিদ্ধিরষ্টধা। মুখ্য সিদ্ধি তিন এবং গৌণসিদ্ধি পাঁচ—সাকল্যে অষ্টসিদ্ধি।

(১) মুখ্যসিদ্ধি।—দুঃখ নিবৃত্তিই মুখ্যসিদ্ধি। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক—এই তিন প্রকার দুঃখ। সুতরাং, প্রতিযোগী ভেদে দুঃখনিবৃত্তিও তিন প্রকার। এই সিদ্ধিত্রয়ের নামান্তর, যথাক্রমে প্রমোদ, মুদিত ও মোদমান।

(২) গৌণসিদ্ধি।—যাহা মুখ্য সিদ্ধির সাধন বা উপায়, তাহা গৌণসিদ্ধি স্বরূপ পরিগণিত হয়। গৌণসিদ্ধি পাঁচপ্রকার:—অধ্যয়ন, শব্দ, উহ, সুহৃৎপ্রাপ্তি ও দান। গুরুর নিকট, নিয়মানুযায়ী, অধ্যাত্ম শাস্ত্রের অক্ষর-গ্রহণ অধ্যয়ন। ইহার অপর নাম তার। গৃহীত অধ্যাত্মশাস্ত্রের অর্থাববোধের নাম শব্দ। ইহার অপর নাম সুতার। এই দুই সিদ্ধি আত্মার শ্রবণ বলিয়া কথিত হয়। শাস্ত্রের অবিরোধী যুক্তি দ্বারা সংশয় ও পূর্ব্বপক্ষের নিরসন করিয়া, শাস্ত্রার্থের অবধারণ করার নাম উহ বা তর্ক। ইহার অপর নাম তারতার এবং এই তৃতীয় সিদ্ধিই আত্মার মনন পদবাচ্য। স্বয়ং যুক্তিমূলে শাস্ত্রার্থের অবধারণ করিলেও, যাবৎ তাহা অন্যের অনুমোদিত না হয়, তাবৎ তাহাতে সম্যক্ বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত নহে। এজন্য, গুরুশিষ্য বা সব্রহ্মচারীরূপ সুহৃৎপ্রাপ্তি

চতুর্থসিদ্ধি উক্ত হইয়াছে। ইহার অন্য নাম রম্যক। বিবেকজ্ঞানের শুদ্ধির নাম দান। ইহা সদামুদ্রিত নামেও অভিহিত হয়।

সৃষ্টিরহস্য।

প্রকৃতির সৃষ্টিকৌশল প্রত্যয় ও তন্মাত্র সর্গপ্রণালীর গভীর আলোচনায় উপলব্ধ হইতে পারে। পুরুষার্থসাধন বিষয়ে, সর্গদ্বয়ের প্রত্যেকেই অপরের মুখাপেক্ষী। প্রথমতঃ, আমরা দেখিতে পাই, শব্দাদি ভোগ্যবিষয়, ভোগায়তন শরীরদ্বয়, ভোগসাধন ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ ভিন্ন ভোগরূপ পুরুষার্থের নির্ব্বাহ হইতে পারেনা এবং ধর্ম্মাদি ভিন্ন ইন্দ্রিয়, শরীর প্রভৃতির সৃজন হইতে পারেনা। শব্দাদি বিষয় ও শরীর তন্মাত্রসর্গের এবং ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ ও ধর্ম্মাদি প্রত্যয়সর্গের অধিকারভুক্ত। দ্বিতীয়তঃ, অপবর্গরূপ পুরুষার্থ বিবেকজ্ঞানসাধ্য। বিবেকজ্ঞান প্রত্যয় ও তন্মাত্র উভয়সর্গসাপেক্ষ। এতদ্দ্বারা, সর্গদ্বয়ের উপযোগিতা বিশেষরূপে অনুভব করা যায়। সৃষ্টিপর্য্যায় পর্য্যালোচনায় এরূপ ধারণাও বদ্ধমূল হয় যে, সাক্ষাৎ বা পরম্পরাভাবে, প্রকৃতিই যাবতীয় কার্য্যের একমাত্র কারণ। ভ্রান্ত নাস্তিকগণ কার্য্যকে নিষ্কারণ বিবেচনা করে। কিন্তু, তাহাদের ভ্রম সহজেই প্রদর্শিত হইতে পারে। কার্য্য কাদাচিৎক—ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। যখন কারণ-কলাপের মিলন হয়, তখনই কার্য্যের উৎপত্তি হয়—অন্য সময়ে হয় না। কার্য্য নিষ্কারণ বা কারণাপেক্ষাবিহীন হইলে, সকল সময়েই সকল কার্য্য হইতে পারিত, কিম্বা, কোনকালেই কার্য্য হইত না। যে সকল কারণবাদী ব্রহ্মকেই জগতের কারণ স্বরূপ নির্দ্দেশ করেন, তাঁহাদের মতেও আস্থা স্থাপন করা যায় না। কারণ, চিতিশক্তি বা ব্রহ্ম যে নিগুর্ণ ও অপরিণামী, ইহা তাঁহাদের স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং, জগৎ অপরিণামী ব্রহ্মের পরিণাম হইতে পারেনা। আবার, কেহ কেহ প্রকৃতিকে জগতের কারণ স্বীকার করিয়াও, নিম্নলিখিত যুক্তিমূলে প্রকৃতিতে সৃষ্টিকর্ত্তা নিত্যেশ্বরের অধিষ্ঠাতৃত্ব সিদ্ধান্ত করেন :—অচেতন পদার্থ চেতন বস্তু প্রবর্ত্তিত হইয়াই কার্য্য সম্পাদন করে। সূত্রধর কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত বা প্রবর্ত্তিত হইয়া, বাসী অস্ত্র ছেদন ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকে। প্রকৃতি অচেতন ; সুতরাং, তাহারও অধিষ্ঠাতা বা প্রবর্ত্তয়িতা স্বরূপ কোন চেতন বস্তু অবশ্য স্বীকার্য্য। বাস্যাদির স্বরূপের অভিজ্ঞ সূত্রধর প্রভৃতিই বাস্যাদির অধিষ্ঠাতা হয়। সুতরাং, যে চেতন বস্তু প্রকৃতির স্বরূপের অভিজ্ঞ, তিনিই যে প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা হইবেন,

তাহা সম্পূর্ণ অনুমানসিদ্ধ। জীব সমূহ চেতন হইলেও, তাহারা প্রকৃতির স্বরূপের অভিজ্ঞ নহে। পূর্ণজ্ঞান ঈশ্বর প্রকৃতির স্বরূপের অভিজ্ঞ এবং তিনিই প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা। অতএব, প্রতিপন্ন হইল যে, প্রকৃতিদ্বারা ঈশ্বরই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা। এই যুক্তি কিরূপ সারবান্, এক্ষণে তাহাই বিচার্য্য। মুক্তবদ্ধয়োরন্যতরাভাবাৎ ন তৎসিদ্ধিঃ। উভয়থাপ্য সৎকরত্বম্। ঈশ্বরকে মুক্তস্বভাব, বদ্ধস্বভাব, বিলক্ষণ স্বভাব—যাহাই বলা হউক না কেন, তাহাতেই নিত্যেশ্বরের অসদ্ভাব হয়। মুক্ত ও বদ্ধ—উভয়পক্ষই তুল্যরূপে অকিঞ্চিৎকর। ঈশ্বর মুক্তস্বভাব হইলে, তাঁহার ইচ্ছা, যত্ন, প্রবৃত্তি, অভিমান প্রভৃতির অভাব হয়। কিন্তু, সৃষ্টি ইচ্ছাদিজন্য। অতএব,মুক্তস্বভাব ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বেরও অভাব অবধারিত হয়। ঈশ্বর বদ্ধস্বভাব হইলে, আমাদের ন্যায়, তাঁহার ইচ্ছাদি থাকিবে এবং তিনি আমাদের ন্যায় অল্পজ্ঞ ও অল্পশক্তিমান্ হইবেন। এমতে, বদ্ধস্বভাব ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব বা প্রকৃতির অধিষ্ঠাতৃত্ব সম্ভবপর নহে। বস্তুতঃ, নিত্যেশ্বর বোধক অর্থে কুত্রাপি ঈশ্বর শব্দের প্রয়োগ হয় নাই। মুক্তাত্মনঃ প্রশংসা উপাসা সিদ্ধস্য বা। শাস্ত্রে যে ঈশ্বরের কথা আছে, তাহা মুক্তাত্মা বা সিদ্ধাত্মার প্রশংসাবোধক। তৎসন্নিধানাদধিষ্ঠাতৃত্বং মণিবৎ। সংকল্পাদি দ্বারা যে পরিণাম সংঘটিত হয়, সাধারণতঃ, তাহাতেই পুরুষের অধিষ্ঠাতৃত্ব বোধিত ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রকৃতি কার্য্যে পুরুষের এরূপ অধিষ্ঠাতৃত্ব কল্পনা করা সম্পূর্ণ দোষাবহ। যেমন অয়স্কান্ত মণির কোন সঙ্কল্প না থাকিলেও, তৎসন্নিধ্যে শল্যাদির নিষ্কর্ষণ হয়, সেইরূপ, সঙ্কল্পবিহীন পুরুষের সান্নিধ্য বা সংযোগ বশতঃ, মহদাদিক্রমে প্রকৃতির পরিণতি হয়।—ঈদৃশ অর্থে প্রকৃতিকার্য্যে পুরুষের অধিষ্ঠাতৃত্ব বা সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব ব্যবহারে দোষ নাই। নেশ্বরাধিষ্ঠিতে ফলনিষ্পত্তিঃ কর্ম্মণাতৎসিদ্ধেঃ। ঈশ্বরের অধিষ্ঠান বশতঃ ফলনিষ্পত্তি হয়, একথা অযুক্ত। কর্ম্মই নিজস্বভাবে ফল জন্মায়। স্বোপকারবদধিষ্ঠানং লোকবৎ। লৌকিক দৃষ্টান্তে, অধিষ্ঠানের আত্মোপকারমূলকতা দৃষ্ট হয়। লোকে স্বার্থ ব্যতীত কিছু করেনা। লৌকিকেশ্বর বদিতরথা। ঈশ্বরও স্বোপকারার্থ প্রবৃত্ত, ইহা স্বীকার করিলে, তিনিও অস্মদাদির ন্যায় স্বার্থপর, সুখদুঃখভাগী ও সংসারী উৎপন্ন হন। পারিভাষিকো বা। অথবা, ঈশ্বর শব্দটী শাস্ত্রীয় পরিভাষা বা নাম মাত্র। প্রথমোৎপন্ন ক্ষমতাশালী জীব ইহার পরিভাষা বা অর্থ। ঈদৃশেশ্বর সিদ্ধিঃসিদ্ধা। এরূপ জন্য ঈশ্বর সর্ব্বপ্রমাণসিদ্ধ। নরাগাদৃতে তৎসিদ্ধিঃ প্রতিনিয়ত কারণত্বাৎ। রাগ, অর্থাৎ, ইচ্ছা ব্যতীত স্রষ্টৃত্ব অসিদ্ধ।

কেননা, ইচ্ছাই সৃজনপ্রবৃত্তির নিয়তকারণ। তদ্‌যোগেপি ন নিত্যমুক্তঃ। ঈশ্বরের রাগ থাকা মানিতে গেলে, নিত্যেশ্বর মান্য করা হয় না। প্রধানশক্তি যোগাচ্চেৎ সঙ্গাপত্তিঃ। রাগ একপ্রকার প্রকৃতিনিষ্ঠা শক্তি ; স্রষ্টৃত্ব তৎসম্বন্ধাধীন —ইহা বলিতে গেলে, ঈশ্বরের অসঙ্গস্বভাবত্ব ভঙ্গ হয়। নিমিত্ত মাত্রাচ্চেৎ সর্বৈশ্বর্য্যম্। যদি প্রকৃতির সান্নিধ্য প্রভাবে ঈশ্বরত্ব হয়, তাহা হইলে, সকল পুরুষইত ঈশ্বর হইতে পারে! প্রমাণাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ। প্রমাণ না থাকায়, স্বতন্ত্র নিত্যেশ্বর অসিদ্ধ; সম্বন্ধাভাবান্নানুমানম্। কোন প্রকার দৃষ্ট সম্বন্ধ না থাকায়, অনুমান প্রমাণও নিত্যেশ্বর বিষয়ে অগ্রসর হইতে পারেনা। শ্রুতিরপি প্রধান কার্য্যত্বস্য। শ্রুতিও জগৎকে প্রধান বা প্রকৃতির কার্য্য বলিয়াছেন। অতএব, প্রকৃতি নিজেই সৃষ্টিকর্ত্রী। জড় প্রকৃতির কার্য্যকারিতা প্রথমে প্রহেলিকা স্বরূপ প্রতীয়মানা হইলেও, সম্যগনুধাবনে ইহার মর্ম্মাবগম করা যায়। ধেনুবদ্বৎসায়। বৎসের জন্য গাভীর দুগ্ধ যেমন স্বয়ং স্রবিত হয়, কোন যত্নের অপেক্ষা না করিয়া, প্রাকৃতিক করণ সকল, সেইরূপ, পুরুষের জন্য স্বতঃ প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। অচেতনত্বেপি ক্ষীরবচ্চেষ্টিতং প্রধানস্য। দুগ্ধ যেমন দধিরূপে পরিণত হয়, সেইরূপ, পুরুষ প্রযত্নব্যতিরেকেও, অচেতন প্রকৃতির মহদাদি পরিণাম হইয়া থাকে। নর্ত্তকীবৎ প্রবৃত্তস্যাপিনিবৃত্তিশ্চারিতার্থ্যাৎ। নর্ত্তকী যেমন সভাসদদিগকে নৃত্য দর্শন করাইয়া, নৃত্য হইতে নিবৃত্ত হয়, প্রকৃতিও, সেইরূপ, পুরুষের নিকট নিজের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া নিবৃত্ত হয়। দোষ বোধেহপি নোপসর্পণং প্রধানস্য কুলবধূবৎ। কুলবধূ দৈবাৎ স্খলিত বস্ত্রাঞ্চলাবস্থায় একবার কোন পুরুষ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, যেমন, দ্বিতীয়বার আর তাহার নয়নপথবর্ত্তিনী হয় না, প্রকৃতিও, সেইরূপ, বিবেকজ্ঞানসম্পন্ন কোন পুরুষ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, পুনরায় তাদৃশ পুরুষের দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হয় না। বিমুক্ত বোধান্ন সৃষ্টিঃ প্রধানস্য লোকবৎ। মুক্ত পুরুষ সম্বন্ধে, প্রকৃতির আর সৃষ্টি হয় না। ভৃত্যগত জয় পরাজয় যেমন প্রভুতে উপচরিত হয়, প্রকৃতিগত বন্ধ ও মোক্ষ, সেইরূপ, নির্গুণ অপরিণামী পুরুষে উপচারিত হয়। প্রকৃতপক্ষে, পুরুষের বন্ধ বা মোক্ষ নাই। কোশকার কীটের ন্যায়, প্রকৃতি নিজেই নিজেকে বন্ধন করে।

সাংখ্যদর্শনের শিক্ষা ও উপকারিতা।

পুরুষের সংসারিত্ব অবিবেকমূলক। সাংখ্যদর্শনগত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের

সাক্ষাৎকার হইলে, অবিবেকের মূলোচ্ছেদ হয়। পুরুষ তখন বিবেকবলে আপনাকে প্রকৃতি হইতে বিবিক্ত বা বিমুক্ত দেখেন। আমি পুরুষ, আমি প্রকৃতি বা বুদ্ধ্যাদি হইতে ভিন্ন, আমি অকর্ত্তা, সুতরাং, কোন বিষয়ে আমার স্বাভাবিক স্বামিত্ব নাই—ইত্যাদিরূপে আত্মস্বরূপোপলব্ধিকরণের নামই বিবেক-জ্ঞান। মিথ্যাজ্ঞানই ভোগের কারণ এবং ভোগের জন্যই জন্ম ও সংসার। যে পুরুষের মিথ্যাজ্ঞান বিনষ্ট হয়, তাঁহার পক্ষে ভোগমূলা সৃষ্টির প্রয়োজন থাকে না। সঞ্চিত ধর্ম্মাধর্ম্মের বীজ বিবেকাগ্নিতে দগ্ধীভূত হইলে, তাহা আর জন্মাদি ফলোৎপাদন করিতে পারে না। তথাপি, প্রারব্ধফল কর্ম্মানুসারে, অর্থাৎ, যাহা ফল জন্মাইতে আরম্ভ করিয়াছে, তাদৃশ কর্ম্মবশতঃ, তত্ত্বজ্ঞানীর শরীর কিয়ৎকাল অবস্থিত থাকে। প্রারব্ধ কর্ম্মফল ভোগাবসানে দেহপাত হইলে, বিজ্ঞানী ব্যক্তির আর শরীর ধারণ করিতে হয় না।

—০—

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পাতঞ্জল দর্শন (The Theistic Sankhya Philosophy)।

পাতঞ্জল দর্শন যে মহর্ষি পতঞ্জলিবিরচিত, তাহা ইহার অভিধা হইতে সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। পতঞ্জলিনা প্রোক্তং পাতঞ্জলং। ইহাতে কাপিল দর্শনের যাবতীয় তত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে পরিগৃহীত এবং তদুপরি, সুযুক্তি সহকারে, নিত্যেশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। পরন্তু, কাপিল সাংখ্যে বিবেকজ্ঞানের সাধনভূত যে যোগবিবরণ সংক্ষিপ্ত ভাবে প্রদত্ত হইয়াছে, পাতঞ্জল সাংখ্যে তাহা বিশদরূপে বিবৃত ও উপদিষ্ট হইয়াছে। এজন্য, রচয়িতার নামে প্রসিদ্ধ হওয়া ব্যতীত, ইহা সেশ্বর সাংখ্য ও যোগদর্শন—এতদুভয় নামেও পরিকীর্ত্তিত হয়।

পাতঞ্জল দর্শনগত ১৯৫ সূত্র নামবিশিষ্ট চারি পাদ বা পরিচ্ছেদে বিভক্ত। সমাধি নামক প্রথম পাদে যোগের উদ্দেশ, লক্ষণ, উপায় ও প্রকার ভেদ; সাধন নামক দ্বিতীয় পাদে ক্রিয়া যোগ, ক্লেশ, কর্ম্মবিপাক ও তাহার দুঃখত্ব এবং হেয়, হেয়হেতু, হান ও হানোপায় রূপ ব্যূহ চতুষ্টয়; বিভূতি নামক তৃতীয়

পাদে যোগের অন্তরঙ্গ অঙ্গ, পরিণাম, সংযম দ্বারা বিভূতিলাভ ও বিবেকজ্ঞান এবং কৈবল্য নামক চতুর্থ পাদে মুক্তিযোগ্য চিত্ত, পরলোকসিদ্ধি, বাহ্যার্থসদ্ভাব-সিদ্ধি, চিত্তাতিরিক্ত আত্মার সিদ্ধি, ধর্ম্মমেঘ সমাধি, জীবন্মুক্তি, বিদেহ কৈবল্য ও প্রকৃত্যাপূরাদি বর্ণিত হইয়াছে। প্রত্যেক পরিচ্ছেদে প্রাসঙ্গিক অন্যান্য অনেক বিষয়ের আলোচনাও আছে।

যোগ বিষয়ের উপদেশ করিবার জন্য, পরমযোগী পতঞ্জলি প্রথম সূত্রেই বলিতেছেন, অথ যোগানুশাসনম্। অথ, আরম্ভার্থক। যোগ, সমাধি। অনু (পশ্চাৎ)+শাসন (উপদেশ)=অনুশাসন। যেহেতু, লোকশিক্ষা কল্পে আদিবক্তা ব্রহ্মার উপদিষ্ট যোগশাস্ত্রের বর্ণনা আবশ্যক হইতেছে, অতএব, তাহার আরম্ভ করা গেল। যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ। চিত্তবৃত্তিনিরোধই যোগ। চিত্তের বিভিন্ন পরিণাম বা অবস্থার নাম বৃত্তি। নিরোধ বিলোপার্থক নহে। যোগে চিত্তবৃত্তির ঐকান্তিক বিলোপ হয় না। নিরুদ্ধ নামে চিত্তের যে একটী বৃত্তি আছে, তাহা যোগের উপযুক্ত। যথাস্থানে ইহার বিস্তারিত বিবরণ প্রদত্ত হইবে। তদাদ্রষ্টুঃ স্বরূপেবস্থানম্। যখন চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয়, তখন দ্রষ্টা (আত্মা) স্বরূপে অবস্থান করেন। বৃত্তি স্বারূপ্যমিতরত্র। অন্য সময়ে অর্থাৎ সাধারণ অবস্থায় চিত্তবৃত্তির স্থিতিকালে দ্রষ্টা (আত্মা) চিত্তবৃত্তির সমান বা তৎসহ একীভূত হইয়া থাকেন।

পাতঞ্জল দর্শনে, আত্মা নামের পরিবর্ত্তে দ্রষ্টা, দৃক্‌শক্তি, পুরুষ, চিতিশক্তি প্রভৃতি এবং মোক্ষ ও নির্ব্বাণ নামের পরিবর্ত্তে কৈবল্য, স্বরূপে অবস্থান প্রভৃতি নাম ব্যবহৃত হইয়াছে। ঈশ্বরাস্তিত্বের প্রতিপাদন কল্পে, এতদ্দর্শনে এবম্বিধ যুক্তি অবলম্বিত হইয়াছেঃ—বিশ্বে বিভিন্ন বস্তুবিষয়ক যত প্রকার তারতম্য অনুভূত হয়, তাহাদের, নিশ্চয়ই, কোন স্থলে চরমবিশ্রামস্থান আছে। পরিমাণ তারতম্যে দেখা যায়, বদর অপেক্ষা বিল্ব মহৎ, বিল্বাপেক্ষা পনস মহৎ, ইত্যাদি। কিন্তু, মহত্তম কোন বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়া, এইরূপে পরম্পরা ক্রমে মহৎ বস্তুর কল্পনা করিতে গেলে, যাবতীয় প্রয়াস উদ্দেশ্যহীন ও বিফল হয় এবং তাহাতে অনবস্থা দোষ সংঘটিত হয়। আত্মা যে সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ—আত্মা অপেক্ষা মহদ্বস্তু যে দ্বিতীয় নাই, তাহা সর্ব্ববাদীসম্মত। অতএব, আত্মাতে মহৎ পরিমাণ চরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছে, অথবা, আত্মায় মহৎ পরিমাণের তারতম্য চিরবিশ্রাম লাভ করিয়াছে। কে কিরূপ জ্ঞানী, তাহার আলোচনা

করিতে গিয়া, আমরা দেখিতে পাই, শ্যাম অপেক্ষা রাম এবং রাম অপেক্ষা হরি অধিক বুদ্ধিমান্, ইত্যাদি। লৌকিকগণ অপেক্ষা পরীক্ষকগণ অধিক জ্ঞানী। আবার, পরীক্ষকগণ মধ্যেও জ্ঞানের তারতম্য আছে। পরিমাণ তারতম্যের ন্যায়, জ্ঞানতারতম্যও, অবশ্য, কোন স্থলে চরম বিশ্রাম লাভ করিয়াছে। যে স্থলে বা যে পুরুষে জ্ঞান চরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছে, সে পুরুষ যে সর্ব্বজ্ঞ—তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞত্ববীজম্—তাহাও অবশ্য স্বীকার্য্য। বলা বাহুল্য, যিনি সর্ব্বজ্ঞ তিনিই ঈশ্বর। ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ। অবিদ্যাদি ক্লেশ, শুভাশুভ কর্ম্ম, তাহাদের ফলভোগ, অর্থাৎ, জন্ম মরণাদি ও কর্ম্মজনিত আশয়, অর্থাৎ, পুণ্যপাপাদি—এই সমস্ত কর্তৃক অস্পৃষ্ট পুরুষ বিশেষ ঈশ্বর। স পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ। তিনি অনাদি ও আদিস্রষ্টা ব্রহ্মারও গুরু বা শিক্ষক। ঈশ্বরে ঐশ্বর্য্যের তারতম্য চরম বিশ্রামলাভ করিয়াছে। ঈশ্বরাপেক্ষা ঐশ্বর্য্যবান্ আর কেহ নাই। কেবল তাহাই নহে; ইহা হইতে ঈশ্বরের একত্ব ও অদ্বিতীয়ত্বও প্রমাণিত হয়। দুই ঈশ্বর থাকা অসম্ভব। যদি, তর্কচ্ছলে, দুই ঈশ্বর স্বীকার করিয়া লওয়া যায় এবং কোন বিষয়ে ঈশ্বরদ্বয়ের পরস্পর বিরুদ্ধ ইচ্ছা উৎপন্ন হয়, তাহাহইলে, উভয়ের ইচ্ছা পূর্ণ হইতে পারেনা। কেননা, এক বস্তুতে একসময়ে পরস্পর বিরুদ্ধ দুইটী ধর্ম্মের সমাবেশ প্রকৃতিবিরুদ্ধ। একই বস্তু লক্ষ্য করিয়া, এক ঈশ্বর বলিলেন, 'ইহা শুভ্র হউক' এবং অপর ঈশ্বর বলিলেন, 'ইহা কৃষ্ণ হউক'। কিন্তু, একই বস্তু এক সময়ে শুভ্র ও কৃষ্ণ হইতে পারেনা। ইহা হয় শুভ্র না হয় কৃষ্ণ হইবে। সুতরাং, একের ইচ্ছা পূর্ণ এবং অন্যের ইচ্ছা ব্যর্থ হইবে। যাঁহার ইচ্ছা অপূর্ণ থাকিবে, তিনি অল্পতর ঐশ্বর্য্যবান্ এবং জীবাদির ন্যায় তাঁহার ইচ্ছার ব্যাঘাত আছে। অতএব, প্রতিপন্ন হইল যে, তিনি ঈশ্বরপদবাচ্য নহেন।

ক্লেশ (The afflictions)।—অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ ক্লেশাঃ। অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পাঁচটী সংসারে ক্লেশের কারণ স্বরূপ। সুতরাং, ইহারা ক্লেশ সংজ্ঞায় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

(১) **অবিদ্যা** (Ignorance)।—অনিত্যাশুচিদুঃখানাত্মসু নিত্যশুচিসুখাত্মখ্যাতিরবিদ্যা। অনিত্য দ্রব্যকে নিত্য, অশুচি পদার্থকে শুচি, দুঃখকে সুখ এবং অনাত্মাকে আত্মা বোধ করাই অবিদ্যা। সুতরাং, অবিদ্যা উক্তরূপ চতুষ্পদা।

(২) অস্মিতা (Egoism) ।—দৃক্‌দর্শনশক্ত্যোরেকাত্মতাভিমানোঽস্মিতা। দৃক্‌শক্তি=চিতিশক্তি, বা পুরুষ। দর্শনশক্তি=বুদ্ধিতত্ত্ব। উভয়ের অভেদাধ্যাস নিবন্ধন, অহং আমি ইত্যাকার অভিমান অস্মিতা।

(৩) রাগ (Desire) ।—সুখানুশয়ী রাগঃ। সুখাভিজ্ঞ পুরুষ অনুভূতপূর্ব্ব সুখ স্মরণ করিয়া, পুনরায় সুখপ্রদ বিষয়ে তৃষ্ণাযুক্ত হয়। ঈদৃশ তৃষ্ণা বা অভিলাষ রাগপদবাচ্য।

(৪) দ্বেষ (Aversion) ।—দুঃখানুশয়ী দ্বেষঃ। দুঃখাভিজ্ঞ পুরুষ অনুভূতপূর্ব্ব দুঃখ স্মরণ করিয়া, দুঃখপ্রদ বিষয়ের বর্জ্জনপ্রার্থী হয়। ঈদৃশ প্রার্থনা দ্বেষ নামক চতুর্থ ক্লেশ।

(৫) অভিনিবেশ (Tenacity for mundane Existence) ।—স্বরসবাহী বিদুষোপি তথারূঢোঽনুবন্ধোঽভিনিবেশঃ। দৃষ্ট কারণ ব্যতিরেকেও, কেবল পূর্ব্ব জন্মানুভূত মরণদুঃখের সূক্ষ্মসংস্কার বশতঃ, জীবের অন্তরে মরণ ভয় বিশেষভাবে রূঢ় রহিয়াছে। এজন্য, প্রতি মুহূর্ত্তেই, আমি যেন না মরি, আমার যেন শরীর বিয়োগ না হয়, জীব এইরূপ প্রার্থনা করে। এই সভয় প্রার্থনা বা বাঁচিবার আশা অভিনিবেশ নামক পঞ্চম ক্লেশ। স্থূলতঃ মরণত্রাসের শাস্ত্রীয় নাম অভিনিবেশ। অভিনিবেশ দ্বারা পূর্ব্বজন্ম প্রমাণিত হয়।

কর্ম্ম (Action) ।—বিহিত ও নিষিদ্ধ কায়িক, বাচিক ও মানসিক কার্য্যের নাম কর্ম্ম। কৃষ্ণ, শুক্লকৃষ্ণ, শুক্ল ও অশুক্লাকৃষ্ণ ভেদে কর্ম্ম চারি প্রকার। নিরবচ্ছিন্ন পাপ কর্ম্মের নাম কৃষ্ণকর্ম্ম। বহিঃসাধনসাধ্য কর্ম্মের নাম শুক্লকৃষ্ণ। যাগাদি বহিঃসাধনসাধ্য কর্ম্মে পরানুগ্রহ ও পরপীড়া উভয়ই থাকে। পরানুগ্রহ ও পরপীড়া থাকে বলিয়া, ইহা, যথাক্রমে, শুক্ল ও কৃষ্ণ। তপস্যা, স্বাধ্যায়, ধ্যানাদি কর্ম্ম শুক্ল। শুক্লকর্ম্ম বহিঃসাধনসাধ্য নহে এবং তাহাতে পরপীড়ার সংশ্রব নাই। যোগীগণের যোগানুষ্ঠান অশুক্লাকৃষ্ণ। ইহাতে পরপীড়ার সংশ্রব নাই, অথচ, ইহার ফল ঈশ্বরে অর্পিত হয়।

বিপাক (Fruition) ।—কর্ম্মের শেষ পরিণাম বা ফলোদ্ভব বিপাক। স্বকৃতকর্ম্মে তিনপ্রকার ফলোদ্ভব হয়ঃ—জন্ম(Rank), আয়ুঃ (Years) এবং ভোগ (Enjoyment)। স্থূলতঃ, কর্ম্মফলই বিপাক।

আশয় ("Stock of works or merits in the mind)।—যাবৎ ফলোৎপত্তি নাহয়, তাবৎ চিত্তক্ষেত্রে সংস্কাররূপে নিহিত থাকিয়া, যাহা ইচ্ছার উদ্রেক এবং শরীর ও মনকে ফলজননে প্রবৃত্ত করায়, তাদৃশ পূর্ব্বকর্ম্মসমষ্টি আশয়। ইহা বিপাকানুগুণ সংস্কার এবং অন্যান্য দর্শনগত ধর্ম্মাধর্ম্ম, পুণ্যপাপ, শুভাশুভাদৃষ্ট প্রভৃতি বাক্যাবলী ইহার প্রতিশব্দস্থানীয়। পরিপুষ্ট হইয়া ফলারম্ভ না করা পর্য্যন্ত, ইহা শাস্ত্রীয় ভাষায় প্রবৃত্তি, স্বভাব, প্রকৃতি, আগ্রহ, অনুবন্ধ প্রভৃতি নামেও অভিহিত হয়। অনুরূপ সংস্কার ভিন্ন বিপাকের নিষ্পত্তি হয় না। করভজাতির ভোগমূলক বাসনাই করভজন্মরূপ ফল নিষ্পাদন করে।

উল্লিখিত ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয় নিচয়ের সহিত চিরমুক্ত ঈশ্বরের কোন সম্বন্ধ নাই। তিনি এসকলের অতীত। জীবকুল মধ্যে যাঁহারা মুক্তিলাভ করেন, তাঁহারাও ক্লেশাদি সম্পর্করহিত হন, যদিও, মুক্তিলাভের পূর্ব্বে তাঁহাদের তাদৃশ সম্পর্ক থাকে। আত্মসাক্ষাৎকারে ক্লেশাদির সমুচ্ছেদ হয় এবং যোগবলে আত্ম-সাক্ষাৎকার করা যায়। অতএব, যোগ সাহায্যে আত্মসাক্ষাৎকার করিয়া, ক্লেশ-কলাপের অত্যন্ত নিবৃত্তি করাই অমুক্ত পুরুষের একান্ত কর্ত্তব্য। যেহেতু, ইহাই পরমপুরুষার্থ বা জীবনের চরম উদ্দেশ্য। ত্রিগুণাত্মক চিত্ত সকল সময়ে একভাবে থাকেনা। ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ—এই পাঁচটী চিত্তভূমি বা চিত্তের অবস্থা। রজোগুণের সমুদ্রেক বা প্রাবল্য হইলে চিত্ত অত্যন্ত অস্থির হয়। চিত্তের এই চঞ্চল অবস্থা বা তদবস্থাপন্ন চিত্তই ক্ষিপ্ত (Restless)। তমোগুণের সমুদ্রেকজনিত নিদ্রাবস্থা বা তদবস্থ চিত্তের নাম মূঢ় (Blinded)। ক্ষিপ্ত ও মূঢ় অবস্থায় যোগসাধনের সম্ভাবনা নাই। কেননা, চিত্তবৃত্তির নিরোধ উভয় অবস্থাতেই অসম্ভব। ক্ষিপ্তাবস্থা অপেক্ষা কথঞ্চিৎ বিশেষযুক্ত অবস্থাপন্ন চিত্ত বিক্ষিপ্ত (Unrestless)। ক্ষিপ্তাবস্থায় চিত্ত অত্যন্ত অস্থির থাকে ; বিক্ষিপ্তা-বস্থায় চিত্তের কিঞ্চিৎ বা ক্ষণিক স্থৈর্য্য হয়। বিক্ষিপ্তাবস্থাও যোগের অনুকূল নহে। কারণ, ইহাতে চিত্তবৃত্তির ক্ষণিক নিরোধ হইলেও, যে নিরোধ যোগপদবাচ্য এবং ক্লেশাদির নিবারক, তাহার আবির্ভাব হয় না। একাগ্র ও নিরুদ্ধ—এই দুই অবস্থাই যোগের উপযোগী। ধ্যেয় বিষয়ে একতান চিত্তের নাম একাগ্র (Devoted to the one object of meditation)। যখন চিত্তের ধ্যেয়-বিষয়িণী বৃত্তিও নিরুদ্ধ হয় এবং কেবল বৃত্তিজনিত সংস্কারমাত্র অবশিষ্ট থাকে, তৎ-

সাময়িক তথাবিধ চিত্তের নাম নিরুদ্ধ। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, চিত্তবৃত্তি-নিরোধ চিত্তবৃত্তির নিরন্বয় বিনাশ নহে। পরন্তু নিরোধও একপ্রকার চিত্তবৃত্তি বা চিত্তের অবস্থা। নিরুধ্যন্তে অস্মিন্ প্রমাণাদ্যাশ্চিত্তবৃত্তয়ঃ। নিরোধ অবস্থায় প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি—এই পঞ্চবৃত্তি বিলুপ্তা হয়; কেবল চিত্তসত্ত্বের সদৃশ পরিণামাত্মক বৃত্তিপ্রবাহ বিদ্যমান থাকে।

একাগ্র ও নিরুদ্ধ অবস্থাদ্বয় যোগের অনুকূল হইলেও, একাবস্থাসাধ্য যোগ অপরাবস্থাসাধ্য যোগ অপেক্ষা ভিন্ন। সুতরাং, অবস্থা ভেদে, যোগ দুই প্রকার। এই দুই প্রকার যোগের এক প্রকার সম্প্রজ্ঞাত ও অন্য প্রকার অসম্প্রজ্ঞাত নামে অভিহিত হয়। একাগ্রচিত্তের যোগ সম্প্রজ্ঞাত। বিতর্ক-বিচারানন্দাস্মিতানুগমাৎ সম্প্রজ্ঞাতঃ। এই যোগে ধ্যেয় বস্তু সম্যক্‌রূপে প্রজ্ঞাত হয়। নিরুদ্ধ চিত্তের যোগ অসম্প্রজ্ঞাত। ন সম্প্রজ্ঞায়তে কিঞ্চিদপি অস্মিন্। এই অবস্থায় কোন প্রকার বৃত্তি থাকে না এবং চিত্ত সত্ত্বমাত্রে পর্য্যবসিত হয়। সুতরাং, ইহাতে কিছুই প্রজ্ঞাত হয় না। সর্ব্ববৃত্তি নিরোধেত্বসম্প্রজ্ঞাতঃ। যাহা হউক, দ্বিবিধ যোগই সমাধিযোগ পদবাচ্য।

বৃত্তিনিরোধ।

বৃত্তয়ঃ পঞ্চতয্যঃ ক্লিষ্টাক্লিষ্টাঃ। পঞ্চবৃত্তি ক্লিষ্ট ও অক্লিষ্ট—এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। ক্লেশের কারণ বলিয়া, অবিদ্যাদি বৃত্তি ক্লিষ্ট। তদ্বিপরীত বৃত্তি অক্লিষ্ট। সাধারণভাবে বলিতে গেলে, বৈধচিত্তবৃত্তি অক্লিষ্ট এবং অবৈধ মনোবৃত্তি ক্লিষ্ট। প্রমাণ বিপর্য্যয়বিকল্পনিদ্রাস্মৃতয়ঃ। প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি—চিত্তের এই পাঁচটী বৃত্তি, সামান্যতঃ, নির্দ্দিষ্ট আছে। প্রমাণ তিনপ্রকার :—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম বা শব্দ। [সাংখ্য দর্শন দ্রষ্টব্য]। মিথ্যা জ্ঞানের নাম বিপর্য্যয়। সংশয় বিপর্য্যয়ের অন্তর্গত। বস্তু না থাকিলেও, শব্দজ্ঞানমাহাত্ম্য নিবন্ধন যে বৃত্তি হয়, তাহা বিকল্প। চৈতন্য পুরুষের স্বরূপ, কেননা, পুরুষ চৈতন্য স্বরূপ। সুতরাং, চৈতন্য ও পুরুষ একই পদার্থ এবং ইহাদের ধর্ম্মধর্ম্মিভাব নাই। তথাপি চৈতন্য পুরুষের স্বরূপ"—এতদ্বাক্য ধর্ম্মধর্ম্মি ভাবে ব্যবহৃত হইতেছে। সুষুপ্তিকালীন চিত্তবৃত্তির নাম নিদ্রা। সুষুপ্তিকালেও চিত্তবৃত্তি থাকে। উহা বাহ্যবিষয়িণী নহে, অন্তর্বিষয়িণী। অনুভূত বস্তুবিষয়িণী বৃত্তির নাম স্মৃতি। অভ্যাস

বৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ। অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা এই সকল চিত্তবৃত্তির নিরোধ করিতে হয়। তত্রস্থিতৌযত্নোঽভ্যাসঃ। বৃত্তিরহিত চিত্তের স্বরূপ পরিণামের নাম স্থিতি। তদ্বিষয়ক যত্ন বা উৎসাহ, অর্থাৎ, স্থিতিসংরক্ষণ বিষয়ে ক্রমিক প্রয়াস ও অধ্যবসায়ই অভ্যাস। দৃষ্টানুশ্রবিক বিষয় বিতৃষ্ণস্য-বশীকার সংজ্ঞা বৈরাগ্যম্। তৎপরংখ্যাতেগু'ণ বৈতৃষ্ণ্যম্। লৌকিক ধনাদি বিষয়ে এবং শাস্ত্রীয় স্বর্গাদি বিষয়ে বিতৃষ্ণা জন্মিলে, তাহা বশীকার নামক বৈরাগ্য জ্ঞাতব্য। যাঁহার প্রকৃতিপুরুষের দর্শন বা সাক্ষাৎকার হয়, তাঁহার যে প্রকৃতি-বিতৃষ্ণতা জন্মে, তাহা পরবৈরাগ্য নামে প্রখ্যাত। অভ্যাসে বিবেকোদ্বোধন এবং বৈরাগ্যে বিষয়প্রবণতার নিবারণ হয়। মৈত্রীকরুণামুদিতোপেক্ষাণাং সুখ দুঃখ পুণ্যাপুণ্য বিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিত্ত প্রসাদনম্। সুখসম্ভোগাপন্ন প্রাণী বিষয়ে মৈত্রী, দুঃখভারগ্রস্ত প্রাণিবিষয়ে করুণা, পুণ্যশীল বিষয়ে মুদিতা এবং পাপশীল বিষয়ে উপেক্ষা ভাবনা বিধেয়। এই ভাবনাচতুষ্টয় চিত্তপ্রসাদনের অনুকূল।

যোগের অষ্টাঙ্গ।

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—এতদষ্টকের আনুক্রমিক সাধনে, নির্বীজ সমাধি নামক মুখ্যযোগ সমাহিত হয়। মুখ্যযোগ এই অষ্টাঙ্গে আত্মলাভ করে বলিয়া, ইহাদের শাস্ত্রীয় নাম অষ্টাঙ্গ।

(১) **যম**।—অহিংসা সত্যাস্তেয় ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহা যমাঃ। অহিংসা, সত্যনিষ্ঠতা, চৌর্য্যবর্জ্জন, ব্রহ্মচর্য্য, অপরিগ্রহ বা দ্রব্যাদিতে মমত্বাভিমান ত্যাগ—এই পঞ্চানুষ্ঠানের নাম যম।

(২) **নিয়ম**।—শৌচ সন্তোষতপস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানিনিয়মাঃ। জলাদি ও ভাবশুদ্ধি দ্বারা, যথাক্রমে, বাহ্যাভ্যন্তরিক শুচিবিধান, সন্তোষ, তপস্যা, মোক্ষ-বিধায়ক শাস্ত্রের অধ্যয়ন বা প্রণবজপ ও ঈশ্বর চিন্তা—এই পঞ্চানুষ্ঠানের নাম নিয়ম।

(৩) **আসন**।—স্থিরসুখমাসনম্। যাহাতে শরীর ও মন স্থির থাকে এবং কোনরূপ কষ্ট না হয়, তাদৃশ উপবেশনের নাম আসন।

(৪) **প্রাণায়াম**।—তস্মিন্ সতি শ্বাস প্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণা-য়ামঃ। আসনজয় হইলে, তাদৃশ আসনে উপবিষ্ট হইয়া, শাস্ত্রীয় নিয়মে শ্বাস প্রশ্বাসের গতিবিচ্ছেদ করার নাম প্রাণায়াম।

সাময়িক তথাবিধ চিত্তের নাম নিরুদ্ধ। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, চিত্তবৃত্তি-নিরোধ চিত্তবৃত্তির নিরন্বয় বিনাশ নহে। পরন্তু নিরোধও একপ্রকার চিত্তবৃত্তি বা চিত্তের অবস্থা। নিরুধ্যন্তে অস্মিন্ প্রমাণাদ্যাশ্চিত্তবৃত্তয়ঃ। নিরোধ অবস্থায় প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি—এই পঞ্চবৃত্তি বিলুপ্তা হয়; কেবল চিত্তসত্ত্বের সদৃশ পরিণামাত্মক বৃত্তিপ্রবাহ বিদ্যমান থাকে।

একাগ্র ও নিরুদ্ধ অবস্থাদ্বয় যোগের অনুকূল হইলেও, একাবস্থাসাধ্য যোগ অপরাবস্থাসাধ্য যোগ অপেক্ষা ভিন্ন। সুতরাং, অবস্থা ভেদে, যোগ দুই প্রকার। এই দুই প্রকার যোগের এক প্রকার সম্প্রজ্ঞাত ও অন্য প্রকার অসম্প্রজ্ঞাত নামে অভিহিত হয়। একাগ্রচিত্তের যোগ সম্প্রজ্ঞাত। বিতর্ক-বিচারানন্দাস্মিতানুগমাৎ সম্প্রজ্ঞাতঃ। এই যোগে ধ্যেয় বস্তু সম্যক্‌রূপে প্রজ্ঞাত হয়। নিরুদ্ধ চিত্তের যোগ অসম্প্রজ্ঞাত। ন সম্প্রজ্ঞায়তে কিঞ্চিদপি অস্মিন্। এই অবস্থায় কোন প্রকার বৃত্তি থাকে না এবং চিত্ত সত্ত্বমাত্রে পর্য্যবসিত হয়। সুতরাং, ইহাতে কিছুই প্রজ্ঞাত হয় না। সর্ব্ববৃত্তি নিরোধেত্বসম্প্রজ্ঞাতঃ। যাহা হউক, দ্বিবিধ যোগই সমাধিযোগ পদবাচ্য।

বৃত্তিনিরোধ।

বৃত্তয়ঃ পঞ্চতয্যঃ ক্লিষ্টাক্লিষ্টাঃ। পঞ্চবৃত্তি ক্লিষ্ট ও অক্লিষ্ট—এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। ক্লেশের কারণ বলিয়া, অবিদ্যাদি বৃত্তি ক্লিষ্ট। তদ্বিপরীত বৃত্তি অক্লিষ্ট। সাধারণভাবে বলিতে গেলে, বৈধচিত্তবৃত্তি অক্লিষ্ট এবং অবৈধ মনোবৃত্তি ক্লিষ্ট। প্রমাণ বিপর্য্যয়বিকল্পনিদ্রাস্মৃতয়ঃ। প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি—চিত্তের এই পাঁচটী বৃত্তি, সামান্যতঃ, নির্দ্দিষ্ট আছে। প্রমাণ তিনপ্রকার :—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম বা শব্দ। [সাংখ্য দর্শন দ্রষ্টব্য]। মিথ্যা জ্ঞানের নাম বিপর্য্যয়। সংশয় বিপর্য্যয়ের অন্তর্গত। বস্তু না থাকিলেও, শব্দজ্ঞানমাহাত্ম্য নিবন্ধন যে বৃত্তি হয়, তাহা বিকল্প। চৈতন্য পুরুষের স্বরূপ, কেননা, পুরুষ চৈতন্য স্বরূপ। সুতরাং, চৈতন্য ও পুরুষ একই পদার্থ এবং ইহাদের ধর্ম্মধর্ম্মিভাব নাই। তথাপি চৈতন্য পুরুষের স্বরূপ"—এতদ্বাক্য ধর্ম্মধর্ম্মি ভাবে ব্যবহৃত হইতেছে। সুষুপ্তিকালীন চিত্তবৃত্তির নাম নিদ্রা। সুষুপ্তিকালেও চিত্তবৃত্তি থাকে। উহা বাহ্যবিষয়িণী নহে, অন্তর্বিষয়িণী। অনুভূত বস্তুবিষয়িণী বৃত্তির নাম স্মৃতি। অভ্যাস

বৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ। অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা এই সকল চিত্তবৃত্তির নিরোধ করিতে হয়। তত্রস্থিতৌযত্নোঽভ্যাসঃ। বৃত্তিরহিত চিত্তের স্বরূপ পরিণামের নাম স্থিতি। তদ্বিষয়ক যত্ন বা উৎসাহ, অর্থাৎ, স্থিতিসংরক্ষণ বিষয়ে ক্রমিক প্রয়াস ও অধ্যবসায়ই অভ্যাস। দৃষ্টানুশ্রবিক বিষয় বিতৃষ্ণস্য-বশীকার সংজ্ঞা বৈরাগ্যম্। তৎপরংখ্যাতেগুর্ণ বৈতৃষ্ণ্যম্। লৌকিক ধনাদি বিষয়ে এবং শাস্ত্রীয় স্বর্গাদি বিষয়ে বিতৃষ্ণা জন্মিলে, তাহা বশীকার নামক বৈরাগ্য জ্ঞাতব্য। যাঁহার প্রকৃতিপুরুষের দর্শন বা সাক্ষাৎকার হয়, তাঁহার যে প্রকৃতি-বিতৃষ্ণতা জন্মে, তাহা পরবৈরাগ্য নামে প্রখ্যাত। অভ্যাসে বিবেকোদ্বোধন এবং বৈরাগ্যে বিষয়প্রবণতার নিবারণ হয়। মৈত্রীকরুণামুদিতোপেক্ষাণাং সুখ দুঃখ পুণ্যাপুণ্য বিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিত্ত প্রসাদনম্। সুখসম্ভোগাপন্ন প্রাণী বিষয়ে মৈত্রী, দুঃখভারগ্রস্ত প্রাণিবিষয়ে করুণা, পুণ্যশীল বিষয়ে মুদিতা এবং পাপশীল বিষয়ে উপেক্ষা ভাবনা বিধেয়। এই ভাবনাচতুষ্টয় চিত্তপ্রসাদনের অনুকূল।

যোগের অষ্টাঙ্গ।

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—এতদষ্টকের আনুক্রমিক সাধনে, নির্বীজ সমাধি নামক মুখ্যযোগ সমাহিত হয়। মুখ্যযোগ এই অষ্টাঙ্গে আত্মলাভ করে বলিয়া, ইহাদের শাস্ত্রীয় নাম অষ্টাঙ্গ।

(১) **যম**।—অহিংসা সত্যাস্তেয় ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহা যমাঃ। অহিংসা, সত্যনিষ্ঠতা, চৌর্য্যবর্জ্জন, ব্রহ্মচর্য্য, অপরিগ্রহ বা দ্রব্যাদিতে মমত্বাভিমান ত্যাগ—এই পঞ্চানুষ্ঠানের নাম যম।

(২) **নিয়ম**।—শৌচ সন্তোষতপস্স্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানিনিয়মাঃ। জলাদি ও ভাবশুদ্ধি দ্বারা, যথাক্রমে, বাহ্যাভ্যন্তরিক শুচিবিধান, সন্তোষ, তপস্যা, মোক্ষ-বিধায়ক শাস্ত্রের অধ্যয়ন বা প্রণবজপ ও ঈশ্বর চিন্তা—এই পঞ্চানুষ্ঠানের নাম নিয়ম।

(৩) **আসন**।—স্থিরসুখমাসনম্। যাহাতে শরীর ও মন স্থির থাকে এবং কোনরূপ কষ্ট না হয়, তাদৃশ উপবেশনের নাম আসন।

(৪) **প্রাণায়াম**।—তস্মিন্ সতি শ্বাস প্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ। আসনজয় হইলে, তাদৃশ আসনে উপবিষ্ট হইয়া, শাস্ত্রীয় নিয়মে শ্বাস প্রশ্বাসের গতিবিচ্ছেদ করার নাম প্রাণায়াম।

(৫) **প্রত্যাহার**।—স্ব স্ব বিষয় সম্প্রয়োগাভাবে চিত্ত স্বরূপানুকার ইবেন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহারঃ। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ রূপাদি বিষয়-নিচয়ের আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক চিত্তের অনুবর্ত্তন করিলে, তাহা প্রত্যাহার আখ্যা প্রাপ্ত হয়।

(৬) **ধারণা**।—দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা। চিত্তকে বিষয়ান্তরে যাইতে না দিয়া, অভিমত বিষয়মাত্রে তাহাকে আবদ্ধ করার নাম ধারণা।

(৭) **ধ্যান**।—তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্। সেই বিষয়ে চিত্তের একতানতা বা ধ্যেয়াকারাবৃত্তি প্রবাহিত করার নাম ধ্যান।

(৮) **সমাধি**।—তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপ শূন্যমিব সমাধিঃ। ধ্যানের যে পরিপক্কাবস্থায় চিত্ত অন্যান্য বিষয়ে সংজ্ঞাশূন্যবৎ হইয়া, কেবল মাত্র ধ্যেয়াকারে স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকে, তাহা সম্প্রজ্ঞাত সমাধি।

যোগান্তরায় ও তাহার প্রতিষেধ।

যাহা চিত্তবিক্ষেপক, তাহাই যোগের অন্তরায় বা বিঘ্ন। ব্যাধি, স্ত্যান, সংশয়, প্রমাদ, আলস্য, অবিরতি, ভ্রান্তিদর্শন, অলব্ধভূমিকত্ব ও অনবস্থিতত্ব—এই নয় বস্তু চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিয়া, যোগবিঘ্ন সমুৎপাদন করে। বাতপিত্ত-শ্লেষ্মা ধাতুত্রয়ের, ভুক্তদ্রব্যজ রসাদির এবং ইন্দ্রিয়নিচয়ের বৈষম্যে ব্যাধি জন্মে। চিত্তের অকর্ম্মণ্যতার নাম স্ত্যান। অনিশ্চিত জ্ঞানই সংশয়। সমাধিসাধন-বিষয়ে যত্নাভাব প্রমাদ। কফাদি নিবন্ধন শরীরের এবং তমোগুণাধিক্য হেতু চিত্তের গুরুত্ব প্রযুক্ত অপ্রবৃত্তির নাম আলস্য। চিত্তের বিষয়তৃষ্ণার নাম অবিরতি। বিপর্য্যয় জ্ঞানে ভ্রান্তিদর্শন হয়। সমাধিযোগ্য ভূমি বা চিত্তাবস্থার অপ্রাপ্তি অলব্ধভূমিকত্ব। যোগোপযোগী ভূমিলাভ করিয়াও, যদি তদনন্তর সমাধিপ্রাপ্তির চেষ্টা না করিয়া, তাহাতেই আপনাকে কৃতকৃত্য বিবেচনা করা যায়, কিম্বা, সমাধিভ্রষ্ট হওয়া যায়, তাহা হইলে, লব্ধভূমি অবস্থিত থাকে না। ইহাই অনবস্থিতত্ব। আবার, দুঃখ, দৌর্ম্মনস্য, অঙ্গমেজয়ত্ব, শ্বাস ও প্রশ্বাস বিক্ষেপের চির সহচর। চিত্তবিক্ষেপ হইলেই, এ সকলের আবির্ভাব হয়। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ভেদে দুঃখ ত্রিবিধ। ইচ্ছার অভিঘাত বা অপূর্ণতা নিবন্ধন চিত্তক্ষোভই দৌর্ম্মনস্য। অঙ্গকম্পের হেতু অঙ্গমেজয়ত্ব। প্রাণীর ইচ্ছা বা অনিচ্ছার উপর নির্ভর না করিয়া, প্রাণ বাহ্য বায়ুকে অন্তরে প্রবিষ্ট এবং আভ্যন্তরীণ বায়ুকে অন্তর হইতে নিঃসারিত করে।

বাহ্য বায়ুর অন্তরে প্রবেশের নাম শ্বাস এবং আভ্যন্তরীণ বায়ুর নিঃসরণের নাম প্রশ্বাস। শ্বাসপ্রশ্বাস প্রাণায়ামের প্রতিকূল। বিক্ষেপনিবারণ জন্য, ঈশ্বরচিন্তায় চিত্তকে অভ্যস্ত করা আবশ্যক। ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা। ঈশ্বরপ্রণিধানেও, অর্থাৎ, অবিচ্ছেদে ঈশ্বরে চিত্ত সমর্পিত করিয়া রাখিলেও, সমাধি ও সমাধিফল লব্ধ হয়। তস্য বাচকঃ প্রণবঃ। ঈশ্বরের বাচক শব্দ প্রণব, অর্থাৎ, ওঁ। তজ্জপ-স্তদর্থভাবনম্। যোগী অনন্যচিত্তে ঐ বাচক শব্দের জপ ও উহার অর্থের ভাবনা বা চিন্তন করিবেন এবং তাহাতেই ঈশ্বরপ্রণিধান করা হয়। ততঃ প্রত্যক্‌চেতনাধিগমোপ্যন্তরায়াভাবশ্চ। প্রণবজপ ও প্রণবার্থ ভাবনাদ্বারা অন্তরায়ের অভাব এবং প্রত্যক্ চৈতন্যের বা প্রত্যগাত্মাভিধেয় অবিদ্যাশালী জীবাত্মার অধিগম বা স্বরূপের জ্ঞান হয়। চিত্তপরিকর্ম্ম, একতত্ত্বাভ্যাস প্রভৃতি চিত্ত বিক্ষেপ নিবারণের যতগুলি উপায় আছে, তন্মধ্যে ঈশ্বরপ্রণিধান সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

ক্রিয়াযোগ।

তপঃ স্বাধ্যায়েশ্বর প্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ। তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধান—এই অনুষ্ঠানত্রয়ের নাম ক্রিয়াযোগ। ইহারা অনুষ্ঠানাত্মক বলিয়া যেমন ক্রিয়া, যোগের উপকারী বলিয়া তেমনি যোগ। অতএব, সমষ্টিভাবে, ইহারা ক্রিয়াযোগপদ বাচ্য। সমাধিযোগে অধিকারলাভ করিতে না পারিয়া, বিক্ষিপ্তচিত্ত ব্যক্তির হতাশ হইবার কারণ নাই। কেন না, তিনি ক্রিয়াযোগ অবলম্বন করিতে পারেন। ফলতঃ, ক্রিয়াযোগ সমাধিযোগের ভিত্তি এবং প্রথমাধিকারীর অনুষ্ঠেয়। ক্রিয়াযোগে ক্লেশকলাপ তনূকৃত হইলে, সমাধিযোগের যোগ্যতালাভ হয়। অভ্যাস ও বৈরাগ্যসাধন জন্য, প্রথমতঃ, ক্রিয়াযোগ অবলম্বনীয়।

যোগশাস্ত্র চতুর্ব্যূহ।

সংসার, সংসারহেতু, মোক্ষ ও মোক্ষহেতু, অথবা, হেয়, হেয়হেতু, হান ও হানোপায় ভেদে যোগশাস্ত্র চতুর্ব্যূহ বা চতুরবয়ব। দুঃখবহুল সংসার হেয়। প্রধান ও পুরুষের সংযোগই সংসারের কারণ বা হেয়হেতু। সংযোগের অত্যন্ত নিবৃত্তি হান। সম্যক্ দর্শন বা বিবেকখ্যাতি হইলে, সংযোগের অত্যন্ত নিবৃত্তি হয়। সুতরাং, সম্যক্‌দর্শন বা বিবেকজ্ঞানই হানোপায়। যোগশাস্ত্র পর্য্যায় ক্রমে এই সকল বিষয়ের তত্ত্বোপদেশ করে।

(৫) **প্রত্যাহার**।—স্ব স্ব বিষয় সম্প্রয়োগাভাবে চিত্ত স্বরূপানুকার ইবেন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহারঃ। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ রূপাদি বিষয়-নিচয়ের আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক চিত্তের অনুবর্ত্তন করিলে, তাহা প্রত্যাহার আখ্যা প্রাপ্ত হয়।

(৬) **ধারণা**।—দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা। চিত্তকে বিষয়ান্তরে যাইতে না দিয়া, অভিমত বিষয়মাত্রে তাহাকে আবদ্ধ করার নাম ধারণা।

(৭) **ধ্যান**।—তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্। সেই বিষয়ে চিত্তের একতানতা বা ধ্যেয়াকারাবৃত্তি প্রবাহিত করার নাম ধ্যান।

(৮) **সমাধি**।—তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপ শূন্যমিব সমাধিঃ। ধ্যানের যে পরিপক্কাবস্থায় চিত্ত অন্যান্য বিষয়ে সংজ্ঞাশূন্যবৎ হইয়া, কেবল মাত্র ধ্যেয়াকারে স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকে, তাহা সম্প্রজ্ঞাত সমাধি।

যোগান্তরায় ও তাহার প্রতিষেধ।

যাহা চিত্তবিক্ষেপক, তাহাই যোগের অন্তরায় বা বিঘ্ন। ব্যাধি, স্ত্যান, সংশয়, প্রমাদ, আলস্য, অবিরতি, ভ্রান্তিদর্শন, অলব্ধভূমিকত্ব ও অনবস্থিতত্ব—এই নয় বস্তু চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিয়া, যোগবিঘ্ন সমুৎপাদন করে। বাতপিত্ত-শ্লেষ্মা ধাতুত্রয়ের, ভুক্তদ্রব্যজ রসাদির এবং ইন্দ্রিয়নিচয়ের বৈষম্যে ব্যাধি জন্মে। চিত্তের অকর্ম্মণ্যতার নাম স্ত্যান। অনিশ্চিত জ্ঞানই সংশয়। সমাধিসাধন-বিষয়ে যত্নাভাব প্রমাদ। কফাদি নিবন্ধন শরীরের এবং তমোগুণাধিক্য হেতু চিত্তের গুরুত্ব প্রযুক্ত অপ্রবৃত্তির নাম আলস্য। চিত্তের বিষয়তৃষ্ণার নাম অবিরতি। বিপর্য্যয় জ্ঞানে ভ্রান্তিদর্শন হয়। সমাধিযোগ্য ভূমি বা চিত্তাবস্থার অপ্রাপ্ত অলব্ধভূমিকত্ব। যোগোপযোগী ভূমিলাভ করিয়াও, যদি তদনন্তর সমাধিপ্রাপ্তির চেষ্টা না করিয়া, তাহাতেই আপনাকে কৃতকৃত্য বিবেচনা করা যায়, কিম্বা, সমাধিভ্রষ্ট হওয়া যায়, তাহা হইলে, লব্ধভূমি অবস্থিত থাকে না। ইহাই অনবস্থিতত্ব। আবার, দুঃখ, দৌর্মনস্য, অঙ্গমেজয়ত্ব, শ্বাস ও প্রশ্বাস বিক্ষেপের চির সহচর। চিত্তবিক্ষেপ হইলেই, এ সকলের আবির্ভাব হয়। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ভেদে দুঃখ ত্রিবিধ। ইচ্ছার অভিঘাত বা অপূর্ণতা নিবন্ধন চিত্তক্ষোভই দৌর্মনস্য। অঙ্গকম্পের হেতু অঙ্গমেজয়ত্ব। প্রাণীর ইচ্ছা বা অনিচ্ছার উপর নির্ভর না করিয়া, প্রাণ বাহ্য বায়ুকে অন্তরে প্রবিষ্ট এবং আভ্যন্তরীণ বায়ুকে অন্তর হইতে নিঃসারিত করে।

বাহ্য বায়ুর অন্তরে প্রবেশের নাম শ্বাস এবং আভ্যন্তরীণ বায়ুর নিঃসরণের নাম প্রশ্বাস। শ্বাসপ্রশ্বাস প্রাণায়ামের প্রতিকূল। বিক্ষেপনিবারণ জন্য, ঈশ্বরচিন্তায় চিত্তকে অভ্যস্ত করা আবশ্যক। ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা। ঈশ্বরপ্রণিধানেও, অর্থাৎ, অবিচ্ছেদে ঈশ্বরে চিত্ত সমর্পিত করিয়া রাখিলেও, সমাধি ও সমাধিফল লব্ধ হয়। তস্য বাচকঃ প্রণবঃ। ঈশ্বরের বাচক শব্দ প্রণব, অর্থাৎ, ওঁ। তজ্জপস্তদর্থভাবনম্। যোগী অনন্যচিত্তে ঐ বাচক শব্দের জপ ও উহার অর্থের ভাবনা বা চিন্তন করিবেন এবং তাহাতেই ঈশ্বরপ্রণিধান করা হয়। ততঃ প্রত্যক্‌চেতনাধিগমোঽপ্যন্তরায়াভাবশ্চ। প্রণবজপ ও প্রণবার্থ ভাবনাদ্বারা অন্তরায়ের অভাব এবং প্রত্যক্ চৈতন্যের বা প্রত্যগাত্মাভিধেয় অবিদ্যাশালী জীবাত্মার অধিগম বা স্বরূপের জ্ঞান হয়। চিত্তপরিকর্ম্ম, একতত্ত্বাভ্যাস প্রভৃতি চিত্ত বিক্ষেপ নিবারণের যতগুলি উপায় আছে, তন্মধ্যে ঈশ্বরপ্রণিধান সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

ক্রিয়াযোগ।

তপঃ স্বাধ্যায়েশ্বর প্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ। তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধান—এই অনুষ্ঠানত্রয়ের নাম ক্রিয়াযোগ। ইহারা অনুষ্ঠানাত্মক বলিয়া যেমন ক্রিয়া, যোগের উপকারী বলিয়া তেমনি যোগ। অতএব, সমষ্টিভাবে, ইহারা ক্রিয়াযোগপদ বাচ্য। সমাধিযোগে অধিকারলাভ করিতে না পারিয়া, বিক্ষিপ্তচিত্ত ব্যক্তির হতাশ হইবার কারণ নাই। কেন না, তিনি ক্রিয়াযোগ অবলম্বন করিতে পারেন। ফলতঃ, ক্রিয়াযোগ সমাধিযোগের ভিত্তি এবং প্রথমাধিকারীর অনুষ্ঠেয়। ক্রিয়াযোগে ক্লেশকলাপ তনূকৃত হইলে, সমাধিযোগের যোগ্যতালাভ হয়। অভ্যাস ও বৈরাগ্যসাধন জন্য, প্রথমতঃ, ক্রিয়াযোগ অবলম্বনীয়।

যোগশাস্ত্র চতুর্ব্যূহ।

সংসার, সংসারহেতু, মোক্ষ ও মোক্ষহেতু, অথবা, হেয়, হেয়হেতু, হান ও হানোপায় ভেদে যোগশাস্ত্র চতুর্ব্যূহ বা চতুরবয়ব। দুঃখবহুল সংসার হেয়। প্রধান ও পুরুষের সংযোগই সংসারের কারণ বা হেয়হেতু। সংযোগের অত্যন্ত নিবৃত্তি হান। সম্যক্ দর্শন বা বিবেকখ্যাতি হইলে, সংযোগের অত্যন্ত নিবৃত্তি হয়। সুতরাং, সম্যক্‌দর্শন বা বিবেকজ্ঞানই হানোপায়। যোগশাস্ত্র পর্য্যায় ক্রমে এই সকল বিষয়ের তত্ত্বোপদেশ করে।

পরিণাম।

সংসারে অবস্থান্তর প্রাপ্তিই পরিণাম নামে কথিত হয়। যেহেতু, তিন প্রকারে অবস্থান্তরপ্রাপ্তি সংঘটিত হইয়া থাকে, সুতরাং, পরিণামও ত্রিধা বিভক্ত এবং তদনুযায়ী বিভিন্ন সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইতে পারে। যথা :- ধর্ম্মপরিণাম, লক্ষণ-পরিণাম ও অবস্থাপরিণাম। পৃথিব্যাদি ধর্ম্মীর মনুষ্যাদি শরীর ও ঘটাদিরূপ অবস্থান্তর প্রাপ্তি ধর্ম্মপরিণাম। মনুষ্যাদি শরীর ও ঘটাদি পূর্ব্বে অনাগত ছিল, এখন বর্ত্তমান হইয়াছে এবং পরে অতীত হইবে। অতএব, মনুষ্যাদি শরীর ও ঘটাদি ধর্ম্মের অনাগত, বর্ত্তমান ও অতীতরূপতাই লক্ষণপরিণাম। বর্ত্তমান লক্ষণাপন্ন মনুষ্যাদি শরীরের বাল্যযৌবনবার্দ্ধক্য এবং বর্ত্তমান লক্ষণাপন্ন ঘটাদির নূতনত্ব ও পুরাণত্ব অবস্থাপরিণাম। জগৎ ত্রিগুণাত্মক। গুণ সকল পরিণামস্বভাব। তাহারা ক্ষণকালও পরিণামশূন্য হইয়া থাকিতে পারে না। যদিও, সকল বস্তুর পরিণাম সর্ব্বসময়ে ইন্দ্রিয়গোচরিত হয় না, তথাপি, সমস্ত বস্তুই প্রতিক্ষণ পরিণাম প্রাপ্ত হইতেছে। বস্তু পুরাতন হইয়া যায়। কিন্তু, এই পুরাতনত্ব একদিনে নিষ্পন্ন হয় না। ক্ষণে ক্ষণে অবস্থা পরিণাম হইয়া, যখন তাহা অভিব্যক্ত হয়, তখনই পুরাতনত্ব অনুভূত হয়। ধর্ম্ম ও ধর্ম্মীর ভেদ বিবক্ষা করিয়া, উক্তরূপে, ত্রিবিধ পরিণাম বিচারিত হয়। ধর্ম্মধর্ম্মীর অভেদ পক্ষে, ধর্ম্মপরিণাম, লক্ষণপরিণাম ও অবস্থা-পরিণাম দ্বারা ধর্ম্মীর পরিণামেরই প্রপঞ্চন হইতেছে মাত্র। পরমার্থপক্ষে দেখিতে গেলে, পরিণাম এক এবং ত্রিবিধ পরিণাম একই পরিণামের অন্তর্গত।

সমাধি ও সমাধিফল।

সমাধির পরিচয় যতদূর প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে স্পষ্টই প্রতীত হয়, অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি একবিধ এবং তাহার অবান্তর বিভাগ হইতে পারেনা। কিন্তু, ফল ও অবস্থানুসারে, সম্প্রজ্ঞাত সমাধি চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে। এই শ্রেণী চতুষ্টয়, যথাক্রমে, প্রবৃত্তজ্যোতি, মধুমতী, মধুপ্রতীক ও বিশোক নামে আখ্যাত হয়। অনুষ্ঠেয় যোগভেদে, যোগীগণও প্রথমকল্পিক, মধুভূমিক, প্রজ্ঞা-জ্যোতি ও অতিক্রান্তভাবনীয়—এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হন। যাঁহারা যোগাভ্যাসে রত হইয়া, বিষয়বতী প্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা প্রথমকল্পিক যোগী। ইহারা বিষয়জ্ঞানরূপ জ্যোতিঃ প্রভাবে, কতিপয় ক্ষুদ্রসিদ্ধির অধিপতি হইলেও, পরচিত্তগতজ্ঞানের জ্ঞাতা হন না। মধুভূমিক যোগীগণের অন্য নাম

ঋতম্ভরপ্রজ্ঞ। ঋত=সত্য। ইহাদের সমাধিজা প্রজ্ঞা কেবল সত্যকেই গ্রহণ করে—অসত্য গ্রহণ করেনা। 'ঋতম্ভরা তত্রপ্রজ্ঞা।' ইহাদের সমাধিও ঋতম্ভরা নামে খ্যাত এবং ইহারা পরচিত্তজ্ঞানের অধিকারী হন। প্রজ্ঞাজ্যোতিঃ যোগীগণ ভূতজয়ী ও ইন্দ্রিয়জয়ী হন। ইহাদের সমাধি মধুপ্রতীক নামে বিখ্যাত। মনোজ-বিত্ব, বিকরণভাব, প্রকৃতিবশ্যতা প্রভৃতি সিদ্ধি ইহাদের করায়ত্ত হয়। অতি-ক্রান্তভাবনীয় যোগীগণের সমাধির নাম বিশোক। বিশোকা বা জ্যোতিস্মতী। ইহারা সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্ব, সর্ব্বজ্ঞাতৃত্ব, বিবেকজ্ঞানদর্শন প্রভৃতি বিভূতির অধিকারী হন। সর্ব্বপ্রকার চিত্তনিরোধের পর পরবৈরাগ্যশালী যোগীগণের নির্ব্বীজ বা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয়। ইহাতে অবিদ্যাদি যাবতীয় দুঃখবীজ ভস্মীভূত হইয়া যায়। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি চিত্তের অবস্থান্তর। অসম্প্রজ্ঞাত অবস্থায় চিত্ত প্রায় না থাকার ন্যায় হয়। এজন্য অসম্প্রজ্ঞাত নামক চিত্তাবস্থা সংস্কার-মাত্রাবশিষ্ট নামে অভিহিত হয়। এই অবস্থা কিছুকাল স্থায়ী হইলে, চিত্তের বৃত্তি-শক্তি নষ্ট এবং চিত্তস্থ ধর্ম্মাধর্ম্মাদি সংস্কার দগ্ধ হইয়া যায়। এমতাবস্থায় যতদিন শরীর থাকে, তাহা দগ্ধসূত্রের ন্যায় আভাস মাত্রে অবস্থান করে। পরে দেহ পাতানন্তর, তাহা প্রকৃতিপ্রবিষ্ট হইয়া যায়। তখন পুরুষের সহিত শরীরাদির আর সম্পর্ক থাকেনা। পুরুষ তখন একক বা কেবল হন। এইরূপ কেবল হওয়ার নাম কৈবল্য এবং ইহা শাস্ত্রান্তরে মোক্ষ, নির্ব্বাণ ইত্যাদি নামে অভিহিত হয়।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

মীমাংসা দর্শন।

জৈমিনির পূর্ব্ব মীমাংসা ও ব্যাসের উত্তর মীমাংসা, উভয়েই, মীমাংসা দর্শন পদবাচ্য হইলেও, কালক্রমে, প্রথমোক্ত গ্রন্থ মীমাংসা দর্শন ও শেষোক্ত গ্রন্থ বেদান্ত দর্শন নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। জৈমিনি দর্শনে ধর্ম্মতত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে। অতএব, প্রকৃতিগত ভাবে, ইহা ধর্ম্মমীমাংসা। ধর্ম্মনিরূপণের জন্য, ইহাতে কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞান কাণ্ডত্রয় বিশিষ্ট বেদের প্রথম বা পূর্ব্বকাণ্ড সূক্ষ্মভাবে

বিচারিত হইয়াছে। এজন্য, ইহা পূর্ব্বকাণ্ড, পূর্ব্বমীমাংসা ও কর্ম্মমীমাংসা নামে অভিহিত হয়। আবার বেদবিহিত যাগ, দান, হোম প্রভৃতি নানাবিধ কর্ম্মমধ্যে, মুখ্যতঃ, যাগই ইহার বিচার্য্য বিষয়। সুতরাং, যাজ্ঞিকগণ যে ইহাকে যজ্ঞবিদ্যা ও অধ্বরমীমাংসা নামদ্বয়ে সমলঙ্কৃত করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ সঙ্গত। মীমাংসকগণ, গর্ব্ব সহকারে, মহর্ষি জৈমিনির দ্বাদশ অংশ বা অধ্যায়ে বিভক্ত সুবৃহৎ মীমাংসা দর্শনকে দ্বাদশলক্ষণী নামেও অভিহিত করেন।

জৈমিনিদর্শনের অধ্যায়গত বিষয়বিভাগ এইরূপ :—প্রথম অধ্যায়ে ধর্ম্মজ্ঞানের প্রয়োজনীতা, ধর্ম্মের লক্ষণ, ধর্ম্মের প্রমাণ, বেদবিহিত ক্রিয়াকলাপ ধর্ম্মবাচ্য কেন ? দ্বিতীয় অধ্যায়ে যাগাদি ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কর্ম্মের বহুত্ব। তৃতীয় অধ্যায়ে যাগাদির প্রধান ও অপ্রধান অঙ্গনিরূপণ। চতুর্থ অধ্যায়ে যজ্ঞকর্ত্তার গুণ ও যাগকরণরীতি। পঞ্চম অধ্যায়ে যাগাদি কর্ম্মের ক্রমনির্ণয়। ষষ্ঠ অধ্যায়ে অধিকারীনির্ব্বাচন। সপ্তম অধ্যায়ে অতিদেশ বাক্যের বিচার। [অন্য ধর্ম্মের অন্যত্র আরোপ অতিদেশ। অমুক কর্ম্ম অমুক কর্ম্মের ন্যায় করিবে, এইরূপ ব্যবস্থা।] অষ্টম অধ্যায়ে বিশেষাতিদেশ বাক্যের মীমাংসা। নবম অধ্যায়ে উহ বিচার। [মন্ত্রে যে পদার্থ বিহিত আছে, তাহা না পাওয়া গেলে, সদৃশ পদার্থের উল্লেখ। মন্ত্র বলিতেছে, মধুবাতা ঋতায়তে ; কিন্তু মধু সংগৃহীত হইল না। এরূপ ক্ষেত্রে, মধ্বভাবে গুড়ং দদ্যাৎ—এইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে।] দশম অধ্যায়ে বাধনির্ণয়। [বাধ=নিবৃত্তি। কোথায় কোন্ মন্ত্র, দ্রব্য বা ক্রিয়া ত্যাগ করিতে হইবে, তাহার ব্যবস্থা।] একাদশ অধ্যায়ে তন্ত্রতাবিচার। [বহু কর্ম্মের উদ্দেশে, অঙ্গীভূত এক কর্ম্মকরণ তন্ত্রসিদ্ধ। স্নান প্রত্যেক কর্ম্মের অঙ্গ বটে ; কিন্তু একত্রে পাঁচটী কর্ম্ম করিবার সময়, একবার স্নান করিলেই চলিতে পারে]। দ্বাদশ অধ্যায়ে প্রসঙ্গনির্ণয়। [এক উদ্দেশ্যমূলক কার্য্যে অনিবার্য্যরূপে যে অন্য ফল হয়, তাহা প্রসঙ্গসিদ্ধ। আম্রের জন্য বৃক্ষ রোপণ করিলে, প্রসঙ্গতঃ, ছায়াপ্রাপ্তি হয়। প্রধান যাগোদ্দেশে প্রস্তুত পুরোডাশ পিষ্টক অঙ্গ যাগেও ব্যবহৃত হয়]। এতদ্ব্যতীত, সমস্ত অধ্যায়েই প্রসঙ্গক্রমে অপরাপর বহু বিষয়ের আলোচনা আছে।

মীমাংসাদর্শন নামের সার্থকতা উপলব্ধি করিবার জন্য, প্রথমেই, ইহার বিচারপদ্ধতি পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক। সুযুক্তিমূলক সূক্ষ্মবিচার ভিন্ন কোন বিষয়ের চরম মীমাংসা নিষ্পন্ন হইতে পারেনা। শাস্ত্রীয় ভাষায় সূক্ষ্মবিচার

অধিকরণ নামে অভিহিত হয়। অধিকরণ পঞ্চাবয়ব। বিষয়োবিশয়শ্চৈব পূর্ব্বপক্ষস্তথোত্তরম্। নির্ণয়শ্চেতি পঞ্চাঙ্গং শাস্ত্রেধিকরণং স্মৃতম্। বিষয়=বিচার্য্য বাক্য। বিশয়=সংশয়। পূর্ব্বপক্ষ=সংশয় অনুসারে কোন একপক্ষের সমর্থন। উত্তর=পূর্ব্বপক্ষে দোষ প্রদর্শন। নির্ণয়=দোষ দূরীকরণ পূর্ব্বক স্বপক্ষস্থাপন। নির্ণয়ের অপর নাম সিদ্ধান্ত। মতান্তরে এই পঞ্চাবয়বের সামান্য নামপরিবর্ত্তন আছে। পঞ্চাবয়বাঃ বিষয়সংশয় পূর্ব্বপক্ষসিদ্ধান্তসঙ্গতি-রূপাঃ। বিষয় (The subject), সংশয় (The doubt), পূর্ব্বপক্ষ (The primafacie argument), সিদ্ধান্ত (The demonstrated conclusion), ও সঙ্গতি (The connection)—এই পঞ্চ অবয়ব। উদাহরণ স্বরূপ, জৈমিনি দর্শনের উদ্দেশ্যসূত্রোত্থিত একটী অধিকরণের বিবৃতি করা যাইতে পারে। উদ্দেশ্যসূত্রে জৈমিনি বলিতেছেন, অথাতোধর্ম্মজিজ্ঞাসা ! অথ=অতএব। অত=সেইহেতু। যেহেতু, বেদবোধ্য অর্থই ধর্ম্ম এবং একমাত্র বেদই ধর্ম্মে প্রমাণ, অতএব, ব্রহ্মচারী বেদাধ্যয়নের পর গুরুগৃহে থাকিয়া ধর্ম্মজিজ্ঞাসা বা ধর্ম্ম কি, তাহা বিশেষরূপে জানিবার ইচ্ছা করিবে। জৈমিনি দর্শনে ধর্ম্মতত্ত্ব সুচারুরূপে মীমাংসিত হইয়াছে ; সুতরাং, ধর্ম্মজিজ্ঞাসা করিতে হইলে, জৈমিনীয় মীমাংসা দর্শনের অধ্যয়ন অবশ্যকর্ত্তব্য। কিন্তু, শ্রুতি আছে, স্বাধ্যায়োধ্যেতব্য—বেদ পাঠ করিবে এবং স্মৃতি আছে, বেদমধীত্য স্নায়াৎ—বেদাধ্যয়নের পর স্নান করিবে। পাঠ সমাপনান্তে স্নান করিয়া, শিষ্য গুরুগৃহ হইতে নিজগৃহে প্রত্যাগমন করে। যখন বেদপাঠ এবং বেদপাঠের পরে স্নান ব্যবস্থিত হইয়াছে, তখন বেদাধ্যয়নের পর গুরুগৃহে থাকিয়া, শিষ্যের জৈমিনিদর্শন পাঠের আবশ্যকতা স্পষ্টতঃ উপলব্ধ হয়না। অতএব, ইহা হইতে অধিকরণের আবির্ভাব সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

বিষয়—স্বাধ্যায়োধ্যেতব্য ; বেদমধীত্য স্নায়াৎ।

সংশয়—বেদ পাঠ করিবে, এইরূপ অনুজ্ঞা আছে। ঈদৃশ অনুজ্ঞা মূলে, যাহার আদিসূত্র চোদনালক্ষণোঽর্থোধর্ম্ম এবং শেষসূত্র অন্বাহার্য্যে চ দর্শনাৎ, তাদৃশ জৈমিনীয় দর্শনের পাঠ আরম্ভ করিতে হইবে কি হইবেনা ?

পূর্ব্বপক্ষ—আমরা নৈয়ায়িকগণ এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের স্থাপনা করি যে, বেদপাঠবিষয়িণী অনুজ্ঞার দৃষ্ট বা বর্ত্তমান ফল থাকা, কিম্বা, অদৃষ্ট বা ভবিষ্যৎ ফল থাকা, যাহাই বিবেচিত হউক না কেন, আমাদের মতে জৈমিনীয় মীমাংসা-

দর্শনের পাঠ আরম্ভ না করাই উচিত। (ক) যদি বলাহয়, এই অনুজ্ঞার দৃষ্টফল আছে এবং পঠিত বিষয়ের অর্থজ্ঞানই সে ফল, তাহাহইলে, আমাদের জিজ্ঞাস্য এই—বেদপাঠ কি উদ্দেশ্যে অনুজ্ঞাত হইয়াছে? এই অনুজ্ঞা না থাকিলে, লোকে কি আদৌ বেদপাঠ করিত না, কিম্বা, অবঘাতে তণ্ডুলনিষ্পত্তি করার ন্যায়, স্ব স্ব রুচি অনুযায়ী বেদ পাঠ করিত? যদি প্রথম কারণে অনুজ্ঞার আবির্ভাব হইয়া থাকে, তাহাহইলে ইহা বিধিপদবাচ্য হইবে এবং যদি দ্বিতীয় কারণে অনুজ্ঞার উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহাহইলে, ইহা নিয়ম পদবাচ্য হইবে। আমরা যথোচিত সম্মাননাসহকারে নিবেদন করি যে, প্রথম কারণে ঈদৃশ অনুজ্ঞার উদ্ভব হইতে পারেনা। কারণ, আমরা দেখিতে পাই, মহাভারত পাঠ সম্বন্ধে কোন অনুজ্ঞা না থাকিলেও, লোকে মহাভারত পাঠ করিয়া, তাহার ভাবগ্রহ করে। বেদ পাঠই বেদের ভাবগ্রহণের উপায়। সুতরাং উক্তরূপ অনুজ্ঞা না থাকিলেও যে লোকে বেদ পাঠ করিত, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ হইতে পারেনা। অতঃপর, দ্বিতীয় কারণ বিবেচ্য। যজ্ঞীয় পিষ্টপুরোডাশাদি অবঘাতনিষ্পন্ন তণ্ডুলে প্রস্তুত হয় সত্য এবং ইহাও সত্য, তাদৃশ অনুজ্ঞা না থাকিলে, ঐ সকল দ্রব্য নখবিদলনাদিনিষ্পন্ন তণ্ডুলে প্রস্তুত হইতে পারিত। কিন্তু, সেস্থলে দেখিতে হইবে যে, যদিও দর্শপূর্ণমাস যাগের প্রধান অঙ্গ, তথাপি, তাহাই যজ্ঞের একমাত্র অঙ্গ নহে। যাগে অপরাপর যে সকল অনুষ্ঠান বিহিত আছে, তাহারাও যজ্ঞের বিভিন্ন অঙ্গস্বরূপ এবং বিবিধ অবান্তর অপূর্ব্বের জনক। দর্শপূর্ণমাস এই সকল অবান্তর অপূর্ব্ব সাহায্যে, যজ্ঞে পরম অপূর্ব্ব উৎপাদন করে বলিয়াই, তথায় তাদৃশ অনুজ্ঞার প্রয়োজনীয়তা প্রতীয়মান হয়। কিন্তু, বেদের অর্থ গ্রহণ বিষয়ে কোনরূপ অবান্তর উপায়াবলম্বনের আবশ্যকতা দৃষ্ট হয় না। কেননা, লিখিত পুস্তক পাঠ বা গুরুর নিকট অধ্যয়ন করিলেই, বেদের অর্থগ্রহ করা যায়। সুতরাং, ইহা নির্ব্বিঘ্নে বলা যাইতে পারে যে, বেদের অর্থগ্রহণ করিবার উপায় স্বরূপ পূর্ব্ব মীমাংসা পাঠকরার কোন বিধি বা অনুজ্ঞা হইতে পারেনা এবং মীমাংসাদর্শন-পাঠ স্বাধ্যায়োধ্যেতব্য—এই অনুজ্ঞার বাচকানুষ্ঠানভুক্ত নহে। (খ) প্রশ্ন হইতে পারে, বেদে যে স্বাধ্যায়োধ্যেতব্য অনুজ্ঞা আছে, তাহার অপলাপ করিবার উপায় নাই। উল্লিখিতরূপে বিচার করিলে, উক্ত বৈদিক অনুজ্ঞার কি গতি হইবে? এই প্রশ্নের উত্তরে যদি কেবলমাত্র বলাযায় যে, অর্থগ্রহণের

প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া, বৈদিক পাঠ্যের বর্ণ ও শব্দ আয়ত্ত করিতেই মনুষ্য উক্ত অনুজ্ঞায় আদিষ্ট হইয়াছে, তাহাহইলে, তাহাতেই প্রশ্নকর্ত্তার সন্তুষ্ট হওয়া উচিত। তথাপি, বিষয়টাকে অধিকতর সরস করিবার জন্য আমরা আরও বলি যে, উক্ত অনুজ্ঞায় স্বর্গই বেদাধ্যয়নের ভবিষ্যৎ ফল স্বরূপ সঙ্কেতিত হইয়াছে। ইহা বেদে স্পষ্টরূপে বিবৃত না হইলেও, বিশ্বজিৎ ন্যায়ের ছন্দানুকরণে, আমরা স্বর্গকেই বেদপাঠের ফলস্বরূপ নির্দ্দেশ করি। স স্বর্গঃ সর্ব্বান্ প্রত্যবিশিষ্টত্বাদিতি—এই শ্রুতি বাক্যের ব্যাখ্যায় জৈমিনি নিজেই বলিয়াছেন, যাহারা স্পষ্টতঃ অভিহিত হয় নাই, তাহারাও বিশ্বজিৎ যাগকরণের অধিকারী এবং স্বর্গই যে সে যাগের ফল তাহাও তিনি অনুমান করিয়াছেন। জৈমিনির পন্থানুসরণ, এস্থলে আমরাও সেইরূপ অনুমান করি। ইহাও উক্ত আছে: বিনাপি বিধিনা দৃষ্টলাভান্নহিতদর্থতা। কল্প্যস্তু বিধিসামর্থ্যাৎ স্বর্গো বিশ্বজিদাদিবদিতি॥ যেহেতু, বিধি ব্যতিরেকেও দৃষ্টফল লাভ করা যায়, সুতরাং, দৃষ্টফল বিধির উদ্দেশ্য নহে। বিধির তাৎপর্য্যানুসারে এবং বিশ্বজিৎ যাগের দৃষ্টান্তে, স্বর্গই ফলস্বরূপ অনুমিত হয়। অপিচ, এরূপ অর্থনিষ্কর্ষে, বেদমধীত্য স্নায়াৎ—এই স্মৃতির ভাবও অক্ষুণ্ণ থাকে। কেননা, এই স্মৃতি স্পষ্টই বলিতেছে, বেদপাঠের পরেই, শিষ্য স্নান করিয়া, গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। বেদপাঠসমাপ্তি ও স্নান মধ্যে দীর্ঘ ব্যবধান থাকিবেনা। পক্ষান্তরে, জৈমিনির মতে, বেদপাঠ সমাপনের পরেও, মীমাংসাবিচার পাঠ করিবার জন্য শিষ্যের গুরুগৃহে বাস করিতে হইবে। ইহাতে অব্যবধান বাধিত হয়। অতএব, (১) মীমাংসাধ্যয়ন যে বিহিত, তাহা প্রমাণিত না হওয়ায়, (২) কেবল বেদপাঠই স্বর্গ প্রাপ্তির উপায় স্বরূপ বিদ্যমান থাকায় এবং (৩) বেদাধ্যয়ন ও স্নান মধ্যে সাময়িক ব্যবধান ব্যবস্থিত না হওয়ায়, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মীমাংসাবিচারের পাঠ আরম্ভনীয় নহে বলিয়া আমরা যে মত প্রকাশ করিয়াছি, তাহা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ ও সমীচীন।

উত্তর ও সিদ্ধান্ত।—যেহেতু, স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্য এই বৈদিক অনুজ্ঞা নিয়মাকারে উত্তমরূপে পরিগৃহীত হইতে পারে, সুতরাং, বাক্যব্যয়াধিক্যপরিহারকল্পে প্রথমেই, স্বীকার করা যাইতেছে যে ইহা বিধিস্বরূপ অনুজ্ঞাত হয় নাই। ইহাও অকুতোভয়ে বলা যাইতে পারে যে, আমরা নিয়মপক্ষ আশ্রয় করিলে, স্বয়ং ইন্দ্র বজ্রহস্তে লইয়া আসিলেও, আমাদিগকে আশ্রয়চ্যুত করিতে পারেন না। স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্য—এস্থলে তব্যপ্রত্যয় সমস্ত বাক্যনিহিত এমন একটী উত্তেজিকা শক্তির সূচনা করে, যাহা পুরুষে অনুরূপ প্রবৃত্তিরূপে

বিকশিত হইয়া, উপযুক্ত ফলজননে সমর্থ হয়। সুতরাং, এই শক্তি যে উদ্দেশ্যের অনুসন্ধান করে, তাহা পুরুষের অর্থভাবনার সহিত সংযুক্ত। অধ্যেতব্য শব্দের তাৎপর্য্যানুসারে, বেদাংশবিশেষের পরিশ্রমসাধ্য ও বর্ণোচ্চারণমূলক পঠন মাত্রই এই উদ্দেশ্যের স্বরূপ কল্পিত হইতে পারেনা। আবার, সমস্ত বাক্যের মর্ম্মানুসারে, ঐরূপে পঠিত বেদাংশমাত্রই উক্ত উদ্দেশ্যবৎ পরিগণিত হইতে পারেনা। পঠিত বেদাংশকে স্বাধ্যায় শব্দের অর্থ স্বরূপ গ্রহণ করিবার উপায় নাই। কেননা, যে বর্ণরাশি বেদ নামে অভিহিত হয়, তাহা নিত্য ও বিভু এবং তজ্জন্য উৎপত্ত্যাদি চতুর্ব্বিধ ক্রিয়াফলজননে অক্ষম। অতএব, অনুজ্ঞাবাক্যের তাৎপর্য্যানুসারে, অর্থাববোধই ইহার অন্তর্নিহিত শক্তির প্রকৃত উদ্দেশ্য। ন্যায় এই মতেরই সমর্থন করে। অর্থোসমর্থো বিদ্বানধিক্রিয়তে—যাহার প্রয়োজন, ক্ষমতা ও বুদ্ধি আছে, তাহারই অধিকার আছে। দর্শপূর্ণমাসাদি কোন বিষয় জানাই যাহাদের উদ্দেশ্য, তাহারা সেই বিষয়ের তত্ত্ববোধকল্পে স্বাধ্যায়বিনিয়োগ অর্থাৎ তদ্বিষয়ের প্রাত্যহিক অধ্যয়ন করে। অধ্যয়ন বিধিতে যে লিখিত পাঠাদির প্রতিষেধ আছে, তাহা হইতে বেদাধ্যয়ন পদ্ধতির বিশুদ্ধতা সহজেই বোধগম্য করা যায়। অতএব, যেমন দর্শপূর্ণমাসজাত প্রধান অপূর্ব্ব তণ্ডুলের অবঘাত নিষ্পন্নত্বাদি অবান্তরাপূর্ব্বোৎপাদক যাগাঙ্গক্রিয়ার স্থাপনা ও প্রয়োজনীয়তা সিদ্ধ করে, সেইরূপ, সমস্ত যজ্ঞজাত অপূর্ব্বরাশি যজ্ঞনিচয় সম্পাদনের রীতিজ্ঞানসাধন বেদাধ্যয়নবিধায়ক নিয়মজাত একটী পূর্ব্বাপূর্ব্বের প্রতিষ্ঠা ও আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করে। হঠাৎ এককক্ষণে দর্শপূর্ণমাসের প্রধান অপূর্ব্ব অর্জ্জন করা যায় না। প্রথমে অবঘাতে তণ্ডুলের নিষ্পত্তি এবং পরে তাদৃশ তণ্ডুলযোগে পিষ্টপুরোডাশাদির নির্ম্মাণ করিতে হইবে। বৈধভাবে প্রস্তুত এইসকল উপকরণ ব্যবহৃত হইলে, দর্শপূর্ণমাস বাঞ্ছিত ফলজননে সমর্থ হয়। সমস্ত যজ্ঞের অপূর্ব্বরাশি লাভ করিতে হইলে, সমস্ত যজ্ঞই সম্পন্ন করিতে হইবে। যজ্ঞ করিতে গেলে, যজ্ঞসম্পাদনের রীতি জানা আবশ্যক। বেদাধ্যয়ন না করিলে, যাগকরণরীতি জানা যায় না। সুপ্রণালী সহকারে বেদশিক্ষা না করিলে, বেদের ভাবগ্রহ করা যায়না। যে প্রণালী অবলম্বনে বেদপাঠ করিলে, বেদের প্রকৃত অর্থ বোধ হয়, তাহা মীমাংসা দর্শনে ব্যবস্থিত হইয়াছে। সুতরাং, বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানে মীমাংসা দর্শনের

পাঠ অত্যাবশ্যক। অপূর্ব্বোৎপাদন রূপ ভবিষ্য ফলজননে নিয়মের ক্ষমতা থাকা বিষয়ে যদি সংশয় হয়, তাহাহইলে, সে সন্দেহ বিধি সম্বন্ধেও প্রযুজ্য হইতে পারে। বিশ্বজিৎ ন্যায়ানুকরণে, স্বর্গই বৈদিক অনুজ্ঞার ফল—এরূপ কল্পনা করাও সঙ্গত নহে। কারণ, যদি বেদবাক্যের অর্থাববোধরূপ দৃষ্ট ও বর্ত্তমান ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাহইলে অদৃষ্ট ও ভবিষ্যৎ অন্য ফল কল্পনা করা বৃথা। তদুক্তম্—লভ্যমানে ফলে দৃষ্টে নাদৃষ্টফল কল্পনা। বিধেস্তু নিয়মার্থত্বান্নানর্থক্যং ভবিষ্যতীতি॥ ইহা উক্ত আছে, যেখানে দৃষ্টফল পাওয়া যায়, সেখানে অদৃষ্ট ফল কল্পনা করিবেনা। বিধির যদি নিয়মের ন্যায় আবদ্ধকারক (Restrictive) অর্থ থাকে, তাহাহইলে, তদ্দ্বারা বিধি নিরর্থক হয় না। আপত্তি হইতে পারে, বেদমাত্রাধ্যয়নকারীর অর্থাববোধ না হইলেও, যে ব্যক্তি ব্যাকরণাদি অঙ্গ সহ বেদাধ্যয়ন করে, তাহারত অর্থবোধ হয়। এমতে, মীমাংসাশাস্ত্রাধ্যয়নের আবশ্যকতা নাই। কিন্তু ঈদৃশ আপত্তির কোন সারবত্তা পরিলক্ষিত হয় না। কারণ, উক্তরূপ অধ্যয়নে শব্দার্থের বোধ হইলেও, তথ্যাবগম তথাপি বিচার সাপেক্ষ থাকে। অক্তাঃ শর্করা উপদধাতীতি—এস্থলে ভাষাবিৎ বা বৈয়াকরণিক কেবলমাত্র বলিবেন সে মাথা শর্করা দেয়, ইহাই উক্ত বাক্যের অর্থ। কিন্তু শর্করা যে কেবল ঘৃতে মাখিতে হইবে, তৈল কিম্বা অন্য কোন দ্রব্যে নহে, তাহা কি ব্যাকরণ, কি নিগম, কি নিরুক্ত, কেহই নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন না। তেজোবৈ ঘৃতমিতি —ঘৃতই তেজঃ, এই বাক্যশেষাংশ হইতে, কেবল মীমাংসাবিচার দ্বারা উক্তরূপ প্রকৃত অর্থ নির্ণীত হয়। যেহেতু, অনুজ্ঞাবিহিত বেদপাঠ মীমাংসাধ্যয়ন ব্যতিরেকে সুচারুরূপে নিষ্পন্ন হইতে পারেনা, অতএব, প্রতিপন্ন হইল যে, স্বাধ্যায়োধ্যেতব্য শ্রত্যনুজ্ঞাদ্বারা মীমাংসাধ্যয়ন অনুজ্ঞাত হইয়াছে। অপিচ, ইহাতে বেদমধীত্য স্নায়াৎ স্মৃতির বাধ হওয়া বিবেচনা করাও অসমীচীন। বেদপাঠ সমাপনান্তে শিষ্য গুরুগৃহ ত্যাগ করিবে, স্মৃতি, অবশ্য, তাহাই ব্যক্ত করিতেছে। কিন্তু, বেদপাঠ সমাপ্তিমাত্র শিষ্য পিতৃগৃহে প্রত্যাগমন করিবে, ইহা উক্ত স্মৃতির ভাবার্থ নহে। বেদপাঠের পর কোন সময়ে, শিষ্য ঐরূপ কার্য্য করিবে, ইহাই সঙ্গত অর্থ। স্নাত্বা ভুঙ্‌ক্তে—সে স্নান করিয়া খায়, এই বাক্যের প্রয়োগ সর্ব্বদা সাধারণভাবে হইয়া থাকে। এস্থলে, স্নানের পর খাওয়া হয় সত্য; কিন্তু, অব্যবহিত পরে নহে। দুই কার্য্যই একব্যক্তি কর্ত্তৃক একের পর অপর ক্রমে কৃত হয় মাত্র। অতএব,

উল্লিখিতরূপে অনুজ্ঞাসামর্থ্য সকল পর্য্যালোচনা করিয়া, আমরা অবশেষে সিদ্ধান্ত করি যে, অধিকরণসহস্রাত্মক মীমংসাশাস্ত্রের পাঠ আরম্ভনীয়। এই অধিকরণ উপোদ্‌ঘাতরূপে শাস্ত্রের সহিত সম্বদ্ধ হইল। প্রকৃত কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত যে চিন্তা, তাহাকেই পণ্ডিতেরা উপোদ্‌ঘাত বলিয়া থাকেন।

শাস্ত্রোক্ত বিষয়ের সারত্ব প্রতিপাদন জন্য, উদ্ধৃত অধিকরণে ঔপোদ্ঘাতিক-ভাবে বিষয়ান্তরের বর্ণনা থাকিলেও, ইহা হইতে ধর্ম্মমীমাংসার প্রয়োজনীয়তা ও জৈমিনিদর্শনের গুরুত্বানুভব করা যায়। মীমাংসা দর্শন যে সহস্রাধিকরণ সমন্বিত, ইহা তাহারও পরিচয় প্রদান করে। ফলতঃ, এতৎ শাস্ত্রোক্ত যাবতীয় বিষয় বিচার-মীমাংসিত। ভাষান্তরে অধিকরণের অনুবাদ আত্যন্তিক কষ্টসাধ্য; পরন্তু ইহাতে মৌলিকভাব ও গাম্ভীর্য্যের বিলক্ষণ অপচয় হয়। এজন্য, অধিকরণের একটীমাত্র উদাহরণ প্রদান করার পর, এক্ষণে, প্রধান বিষয়ের অবতারণা করাই সঙ্গত। দ্বিতীয় সূত্রই জৈমিনির প্রতিজ্ঞাসূত্র এবং বিষয়গতভাবে, ইহাই মীমাংসাদর্শনের আদিসূত্র উক্ত হইয়াছে। চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্ম্মঃ। চোদনা—প্রবর্ত্তক বাক্য। বিধি বা নিয়োগবাক্য। অর্থ—কুশল; যাহা চোদনালক্ষণ, অর্থাৎ, বিধিবাক্য দ্বারা জ্ঞাপিত হয় এবং যাহা কুশল বা ইষ্ট, তাহাই ধর্ম্ম। ধর্ম্মার্থে যাগ, দান, হোমাদি ভবিষ্যৎ শ্রেয়স্কর ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠিত হয়। চোদনা বা বৈদিক বিধিবাক্যই ধর্ম্মের প্রমাণ। ক্রিয়াপ্রভাবে আত্মায় ভবিষ্যৎ মঙ্গলের কারণ স্বরূপ যে গুণ বা সংস্কার উৎপন্ন হয়, তাহা ধর্ম্ম। বৈদিক বিধিশব্দ শ্রবণে যে জ্ঞান জন্মে, তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণ নাই। অতএব, শাব্দজ্ঞান অসন্দিগ্ধ প্রমাণ এবং শব্দ বিদ্যমানে, ধর্ম্মে প্রমাণ নাই বলা অসমীচীন। ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও ইন্দ্রিয়ের অপটুত্ব —এই চারি দোষে পৌরুষেয় বাক্য অপ্রমাণ হইতে পারে। কিন্তু অপৌরুষেয় বেদবাক্যে ঐ সকল দোষ নাই। সুতরাং, তাহা ধর্ম্মবিষয়ে স্বতঃসিদ্ধ ও আদি প্রমাণ। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ বিদ্যমান পদার্থ মাত্রের উপলম্ভক। কিন্তু, ধর্ম্ম বিদ্যমান্ পদার্থ নহে। ধর্ম্ম জন্মাইতে হয়। সুতরাং, ইহা ভবিষ্যৎ পদার্থ। ধর্ম্ম প্রত্যক্ষপ্রমাণ সীমার বহির্ভূত। যোগীগণের যোগজজ্ঞান ভাবনাপ্রসূত। বস্তুতঃ, তাহা পূর্ব্বানুভূত বা পূর্ব্বচিন্তিত বিষয়ের স্মৃতি বিশেষ। এজন্য, যোগজজ্ঞান অননুভূত অচিন্তিত উৎপৎস্যমান্ ধর্ম্মে প্রমিতি উৎপাদন করিতে পারেনা। বিস্তারিত আলোচন যোগে প্রতিজ্ঞাসূত্রের সিদ্ধিকল্পে, জৈমিনি বলিতেছেন, তস্যনিমিত্ত পরীষ্টিঃ। ধর্ম্মের নিমিত্ত বা প্রমাণ কি, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক।

সৎসম্প্রয়োগে পুরুষস্যেন্দ্রিয়াণাং বুদ্ধিজন্ম। তৎপ্রত্যক্ষমনিমিত্তং বিদ্যমানোপলম্ভনত্বাৎ॥ ইন্দ্রিয়গণ সৎ বা বিদ্যমান পদার্থে সংযুক্ত হইলে, আত্মায় তদনন্তর যে জ্ঞান জন্মে, তাহাই প্রত্যক্ষ। বিদ্যমানোপলম্ভনত্ব হেতু, অর্থাৎ, বিদ্যমানের বোধক বলিয়া, এতাদৃশ প্রত্যক্ষ অনিমিত্ত অর্থাৎ, ধর্ম্মে প্রমাণ নহে। ধর্ম্ম বিদ্যমান থাকে না; তাহা উৎপাদ্য। সুতরাং, তাহাতে প্রত্যক্ষ বা প্রত্যক্ষমূলক অনুমানের অধিকার নাই। ঔৎপত্তিকস্তু শব্দস্যার্থেন সম্বন্ধস্তস্য জ্ঞানমুপদেশো। হব্যতিরেকশ্চার্থে হনুপলব্ধে তৎপ্রমাণং বাদরায়ণস্যাহনপেক্ষত্বাৎ॥ অর্থের সহিত শব্দের যে সম্বন্ধ বা বোধকবোধ্যভাব, তাহা ঔৎপত্তিক (নিত্য)। ইহা কৃত্রিম বা সাঙ্কেতিক নহে। অথবা, ইহা স্বাভাবিক। স্বাভাবিক বলিয়া, ইহা নিত্য। এজন্য, ঔপদেশিকজ্ঞান অর্থাৎ, বিধিবাক্য শ্রবণজনিতজ্ঞান অব্যতিরেক বা অবাধিত ও অব্যভিচারী। শব্দ অজ্ঞাত বিষয়ে যথার্থজ্ঞান জন্মায়। সুতরাং, শব্দ স্থায়ী প্রমাণ। তাহার প্রামাণ্যও অন্যনিরপেক্ষ বা স্বতঃসিদ্ধ। মহর্ষি বাদরায়ণও ইহার অনুমোদন করেন। অনুমানংজ্ঞাতসম্বন্ধস্যৈকদেশদর্শনাদেকদেশান্তরেঽসন্নিকৃষ্টেঽর্থেবুদ্ধি। যাহার বা যাদৃশ বস্তুর সহিত অপর বস্তুর সম্বন্ধ জানা থাকে, স্থানান্তরে তাহার বা তাদৃশ বস্তু দর্শনে উক্ত সম্বন্ধীয় অপর অদৃশ্য বস্তুর যে জ্ঞান হয়, তাহা অনুমিতি। পাকশালায় প্রত্যহ বহ্নি ও ধূমের সাহিত্য দর্শনে, ধূমকারণ বহ্নি ধূমের সহবাসী—এরূপ অব্যভিচরিতজ্ঞান সঞ্চিত হয়। এজন্য পর্ব্বতাদিতে ধূমদর্শনের পর, ধূমোদ্গম প্রদেশে ধূমকারণ বহ্নির অনুমিতি হইয়া থাকে। অতএব, অনুমিতিও ধর্ম্মে অপ্রমাণ।

শব্দ ও অর্থ উভয়েই নিত্য এবং উভয়ের বোধ্যবোধক সম্বন্ধও নিত্য বা স্বাভাবিক। যাঁহারা বিবেচনা করেন, (১) কর্ম্মৈকেতত্রদর্শনাৎ—শব্দ এক প্রকার উচ্চারণ ক্রিয়া। ইহা ক্ষণস্থায়ী ও প্রযত্নবিশেষনিষ্পাদ্য। শব্দ যে ক্রিয়মাণ, তাহা প্রত্যক্ষ। উচ্চারণের পূর্ব্বে শব্দ থাকেনা; উচ্চারণের পরে শব্দ উপলব্ধ হয়। ক্রিয়মাণ ক্ষণস্থায়ী শব্দের সহিত অক্রিয়মাণ স্থায়ী অর্থের নিত্য সম্বন্ধ সর্ব্বথা অনুপপন্ন। (২) অস্থানাৎ—শব্দ মুহূর্ত্তমাত্রও থাকে না। ইহাতে জানা যায়, শব্দ প্রথমক্ষণে উৎপন্ন হয়, দ্বিতীয়ক্ষণে স্থিতিলাভ করে এবং তৃতীয়ক্ষণেই বিনষ্ট হয়। (৩) করোতি শব্দাৎ—লোকে বলে শব্দ কর বা শব্দ করিও না। এরূপ প্রয়োগ আবহমান কাল প্রচলিত থাকায়, ইহাই স্থিরীকৃত হয় যে, শব্দ মনুষ্যকৃত, ইহা নিত্যাবস্থিত নহে। (৪) সত্তান্তরে চ

যৌগপদ্যাৎ—এক সময়ে একই শব্দ মনুষ্য কর্ত্তৃক নানাদিকে, নানাস্থানে ও নানাদেশে উচ্চারিত ও শ্রুত হয়। শব্দ এক ও নিত্য হইলে, এরূপ যৌগপদ্য হইতে পারে না। (৫) প্রকৃতিবিকৃত্যোশ্চ—বৈয়াকরণিক প্রক্রিয়ায় শব্দের প্রকৃতিবিকৃতভাব অনুভব করা যায়। সন্ধি প্রভৃতিতে ইস্থানে য হয়। সুতরাং, ই প্রকৃতি এবং য তাহার বিকৃতি। শব্দ নিত্য হইলে, এরূপ বিকারোদয় অসম্ভব হইত। কেন না, নিত্য পদার্থ মাত্রই অবিকারী। (৬) বৃদ্ধিশ্চ কর্ত্তৃভূম্নাস্য—শব্দের বৃদ্ধি ও হ্রাস দেখা যায়। উচ্চারণকারী বহু ও অল্পসংখ্যক হইলে, শব্দ যথাক্রমে বাড়ে ও কমে। যাহার হ্রাস বৃদ্ধি আছে, তাহা নিত্য হইতে পারে না। তাঁহাদের ইহাও বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করা উচিত, (১) সমস্তত্রদর্শনম্—উচ্চারণের পূর্ব্বে উপলব্ধ হয় না এবং পরে উপলব্ধ হয় বলিয়াই যে শব্দকে কৃতক বা অনিত্য অবধারিত করিতে হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। প্রত্যুত, শব্দ যে নিত্য, তাহা ঐ হেতু দ্বারাই প্রদর্শিত হইতে পারে। উচ্চারণের পূর্ব্বে শব্দ অব্যক্ত থাকে; উচ্চারণ প্রযত্নে তাহা ব্যক্ত হয়। এজন্য, উচ্চারণের পরে শব্দের উপলব্ধি হয়। অতএব, এই হেতু শব্দের কৃতকত্ব পক্ষ সমর্থন না করিয়া, ইহার অকৃতকত্ব পক্ষেরই সমর্থন করে। (২) সতঃপরমদর্শনং বিষয়ানাগমাৎ—শব্দ থাকেনা, উচ্চারণের পরে শব্দ বিনষ্ট হয়—এরূপ প্রতীতি প্রতারণাত্মকা। ফলতঃ, উচ্চারণের পরে অদর্শন বা শ্রবণেন্দ্রিয়ের অগোচর হইলেও, শব্দ পূর্ব্বের ন্যায়ই থাকে। এমন অনেক বস্তু আছে, যাহা ইন্দ্রিয়ের অগোচর। ইহাদের সত্তা অস্বীকার করা অজ্ঞতার পরিচায়ক। (৩) প্রয়োগস্য পরম্—শব্দ কর বা শব্দ করিও না, এই লৌকিক প্রয়োগ ধ্বনিপর; ইহা শব্দপর নহে। সাধারণ প্রয়োগে ধ্বনি ও শব্দের পার্থক্য বিচার না করিয়া, লোকে স্থিতিবান্ শব্দের প্রকাশক ধ্বনিকেই করিতে বলে। শব্দকে করিতে বলা তাহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য নহে। (৪) আদিত্যবৎ যৌগপদ্যম্—যেমন এক নিত্যাবস্থিত সূর্য্যকে এক সময়ে বিভিন্নদেশে বহু লোকে দৃষ্টিগোচর করে, সেইরূপ এক নিত্যাবস্থিত বর্ণ শব্দকেই এক সময়ে নানাদেশীয় লোকগণ শ্রবণগোচর করে। (৫) বর্ণান্তরমবিকারঃ—ব্যাকরণে ই বর্ণস্থানে য বর্ণ হওয়ার বিধান আছে, সত্য। কিন্তু ঐ বর্ণদ্বয়ের একতর অন্যতরের বিকার নহে। উহাদের প্রত্যেকেই স্বাধীন ও স্বতন্ত্র। (৬) নাদ বৃদ্ধিপরাঃ—শব্দ বাড়ে না; ইহা যেমন তেমনই থাকে। নাদ

পদার্থ।

মীমাংসা দর্শনে দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম. সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব—এই সপ্ত পদার্থ অঙ্গীকৃত হইয়াছে। দ্রব্য পদার্থ সম্বন্ধে, বৈশেষিক ও মীমাংসকগণ মধ্যে পার্থক্য এই যে, বৈশেষিকগণের স্বীকৃত নবদ্রব্য ভিন্ন, দশদ্রব্যবাদী মীমাংসকগণ তমঃ এই দশম দ্রব্যের এবং একাদশ দ্রব্যবাদী মীমাংসকগণ, তদুপরি, নিত্যশব্দ এই একাদশ দ্রব্যের অঙ্গীকার করেন। যাহা ধ্বনি দ্বারা ব্যক্ত হয় তাহাই শব্দ। ধ্বনি শব্দের ব্যঞ্জক। ব্যঞ্জক ধ্বনি দ্বারা শব্দ বুদ্ধিগম্য হয়। ধ্বনি গুণ হইলেও, তাহার ব্যঙ্গ্য শব্দ পদার্থ গুণ নহে। শব্দ দ্রব্য পদার্থ। শব্দ, অর্থ ও তাহাদের বোধ্যবোধক সম্বন্ধ—সমস্তই নিত্য। রচনায় বা ব্যক্তকরণে পুরুষের কর্ত্তৃত্ব। বৈদিক সন্দর্ভ অলৌকিক বা অপৌরুষেয়। সুতরাং, তাহার অনুবাদ বা উচ্চারণ ব্যতীত, অন্য কোন বিষয়ে পুরুষের কর্ত্তৃত্ব নাই।

প্রমাণ।

মীমাংসামতে প্রমাণ ষড়্‌বিধ। প্রত্যক্ষ. অনুমান, উপমান ও শব্দ ভিন্ন, ইহাতে অর্থাপত্তি ও যোগ্যানুপলব্ধি-এই দ্বিবিধ প্রমাণ অঙ্গীকৃত হয়। অর্থাপত্তিঃ—রামকে কেহ দিবসে ভোজন করিতে দেখে না; অথচ, সে স্থূলকায়। ঈদৃশ রামকে দেখিলে, সে অবশ্যই রাত্রিতে খায়'—এইরূপ যে জ্ঞান হয়, তাহা দৃষ্টার্থাপত্তি প্রমাণজন্য। এই জ্ঞান আনুমানিক নহে। কেন না, অনুমান-লক্ষণের সহিত ইহার পার্থক্য আছে। দৃষ্টার্থাপত্তির ন্যায় শ্রুতার্থাপত্তিও আছে। শব্দশ্রবণঘটিত অর্থাপত্তি শ্রুতার্থাপত্তি। যোগ্যানুপলব্ধিঃ—এখানে যদি ঘট থাকিত, তাহা দেখিতে পাইতাম। ঘট দেখিবার যোগ্য, দেখিবারও কোন বাধা নাই, অথচ, তাহা দেখিতেছি না। যেহেতু, ঘট অনুপলব্ধ, অতএব, জানা যাইতেছে যে, এখানে ঘট নাই। অনুপলব্ধি প্রমাণে অভাবজ্ঞান ভিন্ন, অন্য কোন জ্ঞান জন্মে না।

আত্মা, মন, ইন্দ্রিয়, শরীর, জীব ও ঈশ্বর।

প্রথমোক্ত পঞ্চ দ্রব্য সম্বন্ধে, মীমাংসা দর্শন বৈশেষিক ও অক্ষপাদ দর্শনের অনুরূপ মত পোষণ করে। মীমাংসা মতে শ্রোত্র দিগাত্মক। দিক্‌ই কর্ণ শুষ্কলাবচ্ছিন্ন হইয়া, শব্দ জ্ঞানের কারণ হইয়াছে। দিশঃ শ্রোত্রম্—শ্রুতি।

কারই ভোগ। আপনাকে ঐ তিনের সম্বন্ধবর্জ্জিত করিতে পারিলেই মোক্ষ হয়। সংসারকালে আত্মার নিজ আনন্দ অভিভূত বা আচ্ছন্ন থাকে। মোক্ষ হইলে তাহা স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়। মোক্ষে শরীর ও ইন্দ্রিয় থাকেনা;—কেবল মন থাকে। মন থাকাতেই মোক্ষী অনন্ত কালের জন্য অপরিচ্ছিন্ন স্বাত্মসুখের স্বাদগ্রাহী হন। চৈতন্য, আনন্দ, নিত্যত্ব ও বিভুত্ব আত্মার নৈজধর্ম্ম। এ সকল মোক্ষকালে বিরাজমান থাকে,—ইহাদের কেহই উচ্ছেদপ্রাপ্ত হয়না।

মোক্ষের প্রণালী।

কাম্য ও নিষিদ্ধ শারীরমানস ক্রিয়া বর্জ্জন করতঃ, কেবলমাত্র নিষ্কাম নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মে রত, অথবা, আত্মজ্ঞানে পরিপূর্ণ থাকিতে পারিলে, পুনর্জ্জন্মের কারণীভূত ধর্ম্মাধর্ম্মের উৎপত্তি রহিত হইয়া যায়। অপিচ, ইহাতে সঞ্চিত ধর্ম্মাধর্ম্ম দগ্ধ বীজের ন্যায় শক্তিহীন হয়। এম তাবস্থায় যতকাল দেহ থাকে এবং যে ভোগ নিষ্পন্ন হয়, তাহাতে প্রারব্ধ কর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। সুতরাং, সুখদুঃখের ও শরীরোৎপত্তির কারণীভূত প্রারব্ধ, সঞ্চিত ও আগামী ধর্ম্মাধর্ম্মের অভাব, ভবিষ্যতে সুখদুঃখ ও শরীরের উৎপত্তি হয় না। ইহারই নাম মোক্ষ। মোক্ষী অশরীর হইয়া এবং কেবলমাত্র সূক্ষ্ম মন লইয়া, অনবরত আত্মসুখাস্বাদে পরিতৃপ্ত থাকেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

বেদান্ত দর্শন।

অম্বুরাশির নীলাগোচরজ চরম পরিতোষ লাভ করিবার জন্য, লোকে যেমন হ্রদনদ্যাদির দর্শনানন্তর সাগরোদ্দেশে যাত্রা করে, অধ্যাত্মসংবাদপিপাসার একান্ত নিবৃত্তি হেতু আমরা, সেইরূপ, এক্ষণে বিজ্ঞানমরীচিমালী বাদরায়ণের উত্তর মীমাংসা বা বেদান্ত দর্শনের অবতারণা করি। পুণ্যাত্মা ব্যাসদেবের তপোবলসম্ভূত শারীরক মীমাংসা পরমতত্ত্বামৃতের মহাসমুদ্র স্বরূপ। তত্ত্বব্যাখ্যাস্রোতের সহিত ভিন্নমতরূপ বিপরিতগামী বায়ুর সংস্পর্শে, যদিও ইহার স্থানে স্থানে উত্তাল তরঙ্গ ও গম্ভীর গর্জ্জনের উদ্রেক হয়, তথাপি, স্বভাবতঃ ইহা অতিশয় স্থির ও প্রশান্ত এবং

বীচিনিনাদমালা ইহার মাহাত্ম্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, সৌন্দর্য্যবর্দ্ধন করে। বেদান্তমহিমায় হৃদয়ের ভাবসরিৎ উদ্বেলিত হইয়া উঠে। রসজ্ঞ আচার্য্য সায়ন মাধব 'সর্ব্বদর্শন-শিরোমণি' মন্ত্রে বেদান্তের অর্চনা করিতেন। সাধারণতঃ, নৈয়ায়িকগণ বৈদান্তিকগণের সহিত বিচারযুদ্ধে ব্যাপৃত হন। কিন্তু, প্রবীণ ন্যায়াচার্য্যগণ, ঐকমত্যে, 'তত্ত্বন্তু বাদরায়ণিঃ' স্বীকার করিয়া বেদান্তের প্রাধান্যপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

প্রত্যেক বেদে, যে সকল বাক্যদ্বারা 'ব্রহ্মই আত্মা'—ইহা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে, তৎসমস্ত অন্তে বা শেষভাগে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। এজন্য, ব্রহ্মাত্ম-প্রতিপাদক বাক্যাবলী প্রথমকারণে উপনিষৎ ও দ্বিতীয়কারণে বেদান্ত নামে অভিহিত হয়। উপনিষৎ=উপ—নি—ষদ্+ক্বিপ্। উপ—সমীপস্থ; সমীপস্থ অন্তরাত্মা। নি—নিশ্চয়; তিনিই ব্রহ্ম, ইহা নিশ্চয়, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ষদ্—নাশ; অজ্ঞানের নাশ হইলেই, আত্মাকে ব্রহ্মস্বরূপ দেখা যায়। বেদান্ত=বেদ+অন্ত। ব্যাসের শারীরক বা উত্তর মীমাংসা বেদান্ত অবলম্বনে বিরচিত এবং বেদান্ত ভিত্তির উপরে সংস্থাপিত। এজন্য, ইহা সঙ্গতভাবে বেদান্ত দর্শন নামে কথিত হয়। মীমাংসাদর্শন নামের তাৎপর্য্য পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে। বেদের পূর্ব্বকাণ্ড সম্বন্ধীয় বলিয়া, জৈমিনীয় দর্শনের নাম যেমন পূর্ব্বমীমাংসা, বেদের উত্তর-কাণ্ড সম্বন্ধীয় বলিয়া, ব্যাসের দর্শনের নাম সেইরূপ উত্তরমীমাংসা। ইহাতে শরীরস্থ জীব বা জীবাত্মার রহস্য মীমাংসিত হইয়াছে। অতএব, ইহা শারীরক মীমাংসা। আবার, ইহাতে ব্রহ্মতত্ত্ব সূচিত বা বিচারিত হইয়াছে বলিয়া, ইহা ব্রহ্মসূত্র নামেও পরিচিত আছে। চতুরধ্যায় বিশিষ্ট বেদান্তদর্শনকে, সংক্ষেপে চতুরধ্যায়ী বলা হয়।

বেদান্তদর্শনের আখ্যামণ্ডিত অধ্যায় চতুষ্টয়ের প্রত্যেকেই চারিপাদে বিভক্ত। সুতরাং, বেদান্তদর্শনে ষোলটী পাদ বা পরিচ্ছেদ আছে। ইহার সূত্রসংখ্যা ৫৫৭। তন্মধ্যে প্রথম চারিটী সূত্রই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও অত্যাবশ্যকীয়। এই চারিসূত্র চতুঃসূত্রী নামে প্রসিদ্ধ এবং এরূপ নৈপুণ্য সহকারে বিরচিত যে, বস্তুতঃ, তাহাতেই বেদান্ত-মত পরিসমাপ্ত হইয়াছে। ফলতঃ, এই সূত্রচতুষ্টয় আয়ত্ত করিতে পারিলেই, বিশ্বের যাবতীয় জ্ঞানলাভ করা যায়। শঙ্করাদি ভাষ্যকারগণ মহাসংরম্ভে এই চারি সূত্রের যে চতুঃসূত্রী ব্যাখ্যা নিষ্পাদন করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের শাস্ত্র-পারদর্শিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত ও বৃহৎ বৃহৎ ব্যাখ্যাপুস্তক বিনির্ম্মিত হইয়াছে। বেদান্তদর্শনের সমন্বয়াখ্য প্রথমাধ্যায়ের ১ম পাদে নানা স্থানাগত বিস্পষ্ট ব্রহ্মবাক্যের

সমন্বয় বা ব্রহ্মে তাৎপর্য্য নির্ণয়, ২য় পাদে উপাস্য ব্রহ্মবাক্যের সমন্বয়, ৩য় পাদে ধ্যেয় ব্রহ্মবাক্যের অস্পষ্টতাপরিহার ও ৪র্থ পাদে অব্যক্ত বা সন্দিগ্ধ পদ সমূহের ব্রহ্মার্থতাব্যবস্থাপন; অবিরোধাখ্য দ্বিতীয়াধ্যায়ের ১ম পাদে সাংখ্যাদি স্মৃতির সহিত ব্রহ্মসমন্বয়ের বিরোধপরিহার, ২য় পাদে তত্তৎ স্মৃতির যথাশ্রুত অর্থের প্রতি দোষারোপ, ৩য় পাদে মহাভূতপ্রতিপাদক ও জীববোধক শ্রুতিবাক্যের বিরুদ্ধার্থপরিহার ও ৪র্থ পাদে লিঙ্গশরীরনির্ণায়ক শ্রুতিকদম্বের বিরোধভঞ্জন; সাধনাখ্য তৃতীয় অধ্যায়ের ১ম পাদে পাপপুণ্যের ফলাফল বিচারদ্বারা জীবের বৈরাগ্যোৎপাদন, ২য় পাদে শ্রুতি ও যুক্তি প্রমাণে তত্ত্বমস্যাদি বাক্যের বিরুদ্ধার্থ-সংশোধন, ৩য় পাদে সগুণ ব্রহ্মোপসনার্থ গুণসমূহের উপসংহার বা একাধারে সঙ্কলন ও নির্গুণ ব্রহ্মোপসনার্থ অনুক্ত শব্দের অর্থনির্ণয় এবং ৪র্থ পাদে নির্গুণ ব্রহ্ম-জ্ঞানের বহিরঙ্গসাধন যাগযজ্ঞাদি ও নিষ্কাম আশ্রমধর্ম্ম ও অন্তরঙ্গসাধন শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন; ফলাখ্য চতুর্থ অধ্যায়ের ১ম পাদে শ্রবণাদিসহকৃত উপাসনা দ্বারা সগুণ বা নির্গুণ ব্রহ্মবিষয়ক সাক্ষাৎকার নামক জ্ঞানের উৎপত্তি ও জীবন্মুক্তি, ২য় পাদে মুমূর্ষুগণের প্রাণবিয়োগের পর জীবাত্মার বিশেষ বিশেষ গতিলাভের বিবরণ, ৩য় পাদে ব্রহ্মোপাসকের দেবযানগতি ও ৪র্থপাদে নির্গুণ উপাসনায় নির্ব্বাণমুক্তি প্রভৃতি বিবৃত হইয়াছে। [উপাস্য ব্রহ্ম ও ধ্যেয়ব্রহ্ম সগুণ ব্রহ্মের বাচক। সগুণ ব্রহ্মেরই ধ্যান ও উপাসনাদি হয়। নির্গুণ ব্রহ্ম নির্ম্মলপ্রজ্ঞাগম্য; ধ্যান কি চিন্তাগম্য নহেন]।

ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন দয়াশীল মহর্ষি বেদব্যাস জীবের চরম মঙ্গল উপদেশ করিবার জন্য বলিতেছেন:—অথাতোব্রহ্মজিজ্ঞাসা। ১॥ অথ=অনন্তর। অতঃ=সেই হেতু। ব্রহ্ম=বক্ষ্যমাণলক্ষণ আত্মা। জিজ্ঞাসা=জানিবার ইচ্ছা। যেহেতু ব্রহ্মবিজ্ঞানে পরম পুরুষার্থ লব্ধ হয়, অতএব, ব্রহ্মজ্ঞানের সাধনভূত শম-দমাদির উৎপাদনানন্তর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা বা বিচারজনিত জ্ঞানে ব্রহ্মজ্ঞ হইবার ইচ্ছা করা কর্ত্তব্য।

যেহেতু, ব্যাসদেব নিজদর্শন বা জ্ঞাত বিষয় লোকহিতকল্পে বিবৃত করিতেছেন, সুতরাং, লৌকিকনেত্রে, তাঁহার এই বিবৃতি শাস্ত্রস্বরূপ পরিগণনীয়। শাস্ত্র অনুবন্ধ বা নিমিত্তাত্মক। অধিকারী, বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজন ভেদে অনুবন্ধ চারিপ্রকার। যাঁহারা শাস্ত্র বুঝিতে বা শাস্ত্রানুযায়ী কার্য্য করিতে পারেন, তাঁহারাই শাস্ত্রের অধিকারী। শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য বিশিষ্ট ফলপ্রদ বস্তুই শাস্ত্রের

বিষয়। প্রতিপাদক শাস্ত্র ও প্রতিপাদ্য বস্তুর ঘনিষ্ঠতাই সম্বন্ধ। প্রলাপ বা অসম্বদ্ধ বাক্যপূর্ণ গ্রন্থ শাস্ত্রপদবাচ্য হইতে পারে না। ভ্রমনিরাস, জ্ঞানোৎপাদন প্রভৃতি দ্বারা জগতের হিতসাধন করাই শাস্ত্রের প্রয়োজন।

১। বেদান্ত দর্শনের অধিকারী।

বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি ভিন্ন, অপর কেহ ব্রহ্মজিজ্ঞাসার প্রবৃত্তিপোষণ করিতে পারেন না। যাঁহারা অধ্যয়নাদি দ্বারা বেদবেদান্তের স্থূলমর্ম্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন, কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম্মের বর্জ্জনপূর্ব্বক, কেবল নিত্যকর্ম্ম, নৈমিত্তিক কর্ম্ম, প্রায়শ্চিত্ত ও উপাসনার অনুষ্ঠানে পাপমোচন ও চিত্তনির্ম্মাল্য সম্পাদন করিয়াছেন এবং তত্ত্বজ্ঞানের উপযোগী চতুর্ব্বিধ কার্য্য বা সাধন চতুষ্টয়ের অভ্যসন করিয়াছেন, তাঁহারাই বেদান্ত দর্শনের অধিকারী।

কাম্যকর্ম্ম।—স্বর্গ বা অপরাপর সুখকামনায় যে সকল কর্ম্ম শাস্ত্রোপদেশানুযায়ী অনুষ্ঠিত হয়, সে সমস্ত কাম্যকর্ম্ম। যথা, জ্যোতিষ্টোম যাগ, সোমযাগ, রাজসূয় যজ্ঞ, প্রভৃতি।

নিষিদ্ধকর্ম্ম।—নরক কিম্বা অন্য কোন অনিষ্টের হেতুভূত যে সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে, তৎসমস্ত নিষিদ্ধকর্ম্ম। যেমন, ব্রহ্মহত্যা, বৃথাহিংসা ইত্যাদি। ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার জন্য অন্তঃকরণকে প্রস্তুত করিতে হইলে, কেবল যে নিষিদ্ধ কর্ম্মের বর্জ্জন করিতে হইবে, তাহা নহে, তৎসহ কাম্যকর্ম্মের পরিত্যাগও বিধেয়।

নিত্যকর্ম্ম।—পাপক্ষয় কল্পে, প্রত্যহ যে সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হয়, তৎসমস্ত নিত্যকর্ম্ম। যেমন, সন্ধ্যা, বন্দনা, ইত্যাদি।

নৈমিত্তিক কর্ম্ম।—কোন এক নিমিত্ত উপলক্ষে যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহা নৈমিত্তিক কর্ম্ম।—যেমন, পুত্রেষ্টি যাগ, জাতকর্ম্ম, ইত্যাদি।

প্রায়শ্চিত্ত।—কেবল পাপক্ষয়ের জন্য যে কর্ম্ম বিহিত হইয়াছে, তাহা প্রায়শ্চিত্ত। * যেমন, চান্দ্রায়ণ।

---

* তৎস্থানত্বাদনন্যধর্ম্মঃ খলে বালীবৎ ॥ ৭৭ ॥ শাণ্ডিল্যসূত্রম্। বিষ্ণুপুরাণের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩৬ শ্লোকে যে প্রায়শ্চিত্তংতুতস্যৈকং হরিসংস্মরণংপরং—একমাত্র হরিনাম স্মরণই প্রধান প্রায়শ্চিত্ত—বাক্য দৃষ্ট হয়, তথায় নাম শব্দের অতিদেশ মতে, প্রায়শ্চিত্তান্তর্গত নখলোমচ্ছেদনাদি স্বীকৃত নহে। প্রায়শ্চিত্ত স্থলে হরিনামেরই বিধি আছে। আবার, কীর্ত্তনাদি পাপ

উপাসনা।—শাস্ত্রোক্ত প্রণালী অবলম্বনে সগুণব্রহ্মে মনোনিবেশ করাই উপাসনা। ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণে "শাণ্ডিল্য বিদ্যা" নামক উপাসনাপদ্ধতি আছে।

উল্লিখিত কর্ম্মনিচয় চিত্তদোষ অপসারিত করিয়া, বুদ্ধিশুদ্ধি বিধান করে এবং উপাসনায় চিত্তচাঞ্চল্য অপনীত ও চিত্তের একাগ্রতা অভ্যস্ত হয়।

সাধন চতুষ্টয়।—(১) নিত্যানিত্যবিচার। এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই নিত্য, তদ্ব্যতিরিক্ত সমস্তই অনিত্য, এরূপ বিবেচনা করা। (২) অনিত্যবিতৃষ্ণা, অর্থাৎ, ঐহিক ও পারলৌকিক ফলভোগে বৈরাগ্যোৎপাদন। গন্ধ, মাল্য, বনিতা, প্রভৃতি ঐহিক ভোগ্য যেমন যত্নসাধ্য * বলিয়া অনিত্য বা ক্ষণবিনাশী, স্বর্গাদি পারলৌকিক ভোগ্যও তদ্রূপ। অতএব উভয় ভোগ্যই বিরাগভাজন। (৩) আত্মায় শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান ও শ্রদ্ধা—এই ষড়্‌গুণের উদ্বোধন। (ক) শম=অন্তরিন্দ্রিয়ের নিয়মন। আত্মজ্ঞানের অনুপযোগী বিষয় হইতে অন্তঃকরণকে প্রতিনিবৃত্তকরণ। (খ) দম=বহিরিন্দ্রিয়ের দমন। আত্মজ্ঞানের প্রতিষেধক বিষয় হইতে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণকে প্রতিনিবৃত্তকরণ। (গ) উপরতি=বিষয় প্রবৃত্তি নিরস্তা হইলে, যাহাতে তাহার পুনরাবির্ভাব না হয়, তাদৃশ যত্নগ্রহণ, অথবা, বিধি পূর্ব্বক কর্ম্মকাণ্ডের বর্জ্জন, অর্থাৎ, সন্ন্যাস-গ্রহণ। (ঘ) তিতিক্ষা=শীতোষ্ণ, মানাপমান, শোকহর্ষ প্রভৃতি দ্বন্দ্বসহন। সুখে বিগতস্পৃহ এবং দুঃখে অনুদ্বিগ্ন হওন। (ঙ) সমাধান=আত্মায় চিত্তের

মাত্রের নাশ করে বলিয়া, কেবল উহাই প্রায়শ্চিত্ত গণ্য হইতে পারে না। যেহেতু, প্রায় শব্দের অর্থ তপস্যা এবং চিত্ত শব্দের অর্থ নিশ্চয়, সুতরাং, তপোনিশ্চয়ার্থক প্রায়শ্চিত্ত শব্দই মুখ্য। অন্য কার্য্যে প্রায়শ্চিত্ত শব্দের যে ব্যবহার হয়, তাহা গৌণ। [অতিদেশ মীমাংসাদর্শনে দ্রষ্টব্য]। খলে বালী যূপো ভবতীতি আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রম্ অং ৯, খং, ৭।

* এস্থলে যত্ন শব্দ কামনাপ্রণোদিত চেষ্টার বাচক। জ্ঞান ও ভক্তি তদ্রূপ চেষ্টানিষ্পাদ্য নহে। কোন ব্যক্তিই স্বেচ্ছায় জ্ঞান ও ভক্তির উৎপাদন বা উদ্রেক-নিবারণ করিতে পারে না। ন কর্ম্মণা ন প্রজয়াধনেন ত্যাগেনৈকেঽমৃতত্বমানশুরিতি তৈত্তিরীয় শ্রুতিঃ। ন ক্রিয়া কৃত্যনপেক্ষাজ্জ্ঞানবৎ॥ ৭॥ অতএব ফলানন্ত্যম্॥ ৮॥ শাণ্ডিল্যসূত্রম্। প্রযত্নাভাব বশতঃ, জ্ঞানেরন্যায় ভক্তিও ক্রিয়াত্মিকা নহে। যাহাতে প্রযত্ন বা কামনা মূলক কায়িক ব্যাপার নাই, তাহা কদাচ ক্রিয়া হইতে পারে না। বস্তুতঃ জ্ঞানেরন্যায় ভক্তিও কোন প্রকার যত্নের অপেক্ষা করে না। যাহা কিছু যত্ন সাধ্য, তাহাই নশ্বর। জ্ঞান ও ভক্তি ক্রিয়াজন্য নহে বলিয়া, তাহাদের ফলও অনন্ত। জ্ঞান ও ভক্তিজন্য মুক্তির বিনাশ নাই।

একতানতা উৎপাদন। (চ) শ্রদ্ধা=গুরু ও বেদান্ত বাক্যে বিশ্বাস। (৪) মুমুক্ষুত্ব=মুক্ত হইবার আন্তরিক ইচ্ছাপোষণ।

২। বেদান্ত দর্শনের বিষয়।

জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতাই বেদান্ত দর্শনের প্রতিপাদ্য বস্তু। * মানব, ভ্রান্তিবশতঃ, আপনাকে পরমাত্মা হইতে পৃথক্ বিবেচনা করে। সর্ব্বগুণাতীত বিশুদ্ধ চৈতন্য পরমাত্মাই ব্রহ্ম। ভ্রান্তি বিদূরিত হইলে, মনুষ্য আপনাকে ব্রহ্মস্বরূপ দর্শন করেন। সুতরাং, ভ্রান্তিবিজড়িত জ্ঞানের বিমোচনে, জীব-ব্রহ্মের পৃথকৃত্ব রহিত ও একত্ব বিহিত হয়। ভ্রান্তিবিরহিত জ্ঞান অভ্রান্ত। অভ্রান্তজ্ঞানে মানবের 'আমিত্ব' ব্রহ্মের অন্তর্নিহিত হইয়া যায় এবং ব্রহ্মই একমাত্র অবশিষ্ট বস্তুস্বরূপ বিদ্যমান থাকেন। অতএব, যে জীব ব্রহ্মের ঐক্য অভ্রান্তজ্ঞানের প্রমেয় বস্তু, তাহাই বেদান্ত দর্শনের বিষয়।

৩। বেদান্ত দশনে শাস্ত্র ও বিষয়ের পারস্পরিক সম্বন্ধ।

বেদান্ত দর্শন যে প্রতিপাদ্য বস্তুর প্রতিপাদক, তাহা ইহাতে অত্যুৎকৃষ্টরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। জীব ব্রহ্মের ঐক্যরূপ বোধ্য বিষয় অত্যন্ত জটিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু, বোধক শাস্ত্র তাহা এরূপ ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, সদধিকারী মাত্রেই তাহার তথ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। বেদান্ত দর্শন ও উপনিষৎ নিচয়ের প্রতিপাদ্য বিষয় অভিন্ন হইলেও, বেদান্ত দর্শনে তাহা অধিকতর প্রাঞ্জলীকৃত হইয়াছে। অতএব, বোধ্যবোধক সম্বন্ধ বেদান্ত দর্শনে পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান আছে।

৪। বেদান্ত দর্শনের প্রয়োজন।

যিনি আত্মা হইতে অনন্য, সেই ব্রহ্ম চৈতন্যে অজ্ঞান সংশ্রব সংঘটিত হওয়ায়, জীব স্বকীয় ব্রহ্মভাব ও নিত্যসুখতা বোধগম্য করিতে পারে না; প্রত্যুত,

* পৃথগিতি চেন্নপরেণাসম্বন্ধাৎ প্রকাশানাম্ ।। ১৪ ।। শাণ্ডিল্য সূত্রম্। অনীশ্বরবাদী-গণের ন্যায়, কোন জীব মুক্ত, কোন জীব বদ্ধ, অতএব প্রকাশাত্মক জীব সকল পরস্পর অত্যন্ত বিভিন্ন, এরূপ সিদ্ধান্ত করিতে গেলে পরমেশ্বরের সহিত প্রকাশাত্মক জীবের দ্রষ্টৃত্ব দৃশ্যত্ব সম্বন্ধ থাকে না, অর্থাৎ পরমেশ্বর দ্রষ্টা ও জীব দৃশ্য, এরূপ ব্যবস্থার ব্যাঘাত হয়। বস্তুতঃ জীব ব্রহ্মের ভেদে কোন প্রমাণ নাই। কেবল বুদ্ধিভ্রমে তাদৃশ ভেদ লক্ষিত হয়।

আপনাকে সুখদুঃখাদির ভোক্তা এবং জন্মমরণবান্ জীব বলিয়া গণনা করে। যাহাতে অজ্ঞানের চিরনিবৃত্তি করিয়া, জীব আপনার আনন্দময়ত্ব অনুভব করিতে পারে, বেদান্ত দর্শন তাদৃশ উপদেশ প্রদান করে। তরতি শোকমাত্মবিৎ—আত্মজ্ঞ ব্যক্তিই অজ্ঞানকল্পিত শোক হইতে উত্তীর্ণ হন। ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি—ব্রহ্মজ্ঞব্যক্তি ব্রহ্মভাবই প্রাপ্ত হন। অতএব, বেদান্ত দর্শনের দ্বিবিধ প্রয়োজন এবং তাহাদের প্রত্যেকেই সুমহৎ।

ব্রহ্ম জগৎকারণ।

সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্ম ব্রহ্মকে, স্থূল বস্তুর ন্যায়, ইন্দ্রিয়াদি যোগে অনুভব করা যায় না। লক্ষণাদির সাহায্যে ব্রহ্মের আভাস গ্রহণ করিতে হয়। এজন্য, ভগবান্ বেদব্যাস, অতঃপর, ব্রহ্মের লক্ষণ বর্ণনা করিতেছেন। ব্রহ্মের লক্ষণ কি? জন্মাদ্যস্য যতঃ। ২॥ জন্মাদি=জন্ম, স্থিতি ও লয়। অস্য—ইহার, অর্থাৎ, জগতের। যতঃ=যাহা হইতে ও যাহাতে। জগৎ যাহা হইতে জন্ম লাভ করিয়াছে, যাহাতে স্থিতি করিতেছে এবং যাহাতে লীন হইবে, তাহা ব্রহ্ম। শাস্ত্রযোনিত্বাৎ। ৩॥ শাস্ত্র=বেদচতুষ্টয়। যোনি=উৎপত্তিস্থান বা জানিবার উপায়। জগৎকারণ ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞানের আকর ও সর্ব্বশাস্ত্রের মহান্ উৎপত্তি স্থান। এজন্য, তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তি। অথবা, ব্রহ্মকে জানিবার, শাস্ত্রই একমাত্র উপায়; অন্য উপায় নাই। তত্তু সমন্বয়াৎ। ৪॥ তৎ=তিনি বা সেই। তু, শঙ্কানিরাসার্থক। সমন্বয়াৎ=সমন্বয়হেতু। সেই সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ ও উৎপত্তিস্থিতিপ্রলয়কারণ ব্রহ্ম শাস্ত্রগম্য কিনা, তদ্রূপ আশঙ্কা করিওনা। তিনি নিশ্চয়ই শাস্ত্রগম্য। কেননা, শ্রুতি, বেদান্ত প্রভৃতি যতকিছু শাস্ত্রবাক্য আছে, সকলেরই ব্রহ্মে সমন্বয় বা ব্রহ্মপ্রতিপাদক অর্থে তাৎপর্য্য থাকা দৃষ্ট হয়।

বিবর্ত্তবাদ যোগে ব্রহ্মাববোধ।

স্থূল উপমায় ব্যক্ত করিতে গেলে, সলিল হইতে যেমন ফেণোদ্গম হয়, সেইরূপ, নিত্য ব্রহ্ম হইতে এই অনিত্য জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। সলিলোৎপন্ন ফেণপুঞ্জ যেমন সলিলে অন্তর্হিত হইয়া যায়, ব্রহ্মসম্ভূত জগৎ সেইরূপ, ব্রহ্মে বিলীন হইয়া যাইবে। জলের তুলনায় ফেণ যেমন অবস্তু, ব্রহ্মের তুলনায় জগৎও, সেইরূপ, অবস্তু। কিন্তু, বিভ্রমনিবন্ধন, আমরা

ফেণবৎ বিশ্বকেই সারবস্তু পরিগণনা করি। অজ্ঞান ব্রহ্মের স্বরূপাবরোধ করিতেছে বলিয়াই, আমাদের এই ভ্রান্তি হয়। ব্রহ্মের আবরণ অজ্ঞান নিজাঙ্গোপরি বিচিত্র জগৎ বিসর্পিত করিয়া রাখিয়াছে। আমরা জগতের প্রতারণাত্মক সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া, জগৎকারণ ব্রহ্মের তত্ত্বানুসন্ধানে বিরত থাকি। বেদান্তদর্শন মূঢ়মতি আমাদিগকে "অধ্যারোপ" ও "অপবাদ" নামক যুক্তিমার্গদ্বয় প্রদর্শন করে। এই দুইপথগামী হইয়া, ক্রমশঃ, যত অগ্রসর হওয়া যায়, ততই অজ্ঞানের নানাবিধ মূর্ত্তি, বিশ্বসৃষ্টির চিত্র প্রভৃতি দৃষ্টিগোচর করা যায় এবং, অবশেষে, পথ সম্পূর্ণ অতিক্রান্ত হইলে, ব্রহ্মনিলয়ে উপনীত হওয়া যায়। অতএব, অধ্যারোপ ও অপবাদ ব্রহ্মনিলয় গমনের দুইটী সুখকর পথ।

অধ্যারোপ।—অসর্পভূতে রজ্জৌ সর্পারোপবৎ বস্তুন্যবস্ত্বারোপঃ অধ্যারোপঃ। যাহা সর্প নয় তাদৃশ রজ্জুকে সর্প মনে করার ন্যায়, বস্তুতে অবস্তুর আরোপ বা ভ্রমই অধ্যারোপ। সচ্চিদানন্দমদ্বয়ং ব্রহ্ম বস্তু। এক, অদ্বিতীয়, চিরবিদ্যমান্, জ্ঞান বা চৈতন্যস্বরূপ, আনন্দাত্মক ব্রহ্মই বস্তু। তদ্ব্যতিরিক্ত, অজ্ঞানবিজৃম্ভিত সমস্ত পদার্থই অবস্তু। বিশ্বের যাবতীয় পদার্থ অজ্ঞানবিসারিত এবং বিশ্ব এই সকল পদার্থের সমষ্টীভূত। সুতরাং, বিশ্ব অবস্তু। তথাপি,—অজ্ঞানবিজৃম্ভিত পদার্থ মাত্রই অবস্তু হইলেও,—অজ্ঞান স্বয়ং অবস্তু নহে এবং তাহা বস্তুও নহে। সদসদ্ভ্যামনির্ব্বচনীয়ং ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞান-বিরোধি ভাবরূপং যৎকিঞ্চিদিতি বদন্তি। ক্লীব যেমন স্ত্রী ও পুরুষ-উভয়-বহির্ভূত, অজ্ঞানও, সেইরূপ, সৎ ও অসৎ, ভাব ও অভাব কিম্বা বস্তু ও অবস্তু—উভয়ের বহির্ভূত। তথাপি, শশশৃঙ্গ বা বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায়, ইহা আত্যন্তিক অবস্তু নহে। কেননা, অজ্ঞান আছে—ইহা জীব মাত্রেই অনুভব করে। লোকে বলে অহং অজ্ঞঃ, আমি কে, ইহা কি, উহা কি, তাহা আমি জানিনা। আবার, অজ্ঞান ব্রহ্মের ন্যায় বস্তুও নহে। কারণ, জ্ঞানোদয়ে অজ্ঞানের তিরোভাব ও মিথ্যাত্ব প্রতীত হয়। যাহা স্থিতিবিহীন, ত্রৈকালিক অস্তিত্ব-শূন্য এবং মিথ্যা বা ভ্রম বলিয়া প্রত্যক্ষীকৃত হয়, তাহাকে বস্তু বলা যাইতে পারেনা। যাহাকে সৎ কি অসৎ, বস্তু কি অবস্তু, সাবয়ব কি নিরবয়ব প্রভৃতি কোন প্রকার পদার্থের অন্তর্ভুক্ত করা যায়না, তাহা, সুতরাং, অনির্ব্বচনীয়। অজ্ঞান যে মিথ্যানামক আত্মগুণ নহে, তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য, ইহাকে

ত্রিগুণাত্মক বলা হইয়াছে। অজ্ঞানপ্রসূত প্রত্যেক পদার্থই সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মক। সুতরাং, অজ্ঞানও যে ত্রিগুণাত্মক, তাহা সহজেই অনুমেয়। জ্ঞানের সহিত অজ্ঞানের বিরোধিতা আছে। কেননা, জ্ঞানোদয়ে অজ্ঞান তিরোহিত হয়। সুতরাং অজ্ঞান জ্ঞানবিরোধী। অজ্ঞান জ্ঞানের অভাব নহে। চৈতন্য, বুদ্ধিবৃত্তি ও আত্মারগুণ—এই তিন অর্থে জ্ঞানশব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। প্রথমোক্ত জ্ঞান নিত্য ও নিরবয়ব বলিয়া, তাহার অভাব হইতে পারেনা। দ্বিতীয়তঃ, বুদ্ধিবৃত্তি, বস্তুতঃ, জ্ঞান নহে; কারণ, ইহা জড়। ইহা চৈতন্যব্যাপ্ত হইয়া বস্তুর প্রকাশক হয় এবং চৈতন্য ছাড়িয়া স্বয়ং কিছুই করিতে পারেনা। ইহা জ্ঞান বা চৈতন্যের সংশ্লিষ্ট বলিয়া, লোকে উপচার ক্রমে বুদ্ধিবৃত্তিকে জ্ঞান বলিয়া উল্লেখ করে। সুতরাং, বুদ্ধিবৃত্তির অভাব অজ্ঞান নহে। তৃতীয়তঃ, জ্ঞান নামক আত্মগুণের কখন নিরন্বয় অভাব হয় না। আমি অজ্ঞান ছিলাম, আমি কিছুই জানিতেছিলামনা বলিলেও জ্ঞানের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। কারণ, 'অজ্ঞান ছিলাম'—এ অনুভবও জ্ঞান। অন্য কোন বিষয়ক জ্ঞান না হইলেও, ইহা অজ্ঞান বিষয়ক জ্ঞান। অতএব, অজ্ঞান অভাব বা শূন্য স্বরূপ নহে। লোকে যাহাতে অজ্ঞানকে অভাবস্বরূপ বিবেচনা করিতে না পারে, তজ্জন্যই ভাবরূপ বিশেষণের প্রয়োগ হইয়াছে। অজ্ঞান ভাব ও অভাব, উভয় হইতেই ভিন্ন; অথচ, যৎকিঞ্চিৎ, অর্থাৎ, অনির্শ্চিত কিছু।

এক অজ্ঞান নানাপ্রকারে বিভিন্ন জীবগত হইয়া, বহুরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। সুতরাং, বিভিন্ন জীবগত বিবিধ অজ্ঞান একই অজ্ঞানের ব্যষ্টি এবং, বিপরীত ক্রমে, মূল অজ্ঞান জীবগত নানাবিধ অজ্ঞানের সমষ্টি। অথবা, সমুদয় বা সমষ্টি ভাবে, অজ্ঞান এক এবং বিচ্ছিন্ন বা ব্যষ্টিভাবে, অজ্ঞান বহু কল্পিত হয়। অহংবহুস্যাম্—আমি বহু হইব, ইত্যাদি ব্রহ্মসংকল্প অনুসারে, ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ায় এক ব্রহ্মকে বহু দেখাইবার জন্য, কুহকী ব্যষ্টি অজ্ঞানের আবির্ভাব হয়। এজন্য, ব্যষ্টি অজ্ঞান অবিদ্যা নামে অভিহিত হয়। যেহেতু, ইন্দ্রজাল ইন্দ্রিয়কে আচ্ছাদিত বা ভ্রান্তিতে পাতিত করে, সুতরাং, তাৎপর্য্য ও সাধারণের বোধসৌকর্য্য এতদুভয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, অবিদ্যাকে বিস্মৃতি নামে অভিহিত করাই সুখকর। ব্রহ্মসংকল্পান্বিত এবং ব্রহ্মের কারণশরীরভূত মূল অজ্ঞান বা মায়া সাংখ্যোক্ত প্রকৃতির লক্ষণাপন্ন

হইলেও, ইহা তদপেক্ষা সূক্ষ্ম *। বস্তুতঃ, ইহা এত সূক্ষ্ম যে, এতদ্দশায় উপনীত হইলে, জীব সম্পূর্ণ অজ্ঞানমুক্ত ও ত্রিগুণাতীত ব্রহ্ম স্বরূপ হন। ইহার সূক্ষ্মতা উপলব্ধি করিবার জন্য, এইরূপ ভাবনা পোষণ করা উচিত যে, সৃষ্টির প্রাক্কাল পর্য্যন্ত, ইহাই যেন অবশেষে কিঞ্চিৎ স্থূল হইয়া, সাংখ্যবর্ণিতরূপ প্রকৃতিতে পরিণত হইয়াছে এবং তদনন্তর তাহা হইতে মহদাদিক্রমে সৃষ্টির আরম্ভ হইয়াছে। [দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]।

ভৃত্যকার্য্যের দোষগুণ যেমন প্রভুতে উপচারিত হয়, ঈশ্বরসংকল্পসাধক অজ্ঞানের কার্য্যের দোষগুণ, সেইরূপ, ঈশ্বরে আরোপিত হয়। পরস্পর সন্নিহিত বস্তুদ্বয়ের একটী নিজগুণ অপরটীতে আরোপিত করিলে, প্রথম দ্বিতীয়ের উপাধি কথিত এবং দ্বিতীয় প্রথমে উপহিত হয়। জবাপুষ্প যখন স্ফটিকের নিকটে থাকিয়া, আপনার লৌহিত্য স্ফটিকে আরোপিত করে, তখন তাহা স্ফটিকের উপাধি কথিত এবং স্ফটিক জবাপুষ্পে উপহিত হয়। যেহেতু, সমষ্টি অজ্ঞান নিজ দোষগুণ ঈশ্বরে আরোপিত করে, অতএব, ইহা উৎকৃষ্টের, অর্থাৎ, অপ্রতিহতস্বভাব পরিপূর্ণ চৈতন্য ঈশ্বরের উপাধি। ঈশ্বরের উপাধি বলিয়া, সমষ্টি অজ্ঞান বিশুদ্ধ স্বত্ত্বপ্রধান। সমষ্টি অজ্ঞানই মূল প্রকৃতি। সৃষ্টিকালে, মূলপ্রকৃতি ভিন্ন, চৈতন্যের মনবুদ্ধি প্রভৃতি অন্য কোন ক্ষুদ্র উপাধি ছিলনা। সত্ত্বরজস্তম গুণত্রয় সমানভাবে থাকিলে সৃষ্টি হইতে পারেনা। তিন গুণের মধ্যে, কোন একটীর প্রাবল্য হইলেই সৃষ্টি হয়। সৃষ্টিপ্রথমে মূলপ্রকৃতি বা সমষ্টি অজ্ঞানের সর্ব্ব-প্রকাশক, সর্ব্বমর্য্যাদাকারক, সর্ব্ববীজ স্বরূপ, সুখময় ও জ্ঞানময় সত্ত্বাংশ প্রবৃদ্ধ হইয়া, মহত্তত্ত্বের সৃষ্টি করে এবং পরে পর্য্যায়ক্রমে অহঙ্কার প্রভৃতির সৃষ্টি হয়। আবার, অজ্ঞান চৈতন্যের উপাধি বলিয়া, চৈতন্য অজ্ঞানে উপহিত। সমষ্টি ও ব্যষ্টি উপাধি ভেদে, উপহিত চৈতন্য যথাক্রমে উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট বিশেষণে অন্বিত হন। সমষ্টি অজ্ঞানে উপহিত বা মহত্তত্ত্বোপরক্ত চৈতন্য সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্ব-নিয়ন্তা, অব্যক্ত বা সর্ব্বকার্য্যের বীজ, অন্তর্যামী, জগৎকারণ, ঈশ্বর প্রভৃতি নামে

---

* মৃচ্ছক্তি বদ্‌ব্রহ্মশক্তিরনেকাননৃতান্ সৃজেৎ। যদ্বাজীবগতা নিদ্রাস্বপ্নশ্চাত্র নিদর্শনং। নিদ্রাশক্তি র্যথাজীবে দুর্ঘট স্বপ্নকারিণী। ব্রহ্মণ্যেষা তথা মায়া সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী ॥৪২॥ পঞ্চদশী, ১৪শ পরিচ্ছেদ। ঘটশরাবাদির উৎপাদিকা মৃৎশক্তি বা জীবগত নিদ্রা ও স্বপ্নের ন্যায়, ব্রহ্মশক্তি মায়া অনেক অনৃত বস্তুর সৃজন করে। নিদ্রা যেমন জীবের দুর্ঘট স্বপ্ন ঘটনা করে, মায়াও সেইরূপ পরব্রহ্মে সৃষ্টি স্থিতি বিনাশ কল্পনা করে।

অভিহিত হন। যে সমষ্টি অজ্ঞানের গর্ভে সমগ্র ঈশ্বরসংকল্প বা সমস্ত জ্ঞান নিহিত আছে, তদুপহিত চৈতন্য তাহাকে জানিতেছেন। অতএব, তিনি সর্ব্বজ্ঞ। ঈশ্বরের উপাধি স্বরূপ এই সমষ্টি অজ্ঞান যাবতীয় জন্য বস্তুর কারণ। সুতরাং, ইহা ঈশ্বরের কারণ শরীর। ইহা কোষের ন্যায় আচ্ছাদক এবং ইহাতে আনন্দের প্রাচুর্য্য আছে। এজন্য, ইহা আনন্দময় কোষ নামে অভিহিত হয়। আকাশাদি সমস্ত জন্য বস্তুই ইহাতে উপরত বা লয় প্রাপ্ত হয়। সুতরাং, ইহা মহাসুষুপ্তি বা প্রলয় পদবাচ্য। ঈশ্বরের বিরাট অবস্থা স্থূল প্রপঞ্চ এবং হিরণ্যগর্ভ অবস্থা সূক্ষ্ম প্রপঞ্চ। মহাসুষুপ্তি উভয় অবস্থারই লয়স্থান।

যেমন, এক বন বা জলাশয় প্রত্যেক বৃক্ষ বা আংশিক জল গণনায় বহু পরিকল্পিত হয়, সেইরূপ, ঈশ্বরগত মহত্তত্ত্ব নামক অবিভক্ত অজ্ঞান দেহ, ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ প্রভৃতি জীবগত ব্যষ্টি অজ্ঞানরূপে বহু হইয়াছে। ইন্দ্রোমায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে ইত্যাদি শ্রুতেঃ। পরমেশ্বর বহু মায়াদ্বারা বহুরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। এই ব্যষ্টি অজ্ঞান মলিন সত্ত্বপ্রধান এবং নিকৃষ্টের অর্থাৎ অসর্ব্বজ্ঞ ও অল্প শক্তিমান্ জীবের উপাধি। সুতরাং, ইহাতে যে জীবচৈতন্য প্রতিবিম্বিত হইতেছে, তাহা অল্পজ্ঞ। অল্পজ্ঞতা হেতু, ইহাকে অনীশ্বরত্বাদি গুণবিশিষ্ট প্রাজ্ঞ বলা যায়। প্র + অজ্ঞ = প্রাজ্ঞ, প্রায়েণ অজ্ঞ, যে প্রায় কিছুই জানেনা। মহত্তত্ত্ব নামক সমষ্টি অজ্ঞান হইতে, তাহার রজঃ ও তমঃ অংশ প্রবৃদ্ধ হইয়া, অহঙ্কার ও অন্তঃকরণ নিচয় উদ্ভূত হইয়াছিল। সুতরাং, রজস্তমোমিশ্রিত হওয়ায়, অন্তঃকরণাদির প্রকাশশক্তি অল্প এবং তদুপহিত চৈতন্য বা জীব অল্পজ্ঞ। এই ব্যষ্টি অজ্ঞানরূপ উপাধিই জীবের কারণ শরীর। কেননা, ইহাই জীবের অহঙ্কারাদির আদি কারণ। ইহা কোষের ন্যায় আচ্ছাদক এবং ইহাতে আনন্দবাহুল্য আছে। অতএব, ইহা আনন্দময় কোষ। জাগ্রৎ ও স্বাপ্ন সমস্ত পদার্থই ইহাতে লীন হয়। সুতরাং ইহা সুষুপ্তি এবং স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের লয়স্থান। ঈশ্বরের সুষুপ্তি যেমন মহাসুষুপ্তি ও প্রলয় নামে অভিহিত হয়, জীবের সুষুপ্তি, সেইরূপ, সুষুপ্তি ও খণ্ডপ্রলয় পদবাচ্য। ঈশ্বর ও প্রাজ্ঞ উভয়ই সুষুপ্তিকালে চৈতন্যপ্রদীপ্ত অতি সূক্ষ্ম অজ্ঞানবৃত্তি দ্বারা আনন্দানুভব করিয়া থাকেন। তৎকালে, অন্য কোন প্রবিভক্ত বৃত্তি বা জ্ঞান থাকেনা; কেবল একমাত্র অতি সূক্ষ্ম অখণ্ডাকার অজ্ঞানবৃত্তি বিদ্যমান থাকে। এজন্য, এতদবস্থায় বৈষয়িক আনন্দের উপভোগ হয়না; আপনার স্বরূপতানুভূতি মাত্র হইয়া থাকে। আনন্দভুক্ চেতোমুখঃ

প্রাজ্ঞ ইতিশ্রুতেঃ। প্রাজ্ঞ সুষুপ্তি সময়ে চৈতন্যের প্রকাশ দ্বারাই স্বনিষ্ঠ আনন্দভোগ করিয়া থাকেন। সুষুপ্তি ভঙ্গে, 'আমি সুখে ছিলাম, কিছুই জানিতে ছিলাম না', লোকের এইরূপ স্মরণ হইয়া থাকে। সুষুপ্তিকালে আনন্দ ও অজ্ঞানের অনুভব না করিলে, সুষুপ্তিভঙ্গে তাহার স্মরণ হইতে পারেনা। কেননা, অননুভূত বস্তুর স্মরণ হয় না।

এরূপ ধারণা সর্ব্বদাই মনে পোষণ করিতে হইবে যে, তত্ত্ব ব্যাখ্যাহেতু ব্যষ্টি ও সমষ্টি শব্দদ্বয়ের যে প্রয়োগ করিতে হয়, তাহা সর্ব্বৈব কাল্পনিক। প্রকৃতপক্ষে, বন ও বৃক্ষ কিম্বা জলাশয় ও জল যেমন অভিন্ন, সেইরূপ, ব্যষ্টি অজ্ঞান ও সমষ্টি অজ্ঞান উভয়ই অভিন্ন বা এক। ভেদকল্পনা ব্যবহারিক। আবার উপাধি অভিন্ন হইলে, তদুপহিত চৈতন্যও অভিন্ন হইবে। বনের উপহিত (বনাবচ্ছিন্ন) আকাশ ও বৃক্ষের উপহিত আকাশ কিম্বা জলাশয়-প্রতিবিম্বিত আকাশ ও জলপ্রতিবিম্বিত আকাশ যেমন ভিন্ন নহে, সেইরূপ সমষ্টি অজ্ঞানোপহিত ঈশ্বরসংজ্ঞক চৈতন্য, এবং ব্যষ্টি অজ্ঞানোপহিত জীব বা প্রাজ্ঞ নামক চৈতন্য, বস্তুতঃ, অভিন্ন। উপাধি দূর করিলে, চৈতন্য ভিন্ন অন্য কিছু বর্ত্তমান থাকেনা। সুতরাং, চৈতন্য এক। শ্রুতিও মহাসুষুপ্তি ও খণ্ডসুষুপ্তি অবস্থাপন্ন চৈতন্যকে এক চৈতন্য স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞ এষোন্তর্যাম্যেষ যোনিঃ সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌহিভূতানামিত্যাদি শ্রুতেঃ। ইনিই সকলের ঈশ্বর, ইনিই সর্ব্বজ্ঞ, ইনিই সর্ব্বান্তর্যামী, ইনিই সকলের কারণ, ইনিই সকলভূতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের স্থান বা মূল কারণ।

যেমন, এক অনবচ্ছিন্ন অখণ্ড দণ্ডায়মান মহাকাশ অবলম্বনে বন, বৃক্ষ, জলাশয় ও জল এবং তাহাদের আশ্রয়ীভূত আকাশনিচয়ের ধারণা ও নাম-ব্যবহার হয়, সেইরূপ এক অনুপহিত অদ্বয় বিশুদ্ধ কেবল চৈতন্যের নিত্যাস্তিত্বাবলম্বনে, সমষ্টি ও ব্যষ্টি অজ্ঞান এবং তাহাদের উপহিত চৈতন্যের কল্পনা ও নামকরণ সিদ্ধ হয়। নির্গুণ বস্তুর সংজ্ঞানিরূপণ অসাধ্য বলিয়া. অনবচ্ছিন্ন মহাকাশকে যেমন বন, জলাশয় ও তাহাদের অবচ্ছিন্ন আকাশের তুলনায় কেবল তুরীয় বা চতুর্থ পদার্থ বলা যায়, অনুপহিত অদ্বয় চৈতন্যও, সেইরূপ, সমষ্টি অজ্ঞান, ব্যষ্টি অজ্ঞান ও তাহাদের উপহিত চৈতন্যের তুলনায়, তুরীয় বা চতুর্থ পদবাচ্য। শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে স

আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ ইত্যাদি শ্রুতেঃ। সর্ব্বদোষশূন্য মঙ্গলময় অদ্বিতীয় বা অখণ্ড বিশুদ্ধ চৈতন্যকে পণ্ডিতেরা চতুর্থ বলিয়া মান্য করেন। তিনিই পরমাত্মা এবং তিনিই বিজ্ঞেয়। 'লোহায় দগ্ধ করিতেছে' এই সাধারণ বাক্যের যেমন একটী বাচ্যার্থ ও একটী লক্ষ্যার্থ আছে, সেইরূপ, 'তত্ত্বমসি,' 'সোঽহং' প্রভৃতি অদ্বৈতবোধক বাক্যনিচয়েরও বাচ্য ও লক্ষ্য অর্থ আছে। অত্যন্ত সংযোগবলে অগ্নি লৌহের সহিত একীভূত হওয়ায়, উহারা যে পরস্পর পৃথক্ পদার্থ এবং লৌহের দাহিকাশক্তি নাই, তাহা বিবেচনা না করিয়া, লোকে 'লোহায় হাত পুড়িয়াছে'—এইরূপ উক্তি করে। কিন্তু, এস্থলে, লৌহসহ একীভাবপ্রাপ্ত অগ্নি বাচ্যার্থ এবং লৌহকে ছাড়িয়া দিয়া, প্রকৃত অগ্নিই লক্ষ্যার্থ। সমষ্টি ও ব্যষ্টি অজ্ঞান এবং তদুপহিত চৈতন্য—এতদুভয়ের একীভাব তত্ত্বমস্যাদি বাক্য নিচয়ের বাচ্যার্থ এবং উপাধি হইতে ভিন্নীকৃত কেবল চৈতন্য তাহাদের লক্ষ্যার্থ।

অজ্ঞানের আবরণ ও বিক্ষেপ নাম্নী দ্বিবিধা শক্তি আছে। স্বল্পায়তন মেঘখণ্ড কর্ত্তৃক আচ্ছন্ননয়ন হইয়া, দর্শক যেমন সূর্য্যকে মেঘে ঢাকিয়াছে বলিয়া মনে করে, অজ্ঞানও সেইরূপ স্বয়ং বুদ্ধ্যাদিরূপে পরিচ্ছিন্ন হইয়া, বুদ্ধিপ্রতিবিম্বিত চৈতন্যকে আবৃত করায়, বোদ্ধার আত্মগত সর্ব্বব্যাপকত্বাদির অনুভব হয়না। সর্ব্বব্যাপক চৈতন্যের বুদ্ধি অংশ ভিন্ন অন্যান্য জীবাংশ আবৃত হওয়ায়, জীবাত্মা আপনাকে বদ্ধ ও সংসারী বিবেচনা করেন। যে শক্তি দ্বারা অজ্ঞান আত্মার যথার্থ স্বরূপ আচ্ছাদিত করে, তাহা তাহার আবরণ শক্তি। আত্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলেন, মেঘাচ্ছন্ননেত্র মূঢ় ব্যক্তির সূর্য্যকে মেঘাবৃত ও প্রভাশূন্য বোধ করার ন্যায়, অবিবেকী পুরুষ স্বীয় অজ্ঞানে আচ্ছন্নদৃষ্টি হইয়া, আপনাকে বদ্ধ দেখে। যিনি মোহান্ধবুদ্ধির দৃষ্টিতে বদ্ধেরন্যায় দৃষ্ট হন, সেই সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা আমি। অজ্ঞানাবরণ বশতঃ, জ্ঞাতব্য বস্তুর সর্ব্বাংশের স্ফুরণ না হইলে, তৎসম্বন্ধে কোন না কোন বিপরীত জ্ঞান উপস্থিত হয়। রজ্জু বা জলধারা অজ্ঞানাবৃত হইলে, তাহাতে সর্প কিম্বা তত্তুল্য অন্য কোন কল্পিত দৃশ্য প্রতিবিম্বিত হয়। পরমাত্মার স্বরূপ অজ্ঞানাচ্ছাদিত হইয়াছে বলিয়াই, তাহাতে কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, সুখিত্ব, দুঃখিত্ব প্রভৃতি সংসারধর্ম্ম সকল কল্পিত হয়। আবরণ শক্তির ঈদৃশী ক্রিয়াকারিতাদ্বারা অজ্ঞানের অপর শক্তির

ভাবও সূচিত হয়। কেননা, দেখা যাইতেছে যে, অজ্ঞানাবরণপাতে বিক্ষেপ বা কল্পনার উদ্রেক অনিবার্য্য। বিক্ষেপশক্তি ও সৃষ্টি করিবার সামর্থ্য—এতদুভয় বাক্য একই অর্থ বহন করে বা পরস্পর পরস্পরের প্রতিবাক্য। রজ্জুবিষয়ক অজ্ঞান, অর্থাৎ, রজ্জুর সর্ব্বাংশ না জানা যেমন রজ্জুতে সর্পাদির সৃষ্টি করে, আত্মবিষয়ক অজ্ঞান, সেইরূপ, স্বাবৃত আত্মাতে ভ্রমময় আকাশাদির সৃষ্টি করিয়াছে। অতএব, অজ্ঞানের যে শক্তিদ্বারা ব্রহ্মে কুহকাত্মক বিশ্বসৃজন নিষ্পন্ন হয়, তাহাই তাহার বিক্ষেপ শক্তি। স্বকীয় চেতনা শক্তির সাহায্যে বা সন্নিধান বশতঃ, লূতিকা তাহার শরীর বা শরীরান্তবর্ত্তী লালাবিকার দ্বারা সূত্রের সৃষ্টি করে। এই ঘটনা পর্য্যবেক্ষণ করিলে, বিশ্বসৃষ্টির উপাদানাভাব বিষয়িণী ভাবনা অপনীত হয়। যেমন, একই লূতিকা আত্মচৈতন্যের প্রাবল্যে স্বোৎপাদ্য তন্তুর নিমিত্ত কারণ এবং শরীর দ্বারা তাহার উপাদান কারণ হয়, সেইরূপ, একই পরমাত্মা চৈতন্যের প্রাবল্যে জগৎ সৃষ্টির নিমিত্ত কারণ এবং স্বীয় মায়াশরীর দ্বারা তাহার উপাদান কারণ গণ্য হন। ফলতঃ, পরমাত্মার সান্নিধ্যবশতঃ, তদীয় মায়ারূপ শরীর বিকৃত হইয়া, বিচিত্র জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। অতএব, ব্রহ্মই জগতের একমাত্র কারণ।

সৃষ্টিপ্রণালী।—যাহা তমোগুণবহুল ও বিক্ষেপশক্তিযুক্ত, তাদৃশ অজ্ঞানে উপহিত চৈতন্য হইতে, প্রথমতঃ আকাশ এবং পরে পর্য্যায় ক্রমে আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল ও জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের প্রত্যেকেই চৈতন্যের উপহিত ভাব আছে। তস্মাদ্বা এতস্মদাত্মন আকাশঃ সম্ভূত ইত্যাদি শ্রুতেঃ। উৎপন্ন আকাশাদিতে প্রকাশ শক্তির অল্পতা ও জড়ভাবের আধিক্য থাকায়, উহাদের প্রত্যেকের মূল কারণে যে তমোগুণের প্রাবল্য ছিল, তাহা সহজে অনুমেয়। উৎপত্তির অব্যবহিত পরে, কারণগুণের তারতম্যানুপাতে, আকাশাদিতে সত্ত্বাদিগুণের আবির্ভাব হইয়াছিল। এই প্রথমোৎপন্ন পঞ্চপদার্থকে দার্শনিকগণ সূক্ষ্মভূত, তন্মাত্র ও অপঞ্চীকৃত মহাভূত সংজ্ঞিত করেন। এই সকল সূক্ষ্মভূত হইতে জীবের সূক্ষ্মশরীর ও স্থূলভূতপঞ্চক উৎপন্ন হইয়াছে এবং পুনঃ প্রলয় না হওয়া পর্য্যন্ত, ইহারা বিদ্যমান থাকিবে। যাহা পঞ্চীকৃত নহে, তাহা অপঞ্চীকৃত। স্থূলভূত সকল পঞ্চীকৃত। এজন্য, যে কোন স্থূলভূতে অপরাপর ভূতের ভাগ অনুভূত হয়।

সূক্ষ্মশরীর। সূক্ষ্মশরীরের অন্য নাম লিঙ্গশরীর। ইহা বুদ্ধি, মন, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় ও শরীরস্থ পঞ্চবায়ু—এই সপ্তদশ উপকরণের মিলনে গঠিত। ইন্দ্রিয় সকল প্রত্যক্ষের অগোচর। সাধারণতঃ, আমরা যাহাকে ইন্দ্রিয় বিবেচনা করি, তাহা ইন্দ্রিয় নহে, ইন্দ্রিয়ের গোলক বা বাসস্থান মাত্র। মরণকালে, উল্লিখিত সপ্তদশ পদার্থ একত্রিত হইয়া স্থূলশরীর হইতে নির্গত হয় এবং স্থূলদেহের স্থূলভূত পড়িয়া থাকে। এজন্য, দেহাত্যয়ে সূক্ষ্মশরীরের জ্ঞানশক্তি, কার্য্যশক্তি, সংকল্পশক্তি ও নিশ্চয়করণশক্তি থাকে, বরং, সমস্তই অধিক মাত্রায় থাকে। জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল আকাশাদি সূক্ষ্মভূতের সাত্ত্বিক অংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

অন্তঃকরণের নিশ্চয়করণ ক্ষমা বৃত্তির নাম বুদ্ধি এবং সংকল্প বিকল্পকরণক্ষমা বৃত্তির নাম মন। বিকল্প=বিবিধ কল্পনা। চিত্ত ও অহঙ্কার—এই দুইটী বুদ্ধিও মনের অন্তর্গত। অনুসন্ধানাত্মক আত্মবৃত্তির নাম চিত্ত ও অভিমানাত্মক আত্মবৃত্তির নাম অহঙ্কার। যেহেতু, বুদ্ধি ও মন প্রকাশস্বভাব এবং সত্ত্ব ভিন্ন অন্য কোন গুণের প্রকাশ স্বভাবতা নাই, অতএব, বুদ্ধি ও মন মিলিত পঞ্চ সূক্ষ্মভূতের সাত্ত্বিক অংশসম্ভূত। বুদ্ধি ও পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের সমষ্টিকে বিজ্ঞানময় কোষ বলা যায়। বিজ্ঞানময় কোষই ইহলোকপরলোকসঞ্চারী জীব নামে ব্যবহৃত হয়। ইহা কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি অভিমানের আধার এবং ইহাই অহংকর্ত্তা, অহংকরোমি, অহং ভোক্তা, অহংসুখী, ইত্যাদিরূপ অভিমান করিয়া থাকে। মন এবং পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়ের মিলন মনোময় কোষ নামে অভিহিত হয়। পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় আকাশাদি সূক্ষ্মভূতের রজঃঅংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। কেননা, রজোগুণই ক্রিয়াশক্তিবিশিষ্ট।

প্রাণ, আপন, ব্যান, উদান ও সমান নামক পঞ্চবিধ বায়ু শরীরে বাস করে। অগ্রনিঃসরণস্বভাব নাসাগ্রসঞ্চারী বায়ুর নাম প্রাণ। পায়ু প্রভৃতি নীচাঙ্গসঞ্চারী অধোগমনশীল বায়ুর নাম অপান। সর্ব্বনাড়ীসঞ্চারী সমস্ত শরীরব্যাপী বায়ুর নাম ব্যান। উর্দ্ধগমনশীল কণ্ঠস্থ বায়ুর নাম উদান। ইহাকে উৎক্রমণ বায়ুও বলা হয়। ইহাই অন্যান্য বায়ু ও ইন্দ্রিয়গণকে লইয়া, স্থূল শরীর হইতে বহির্গত হয়। ভুক্তদ্রব্যের সমীকরণকারী বায়ুর নাম সমান। ভুক্তদ্রব্যের পরিপাক এবং তদনন্তর রসরক্তাদির যথাযথ বিভাগপ্রক্রিয়ার নাম সমীকরণ। এতদ্ব্যতীত, কেহ কেহ নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় নামক আরও পাঁচ প্রকার বায়ু এবং উদ্গীরণ, উন্মীলন, ক্ষুজ্জনন, জৃম্ভণ ও পোষণ তাহাদের আনুক্রমিক কার্য্য থাকা

নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু, প্রণিধান করিয়া দেখিলে প্রতীত হয়, এই সমস্ত বায়ু, যথাক্রমে, প্রাণাদি বায়ুর অন্তর্গত। সুতরাং, বায়ুকে দশভাগে বিভক্ত করিবার আবশ্যকতা নাই। বায়ুপঞ্চকও মিলিত পঞ্চতন্মাত্রের রজঃ অংশ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে এবং ইহারা পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইয়া যে কোষের গঠন করিয়াছে, তাহা প্রাণময় কোষ নামে অভিহিত হয়। অতএব, জ্ঞানশক্তিসম্পন্ন কর্ত্তৃবৎ বিজ্ঞানময় কোষ, ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন কারণবৎ মনোময় কোষ ও ক্রিয়াশক্তি-সম্পন্ন কার্য্যবৎ প্রাণময় কোষের সংযোগভূত শরীরই সূক্ষ্মশরীর। সূক্ষ্মশরীরও এক ও বহু বুদ্ধির বিষয় হওয়ায়, যথাক্রমে, সমষ্টি ও ব্যষ্টিস্বরূপ পরিগণিত হয়। স্থাবরজঙ্গম যাবতীয় প্রাণীর সূক্ষ্মশরীর সূত্রাত্মা নামক হিরণ্যগর্ভের বুদ্ধির বিষয়। এমতে, ইহা সমষ্টি। প্রত্যেক জীবের সূক্ষ্মশরীর তাহার নিজবুদ্ধির বিষয়। এমতে, ইহা ব্যষ্টি বা বিভিন্ন জীবের বুদ্ধিবিষয়ীভূত। সমষ্টি সূক্ষ্ম-শরীরোপহিত চৈতন্য সূত্রের ন্যায় প্রত্যেকে অনুস্যূত বলিয়া সূত্রাত্মা এবং জ্ঞান-ইচ্ছা-ক্রিয়া-শক্তি সমন্বিত সূক্ষ্মভূতাভিমানী বলিয়া, হিরণ্যগর্ভ ও প্রাণ নামে অভিহিত হন। হিরণ্যগর্ভের উপাধিস্বরূপ উক্ত সমষ্টি কোষত্রয় স্থূল জগৎ অপেক্ষা সূক্ষ্ম, শীর্ণতাপ্রবণ ও জাগ্রৎ সংস্কাররূপ। এজন্য, ইহা সূক্ষ্মশরীর, স্বপ্ন ও স্থূল প্রপঞ্চের লয়স্থান গণিত হয়। হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মার স্বপ্নই স্থূল-দৃশ্যের প্রলয়। ব্যষ্টি সূক্ষ্ম শরীরে উপহিত চৈতন্যের নাম তৈজস। কারণ, কেবল তেজোময় অন্তঃকরণই তাঁহার উপাধি। স্বপ্নকালে, অন্তঃকরণ কেবল স্বকল্পিত বিষয়ের অনুভব করে। যেহেতু, তৈজসাত্মার উপাধীভূত ব্যষ্টি কোষত্রয়ও স্থূলশরীর অপেক্ষা সূক্ষ্ম ও জাগ্রৎসংস্কাররূপ, অতএব, ইহাও সূক্ষ্মশরীর, স্বপ্ন ও স্থূল শরীরের প্রলয়স্থানস্বরূপ কথিত হইবার যোগ্য। সমষ্টি সূক্ষ্মশরীরাভিমানী সূত্রাত্মা এবং প্রত্যেক সূক্ষ্মশরীরাভিমানী তৈজসাত্মা, উভয়েই, স্বপ্নকালে অতিসূক্ষ্ম মনোবৃত্তি দ্বারা সূক্ষ্মরূপে বিষয়ানুভব করেন। স্বপ্নকালীন মনোবৃত্তিতে ইন্দ্রিয়-বৃত্তির যোগ না থাকায় স্বপ্নানুভব জাগ্রদনুভবের ন্যায় স্থূল বা স্পষ্ট হয় না। প্রবিবিক্তভুক্ তৈজস ইত্যাদিশ্রুতেঃ। অতএব, তৈজস ও সূত্রাত্মা যে সূক্ষ্মভোগ করেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ হইতে পারেনা।

স্থূল প্রপঞ্চ ও পঞ্চীকরণ।—স্থূলভূত সকল যে পঞ্চীকৃত, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। পঞ্চীকৃত শব্দের অর্থবোধ করিতে হইলে, পঞ্চীকরণের প্রণালী অবগত হওয়া আবশ্যক। জগৎসিসৃক্ষু পরমেশ্বর আকাশাদি পঞ্চ-

মহাভূতের প্রত্যেককে সমান দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন এবং পরে প্রত্যেকের প্রথমার্দ্ধকে সমান চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া, ইহার প্রত্যেকভাগ অবশিষ্ট ভূত চতুষ্টয়ের প্রত্যেকের দ্বিতীয়ার্দ্ধের সহিত মিশ্রিত করিলেন। এই মিশ্রণ পঞ্চীকরণ নামে প্রসিদ্ধ আছে। পঞ্চীকরণ বিষয়ক শ্রুতি না থাকিলেও, ত্রিবৃৎকরণ বিষয়ক যে শ্রুতি আছে, তাহাতে ত্রি শব্দ পঞ্চার্থক। প্রত্যেক সূক্ষ্মভূতে, উক্তরূপে, অপরাপর সূক্ষ্মভূতের প্রত্যেকের ⅛ এক অষ্টমাংশ মিশ্রিত হইয়া, স্থূলভূত নিচয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। তথাপি, সূক্ষ্মভূতের নামানুসারেই স্থূলভূতের নামকরণ হইয়াছে। কেননা, প্রত্যেক স্থূলভূতেই কৃত্রিমভাগের অনুপাত অপেক্ষা অকৃত্রিম ভাগের অনুপাত অধিক। উদাহরণ স্বরূপ, যে কোন স্থূলভূত গৃহীত হইতে পারে। স্থূলবায়ুতে আকাশ, তেজ, জল ও মৃত্তিকার প্রত্যেকের ⅛ অংশ আছে; কিন্তু, বায়ুর ½ অংশ আছে। এজন্য, ইহাকে বায়ুই বলা যায়। অন্যান্য ভূত সম্বন্ধেও এইরূপ। পঞ্চীকরণের পর, ভূতনিচয়ে স্ব স্ব গুণ অভিব্যক্ত হইল। আকাশে শব্দ, বায়ুতে শব্দ ও স্পর্শ, অগ্নিতে শব্দ, স্পর্শ ও রূপ, জলে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এবং মৃত্তিকায় শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ প্রকাশ প্রাপ্ত হইল। কারণের গুণ কার্য্যে আগমন করায়, পশ্চাদ্ভব ভূতের গুণ, ক্রমশঃ, অধিক হইয়াছে। ক্রমোপরি বর্ত্তমান পৃথিবীলোক, অন্তরীক্ষ-লোক, স্বর্গলোক, মহঃলোক, জনলোক, তপোলোক, ও সত্যলোক এবং ক্রমনিম্ন বর্ত্তমান অতল, বিতল, সুতল, রসাতল, তলাতল, মহাতল ও পাতাল স্থূলতাপ্রাপ্ত পঞ্চমহাভূত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই চতুর্দ্দশ ভুবনসমন্বিত বিশ্বই ব্রহ্মাণ্ড। পৃথিবীলোকে, জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জগণের স্থূলশরীর এবং তাহাদের ভোগোপযোগী অন্নপানাদি বিবিধ ভোগ্যবস্তু স্থূলভূতজাত। অভেদ ও ভেদ বুদ্ধির বিষয়ক্রমে, স্থূলশরীরও সমষ্টি ও ব্যষ্টি স্বরূপ কল্পিত হয়। সমষ্টি স্থূলশরীরের উপহিত চৈতন্য সর্ব্বদেহাভিমানী এবং বিবিধ প্রকারে বিরাজমান বলিয়া, ইনি বৈশ্বানর ও বিরাট নামে অভিহিত হন। বিরাটাভিমানী চিদাত্মার উপাধি সমষ্টি স্থূলশরীর অন্নবিকার এবং স্থূল বা বিস্পষ্ট ভোগের আয়তন। এজন্য, ইহা অন্নময় কোষ ও জাগ্রৎ—এই দুই নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। ব্যষ্টি বা পৃথক্ পৃথক্ স্থূলশরীরে উপহিত চৈতন্য স্থূলশরীরে প্রবিষ্ট থাকিয়াও, সূক্ষ্ম শরীরের অভিমান ত্যাগ করেন না। এজন্য, ইনি বিশ্ব নামে অভিহিত হন। ব্যষ্টি স্থূলশরীর ও অন্নময় কোষও জাগ্রৎ পদবাচ্য। জাগ্রৎ অবস্থায়, বিশ্ব ও বৈশ্বানর উভয়েই

(১) শ্রোত্র, ত্বক্‌, চক্ষু, জিহ্বা ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের আনুক্রমিক অধিষ্ঠাতা দিক্‌, বায়ু, অর্ক, বরুণ ও অশ্বিনীকুমার কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া, ঐসকল জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ—এই পঞ্চবাহ্য বিষয়, (২) অগ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, যম ও প্রজাপতির অনুগৃহীত বাক্‌, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ—এই পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা যথাক্রমে, কথন, গ্রহণ, গমন, পরিত্যাগ, মিথুনজ আনন্দ নামক পঞ্চবাহ্য বিষয় এবং (৩) চন্দ্র, ব্রহ্মা, শঙ্কর ও বিষ্ণু কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইয়া, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত—এই চতুরিন্দ্রিয় দ্বারা, যথাক্রমে, সংকল্পবিকল্প, নিশ্চয়, অহন্তা ও অনুব্যবসায় বা অনুসন্ধান—এই চারিপ্রকার স্থূল বিষয় অনুভব করেন। জাগরিত স্থানো বহিঃ প্রাজ্ঞ ইত্যাদিশ্রুতেঃ। জাগ্রৎ অবস্থান্বিত বিশ্ব ও বৈশ্বানর বাহ্য অবস্থাই জানেন।

যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বনের সমষ্টিতে এক মহাবন এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়ের সমষ্টিতে এক মহা জলাশয় হয়, সেইরূপ, স্থূলসূক্ষ্ম কারণশরীর প্রপঞ্চের সমষ্টিতে এক মহা প্রপঞ্চ হয়। এই মহৎ প্রপঞ্চে উপহিত বৈশ্বানর, বিশ্ব, হিরণ্যগর্ভ, তৈজস, ঈশ্বর, প্রাজ্ঞ—এ সমস্তই এক অভিন্ন চৈতন্য। অজ্ঞানকল্পিত ভেদভাব অজ্ঞানাভাবে বিনষ্ট হয়। এমতে, পূর্ব্বোক্ত তপ্ত লৌহপিণ্ডের দৃষ্টান্তানুসারে, এক্ষণে অদ্বৈতবোধক সর্ব্বং খল্বিদংব্রহ্ম (এই দৃশ্যাদৃশ্য সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই ব্রহ্ম) মহাবাক্যের বাচ্যার্থ ও লক্ষ্যার্থ নির্ণয় করিতে গেলে, আমরা দেখিতে পাই, মহাপ্রপঞ্চ ও তদুপহিত মহা চৈতন্য পরস্পর অবিবিক্ত। সুতরাং, মহাপ্রপঞ্চসহ একীভাবপ্রাপ্ত বিশুদ্ধ চৈতন্যই উক্ত বাক্যের বাচ্যার্থ এবং বিবিক্ত চৈতন্য, অর্থাৎ মহাপ্রপঞ্চকে বর্জ্জন করিয়া, কেবল চৈতন্যই উহার লক্ষ্যার্থ। অতএব, জগতের দৃশ্যভাগ অলীক এবং চৈতন্যভাগ সত্য—ইহাই "সর্ব্বংখল্বিদংব্রহ্ম" শ্রুতি মহাবাক্যদ্বারা প্রতিপন্ন হয়।

অপবাদ।—বেদান্তদর্শনগত অপবাদ শব্দ জন্য পদার্থের মিথ্যাত্ববোধন অর্থ প্রকাশ করে। দার্শনিক অর্থাভাসে, ইহা চলিত ভাষায়, নিন্দা ও অপযশঃ অর্থে ব্যবহৃত হয়। অপ—অধম, ঘৃণিত ; 'বাদ (বদ্‌, বলা+অ)—কথন। অধ্যারোপ প্রণালীর বিলোম ক্রমে, কার্য্যের অলীকতা এবং কারণের সত্যতা প্রদর্শন করাই অপবাদ। ঘট ও কুণ্ডল, যথাক্রমে, মৃত্তিকা ও সুবর্ণ হইতে জন্মে। কার্য্য ঘট ও কুণ্ডল মিথ্যা ; কারণ, মৃত্তিকা

ও সুবর্ণ সত্য। সূক্ষ্মতর উদাহরণে, রজ্জুবিবর্ত্ত সর্প মিথ্যা; রজ্জু সত্য। অতএব, বস্তুবিবর্ত্ত অবস্তু সকল মিথ্যা; বস্তুই সত্য। চিদাত্মাতে অজ্ঞান কর্ত্তৃক যে জগৎপ্রপঞ্চ কল্পিত হয়, তৎসমস্তই মিথ্যা; চিদাত্মাই সত্য। যেখানে কারণ স্বরূপচ্যুত না হইয়া, কার্য্যোৎপন্ন করে, সেখানে তৎকার্য্য বা জন্য বস্তু বিবর্ত্ত এবং তাদৃশ কারণ বিবর্ত্তাধিষ্ঠান নামে অভিহিত হয়। কারণ স্বরূপচ্যুত হইয়া যে কার্য্যোৎপন্ন করে, তাহা বিকার্য্য, বিবর্ত্ত নহে। পরিণাম বিকার্য্যের নামান্তর। বিকার্য্যের কারণ বিকারী, পরিণামী ও উপাদান—এই তিন নামে চিহ্নিত হয়। ভ্রমকল্পিত পদার্থ মাত্রেই বিবর্ত্ত। চিদাত্মারূপ অধিষ্ঠানে জগৎ বিবর্ত্তিত হইতেছে, জন্মিতেছেনা। অজ্ঞানই বিকারী বা পরিণামী ও উপাদান। সন্নিধিরূপে চিদাত্মা কেবল নিমিত্ত কারণ। সর্পভ্রম নিবৃত্ত হইলে, যেমন রজ্জুমাত্র অবশিষ্ট থাকে, জগদ্ভ্রমের নিবৃত্তি হইলে, সেইরূপ, চিন্মাত্র অবশিষ্ট থাকেন। জগৎপ্রপঞ্চ যখন স্ব স্ব কারণে বিলীন হইবে, তখন ব্রহ্ম অবশেষ স্বরূপ বিদ্যমান থাকিবেন। স্থূল ভোগায়তন চতুর্ব্বিধ স্থূল শরীর, তৎসম্বন্ধীয় অন্নপানাদি ভোগ্য নিচয়, দেহভোগ্যের আধারভূত পৃথিব্যাদি চতুর্দ্দশ ভুবন এবং সকলের আশ্রয় বিপুল ব্রহ্মাণ্ড—সমস্তই আপন আপন উপাদান কারণে বিলুপ্ত হইলে, পঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূতের পশ্চাদ্ভব কোন পদার্থের অস্তিত্ব থাকেনা। মহা-প্রলয় ও বিবেকজ্ঞানকালে, অতঃপর, শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতি বিষয়ের সহিত পঞ্চীকৃত ভূত ও সূক্ষ্ম শরীর সকলও নিবৃত্ত হইয়া, স্ব স্ব কারণরূপ অপঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূতে পর্য্যবসিত হয়। সত্ত্বাদিগুণসম্পন্ন অপঞ্চীকৃত মহাভূত পঞ্চকও, তদনন্তর, উৎপত্তির বিপরীত ক্রমে লীন হয়। পৃথিবী জলে, জল তেজে, তেজঃ বায়ুতে, বায়ু আকাশে এবং আকাশ অজ্ঞানে তিরোধান করিলে, অজ্ঞানোপহিত চিদাত্মা মাত্র বিরাজ করেন। সর্ব্বশেষে, অজ্ঞান, তদুপহিত চৈতন্য এবং তাঁহার ঈশ্বরত্বাদিরও অনুপহিত চৈতন্য স্বরূপ চরম অধিকরণে পর্য্যবসান হয়।* এই অনুপহিত চৈতন্যই তূরীয় ও ব্রহ্ম।

* ব্যুৎক্রমাদপ্যয়স্তথাদৃষ্টম্ ॥ ৯২ ॥ শাণ্ডিল্যসূত্রম্। ব্যাপ্য ধর্ম্মের প্রলয় ঘটিলে, ব্যাপক ধর্ম্মেরও প্রলয় হয়। ঘটাদি ব্যাপ্য বস্তু তাহাদের ব্যাপক মৃত্তিকাতেই লয় পায়। পরমেশ্বর জগতের সমস্ত বস্তুর ব্যাপক। সুতরাং জগতের সমস্ত বস্তু পরমেশ্বরেই লয় প্রাপ্ত হয়। দ্রবাম্বু স্বচ্ছেব চমৎকৃতির্যথা। সদোদিতাত্ত্যস্তমিতোজ্ঝিতোদরে। দ্রবস্য চিন্মাত্র শরীরিণস্তথা।

শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ও সমাধি।

প্রযত্নসাধ্য, স্বরূপচৈতন্য সাক্ষাৎকার কল্পে, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ও সমাধির অনুষ্ঠান আবশ্যক।

শ্রবণ।—গুরূপদিষ্ট বাক্য বা বেদান্ত শাস্ত্রের কথা কর্ণকুহরে স্থান দিলেই যে শ্রবণ করা হয়, তাহা নহে। তাৎপর্য্যনিশ্চায়ক ষড়্‌বিধ নিয়মের দ্বারা অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুর স্বরূপাবধারণ করার নাম শ্রবণ। শাস্ত্রকারগণ বলেন, (ক) উপক্রম ও উপসংহার, (খ) অভ্যাস, (গ) অপূর্ব্বতা, (ঘ) ফল, (ঙ) অর্থবাদ ও (চ) উপপত্তি—এই ছয় লিঙ্গ বা জ্ঞাপক নিয়মানুসারে শাস্ত্রমর্ম্ম পরিগ্রহ করা যায়। সুতরাং, শাস্ত্রাক্ষর পাঠ ও অক্ষরার্থাববোধানন্তর, উক্ত প্রণালী নিচয় যোগে সমালোচনা দ্বারা শাস্ত্রগত সমস্ত বিষয়ের ফলিতার্থ গ্রহণ করিতে পারিলেই শ্রবণ সার্থক হয়।

(ক) উপক্রম ও উপসংহার।—প্রত্যেক শাস্ত্র বা প্রকরণের আদ্যন্তে উপদিষ্ট বস্তুর উল্লেখ থাকে। এমতে, শাস্ত্র বা প্রকরণের আরম্ভ ও সমাপ্তি পর্য্যবেক্ষণ করিলেই, তাহার প্রতিপাদ্য বস্তু কি, তাহা জ্ঞাত

স্বভাব ভূতাৎস্ত্যদরে জগৎস্থিতিঃ ॥ ৪৮ ॥ যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, উৎপত্তি প্রকরণ, ১ম সর্গ। যেমন বীজাদি দ্রব্যের হৃদয় বা মর্ম্মস্থানে চমৎকৃতি বা অতর্কনীয় কার্য্যোৎপাদিকা শক্তি বিদ্যমান্ আছে, সেইরূপ, বিদ্যা বা জ্ঞানশরীরধারী চিন্মাত্র স্বভাবাপন্ন আত্মা বস্তুর উদরেও চিদচিতের মিশ্রণস্বভাববিশিষ্ট ব্রহ্মাণ্ড বিরাজ করে, অর্থাৎ, অতীত ও ভবিষ্যৎজগতের সত্তা সর্ব্বদাই স্থিতি করিয়া থাকে। অবিস্তরোভাবা বিকারাঃস্যুঃক্রিয়াফলসংযোগাৎ ॥ ১০০ ॥ শাণ্ডিল্যসূত্রম্। পদার্থের প্রকাশ উৎপত্তি এবং তিরোভাব প্রলয় কথিত হয়। সৎপদার্থেরই উৎপত্তি এবং তাহারই তিরোভাব হয়। অতএব, বৃদ্ধি হানি প্রভৃতি বিকার মাত্র। ঘট প্রস্তুত করে ও ঘট ধ্বংস করে, ইত্যাদি স্থলে কেবল ক্রিয়ামাত্রেরই উৎপত্তি বিনাশ দৃষ্ট হয়। বস্তুতঃ, সূক্ষ্মবিচারে কোন পদার্থের উৎপন্ন হওয়া অনুভূত হয় না। নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সত ইতি। ১৬, গীতা, ২য় অধ্যায়। সুতরাং উৎপন্ন হইতেছে ও নষ্ট হইতেছে, ইত্যাদি স্থানে কেবল ক্রিয়ার আশ্রয়তা উপলব্ধ হয়। ক্রিয়ার আশ্রয়তা সদ্ভিন্ন অসদ্বস্তুতে অসম্ভব। অতএব অসতের উৎপত্তি একান্ত অসম্ভব। কোন স্থানে বস্তুর প্রথম সম্বন্ধ এবং তৎস্থানে সেই দ্রব্যের অভাব যথাক্রমে উৎপত্তি ও প্রলয় শব্দের অর্থ। আদ্যক্ষণনির্ণয় অসম্ভব বলিয়া, আবির্ভাবের আবির্ভাবান্তর গণনা করিতে গেলে, অনবস্থা দোষ ঘটে। তথাপি, পূর্ব্ব পূর্ব্ব আবির্ভাব তিরোভাব পরম্পরার যে প্রাগ্‌ভাব ও তিরোভাব, তাহাই উৎপত্তি ও বিনাশ স্বরূপ নির্ণীত হয়।

হওয়া যায়। ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠাধ্যায়ের প্রারম্ভে, একমেবাদ্বিতীয়-মিত্যাদৌ—একই অদ্বিতীয় ব্রহ্ম এবং সমাপ্তিতেও, ঐতদাত্ম্যমিদংসর্ব্বমিত্যন্তে—এ সমস্তই আত্মায় ভাসমান, এইরূপ উক্তি আছে। ইহা হইতে বুঝাযায়, এক অদ্বিতীয় পরমাত্মাই সমগ্র ষষ্ঠ অধ্যায়ের তাৎপর্য্য।

(খ) **অভ্যাস**।—পুনঃ পুনঃ কথন বা প্রতিপাদ্য বস্তু বারবার প্রতিপন্ন করার নাম অভ্যাস। উক্ত উপনিষদের উক্ত অধ্যায়ে 'তত্ত্বমসি' বাক্য দ্বারা নয়বার অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বস্তুর প্রতিপাদন করা হইয়াছে।

(গ) **অপূর্ব্বতা**।—অপূর্ব্বতা 'নূতনত্ব' অর্থ সূচনা করে। যাহা অন্য কোন প্রমাণে জ্ঞাত হওয়া যায় নাই, তাহার উপদেশ করাই অপূর্ব্বতা। প্রতিপাদ্য বস্তু প্রমাণান্তরের অবিষয় রূপে প্রতিপাদিত হইলে, শাস্ত্র বা প্রকরণের অপূর্ব্বতা রক্ষিত হয়। উক্ত উপনিষদের উক্ত অধ্যায়ে, ব্রহ্ম যে একমাত্র উপনিষদ্‌গম্য এবং প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অগোচর, তাহা উত্তমরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব, প্রমাণান্তরের অবিষয়ীভূত ব্রহ্ম প্রতিপাদন করাই উপনিষদের অপূর্ব্বতা এবং ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় বেদান্তের শরণাপন্ন হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

(ঘ) **ফল**।—প্রতিপাদ্য বস্তু বা তৎসাধক অনুষ্ঠানের প্রয়োজনবর্ণন ফল। উক্ত উপনিষদের উক্ত অধ্যায়ে, "আচার্য্যবান্ ব্যক্তিই ব্রহ্ম জানিতে পারেন; অন্যে পারে না। ব্রহ্মজ্ঞানীর মুক্তি হইতে সেই পর্য্যন্ত বিলম্ব, যে পর্য্যন্ত না দেহপাত হয়; দেহপাত হইলেই, তিনি ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন।' ইত্যাদি প্রকারে ব্রহ্মজ্ঞানের ব্রহ্মলাভরূপ ফল বা প্রয়োজন কথিত হইয়াছে।

(ঙ) **অর্থবাদ**।—প্রতিপাদ্য বস্তুর প্রশংসাই অর্থবাদ। উক্ত উপনিষদের উক্ত অধ্যায়ে, প্রতিপাদ্য অদ্বিতীয় ব্রহ্মের এইরূপ অর্থবাদ আছে:—যাহাকে শুনিলে অশ্রুত বস্তুরও শ্রবণ সিদ্ধ হয়, যাহা কখন মনে কর নাই, তাহা মনে হয়, অজ্ঞাত পদার্থের জ্ঞান হয়, * ইত্যাদি।

(চ) **উপপত্তি**।—উপপত্তি শব্দের অর্থ অনুকূল যুক্তি। সুতরাং, প্রতিপাদ্যবস্তুর প্রতিপাদন জন্য, শাস্ত্রানুযায়ী যুক্তি প্রদর্শনে উপপত্তি নিষ্পন্ন হয়।

---

* ব্যাপকত্বাদ্ব্যাপ্যানাম্ ॥৮৭॥ শাণ্ডিল্যসূত্রম্। ব্যাপক ধর্ম্মের পরিজ্ঞান হইলে ব্যাপ্য ধর্ম্মেরও পরিজ্ঞান হয়। ঈশ্বর সকলের ব্যাপক। তাঁহাকে অবগত হইলে, জগতের সমস্ত বস্তু জানা যায়।

উক্ত উপনিষদের উক্ত অধ্যায়ে, অদ্বৈত ব্রহ্ম বস্তু বুঝাইবার জন্য, বিকারের অনিত্যতা প্রভৃতি সদ্‌যুক্তি সকল প্রদর্শিত হইয়াছে। "হে মনোজ্ঞ শ্বেতকেতু! যেমন মৃৎপিণ্ডের জ্ঞান হইলে, তদ্বিকার সমস্ত মৃৎপাত্র জানা হয় এবং শরাব, ঘট, কলস প্রভৃতি মৃৎপাত্রাবলীর নামগুলি কেবল নাম মাত্র, বস্তুতঃ মিথ্যা, মৃত্তিকাই তৎসমুদয়ের সত্য," ইত্যাদি।

মনন ও নিদিধ্যাসন।—যাহা অদ্বৈতপ্রতিপত্তি বা অদ্বয় জ্ঞানের অপ্রতিকূল, তাদৃশ যুক্তি অবলম্বনে, সর্ব্বদা অদ্বিতীয় ব্রহ্মরূপ বস্তুর চিন্তা করার নাম মনন। চিন্তাপ্রবাহ মধ্যে যাহাতে দেহাদি জড়পদার্থ বিষয়ক বিজাতীয় প্রত্যয় উপস্থিত না হয়, তদ্রূপ বিশুদ্ধ নিয়মে নিষ্পাদিত অদ্বয়প্রত্যয়ধারার নাম নিদিধ্যাসন। সুতরাং, যে মনন অবিচ্ছিন্ন ধ্যান স্বরূপ তাহা নিদিধ্যাসন পদবাচ্য; অথবা, অভ্যাসযোগে মনন বিরামশূন্য ও সুপবিত্র হইয়া, নিদিধ্যাসনে পরিণত হয়।

সমাধি।—তীব্র একাগ্রতার নাম সমাধি। ইহা সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প ভেদে দুইপ্রকার। সবিকল্প সমাধিতে জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিষয়ক জ্ঞান জাগরূক থাকে এবং এই ত্রিবিধ জ্ঞান সত্ত্বেও ব্রহ্মাকারা চিত্তবৃত্তি বিরাজ করে। দার্শনিকগণ বলেন, যেমন মৃণ্ময় হস্তীতে হস্তিজ্ঞান সত্ত্বেও মৃত্তিকাজ্ঞান থাকে, সেইরূপ, দ্বৈতজ্ঞান সত্ত্বেও অদ্বৈত জ্ঞানোৎপত্তি সম্পূর্ণ সম্ভব। দৃশিস্বরূপং গগনোপমং পরং সকৃদ্বিভাতংত্বজমেকমব্যয়ম্। অলেপকং সর্ব্বগতং যদদ্বয়ং তদেবচাহং সততং বিমুক্তম্। দৃশিস্তু শুদ্ধোহমবিক্রিয়াত্মকোন মেস্তিবন্ধো নচমে বিমোক্ষ, ইত্যাদি। সর্ব্ববস্তুর সাক্ষাৎ দ্রষ্টা, অর্থাৎ, সাক্ষী, সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বোৎকৃষ্ট, প্রকাশস্বভাব, উৎপত্তিরহিত, বিনাশবর্জ্জিত, অলিপ্ত অথচ সর্ব্বত্র বিরাজিত, সর্ব্বকালেই বিমুক্ত-স্বভাব যে উৎকৃষ্ট চৈতন্য, তাহাই আমি। নির্ব্বিকল্প সমাধিতে জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়—এই বিকল্পত্রয়ের লয় হওয়ার অপেক্ষা থাকে। এই বিকল্পত্রয়ের জ্ঞান ব্রহ্মবস্তুতে লীন বা তৎসহ একীভূত হইয়া, যখন একটীমাত্র অখণ্ডাকারা চিত্তবৃত্তি অবশিষ্ট থাকে, তাহাই তৎকালে নির্ব্বিকল্প সমাধি নামে অভিহিত হয়। জল-বিলীন লবণ জলাকার প্রাপ্ত হইলে, লবণ জ্ঞানের লয় হেতু, যেমন, কেবল জল-জ্ঞানই বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ, ব্রহ্মাকার চিত্তবৃত্তি বা জ্ঞানের বিলয় হেতু, কেবল ব্রহ্মমাত্রই বর্ত্তমান থাকেন। সমাধির ঈদৃশ লক্ষণ নির্দ্ধারিত হওয়ায়, সুষুপ্তির সহিত ইহার অভেদাশঙ্কা নিরাকৃত হইয়াছে। যদিও সুষুপ্তি ও সমাধি উভয়

অবস্থাতেই বৃত্তিবিষয়ক জ্ঞানের অস্তিত্ব থাকেনা, তথাপি, বৃত্তির বিদ্যমানতা ও অবিদ্যমানতা দ্বারা উক্ত অবস্থাদ্বয়ের পার্থক্য নিরূপিত হয়। সুষুপ্তিতে বৃত্তি থাকে; পক্ষান্তরে, সমাধিতে বৃত্তি থাকেনা। অতএব, উহারা তুল্য নহে। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সবিকল্প সমাধি আয়ত্ত হইলে, নির্ব্বিকল্প সমাধি সিদ্ধ হয় বলিয়া, ইহারা নির্ব্বিকল্প সমাধির অষ্টাঙ্গ স্বরূপ বিবেচিত হয়। অহিংসা, সত্য, অদত্ত পরদ্রব্যের অগ্রহণ, কার্য্যতঃ ও অভিলাষতঃ মৈথুন পরিত্যাগে ব্রহ্মচর্য্যপালন ও অসৎ পরিগ্রহ বর্জ্জন—এই পঞ্চানুষ্ঠান যমের অন্তর্ভুক্ত। শুচি, সন্তোষ, তপস্যা, শাস্ত্রাধ্যয়ন এবং ঈশ্বরভক্তি নিয়মপদবাচ্য। শরীর ও মনের স্থৈর্য্যসাধক পদ্মাদি নামা দ্বাত্রিংশৎ প্রকার উপবেশন আসন নামে অভিহিত হয়। রেচক, পূরক ও কুম্ভক অভ্যাসে প্রাণবায়ুর যে স্বায়ত্তীকরণ নিষ্পন্ন হয়, তাহা প্রাণায়াম। ধাবিত বহিরিন্দ্রিয় নিচয়কে স্বস্ব বাহ্যবিষয় হইতে প্রত্যাবৃত্ত করার নাম প্রত্যাহার। অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুতে অন্তঃকরণকে স্থাপিত করা ও তাহাতে মনোবৃত্তির প্রবাহ উৎপাদন করা, যথাক্রমে, ধারণা ও ধ্যান নামে উক্ত হয়। দীর্ঘ অভ্যাসে, সবিকল্প সমাধি নির্ব্বিকল্প সমাধিতে পর্য্যবসিত হয়।

অষ্টাঙ্গক নির্ব্বিকল্প সমাধির নিম্নলিখিত চারিপ্রকার বিঘ্ন আছে। (১) সমাধি চিকীর্ষায় উপবিষ্ট হইলেও, মন যদি অখণ্ড ব্রহ্মবস্তু অবলম্বনে অসমর্থ হইয়া, ক্রমশঃ, নিদ্রিত হয়, তাহা হইলে, লয় নামক বিঘ্নের সংঘটন হয়। (২) চিত্ত অখণ্ড ব্রহ্মবস্তু অবলম্বন করিতে না পারিয়া, অন্য এক বস্তু অবলম্বন করিলে যে বিঘ্ন হয়, তাহার নাম বিক্ষেপ। (৩) লয় বা বিক্ষেপের অভাবেও, মন রাগাদি বাসনায় অভিভূত হইয়া এবং ব্রহ্মবস্তু অবলম্বন করিতে না পারিয়া, স্তব্ধতা প্রাপ্ত হয়। ইহাতেই কষায় নামক বিঘ্নের সমুদ্রেক হয়। (৪) নির্ব্বিকল্প অর্থাৎ, ব্রহ্মরূপ নির্ব্বিশেষ বস্তু অবলম্বন করিবার পূর্ব্বেই, চিত্তবৃত্তির সবিকল্প আনন্দানুভব নিবন্ধন যে বিঘ্ন ঘটন হয়, তাহার নাম রসাস্বাদন। এই চারি প্রকার বিঘ্নশূন্য হইয়া, চিত্ত যখন নির্ব্বাত দীপশিখার ন্যায় নিশ্চল নিষ্কম্প হইয়া, একমাত্র অখণ্ড চৈতন্যের চিন্তা করিতে থাকে, তখন তদনুষ্ঠান নির্ব্বিকল্প সমাধি নামের যোগ্য। শ্রুতি বলেন, লয়ে সম্বোধয়েৎ চিত্তং বিক্ষিপ্তং সময়েৎ পুনঃ। সকষায়ং বিজানীয়াৎ শমপ্রাপ্তং ন চালয়েৎ। নাস্বাদয়েদ্রসং তত্র নিঃসঙ্গঃ প্রজ্ঞয়া ভবেৎ ইত্যাদি। লয়রূপ বিঘ্ন উপস্থিত হইলে, অন্তঃকরণকে উদ্বুদ্ধ করিবে। বিক্ষেপ উপস্থিত হইলে, বিক্ষিপ্ততা দূর করিয়া, তাহাকে শান্ত করিবে। কষায়রূপ বিঘ্ন উপস্থিত

হইলে, তাহা জ্ঞাত হইয়া, কিয়ৎকাল নিবৃত্ত থাকিবে। অখণ্ড ব্রহ্মবস্তুতে একাগ্রতা জন্মিলে, আর চালনা করিবেনা। সে সময়ে কোন সবিকল্প আনন্দ অনুভবও করিবেনা এবং প্রজ্ঞার দ্বারা নিঃসঙ্গ হইবে। স্মৃতিতেও আছে, দীপো নির্ব্বাতস্থো নেঙ্গতে ইত্যাদি। নির্ব্বাতস্থ দীপ যেমন নিশ্চল হয়, সেইরূপ হইবে।

তত্ত্বজ্ঞান।—ব্রহ্মাকারা অহংবৃত্তিই তত্ত্বজ্ঞান। অহংবৃত্তি বা অহংজ্ঞান ব্রহ্মাবগাহী হইলেই, তত্ত্বজ্ঞান সিদ্ধ হয়। আত্মবিষয়ক অজ্ঞান নিবন্ধন কেবল 'আমি' এইজ্ঞান মাত্র হয়; কিন্তু 'আমি কে,' সে জ্ঞান হয় না। তত্ত্বজ্ঞানে, 'আমি ব্রহ্ম' এইরূপ সুস্পষ্টানুভূতি হয়। জীবের তত্ত্বজ্ঞানোদ্রেক কল্পে, শ্রুতি ব্রহ্মের স্বরূপ ও তটস্থ নাম্না দ্বিবিধ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ, অখণ্ড, একরস ও অদ্বয়।—ইহা ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ। ব্রহ্ম জগৎকারণ, এ লক্ষণ তটস্থ বা পরিচায়ক। ভেদবুদ্ধির তিরোধানে, আমি জীব, আমি স্থূল, আমি কৃশ, প্রভৃতি অনুভূতি 'আমিই ব্রহ্ম' এই অনুভবের অন্তর্নিহিত হইয়া যায়। অধ্যারোপ ও অপবাদ যুক্তিমূলে, তত্ত্বমসি বাক্যের তৎ ও ত্বং শব্দদ্বয়ের অর্থবোধসাধনানন্তর ব্রহ্ম ও জীবের স্বরূপ নির্ণীত হইলে, সমস্ত বাক্যের তাৎপর্য্যানুসারে উভয়ের একতা বা অখণ্ডভাব প্রতীত হয়। পূর্ব্বে যিনি আপনাকে জীব স্বরূপ বিবেচনা করিতেন, তত্ত্বজ্ঞানোদ্রেকে তাঁহারই 'আমি নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, সৎস্বরূপ, পরমানন্দ স্বরূপ, অদ্বিতীয় ব্রহ্ম'—এইরূপ চিত্তবৃত্তির উদয় হয়। চৈতন্যপ্রতিবিম্বনে, এই চিত্তবৃত্তিই তখন প্রত্যক্ চৈতন্যাভিন্ন অজ্ঞাত ব্রহ্মকে বিষয় ও তদ্গত অজ্ঞানের বিলোপ করে। সুতরাং, পূর্ব্বে যে ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞান বা জীবভাব বর্ত্তমান ছিল, এক্ষণে তাহা বিনষ্ট হয় এবং চিত্তবৃত্তি একমাত্র ব্রহ্মভাবে অবস্থিতি করে। উপাদানভূত সূত্র-সকল দগ্ধ হইলে, কার্য্যভূত বস্ত্র যেমন বিনষ্ট হয়, অজ্ঞান নাশে, তৎকার্য্যভূত অখণ্ডাকার চিত্তবৃত্তিও, সেইরূপ, বিলুপ্ত হয়। দীপপ্রভা যেমন সূর্য্যপ্রভাকে প্রকাশ করিতে অসমর্থ হইয়া, তৎসমক্ষে আপনিই অভিভূত ও বিনাশ প্রাপ্ত হয়, আভাস চৈতন্য নামক চিত্তবৃত্তিপ্রতিবিম্বিত চৈতন্যও, সেইরূপ, স্বপ্রকাশ স্বরূপ উৎকৃষ্ট ব্রহ্ম চৈতন্যকে প্রকাশ করিতে না পারিয়া, তৎসান্নিধ্যে, স্বয়ং অভিভূত বা বিলীন হয়। উপাধিস্বরূপ চিত্তবৃত্তির অবসানে, ব্রহ্মমাত্রই অবশিষ্ট থাকেন। দর্পণাভাবে মুখপ্রতিবিম্ব মুখমাত্রেই পর্য্যবসিত হয়—ইহা

লৌকিক দৃষ্টান্ত। তত্ত্বজিজ্ঞাসুগণ এই প্রণালী অবলম্বনে, 'অহংব্রহ্মাস্মি,' 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' ইত্যাদি মহাবাক্যনিচয়ের মর্ম্মাবগম করেন। অপিচ, ঈদৃশী মীমাংসায়, মনসৈবানুদ্রষ্টব্যং—তাঁহাকে মনের দ্বারাই অনুভব করিবে এবং যন্মনসা ন মনুতে—মন যাঁহাকে মনন বা প্রকাশ করিতে পারে না—এই শ্রুতিদ্বয়ের বিরোধভঞ্জন হয়। মনোবৃত্তিদ্বারা ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞানের নাশ হয় মাত্র; ব্রহ্ম প্রকাশিত হন না। আভাসচৈতন্য বা বৃত্তিপ্রতিফলিত চৈতন্য ব্রহ্মকে প্রকাশ করিতে অসমর্থ। ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ; তিনি আপনিই প্রকাশিত হন। অতএব, মনের দ্বারা দর্শন হয় ও মন দর্শন করিতে অসমর্থ, এতদুভয়-পক্ষই, পরমার্থিক ভাবে, যথার্থ।

জীবন্মুক্তের লক্ষণ।—অখণ্ড ব্রহ্মজ্ঞানে অজ্ঞানের অপসারণ হইলে, আত্মসাক্ষাৎকারলাভ হয়। বৃক্ষাপনয়ন সহকারে, যেমন, তাহার শাখা, প্রশাখা, ফল, পুষ্প, পত্রাদিও অপনীত হয়, অজ্ঞান নাশে, সেইরূপ, তৎকল্পিত পুণ্য, পাপ, সংশয়, বিপর্য্যয় প্রভৃতিরও নিবৃত্তি হয়। স্থূলদেহসহযোগে পাপ-পুণ্যাদি কর্ম্মফল উপভোগ করিবার জন্য, জীবের সংসার পরিগ্রহ করিতে হয়। সুতরাং, পাপপুণ্যাদিরূপ বন্ধন দ্বারা জীব সংসারে আবদ্ধ হয়। অজ্ঞানাতীত আত্মজ্ঞ মহাজন যাবতীয় সংসারবন্ধন হইতে বিমুক্ত ও কেবল ব্রহ্মনিষ্ঠ হন এবং জীবিতাবস্থায় তিনি এবম্বিধ মুক্তি করায়ত্ত করেন বলিয়া, তাঁহার 'জীবন্মুক্ত' উপাধিও সম্পূর্ণ সার্থক। ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ইত্যাদি শ্রুতেঃ। সেই সর্ব্বাত্মক পরব্রহ্মের দর্শন হইলে, হৃদয়ের গ্রন্থি বা অন্তঃকরণগত ভ্রমরাজী নষ্ট ও সংশয় সকল ছিন্ন হয় এবং সদসৎ উভয়বিধ কর্ম্মফল দগ্ধ হইয়া যায়। রক্ত, মাংস, বিষ্ঠা, মূত্র প্রভৃতি বীভৎসতর মলের আধারভূত শরীর, অন্ধতা, অক্ষমতা, অপটুতা, প্রভৃতির আশ্রয়ভূত ইন্দ্রিয়, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শোক, মোহ প্রভৃতির আকর স্বরূপ অন্তঃকরণ জীবন্মুক্ত ব্যক্তিরও থাকে, সন্দেহ নাই। কিন্তু, যাহার ভোগ আরম্ভ হইয়াছে, কেবল তাদৃশ পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম সকলের ভোগসমাধান হেতু, আত্মজ্ঞ পুরুষের শরীরাদি বর্ত্তমান থাকে এবং এই ভোগাবসান সহ তৎসকলেরও অবসান হয়। অতঃপর, আর তাঁহার দেহ ধারণ করিতে হয় না। জীবন্মুক্তব্যক্তি জাগ্রৎকালে বা অসমাহিত অবস্থায়, সাধারণ জনের ন্যায় শরীরাদির ব্যবহার করেন না। তিনি জ্ঞানের অবিরোধে, শরীর, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ দ্বারা

প্রারব্ধ কর্ম্মফল ভোগ করেন মাত্র। ইন্দ্রজাল-রহস্যজ্ঞ মানব যেমন যাদুক্রিয়ার সত্যতাকে আদৌ মনে স্থান না দিয়া, ঐন্দ্রজালিক ক্রীড়াসম্ভার সন্দর্শন করেন, জীবন্মুক্ত ব্যক্তিও, সেইরূপ, জগতের অলীকত্ব পক্ষে বিন্দুমাত্র সন্দিহান্ না হইয়া, উদাসীন ভাবে জগদ্দর্শন করিয়া থাকেন। সচক্ষুরচক্ষুরিব সকর্ণোঽকর্ণ ইব সমনা অমনা ইব সপ্রাণোঽপ্রাণ ইব, ইত্যাদি শ্রুতেঃ। ইন্দ্রিয়গণ আপন আপন বিষয়ে সংযুক্ত হইয়াও, বিষয়নিচয়কে বস্তু স্বরূপ গ্রহণ না করায়, তিনি চক্ষু থাকিতেও অচক্ষু, কর্ণ থাকিতেও কর্ণহীন, মন থাকিতেও অমনস্ক, প্রাণ থাকিতেও নিষ্প্রাণ, ইত্যাদি। দর্শানকগণ বলেন, সুষুপ্তবজ্জাগ্রতি যোনপশ্যতি দ্বয়ঞ্চ পশ্যন্নপি চাদ্বয়ত্বতঃ। তথাপি কুর্ব্বন্নপি নিষ্ক্রিয়শ্চ যঃ স আত্মবিন্নান্য ইতীহ নিশ্চয়ঃ ইতি। যিনি জাগ্রদবস্থাতেও সুষুপ্তের ন্যায় থাকেন, ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্যকেও যিনি অভিন্ন দর্শন করেন, বাহ্য কর্ম্ম করিয়াও, যিনি অন্তঃকরণে নিষ্কর্ম্ম, অথবা, অভিমান পূর্ব্বক কোন কর্ম্ম না করিয়া, যিনি কেবল পূর্ব্ব সংস্কার বলে অভ্যস্তের ন্যায় কার্য্য করেন, তিনিই আত্মজ্ঞ বা জীবন্মুক্ত; তদ্ভিন্ন অন্য কেহ জীবন্মুক্ত নহে, ইহা নিশ্চয়। জীবন্মুক্ত ব্যক্তি মুক্তির পূর্ব্বে যেরূপ আহার বিহারাদি করিতেন, মুক্তাবস্থায় তাঁহাতে কেবল তাহারই অনুবৃত্তি হয়। তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক আহারবিহারাদি করেন না। ইহাতে, জীবন্মুক্ত ব্যক্তিকে যথেচ্ছাচারী বলা যাইতে পারে না। কারণ, মুক্তির পূর্ব্বে তিনি শুভকর্ম্মানুষ্ঠান ও অশুভকর্ম্ম-বর্জ্জনের যে অভ্যাস করিয়াছিলেন, মুক্তাবস্থায় তাঁহাতে তাহারই অনুবৃত্তি হইয়া থাকে। অথবা, শুভাশুভ উভয়বিধ কর্ম্মেই জীবন্মুক্ত ব্যক্তি উদাসীন হন। ফলতঃ, দেহযাত্রানির্ব্বাহজন্য, অন্তঃকরণাদির প্রকাশক চিন্মাত্রস্থ হইয়া, জীবন্মুক্ত পুরুষ ইচ্ছা, অনিচ্ছা ও পরেচ্ছালব্ধ সুখ দুঃখরূপ প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল সকল আভাসরূপে অনুভব করেন। ভোগদ্বারা কর্ম্মফল ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, তাঁহার প্রাণ প্রত্যক্ চৈতন্যে লীন হয় এবং অজ্ঞান ও তৎকার্য্যভূত সংস্কার সকল বিনষ্ট হইয়া যায়। তখন তিনি পরম কৈবল্য. পরমানন্দ, পরিপূর্ণ, অদ্বৈত বা ভেদ রহিত ও অখণ্ড বা সৈন্ধবপিণ্ডবৎ একরস ব্রহ্মরূপে অবস্থিতি করেন। নতস্য প্রাণা উৎক্রামন্ত্যত্রৈব সমবলীয়ন্তে বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে ইত্যেবমাদিশ্রুতেঃ। দেহাবসানে জীবন্মুক্ত পুরুষের প্রাণ সকল লোকান্তর গমন করে না; ব্রহ্মেই লীন হয়। সুতরাং, তিনি সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া, পরমব্রহ্ম কৈবল্য প্রাপ্ত হন।

বৈদান্তিক সঙ্কেতপরিচয়।

ছন্দোগ্যোপনিষদের ষষ্ঠ প্রপাঠকে অরুণের পৌত্র শ্বেতকেতু নামক ঋষিবালকের তত্ত্বজ্ঞানশিক্ষার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। শ্বেতকেতুর পিতা শ্বেতকেতুকে অগ্রে জগৎ ও জগৎকর্ত্তার বহু উপদেশ করিয়া, অবশেষে বলিলেন, তৎসত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো!—তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা, হে শ্বেতকেতু! তিনিই তুমি। ইহাতে শ্বেতকেতু জগৎকারণোপলক্ষিত চৈতন্য ও জীব চৈতন্যের একত্বোপলব্ধি করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ, 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্য ত্রিবিধ সম্বন্ধ দ্বারা অখণ্ড, অর্থাৎ, নির্ব্বিশেষ চৈতন্যের অববোধক হয়। যদুক্তং সামানাধিকরণ্যঞ্চ বিশেষণবিশেষ্যতা। লক্ষ্যলক্ষণসম্বন্ধঃ পদার্থ প্রত্যগাত্মনামিতি॥ শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, প্রত্যগাত্মা পদ ও তাহার অর্থের একাধিকরণতা, বিশেষণবিশেষ্য ভাব ও লক্ষ্যলক্ষণভাব—এই তিন প্রকার সম্বন্ধ আছে।

(১) **সামানাধিকরণ্য**।—দুইপদ এক অধিকরণে বা অর্থে বৃত্তিমান্ থাকিলে, তাহাদের সামানাধিকরণ্য হয়। সোঽয়ং দেবদত্তঃ—সেই দেবদত্ত এই। এস্থলে, পূর্ব্বদৃষ্ট দেবদত্তের বোধক 'সেই' শব্দ এবং এতৎকালে দৃষ্ট দেবদত্তের বোধক 'এই' শব্দ—এতদুভয়েরই এক দেবদত্ত ব্যক্তিতে তাৎপর্য্য বা বোধ্যরূপ সম্বন্ধ আছে। সেইরূপ, তৎত্বং অসি বাক্যেও অননুভূত ঈশ্বরাদি চৈতন্যের বোধক তৎশব্দ এবং অনুভূত চৈতন্যের বোধক ত্বংশব্দ—এতদুভয়েরই একমাত্র চৈতন্য পদার্থে তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ, তৎ ও ত্বং শব্দদ্বয়ের, যথাক্রমে, ঈশ্বর চৈতন্য ও জীব চৈতন্যে তাৎপর্য্য আছে।

(২) **বিশেষণ বিশেষ্য ভাব**।—যাহা বস্তুর নানাত্ব বোধ খণ্ডন করিয়া, একটী মাত্র বস্তু বুঝাইয়া দেয়, তাহার নাম বিশেষণ এবং বোধ্য বস্তুটী তাহার বিশেষ্য হয়। সেই দেবদত্ত এই—এ স্থলে, সেই ও এই শব্দদ্বয় পরস্পর পরস্পরের নানাত্ব বোধ খণ্ডন করিতেছে এবং এইরূপে পরস্পর পরস্পরের বিশেষণ বা বিশেষ্য হইয়া, এক দেবদত্তকেই বুঝাইতেছে। সেইরূপ, তত্ত্বমসি বাক্যস্থ অপ্রত্যক্ষ ঈশ্বরাদি চৈতন্যরূপ তৎপদার্থ ও প্রত্যক্ষ জীব চৈতন্যরূপ ত্বং পদার্থ, উভয়েই উভয়ের বহুত্ববোধের নিবারণ করিয়া এবং উভয়েই উভয়ের বিশেষণ বা বিশেষ্য হইয়া, এক অখণ্ড চৈতন্যকে বোধগম্য করায়।

(৩) **লক্ষ্যলক্ষণ সম্বন্ধ বা ভাগ লক্ষণা**—সেই দেবদত্ত এই। সেই শব্দের অর্থ পূর্ব্বকালে দৃষ্ট এবং এই শব্দের অর্থ বর্ত্তমান কালে দৃষ্ট। এই দুই অর্থ পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া, পরিত্যজ্য। বিরুদ্ধ অর্থদ্বয়কে পরিত্যাগ করিয়া, কেবল অবিরুদ্ধ দেবদত্তকেই সোয়ংদেবদত্ত বাক্যের লক্ষ্য গণনা করিতে হইবে। তত্ত্বমসি বাক্যে, তৎ ও ত্বং পদদ্বয়ের অপ্রত্যক্ষতা ও প্রত্যক্ষতারূপ দুই বিরুদ্ধ অর্থ ত্যাগ করিয়া, কেবল অবিরুদ্ধ চৈতন্য মাত্রকেই উহার লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। 'সেই দেবদত্ত এই' ও 'তত্ত্বমসি' বাক্যদ্বয় লক্ষণ এবং দেবদত্ত ও চৈতন্যবস্তু, যথাক্রমে, ইহাদের লক্ষ্য। এইরূপ লক্ষ্যলক্ষণ ভাব সম্বন্ধের নাম ভাগলক্ষণা।

জহল্লক্ষণা, অজহল্লক্ষণা কিম্বা পূর্ব্বকথিত ভাগলক্ষণাভিন্ন অন্য কোনরূপ ভাগলক্ষণা তত্ত্বমসি বাক্যের তাৎপর্য্য নির্ণয়ে প্রযুক্ত হইতে পারেনা।

জহল্লক্ষণা।—জহৎ শব্দের অর্থ ত্যাগ। শব্দের প্রকৃত অর্থ পরিত্যাগ করিয়া, তৎসংক্রান্ত কোন এক বস্তুতে অর্থ স্বীকার করার নাম জহল্লক্ষণা বা জহৎস্বার্থলক্ষণা। 'গোপ গঙ্গায় বাস করিতেছে'—এরূপ বাক্য শুনিলে, শ্রোতার বুদ্ধি গঙ্গার জলপ্রবাহরূপ অর্থ পরিত্যাগ করিয়া, তৎসংক্রান্ত তীর বা নৌকায় গিয়া পর্য্যবসিত হয়। গঙ্গা শব্দের লোকপ্রসিদ্ধ অর্থ জলপ্রবাহ। কিন্তু, জলপ্রবাহে কোন গোপের বাস সম্ভবপর নহে। সুতরাং, উক্ত বাক্যের ভাব গ্রহণ করিতে গেলে বুঝিতে হইবে, গোপ হয় গঙ্গাতীরে, না হয়, গঙ্গার উপরিস্থিত কোন নৌকায় বাস করিতেছে। তত্ত্বমসি বাক্যে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ চৈতন্যের একতাপক্ষে কোন বিরোধ নাই; কেবল, প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ অংশেই বিরোধ আছে। যাহা বিরুদ্ধ, বাক্যার্থ সঙ্গতির জন্য, তাহাই পরিত্যাগ করা যাইতে পারে। নচেৎ, গঙ্গা শব্দের ন্যায়, তৎ ও ত্বং শব্দের সমস্ত স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া, সম্পূর্ণ এক নূতন বস্তুতে লক্ষণা করা অযুক্ত।

অজহল্লক্ষণা।—ন+জহৎ+লক্ষণা=অজহল্লক্ষণা। শব্দের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, তৎসংক্রান্ত পদার্থ বোধ করার নাম অজহল্লক্ষণা বা অজহৎ স্বার্থলক্ষণা। একটা রক্তবর্ণ যাইতেছে—এই বাক্যের ভাবগ্রহ করিতে হইলে, রক্তবর্ণ শব্দের প্রকৃত অর্থ স্থিত রাখিয়া, রক্তবর্ণের আধার কোন জীবকে লক্ষণা করিতে হয়। কেননা, রক্তবর্ণের গমন নিতান্ত বিরুদ্ধ এবং

বিরোধ পরিহারের জন্য, এইরূপ লক্ষণা করা আবশ্যক। কিন্তু, তত্ত্বমসি বাক্যে, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ বোধক বিরুদ্ধ অংশ ত্যাগ করিয়া, লক্ষণার দ্বারা তৎসম্বন্ধীয় অন্য কোন অর্থের উদ্ভাবনা করিলেও, বিরোধ নিবারণ হয়না। সুতরাং, অজহল্লক্ষণা দ্বারা তত্ত্বমসি বাক্যের মর্ম্মোদ্ঘাটন করা যায় না।

সংশয়নিষ্কাশন।

ব্রহ্মই যে জগতের একমাত্র কারণ, তাহা ধ্রুব সত্য এবং নির্ম্মল অচঞ্চল বুদ্ধির অধিগম্য। সংশয়চপল মলিনান্তঃকরণে এই মহাসত্য প্রতিবিম্বিত হয় না। বিভিন্ন দর্শনে, জড়স্বভাবা প্রকৃতি, অচেতন পরমাণু, প্রভৃতি জগতের কারণ স্বরূপ বর্ণিত হওয়ায়, ব্রহ্মের জগৎকারণতাবিষয়ে, তত্ত্বজিজ্ঞাসুগণের, প্রথমতঃ, সন্দেহোদ্রেক হইতে পারে। ঈদৃশ সংশয় যে সম্পূর্ণ অমূলক, স্থিরভাবে আলোচনা করিলে, তাহা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করা যায়। ঈক্ষতের্নাশব্দম্। ঈক্ষতেঃ, তিনি ঈক্ষণ বা আলোচন করিলেন, এইরূপ শ্রুতি থাকায়। ন, নহে। অশব্দম্, বেদ শব্দের অবাচ্য বা অপ্রতিপাদ্য প্রধান বা প্রকৃতি নামক গুণ। সাংখ্যোক্ত প্রধান বা প্রকৃতি জগৎ কারণ নহে। যেহেতু, তাহা অশব্দ, অর্থাৎ, বেদশব্দের অবাচ্য। বেদে প্রকৃতির জগৎকারণতা উক্ত হয় নাই। বেদ বলিয়াছেন জগৎকর্ত্তা জগৎ সৃষ্টিকালে ঈক্ষণ বা আলোচনা করিয়াছিলেন। আলোচনা করা চেতনের কার্য্য। সুতরাং, তাহা অচেতন প্রকৃতিতে অসম্ভব। গৌণশ্চেৎ ন আত্মশব্দাৎ। গৌণ, ঔপচারিক প্রয়োগ। চেৎ, যদি। ন, নহে। আত্মশব্দাৎ, 'তাহা আত্মা' এইরূপ প্রয়োগ থাকায়। ঈক্ষণ শব্দের প্রয়োগ গৌণ; মুখ্য নহে,—এরূপ বলিবার উপায় নাই। কারণ, তাহাতে অর্থাৎ জগৎকারণে আত্মশব্দের প্রয়োগ আছে। ঈক্ষণকর্ত্তা জগৎকারণ আত্মশব্দে বিশোধিত হওয়ায়, প্রধানের গৌণঈক্ষিতৃত্ব নিবারিত হইয়াছে। অচেতন পদার্থে আত্মশব্দের প্রয়োগ সর্ব্বথা অসম্ভব। তন্নিষ্ঠস্য মোক্ষোপদেশাৎ। তন্নিষ্ঠস্য, আত্মনিষ্ঠের বা আত্মজ্ঞের। মোক্ষোপদেশাৎ, মোক্ষ হয়, এইরূপ উপদেশ থাকায়। আত্মজ্ঞ মুক্তিলাভ করে, এইরূপ শ্রৌত উপদেশ থাকায়, ইহাই স্থির হয় যে, প্রযুক্ত আত্মশব্দ গৌণ নহে, প্রত্যুত মুখ্য। প্রমাণভূতশাস্ত্র যে অভিজ্ঞ চেতনকে অচেতন হইবার উপদেশ করেন নাই, তাহা

নিশ্চয়। হেয়ত্বাবচনাচ্চ। হেয়ত্ব, ত্যজ্যতা। অবচনাৎ, না বলায়। জগৎ কারণ আত্মা যদি গৌণ আত্মা হইত, তাহাহইলে, শ্রুতি তাহাকে ত্যাগ করিতে বলিতেন। যেহেতু, শ্রুতি সেরূপ বলেন নাই, অতএব সেই আত্মা মুখ্য। শ্রুতিতে ইহা স্পষ্টরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে যে, যাহা জগৎকারণ, তাহাই সৎ ও আত্মা নামে বিখ্যাত। অপিচ, জগৎকারণ, আত্মাকে, তৎত্বং অসি অহং ব্রহ্মাস্মি, ইত্যাদিরূপে আপন অভেদে জানিতে হইবে। আত্মা কি, তাহা বুঝাইবার জন্য, শ্রুতি, শরীর, মন, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি সকলকেই আত্মা বলিয়া, পরিশেষে আবার বলিয়াছেন, ইহাদের কেহই আত্মা নহে; আত্মা এ সকলের অতীত। জগৎকারণ আত্মাকে গৌণ আত্মা বলা উদ্দেশ্য থাকিলে, শ্রুতি শরীরাদির ন্যায় তাহারও নিষেধ করিতেন। স্বাপ্যয়াৎ। স্ব, আপনার স্বরূপে। অপ্যয়, লীন হওয়া। শ্রুতি বলিয়াছেন, সুষুপ্তিকালে জীব আপনার স্বরূপে লীন হয় এবং সেই স্বরূপই সৎ ও আত্মা। সুতরাং, শ্রুতিস্থ সৎ ও জগৎকারণ অভিন্ন এবং তাহা আত্মারই বাচক; প্রকৃতির বাচক নহে। গতি-সামান্যাৎ। গতি, অবগতি বা জানা। সামান্য, সমান ভাব। যেহেতু, সৃষ্টি-বোধক সমস্ত বেদান্ত বাক্যে সমানরূপে চেতনের জগৎকারণতা অবগত হওয়া যায়, অতএব, চেতন ব্রহ্মই জগৎকারণ। প্রকৃতি, পরমাণু প্রভৃতি জগৎকারণ নহে। শ্রুতত্বাচ্চ। শ্রুতত্বাৎ চ, শ্রুতিবোধক বলিয়াও। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর জগৎকারণ অভিহিত হইয়াছেন। ইহাতে অবধারিত হয় যে, চেতন ব্রহ্মই জগৎকারণ। অচেতন প্রধান বা পরমাণু প্রভৃতি জগৎকারণ নহে।

মানবগণ মূঢ়তাপ্রযুক্ত পুত্র, দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, অজ্ঞান, জ্ঞানা-জ্ঞানের একীভাব, শূন্য, প্রভৃতি জড়বস্তুকে আত্মারূপে বিভাবন করে এবং পাণ্ডিত্যাভিমানপ্রণোদনে শ্রুতির কদর্থ সাধন করিয়া, স্বস্ব ভ্রান্তমতসমর্থনার্থ, নিম্নোক্ত প্রকারে শ্রৌত প্রমাণাবলীর প্রয়োগ ও তৎসহ বিবিধ কুতর্কের অবতারণা করে। (১) আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ—আত্মাই পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। অতএব, পুত্রই আত্মা। (২) স বা এষ পুরুষোন্নরসময়ঃ—এই সে আত্মা, যাহা অন্নরসের বিকার। গৃহে অগ্নি লাগিলে, মনুষ্যগণ পুত্র পরিত্যাগ করিয়া, নিজ নিজ দেহ রক্ষা করে এবং শরীর স্থূল বা কৃশ হইলে, 'আমি স্থূল বা কৃশ হইয়াছি' বলিয়া, লোকে ব্যক্ত করে। অতএব দেহই আত্মা। (৩) তেহ প্রাণাঃ প্রজাপতিং সমেত্য ঊচুরিত্যাদি—সেই সকল ইন্দ্রিয়গণ প্রজাপতির নিকট গিয়া,

তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'আমাদের মধ্যে আত্মা কে?' ইন্দ্রিয়াভাবে শরীর নিস্পন্দ ও বিধ্বস্ত হয় এবং চক্ষু বা কর্ণাভাবে, লোকের 'আমি অন্ধ' বা 'আমি বধির' এইরূপ অনুভূতি হয়। অতএব ইন্দ্রিয়ই আত্মা। (৪) অন্যোন্তরাত্মা প্রাণময়ঃ—অন্তরাত্মা ইন্দ্রিয়াদি হইতে ভিন্ন এবং প্রাণময়। প্রাণই আত্মা, যেহেতু প্রাণ না থাকিলে সকল ইন্দ্রিয়ই নিষ্ক্রিয় হয় এবং প্রাণ থাকাতেই 'আমি ক্ষুধার্ত্ত,' 'আমি তৃষ্ণার্ত্ত' প্রভৃতিরূপে প্রাণধর্ম্ম সকলের অনুভূতি হয়। (৫) অন্যোন্তর আত্মা মনোময়ঃ—অন্তরাত্মা ইন্দ্রিয়াদি হইতে ভিন্ন; তিনি মন স্বরূপ। মনই আত্মা; কারণ মন শয়ন করিলে (লয় প্রাপ্ত হইলে), প্রাণেরও অভাব হয়। মন না থাকিলে, আমি ইচ্ছা করি, আমি কল্পনা করি, ইত্যাদি অনুভব হয় না। (৬) অন্যোন্তর আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ—অন্তরাত্মা মন হইতে ভিন্ন; তিনি বিজ্ঞানময়। মন ও ইন্দ্রিয়সকল জ্ঞানরূপ ক্রিয়ার করণ। যে কারণের ব্যাপারানন্তর কার্য্য নিষ্পত্তি হয়, তাহার নাম করণ। ছেদনরূপ ক্রিয়ার করণ অস্ত্র। কিন্তু, কর্ত্তা বিদ্যমান থাকিয়া স্বকীয় ব্যাপার করণের উপর প্রয়োগ না করিলে, করণ কিছুই করিতে পারেনা। করণ মন যৎকর্ত্তৃক প্রযুক্ত হয়, তদ্রূপ কর্ত্তা নিশ্চয়ই আছে। বিজ্ঞান বা বুদ্ধিই 'আমি কর্ত্তা,' 'আমি ভোক্তা' প্রভৃতি অনুভব করে এবং মন ও ইন্দ্রিয়নিচয়কে চালনা করে। (৭) অন্যোন্তর আত্মা আনন্দময়ঃ। অজ্ঞান পদার্থই বুদ্ধির অধিকরণ দ্রব্য এবং শ্রুতি অজ্ঞানকেই এইরূপে বুদ্ধি হইতে ভিন্ন আনন্দময় আত্মা বলিয়াছেন। সুষুপ্তিকালে যখন বুদ্ধিও থাকেনা বা অজ্ঞানে লয় প্রাপ্ত হয় এবং 'আমি অজ্ঞ' এইরূপ অনুভূতি হয়, তখন অজ্ঞানই আত্মা। (৮) প্রজ্ঞান ঘন এবানন্দময় আত্মেত্যাদি। নিরবচ্ছিন্ন অপ্রকাশ স্বরূপ জড়-অজ্ঞান কোনক্রমে আত্মা হইতে পারেনা। অজ্ঞানোপহিত চৈতন্যই আত্মা। সুষুপ্তিতে প্রকাশ ও অপ্রকাশ, উভয়রূপই বিদ্যমান থাকে। যেহেতু, সুষুপ্তি-কালে খদ্যোতিকার দীপ্ত্যন্ধকারের ন্যায় অজ্ঞানের চিদচিদ্রূপিতা অনুভূত হয়, অতএব, অজ্ঞান ও চৈতন্যের একীভাবই আত্মা। এ বিষয়ে, 'আমি আমাকে জানিনা' এতদনুভব লোকের হইয়া থাকে। (৯) অসদেবেদমগ্র আসীদিত্যাদি—এই নামরূপাত্মকজগৎ পূর্ব্বে অসৎ অর্থাৎ শূন্যই ছিল। সমস্ত বস্তুর অভাব বা শূন্যই আত্মা। সুষুপ্তিতে কিছুই থাকেনা বা শূন্যাবশেষ হয়। সুষুপ্তির পরে, নাহমাসং—আমি ছিলাম না বলিয়া স্মরণ হয়। এই সকল প্রমাণ ও যুক্তির দৌর্ব্বল্য ও অসারতা যদিও অদৃশ্যমান্ নহে, তথাপি, বলবান্ শ্রৌত প্রমাণালোকে

ইহা অধিকতর অনুভবযোগ্য হয়। প্রত্যগস্থূলোঅচক্ষুরপ্রাণোঅমনাঅকর্ত্তা-চৈতন্যংচিন্মাত্রংসদিত্যাদি—প্রতিশরীরবর্ত্তী পরমাত্মা স্থূল নহেন, ইন্দ্রিয় নহেন, প্রাণ নহেন, মন নহেন, কর্ত্তা নহেন। তিনি সৎ ও বিশুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ। পুত্রাদি শূন্য পর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থই জড়। যাহা জড়, তাহা এক স্বতঃসিদ্ধ স্বপ্রকাশ বস্তু কর্ত্তৃক প্রকাশিত হওয়া ব্যতীত, স্বয়ং প্রকাশ প্রাপ্ত হয়না। সেই স্বতঃসিদ্ধ স্বপ্রকাশ অদ্বয় বস্তুই চৈতন্য বা আত্মা। যাহা কিছু চৈতন্যের প্রকাশ্য, তাহাই অনিত্য বা নশ্বর। ঘটপটাদি যেমন জড় ও নশ্বর, পুত্রাদিও ঠিক সেইরূপ জড় ও বিনশ্বর। যাহারা পুত্রাদিকে অবিনাশী আত্মাস্বরূপ পরিগণনা করিয়া, আপন আপন কদর্য্য মতপোষণে কুযুক্তি ও কপট প্রমাণের শরণ গ্রহণ করে, তাহাদের মূর্খতার ইয়ত্তা করা দুঃসাধ্য।

ব্রহ্ম সগুণ ও নির্গুণ।

উল্লিখিত প্রকারে ব্রহ্মের জগৎকারণতা সিদ্ধ ও তদ্বিষয়ক যাবতীয় সংশয় নিরস্ত হওয়ায়, ব্রহ্মজিজ্ঞাসাই যে জীবনের প্রধান প্রয়োজন, তাহা আনুষঙ্গিকরূপে প্রতিপন্ন হয়। অতঃপর ব্রহ্মাবগতির উপায়নির্দ্ধারণ ও তাহার উপযুক্ত বিচার করা আবশ্যক। ব্রহ্ম সগুণ বা সোপাধিক ও নির্গুণ বা নিরুপাধিক—উভয়-রূপেই অবগমনীয়। উপাসনা দ্বারা সগুণ ব্রহ্মকে এবং জ্ঞানযোগে নির্গুণ ব্রহ্মকে জানা যায়। অতএব, ব্রহ্ম একাদ্বয়তত্ত্ব হইলেও, তিনি উপাস্য বা ধ্যেয় এবং জ্ঞেয় বা নির্ম্মলপ্রজ্ঞাগম্য। আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ। আনন্দময়, প্রচুর আনন্দ। অভ্যাস, পুনঃ পুনঃ কথন। যেহেতু, পরমাত্মা বিষয়ে আনন্দ শব্দের ভূরি প্রয়োগ দেখা যায়,সুতরাং, তৈত্তিরীয় শ্রুত্যুক্ত আনন্দময় আত্মা পরমাত্মারই বাচক। তৈত্তিরীয় শ্রুতি প্রথমে অন্নময় আত্মার কথা বলিয়া, পরে বলিয়াছেন, অন্নময়ের অভ্যন্তরে প্রাণময়, প্রাণময়ের অভ্যন্তরে মনোময়, মনোময়ের অভ্যন্তরে বিজ্ঞানময় এবং বিজ্ঞানময়ের অভ্যন্তরে আনন্দময় আত্মা বিরাজিত। এই আনন্দময় পরমাত্মা। এতৎপূর্ব্ববর্ত্তী বিজ্ঞানময় জীবনামে খ্যাত। বিকার-শব্দাৎ নেতি চেৎ ন প্রাচুর্য্যাৎ। বিকারশব্দাৎ, বিকারার্থে ময়ট্ প্রত্যয়ের বিধান থাকায়। নেতিচেৎ, আনন্দময় পরমাত্মা নহে বলিবে। ন, তাহা পারিবেনা। প্রাচুর্য্যাৎ, প্রাচুর্য্য অর্থেও ময়ট্ প্রত্যয়ের বিধান দৃষ্ট হয়। আনন্দ-ময় শব্দ ময়ট্ প্রত্যয়নিষ্পন্ন এবং ময়ট্ প্রত্যয়েরঅর্থ বিকার। পরমাত্মা

নির্ব্বিকার। সুতরাং, আনন্দময় শব্দ পরমাত্মবাচী নহে, এরূপ আশঙ্কার কারণ নাই। কেননা, প্রচুর অর্থেও ময়ট্ প্রত্যয়ের বিধান দৃষ্ট হয়। আনন্দময় আনন্দপ্রচুর; আনন্দের বিকার নহে। তদ্ধেতু ব্যপদেশাচ্চ। তদ্ধেতু, আনন্দের হেতু, আনন্দের মূল। ব্যপদেশ, উল্লেখ। শ্রুতিতে ব্রহ্মই জীবের আনন্দের মূলকারণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। সুতরাং, আনন্দময় শব্দের একাংশে অবস্থিত ময়ট্ প্রত্যয় বিকারবাচী হইতে পারেনা; ইহা প্রাচুর্য্যবাচী। মান্ত্রবর্ণিকমেব চ গীয়তে। মান্ত্রবর্ণিক, মন্ত্রাত্মক শ্রুতিতে প্রসিদ্ধ। মন্ত্রবাক্যে যে ব্রহ্ম অভিহিত হইয়াছেন, সেই ব্রহ্মই উক্ত আনন্দময় বাক্যে গীত হইয়াছেন। তাহাতেও আনন্দময়ের পরমাত্মতা অবধারিত হয়। নেতরোঽনুপপত্তেঃ। ন ইতরঃ, জীব নহে। অনুপপত্তে, অনুপপন্ন হয় বলিয়া। ঐ আনন্দময় জীব নহে। আনন্দময়ের জীবত্ব উপপন্ন বা যুক্তিসিদ্ধ হয় না। ভেদব্যপদেশাচ্চ। ভেদব্যপদেশ, জীবভিন্ন বলিয়া উল্লেখ। শ্রুতি আনন্দময়কে জীবের প্রাপ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আনন্দময় প্রাপ্য, জীবপ্রাপক। প্রাপ্য ও প্রাপক এক নহে; প্রত্যুত ভিন্ন। কামাচ্চ নানুমানাপেক্ষা। কামাৎ, জগৎকারণে কামনার অস্তিত্ব থাকায়। ন, নহে। আনুমানাপেক্ষা, আনুমানিক প্রকৃতির নিমিত্তভাব। আনুমানিক, অর্থাৎ, অনুমান প্রমাণের গম্য। শ্রুতিতে জগৎকারণের কাময়িতৃত্ব বা ইচ্ছাপূর্ব্বক সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব অভিহিত থাকায়, অনুমেয় প্রধান আনন্দময় ও সৃষ্টিকর্ত্তা এতদুভয়ের কিছুই নহে। অস্মিন্ অস্য চ তদ্‌যোগং শাস্তি। অস্মিন্, আনন্দময় বিষয়ে। অস্য, জীবের। তদ্‌যোগং, আনন্দময়ের যোগ, অর্থাৎ তদ্ভাব প্রাপ্তি। শাস্তি, শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন। যেহেতু, শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন, জীব আনন্দময়কে জানিয়া, আনন্দময় হয়, অতএব, আনন্দময় জীব নহে কিম্বা প্রকৃতিও নহে। অন্তস্তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ। অন্তঃ, আদিত্য মণ্ডলের মধ্যে। তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ, পরমাত্মার ধর্ম্ম বা লক্ষণ উপদিষ্ট হওয়ায়। ছান্দোগ্যোপনিষদে, উপাসনার্থ, আদিত্যমণ্ডলে হিরণ্ময় পুরুষের উপদেশ আছে। সে উপদেশ পরমাত্মবিষয়ক। উপদেশ উপাসনার বিধান। পরমাত্মার লক্ষণ উপদিষ্ট হওয়ায়, সে উপাসনা পরমাত্মারই উপাসনা এবং তথায় আদিত্যোপাধিক পরব্রহ্মই উপাস্য। ভেদব্যপদেশাচ্চান্যঃ। ভেদ ব্যপদেশাৎ, ভিন্ন বলিয়া অভিহিত থাকায়। অন্যঃ, আদিত্য হইতে ভিন্ন। ঈশ্বর আদিত্য দেবতা হইতে ভিন্ন, শ্রুতিতে এইরূপ উক্তি থাকায়, আদিত্য আধারে উপাসনীয় হিরণ্ময় পুরুষ

আদিত্য নহেন। ঐ উপাসনাও আদিত্যের উপাসনা নহে। বস্তুতঃ, উহা পরব্রহ্মের উপাসনা। আকাশ স্তল্লিঙ্গাৎ। আকাশঃ, ব্রহ্মঅর্থে আকাশ শব্দের প্রয়োগ। তল্লিঙ্গাৎ, ব্রহ্মলক্ষণ থাকায়। ছান্দোগ্য উপনিষদে যে আকাশের উপাস্যতা ও বিজ্ঞেয়তা কথিত হইয়াছে, তাহা ব্রহ্মবাচী। কেননা, সেস্থলে, ব্রহ্মের যাবতীয় লক্ষণ আকাশে আরোপিত হইয়াছে। ফলতঃ, বর্ণনামূলে স্পষ্টই প্রতীত হয়, ঐ আকাশ ভূতাকাশ নহে। উহা ব্রহ্ম। ব্রহ্ম আকাশের ন্যায় নিরবয়ব ও মহান্ বলিয়া, ব্রহ্মে আকাশ শব্দের গৌণ প্রয়োগ হইয়াছে। অতএব প্রাণঃ। প্রাণঃ, প্রাণ শব্দও ব্রহ্মবাচী। একই কারণে, ছান্দোগ্য উপনিষদুক্ত প্রাণ শব্দও ব্রহ্মবাচী। উদ্‌গীথ উপাসনা প্রসঙ্গে, ছান্দোগ্য উপনিষদে প্রাণ শব্দ প্রযুক্ত এবং প্রাণোপাসনার বিধান বর্ণিত হইয়াছে। লক্ষণানুধাবন করিলে জানা যায়, এই প্রাণ ও প্রাণোপাসনা ব্রহ্ম ও ব্রহ্মোপাসনা হইতে অভিন্ন। জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ। জ্যোতিঃ, জ্যোতিঃ শব্দ। চরণাভিধানাৎ, একপাদ এইরূপ বর্ণনা থাকায়। ছান্দোগ্য শ্রুত্যুক্ত জ্যোতিঃ শব্দ ভৌতিক তেজোবাচী নহে। উহা ব্রহ্মবাচী। কারণ, যে মন্ত্রাবলম্বনে উক্ত শ্রুতি বিরচিত হইয়াছে, তাহাতে এই বিশ্ব ঐ জ্যোতির একপাদ স্বরূপ অভিহিত হইয়াছে। এতদবস্থায়, ঐ জ্যোতিঃ সামান্য জ্যোতিঃ নহে। উহা নিশ্চয়ই ব্রহ্ম। পুরুষ সূক্তীয় মন্ত্র "পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" উক্ত ছান্দোগ্য শ্রুতির ভিত্তি। ছন্দোভিধানাৎনেতি চেৎ ন তথাচেতোর্পণনিগদাৎ তথাহি দর্শনম্। ছন্দোভিধানাৎ, গায়ত্রীনামক ছন্দবিশেষের উল্লেখ হেতু। ন ইতি চেৎ ন, উক্ত জ্যোতিঃশব্দ যে ব্রহ্মচারী নহে, তাহা বলিবার উপায় নাই। তথা চেতোর্পণ নিগদাৎ, কেননা, সেই স্থানেই, তাহাতে বা তৎস্বরূপ পদার্থে চিত্ত অর্পণ করিবার উপদেশ আছে। তথাহি দর্শনম্, তাহা দেখাও যায়। যেহেতু, কথিত প্রস্তাবে ছন্দোবাচক গায়ত্রী শব্দের উল্লেখ আছে, অতএব, গায়ত্রী ছন্দই তত্রস্থ জ্যোতিঃ শব্দের প্রতিপাদ্য এবং ব্রহ্ম তাহার প্রতিপাদ্য নহেন, এরূপ স্থাপনা সম্পূর্ণ যুক্তি-বিরুদ্ধ। কেননা, উক্ত শ্রুতিবাক্যে গায়ত্রী অবলম্বন করিয়া পরব্রহ্মে চিত্তনিবেশ করিবার উপদেশ আছে। অন্যান্য শ্রুতিতেও, সূর্য্যাদি অপরাপর বিকারাবলম্বনে ব্রহ্মোপাসনা করিবার বিধান থাকা দৃষ্ট হয়। সুতরাং, ঐ জ্যোতিঃ শব্দ যেমন ব্রহ্মের বাচক, ঐ উপাসনাও, সেইরূপ, ব্রহ্মের উপাসনা। ভূতাদিপাদ ব্যপদেশো-পপত্তেশ্চৈবম্। ভূতাদি, ভূত প্রভৃতিকে। পাদব্যপদেশ, পাদরূপে বর্ণনা

করা হইয়াছে। উপপত্তেশ্চ, এবং তাহা ব্রহ্ম অর্থে উপপন্ন হওয়ায়, এই অর্থ সর্ব্বগ্রাহ্য। সে গায়ত্রীর প্রথমপাদ ভূত, দ্বিতীয়পাদ পৃথিবী, তৃতীয়পাদ দেহ এবং, চতুর্থপাদ হৃদয়, এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। ব্রহ্ম ব্যতীত, অপর কোন বস্তুতে এরূপ রূপক প্রয়োগ অসম্ভব। সুতরাং, বুঝিতে হইবে, গায়ত্রী শব্দোপলক্ষিত পরব্রহ্মই উক্ত বাক্যে সূচিত হইয়াছেন। উপদেশ ভেদাৎ নেতি চেৎ ন উভয়স্মিন্ অবিরোধাৎ। উপদেশ ভেদাৎ, উপদেশের ভেদ থাকায়, অর্থাৎ, এক বাক্যে দিবি বা স্বর্গে ও অন্যবাক্যে দিবঃ বা স্বর্গ পর্য্যন্ত এইরূপ বিভক্তি ভেদের উল্লেখ থাকায়। ন ইতি চেৎ ন, পূর্ব্ব বাক্যের পরব্রহ্ম যে পরবাক্যে অনুকৃষ্ট হন নাই, তাহা বলিতে পারা যায় না। উভয়স্মিন্ অবিরোধাৎ, কারণ, দিবি ও দিবঃ এই দুইবাক্য ব্রহ্ম-প্রত্যভিজ্ঞান বিষয়ে পরস্পর বিরোধী নহে। কেবলমাত্র বিভক্তির পার্থক্য দেখিয়া, পূর্ব্ববাক্যের ব্রহ্ম পরবাক্যে অনুবৃত্ত হন নাই বিবেচনা করা অযুক্ত। পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্ম এই, এতদ্রূপ জ্ঞানই ব্রহ্মপ্রত্যভিজ্ঞা। সুতরাং, উল্লিখিত প্রয়োগ-দ্বয়ের কোনটাই ব্রহ্মপ্রত্যভিজ্ঞানের বাধক নহে। প্রাণস্তথানুগমাৎ। কৌষিতকি ব্রাহ্মণোপনিষদে যে প্রাণোপাসনা উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাও ব্রহ্মোপাসনা। কারণ, বাক্যস্থ শব্দমালার পর্য্যালোচনা করিলে, তথায় প্রাণ শব্দের একমাত্র ব্রহ্ম অর্থই সঙ্গত হয়। বক্তুরাত্মোপদেশাদিতি চেদধ্যাত্মসম্বন্ধভূমাহ্যস্মিন্। বক্তুরাত্মোপদেশাৎ, বক্তা আপন আত্মাকে উপাসনা করিতে বলিতেছেন বলিয়াই যে উক্ত আত্মাশব্দ ব্রহ্মবাচী নহে এবং উক্ত উপাসনা জীবোপাসনা মাত্র, ব্রহ্মোপাসনা নহে—এরূপ ধারণা করিতে হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। অধ্যাত্মসম্বন্ধ ভূমাহ্যস্মিন্, কেননা, ঐ অধ্যায়ে পরমাত্মসম্বন্ধীয় বহুল উপদেশ দৃষ্ট হয়। কৌষিতকি উপনিষদে ইন্দ্রপ্রতর্দ্দনাখ্যায়িকায় প্রাণোপাসনা ব্যবস্থিত হইয়াছে। দেবরাজ ইন্দ্র স্বশিষ্য প্রতর্দ্দনকে উপদেশ করিতেছেন, হে প্রতর্দ্দন! আমিই প্রাণ এবং আমিই প্রজ্ঞাত্মা। আমি অজর, অমর ও অমৃত। তুমি আমাকে উপাসনা কর। অপরাপর অংশ না দেখিয়া, কেবলমাত্র আখ্যায়িকার এই অংশ দৃষ্টিগোচর করিলে, ইন্দ্রবাক্য হইতে এরূপ আশঙ্কার আবির্ভাব হইতে পারে যে, ইন্দ্রোক্ত প্রাণ, বস্তুতঃ, ইন্দ্রদেবতা বা ইন্দ্রনামক জীব। মহর্ষি বেদব্যাস, এজন্য, উপদেশ করেন, ঈদৃশী আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক। এই প্রাণ শব্দ জীব অথবা দেবতাবাচী নহে। কারণ, উক্ত সন্দর্ভে যতগুলি উপদেশ আছে, তৎসমস্তই ব্রহ্মপর। সুতরাং আখ্যানগত প্রাণ শব্দও ব্রহ্মবোধক। অপিচ, ইন্দ্রভাষিত

উপাসনা প্রাণোপাধিক সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। শাস্ত্র-দৃষ্ট্যাতূপদেশো বামদেববৎ। শাস্ত্রদৃষ্ট্যা, শাস্ত্রীয় জ্ঞান অনুসারে। বামদেববৎ, প্রাচীন বামদেব ঋষির ন্যায়। বিখ্যাত বামদেব ঋষি ব্রহ্মতত্ত্বসাক্ষাৎকারান্তে আপনার সর্ব্বাত্মতা অনুভব করিয়া বলিয়াছিলেন, অহংমনুরভবং সূর্য্যশ্চ—আমিই মনু এবং আমিই সূর্য্য প্রভৃতি। বামদেবের ন্যায়, শাস্ত্রজজ্ঞানে ইন্দ্রও বলিয়াছিলেন, আমি প্রাণ, আমি প্রজ্ঞাত্মা, তুমি আমাকে জান, উপাসনা কর। জীবমুখ্য প্রাণলিঙ্গাৎ নেতিচেৎন উপাসা ত্রৈবিধ্যাৎ আশ্রিতত্বাদিহতদ্‌যোগাৎ। জীবমুখ্য প্রাণলিঙ্গাৎ, জীবেরও মুখ্য প্রাণের লিঙ্গ বা লক্ষণ থাকায়। ন ইতি চেৎন, ঐ প্রাণ শব্দ ব্রহ্মবোধক নহে বলা অসঙ্গত। উপাসা ত্রৈবিধ্যাৎ, কারণ, তাহাতে উপাসনার একত্বভঙ্গ ও ত্রৈবিধ্যনিশ্চয় হয়; ইহা অত্যন্ত ন্যায়বিরুদ্ধ। আশ্রিত-ত্বাদিহ তদ্ যোগাৎ, এখানেও ব্রহ্মলক্ষণানুসারে পূর্ব্বোক্ত ন্যায় আশ্রয়নীয়। জীব ও মুখ্যপ্রাণ, এতদুভয় বস্তুর লক্ষণ পর্য্যালোচনা করিলে, প্রাণ শব্দের ব্রহ্মপরতা বর্জ্জন করা সঙ্গত হয় না। কেননা, সেরূপ করিতে গেলে, বাক্যভেদ দোষ সংঘটিত হয়। একই বাক্যে জীবের, প্রাণের ও ব্রহ্মের উপাস্যতা বোধিত হইতে পারেনা। জীবের ও প্রাণের উপাসনা নিষ্ফল। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হয়, যাঁহার উপাসনা সফল, সেই ব্রহ্মই একমাত্র উপাস্য। অতএব, ইতিপূর্ব্বে যেমন ব্রহ্মলক্ষণানুযায়ী, প্রাণ শব্দের ব্রহ্মপর অর্থ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, এখানেও, সেইরূপ. ব্রহ্মলিঙ্গানুসারে প্রাণ শব্দের ব্রহ্মপর অর্থ নির্দ্দিষ্ট হইল।

প্রমাণ-প্রসঙ্গ।

বেদান্তের প্রমাণবাদ সাংখ্যের অনুরূপ। বেদান্ত মতেও, প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ ভিন্ন অন্য কোন প্রমাণের অঙ্গীকৃতি নাই। বৈদান্তিক উপমানের পৃথক্ প্রমাণতা স্বীকার করেন না। কেননা, উহা প্রত্যক্ষানুমানশব্দের অন্তর্ভুক্ত। শাণ্ডিল্যসূত্র নামক বিখ্যাত ভক্তিগ্রন্থের নবনবতিতম সূত্রে উল্লিখিত বৈদান্তিক প্রমাণত্রয় বিলোমক্রমে বর্ণিত হইয়াছে। ত্রীণ্যেষাং নেত্রাণি শব্দলিঙ্গাক্ষভেদা-দ্রুদ্রবৎ॥ রুদ্রের দক্ষিণ চক্ষু সূর্য্য, বামচক্ষু চন্দ্র এবং মধ্য চক্ষু অগ্নি। চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি যেমন ত্রিনেত্র রুদ্রের নয়নচিহ্ন, শব্দ, লিঙ্গ ও অক্ষ বা ইন্দ্রিয়ও সেইরূপ ত্রিবিধ জ্ঞানের কারণ। জ্ঞানের বিশেষ না থাকিলেও, কারণের ত্রৈবিধ্যবশতঃ, জ্ঞানও তিনপ্রকার অভিহিত হয়। শব্দ, লিঙ্গ ও ইন্দ্রিয়, এই তিন

প্রকার কারণেই লোকের বস্তুজ্ঞান হইয়া থাকে। জ্ঞায়মান পদার্থপ্রতিপাদক শব্দই শব্দজন্য জ্ঞানের কারণ। যাবতীয় লৌকিক ভক্তিসাধন বস্তু মধ্যে শব্দই শ্রেষ্ঠ বলিয়া, সর্ব্বপ্রথমে ইহার উল্লেখ হইয়াছে। এক পদার্থদর্শনে অপর পদার্থের জ্ঞানোৎপত্তিস্থলে, যে পদার্থের দর্শনে ঐরূপ জ্ঞান জন্মে, তাহা হেতু বা লিঙ্গপদবাচ্য। নেত্র, কর্ণ, প্রভৃতি দ্বারা দর্শনশ্রবণাদি করিলে যে জ্ঞান জন্মে, তাহা প্রত্যক্ষ প্রমা। ইন্দ্রিয়ই প্রত্যক্ষজ্ঞানের কারণ। মনঃ, শ্রোত্র, ত্বক্, নেত্র, জিহ্বা ও নাসিকা, এই ষড়িন্দ্রিয়সম্বন্ধযোগে অন্তঃকরণের অন্ধকার বিনষ্ট হইলে, তথায় চিদাত্মার প্রকাশ ও সত্ত্ববৃত্তির প্রাবল্য হয়। [অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত বিবরণ জন্য, ন্যায় ও সাংখ্যদর্শন দ্রষ্টব্য]।

দশম পরিচ্ছেদ।

আনুশীলনিক সন্দর্শন।

শব্দ ও বাক্যার্থ ইন্ধনে মতবিরোধাগ্নি প্রবল করিবার প্রযত্ন না করিয়া, ধীরভাবে দর্শন নিচয়ের উদ্দেশ্যানুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, আধ্যাত্ম-রাজ্যপ্রবেশের বিভিন্ন পথ স্বরূপ, ঋষিগণ নানা দার্শনিক মতের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। সহৃদয় ও অধ্যবসায়শীল যাত্রী ইহার যে কোন পথে একবার সে রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিলে, তিনি স্বচেষ্টায় প্রধানবর্ত্ম পরিজ্ঞাত হইয়া, অবশেষে তদ্‌যোগে রাজধানীতে উপস্থান ও রাজসাক্ষাৎকারলাভ করিতে পারেন। যাঁহার যে পথ সুবিধাজনক, তিনি সেই পথই আশ্রয় করিবেন। কিন্তু, যিনি একবারে প্রধান পথ আশ্রয় করিতে পারেন, তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা ভাগ্যবান্।

বৈশেষিক দর্শনে চতুর্ব্বিধ পরমাণু এবং আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা ও মনের নিত্যতা ও তদ্ভিন্ন সমস্ত বস্তুর অনিত্যতা কথিত হইয়াছে। কণাদ বলেন, কাল ও দিক্, বস্তুতঃ, আকাশের অন্তর্ভুক্ত। তবে, কার্য্য বিশেষেণ নানাত্বম্—কার্য্য-ভেদে ইহারা বিভিন্ন প্রতীয়মান হয়। তাহা হইলে, স্থূলতঃ বা সংক্ষেপতঃ, পরমাণু, আকাশ, আত্মা ও মন, এই চারিটী নিত্য পদার্থ। ইহাদের মধ্যে, মন

আবার আত্মা, পরমাণু ও আকাশের ন্যায় চিরস্থায়ী নহে। প্রলয়কালস্থায়ী মন যাবতীয় পার্থিব অনিত্য পদার্থের তুলনায় বহু দীর্ঘকালস্থায়ী বলিয়া, ইহাকে নিত্য বলা হইয়াছে। অতএব, সূক্ষ্ম গণনায়, আত্মা, পরমাণু ও আকাশ—এই তিনটীই যথার্থ নিত্য পদার্থ। বিভু আত্মা শরীরাদির অতিরিক্ত এবং জ্ঞানের আশ্রয়। জ্ঞানই আত্মার বিশেষগুণ। পরমাত্মা ও জীবাত্মা ভেদে আত্মা দ্বিবিধ। ঈশ্বরই পরমাত্মা। বিশ্বসৃজনপর্য্যালোচনায় ঈশ্বর অনুমিত হন এবং সৃষ্টিসামর্থ্যমূলে, তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতা ও সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালিত্ব উপলব্ধ হয়। অহং জানামি, অহংসুখী, ইত্যাদিরূপে জীবাত্মা মানসপ্রত্যক্ষসিদ্ধ। জীবাত্মার বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, প্রভৃতি চতুর্দ্দশ গুণ আছে। জীবাত্মা 'ব্যবহারতো নানা' হইলেও, সুখদুঃখজ্ঞাননিষ্পত্তির অবিশেষহেতু, ইহা পরমাত্মা হইতে অভিন্ন। শাস্ত্রেও জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য প্রতিপাদিত হইয়াছে। মহেশ্বরের সৃজনেচ্ছায় জগতের সৃষ্টি এবং তাঁহারই সংহারেচ্ছায় জগতের বিলয় হয়। সৃষ্টিকালে নিত্য হইতে পরম্পরাক্রমে অনিত্যের উৎপত্তি হয়। সমান ও ভেদক ধর্ম্মবিশিষ্ট পরমাণু নিচয়যোগে সৃষ্ট হয় বলিয়া, জাগতিক বস্তুরাজি মধ্যে, যুগপৎ, সামঞ্জস্য ও বৈলক্ষণ্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে এবং ইহাই জগৎবৈচিত্র্যের মূলীভূত কারণ। প্রলয়কালে, সৃষ্টিপ্রণালীর বিলোমক্রমে, বিশ্বের অনিত্য বস্তু সকলের লোপ হইয়া, সমস্তজগৎ অনন্ত আকাশে বিলীন হয়। আত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষীকৃত হইলে, আত্মার অদুঃখিত্ব সিদ্ধ ও জন্মমরণ-প্রবাহ উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়। জন্মমরণপ্রবাহের নিবৃত্তিই মোক্ষ। অপসর্পণমুপসর্প-ণমশিতপীত সংযোগাঃ কার্য্যান্তর সংযোগাশ্চেত্য দৃষ্টকারিতানি। পূর্ব্বগৃহীত দেহ হইতে আত্মার অপসর্পণ বা নিক্রান্তি, পরে আবার তাহার দেহান্তরে উপসর্পণ বা দেহান্তর গ্রহণ, তাহাতে পানভক্ষনাদির সংযোগ এবং প্রাণাদি অন্যান্য কার্য্যের সংযোগ—সমস্তই পূর্ব্বার্জ্জিত ধর্ম্মাধর্ম্মসংস্কাররূপ অদৃষ্টের প্রবল প্রভাবে সঞ্জাত হইয়া থাকে। তদভাবে সংযোগাভাবোঽপ্রাদুর্ভাবশ্চ মোক্ষঃ। আর্ষবিজ্ঞান-বিজ্ঞাত আত্মতত্ত্বের প্রভাবে অদৃষ্ট ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। অদৃষ্টের অভাবে পূর্ব্বোক্তরূপ সংযোগাদি রহিত হয়। সুতরাং, তাহার পুনঃ প্রাদুর্ভাব বা শরীরোৎপত্তি নিবারিত হইয়া যায়। ইহাতেই মোক্ষ সুসম্পন্ন হয়। মোক্ষপ্রাপ্ত আত্মা দুঃখাতীত হন; কিন্তু, আকাশের ন্যায় সুখদুঃখবর্জ্জিত, জড় ও অপ্রকাশ অবস্থায় অবস্থিতি করেন। কারণ, জ্ঞান বা চৈতন্য আত্মার স্বরূপ নহে। চৈতন্য জ্ঞানের নামান্তর এবং ইহা আত্মার উৎপন্নপ্রধ্বংসী গুণ। মনের সহিত আত্মার সংযোগ হইলে,

প্রকার কারণেই লোকের বস্তুজ্ঞান হইয়া থাকে। জ্ঞায়মান পদার্থপ্রতিপাদক শব্দই শব্দজন্য জ্ঞানের কারণ। যাবতীয় লৌকিক ভক্তিসাধন বস্তু মধ্যে শব্দই শ্রেষ্ঠ বলিয়া, সর্ব্বপ্রথমে ইহার উল্লেখ হইয়াছে। এক পদার্থদর্শনে অপর পদার্থের জ্ঞানোৎপত্তিস্থলে, যে পদার্থের দর্শনে ঐরূপ জ্ঞান জন্মে, তাহা হেতু বা লিঙ্গপদবাচ্য। নেত্র, কর্ণ, প্রভৃতি দ্বারা দর্শনশ্রবণাদি করিলে যে জ্ঞান জন্মে, তাহা প্রত্যক্ষ প্রমা। ইন্দ্রিয়ই প্রত্যক্ষজ্ঞানের কারণ। মনঃ, শ্রোত্র, ত্বক্, নেত্র, জিহ্বা ও নাসিকা, এই ষড়িন্দ্রিয়সম্বন্ধযোগে অন্তঃকরণের অন্ধকার বিনষ্ট হইলে, তথায় চিদাত্মার প্রকাশ ও সত্ত্ববৃত্তির প্রাবল্য হয়। [অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত বিবরণ জন্য, ন্যায় ও সাংখ্যদর্শন দ্রষ্টব্য]।

দশম পরিচ্ছেদ।

আনুশীলনিক সন্দর্শন।

শব্দ ও বাক্যার্থ ইন্ধনে মতবিরোধাগ্নি প্রবল করিবার প্রযত্ন না করিয়া, ধীরভাবে দর্শন নিচয়ের উদ্দেশ্যানুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, আধ্যাত্ম-রাজ্যপ্রবেশের বিভিন্ন পথ স্বরূপ, ঋষিগণ নানা দার্শনিক মতের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। সদুদ্যম ও অধ্যবসায়শীল যাত্রী ইহার যে কোন পথে একবার সে রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিলে, তিনি স্বচেষ্টায় প্রধানবর্ত্ম পরিজ্ঞাত হইয়া, অবশেষে তদ্‌যোগে রাজধানীতে উপস্থান ও রাজসাক্ষাৎকারলাভ করিতে পারেন। যাঁহার যে পথ সুবিধাজনক, তিনি সেই পথই আশ্রয় করিবেন। কিন্তু, যিনি একবারে প্রধান পথ আশ্রয় করিতে পারেন, তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা ভাগ্যবান্।

বৈশেষিক দর্শনে চতুর্ব্বিধ পরমাণু এবং আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা ও মনের নিত্যতা ও তদ্ভিন্ন সমস্ত বস্তুর অনিত্যতা কথিত হইয়াছে। কণাদ বলেন, কাল ও দিক্, বস্তুতঃ, আকাশের অন্তর্ভুক্ত। তবে, কার্য্য বিশেষেণ নানাত্বম্—কার্য্য-ভেদে ইহারা বিভিন্ন প্রতীয়মান হয়। তাহা হইলে, স্থূলতঃ বা সংক্ষেপতঃ, পরমাণু, আকাশ, আত্মা ও মন, এই চারিটী নিত্য পদার্থ। ইহাদের মধ্যে, মন

আবার আত্মা, পরমাণু ও আকাশের ন্যায় চিরস্থায়ী নহে। প্রলয়কালস্থায়ী মন যাবতীয় পার্থিব অনিত্য পদার্থের তুলনায় বহু দীর্ঘকালস্থায়ী বলিয়া, ইহাকে নিত্য বলা হইয়াছে। অতএব, সূক্ষ্ম গণনায়, আত্মা, পরমাণু ও আকাশ—এই তিনটীই যথার্থ নিত্য পদার্থ। বিভু আত্মা শরীরাদির অতিরিক্ত এবং জ্ঞানের আশ্রয়। জ্ঞানই আত্মার বিশেষগুণ। পরমাত্মা ও জীবাত্মা ভেদে আত্মা দ্বিবিধ। ঈশ্বরই পরমাত্মা। বিশ্বসৃজনপর্য্যালোচনায় ঈশ্বর অনুমিত হন এবং সৃষ্টিসামর্থ্যমূলে, তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতা ও সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালিত্ব উপলব্ধ হয়। অহং জানামি, অহংসুখী, ইত্যাদিরূপে জীবাত্মা মানসপ্রত্যক্ষসিদ্ধ। জীবাত্মার বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, প্রভৃতি চতুর্দ্দশ গুণ আছে। জীবাত্মা 'ব্যবহারতো নানা' হইলেও, সুখদুঃখজ্ঞাননিষ্পত্তির অবিশেষহেতু, ইহা পরমাত্মা হইতে অভিন্ন। শাস্ত্রেও জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য প্রতিপাদিত হইয়াছে। মহেশ্বরের সৃজনেচ্ছায় জগতের সৃষ্টি এবং তাঁহারই সংহারেচ্ছায় জগতের বিলয় হয়। সৃষ্টিকালে নিত্য হইতে পরম্পরাক্রমে অনিত্যের উৎপত্তি হয়। সমান ও ভেদক ধর্ম্মবিশিষ্ট পরমাণু নিচয়যোগে সৃষ্টি হয় বলিয়া, জাগতিক বস্তুরাজি মধ্যে, যুগপৎ, সামঞ্জস্য ও বৈলক্ষণ্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে এবং ইহাই জগৎবৈচিত্র্যের মূলীভূত কারণ। প্রলয়কালে, সৃষ্টিপ্রণালীর বিলোমক্রমে, বিশ্বের অনিত্য বস্তু সকলের লোপ হইয়া, সমস্তজগৎ অনন্ত আকাশে বিলীন হয়। আত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষীকৃত হইলে, আত্মার অদুঃখিত্ব সিদ্ধ ও জন্মমরণ-প্রবাহ উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়। জন্মমরণপ্রবাহের নিবৃত্তিই মোক্ষ। অপসর্পণমুপসর্প-ণমশিতপীত সংযোগাঃ কার্য্যান্তর সংযোগাশ্চেত্য দৃষ্টকারিতানি। পূর্ব্বগৃহীত দেহ হইতে আত্মার অপসর্পণ বা নিক্রান্তি, পরে আবার তাহার দেহান্তরে উপসর্পণ বা দেহান্তর গ্রহণ, তাহাতে পানভক্ষনাদির সংযোগ এবং প্রাণাদি অন্যান্য কার্য্যের সংযোগ—সমস্তই পূর্ব্বার্জ্জিত ধর্ম্মাধর্ম্মসংস্কাররূপ অদৃষ্টের প্রবল প্রভাবে সঞ্জাত হইয়া থাকে। তদভাবে সংযোগাভাবোঽপ্রাদুর্ভাবশ্চ মোক্ষঃ। আর্ষবিজ্ঞান-বিজ্ঞাত আত্মতত্ত্বের প্রভাবে অদৃষ্ট ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। অদৃষ্টের অভাবে পূর্ব্বোক্তরূপ সংযোগাদি রহিত হয়। সুতরাং, তাহার পুনঃ প্রাদুর্ভাব বা শরীরোৎপত্তি নিবারিত হইয়া যায়। ইহাতেই মোক্ষ সুসম্পন্ন হয়। মোক্ষপ্রাপ্ত আত্মা দুঃখাতীত হন; কিন্তু, আকাশের ন্যায় সুখদুঃখবর্জ্জিত, জড় ও অপ্রকাশ অবস্থায় অবস্থিতি করেন। কারণ, জ্ঞান বা চৈতন্য আত্মার স্বরূপ নহে। চৈতন্য জ্ঞানের নামান্তর এবং ইহা আত্মার উৎপন্নপ্রধ্বংসী গুণ। মনের সহিত আত্মার সংযোগ হইলে,

আত্মার জ্ঞান বা চৈতন্য নামক গুণ উৎপন্ন হয়। আবার, উভয়ের বিচ্ছেদে, আত্মার চৈতন্য গুণ বিলুপ্ত হয়। মোক্ষে আত্মমনঃসংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ায়, আত্মা আকাশের ন্যায় অচেতন অবস্থায় থাকেন। মোক্ষ না হওয়া পর্য্যন্ত, আত্মমনঃসংযোগ বিচ্ছিন্ন হয় না! মরণের পরেও, স্থূলশরীরবিহীন আত্মা মনের সহিত সংযুক্ত থাকেন। এজন্য, জন্মমরণের অন্তরালে স্বপ্নতুল্য অস্পষ্ট ভাবনাময় বিজ্ঞানের বিদ্যমানতা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। তত্ত্বজ্ঞানপ্রভাবে, যখন আত্মমনঃ-সংযোগ চিরনিরস্ত হইয়া যায়, তখনই আত্মার স্বরূপপ্রাপ্তি ও দুঃখনিবৃত্তিকর মোক্ষ সমাহিত হয়।

বৈশেষিকের সমানতন্ত্র অক্ষপাদ দর্শনে উল্লিখিত মতাবলী সম্পূর্ণরূপে পরিগৃহীত হইয়াছে। পরতন্ত্র জৈমিনি দর্শন ন্যায়বৈশেষিকের সহিত অন্যান্য অনেক বিষয়ে মতদ্বৈধ পোষণ করিয়াও, জ্ঞান যে আত্মা নহে এবং আত্মার অন্যতম গুণ বা শক্তি, তাহার অনুমোদন করেন। পার্থক্য এই, পূর্ব্বমীমাংসামতে মোক্ষকালে আত্মায় ইন্দ্রিয়ানীত আগমাপায়িনী বুদ্ধি ও সুখদুঃখাদি নিবৃত্ত এবং স্বরূপগত জ্ঞানশক্তি ও সুখ আবিষ্কৃত হয়। সংসারকালে আত্মার নিজ আনন্দ অভিভূত বা আচ্ছন্ন থাকে। মোক্ষকালে তাহা স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়। মোক্ষ হইলে, শরীর ও ইন্দ্রিয় থাকেনা; কেবল মন থাকে। মন থাকাতেই, মোক্ষী অনন্তকালের জন্য অপরিচ্ছিন্ন স্বাত্মসুখের স্বাদগ্রাহী হন। নিজং যত্ত্বাত্মচৈতন্যমানন্দশ্চেষ্যতে চ যৎ। যচ্চ নিত্য বিভুত্বাদি তৈরাত্মানৈব মুচ্যতে॥ চৈতন্য বা জ্ঞানশক্তি, আনন্দ বা সুখ, নিত্যত্ব ও বিভুত্ব বা সর্ব্বব্যাপিত্ব—এ সমস্ত আত্মার নৈজ ধর্ম্ম। মোক্ষকালে এসকল বিদ্যমান্ থাকে;—উচ্ছেদপ্রাপ্ত হয় না। মোক্ষী অশরীর হইয়া ও কেবলমাত্র মূল মন লইয়া, অনবরত আত্মসুখাস্বাদে পরিতৃপ্ত থাকেন।

সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরের অপহ্নুতি ভিন্ন, সাংখ্যের যাবতীয় মত যে পাতঞ্জল দর্শনে গৃহীত হইয়াছে, পূর্ব্বে যথাস্থানে তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। সাংখ্য ও সাংখ্যানুরাগী পাতঞ্জলমতে পুরুষপ্রতিচ্ছায়াপন্ন সূক্ষ্মশরীরই জীব। পুরুষ অনাদি, সূক্ষ্ম, সর্ব্বগত, চেতন, নির্গুণ, নিত্য, দ্রষ্টা, ভোক্তা, অকর্ত্তা ও অপ্রসবধর্ম্মী। পুরুষ স্বরূপতঃ অসঙ্গস্বভাব ও অসংখ্য। পুরুষের সংসারিত্ব অবিবেকমূলক। বিবেকজ্ঞান হইলে, তিনি আপনাকে প্রকৃতি হইতে বিবিক্ত বা বিমুক্ত দেখেন। তখন আর তাঁহার অবিবেকমূলক সংসার থাকেনা। ন বধ্যতে ন মুচ্যতে নাপি সংসরতি কশ্চিৎ। সংসরতি বধ্যতে মুচ্যতে চ নানাশ্রয়া প্রকৃতিঃ॥ কারিকা,

৬২। বস্তুতঃ, কোন পুরুষ সংসারী নহেন বা বদ্ধ হইয়া থাকেন না বা বন্ধনবিমুক্ত হন না। সংসার, বন্ধন, মোক্ষ, সমস্তই প্রকৃতির। পুরুষের কেবল তদ্বিষয়ক ভ্রান্তি। অবিবেকবশে, পুরুষ প্রকৃতির সহিত এক হইয়া আছেন বলিয়া বিবেচনা করেন। উভয়ের একত্বভ্রান্তিনিবন্ধন, প্রাকৃতিক ধর্ম্ম পুরুষে আরোপিত হয়। রূপৈঃ সপ্তভিরেবতু বধ্নাত্যাত্মানমাত্মনা প্রকৃতিঃ। সৈব চ পুরুষার্থং প্রতি বিমোচয়ত্যেকরূপেণ॥ ঐ, ৬৩। বুদ্ধ্যাকারে পরিণতা প্রকৃতি আপনার ধর্ম্ম, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য—এই সাতপ্রকাররূপে পুরুষকে বদ্ধ বা সুখদুঃখভোগী করেন এবং একমাত্র জ্ঞানরূপে পুরুষকে মুক্ত বা ভোগবর্জ্জিত করেন। এবং তত্ত্বাভ্যাসান্নাস্মি ন মে নাহমিত্যপরিশেষম্। অবিপর্য্যয়াদ্বিশুদ্ধং কেবলমুৎপদ্যতে জ্ঞানম্॥ ঐ, ৬৪। সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের, বিশেষতঃ, পুরুষতত্ত্বের অভ্যাসে, কেবল বা নির্ব্বিশেষরূপ পুরুষাবগাহী জ্ঞানের উদয় হয়। ইহা মানসসাক্ষাৎকার স্বরূপ। এই জ্ঞানে, ন অস্মি—'আমি নহি' অনুভব হয়। সুতরাং, ইহাতে অহং বিশেষণ থাকেনা এবং কর্ত্তৃত্ব বিলুপ্ত হয়। এই জ্ঞানে ন মে—আমার নাই, অনুভব হয়। সুতরাং, ইহাতে সম্বন্ধ বিশেষণ থাকেনা এবং দুঃখাদির প্রতিভাসের তিরোধানে ভোক্তৃত্ব বিলুপ্ত হয়। এই জ্ঞানে নাহং বা আমিত্বের অভাব অনুভূত ও আমিত্ব বিনাশপ্রাপ্ত হয়। এই জ্ঞান অপরিশেষ বা জ্ঞানভূমিকার চরমপ্রান্ত। পুরুষে পুরুষজ্ঞানোদয় পূর্ব্বসঞ্চিত যাবতীয় মিথ্যাজ্ঞান সংস্কারের বিনাশক। অতএব, এই জ্ঞান অভ্রান্ত ও বিশুদ্ধ। এই জ্ঞান কেবল। ইহার সহিত অন্য কোন বস্তুর সংশ্রব নাই। এই জ্ঞানই আত্ম সাক্ষাৎকার বা তত্ত্বজ্ঞানপদবাচ্য এবং ইহার উদ্রেককল্পে যে অভ্যাসের উক্তি হইয়াছে, তাহা অবিরাম চিন্তাপ্রবাহমূলক নিদিধ্যাসনবৎ দৃঢ় হওয়া আবশ্যক। তেন নিবৃত্তপ্রসবামর্থবশাৎ সপ্তরূপবিনিবৃত্তাম্। প্রকৃতিং পশ্যতি পুরুষঃ প্রেক্ষকবৎস্থিতঃ স্বস্থঃ॥ ঐ, ৬৫। তত্ত্বজ্ঞান উদিত হইলে, পুরুষের সম্বন্ধে সপ্তপ্রসবা প্রকৃতি নিবৃত্তা হন এবং আর সে পুরুষকে আপনার ধর্ম্মাদি সপ্ত সন্তান দেখাননা। পুরুষও তখন স্বকীয় নির্লিপ্ত স্বভাবে অবস্থিতি করিয়া, উদাসীন দর্শকের ন্যায় প্রকৃতিকে দেখিতে থাকেন। দৃষ্টা ময়েত্যুপেক্ষক একোদৃষ্টাহমিত্যুপরমত্যন্যা। সতিসংযোগেপিতয়ো প্রয়োজনং নাস্তি সর্গস্য॥ ঐ, ৬৬। প্রকৃতিও আছেন; পুরুষও আছেন। কিন্তু উভয়েরই ভাব এক্ষণে অন্যরূপ। ইতিপূর্ব্বে পুরুষ আপনাকে প্রকৃতিভিন্ন জানিতেন না বলিয়া, আপনাতে প্রকৃতির পরিণাম

বা প্রতিবিম্ব দর্শন করিতেন। এখন তিনি আপন স্বরূপ জানিয়া প্রকৃতি হইতে পৃথক্ হইয়াছেন। সুতরাং, পুরুষ এক্ষণে নির্লিপ্ত ও উদাসীন। পক্ষান্তরে, পুরুষের ভুক্তপরিত্যক্তা প্রকৃতিও এখন, লজ্জাবশতঃ, পুরুষকে আপনার পরিণাম সম্ভার প্রদর্শন করিতে বিরতা। সম্যগ্‌জ্ঞানাধিগমাদ্ধর্ম্মাধর্ম্মাদীনামকারণতাপ্রাপ্তৌ। তিষ্ঠতি সংস্কার বশাচ্চক্রভ্রমিবদ্ধৃত শরীরঃ॥ ঐ, ৬৭। সম্যক্‌জ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান প্রভাবে, সংসারবীজ বা পুনর্জন্মকারণ ধর্ম্মাধর্ম্মাদি দগ্ধবীজ সদৃশ হইলেও, চক্রভ্রমণের দৃষ্টান্তে প্রারব্ধ শরীর কিছুকাল বিধৃত থাকে। তত্ত্বজ্ঞানের পর মরণ পর্য্যন্ত জীবন্মুক্তাবস্থা এবং তৎপরে বিদেহ কৈবল্য নামক পরমমোক্ষ। যে চাকা ঘুরিয়াছে, বেগনিবৃত্তি ব্যতীত তাহার গতিনিবৃত্তি হয় না। সেইরূপ, তত্ত্বজ্ঞান হইলেও, যে বলাবলম্বনে শরীর সঞ্জাত হইয়াছে, তাহার অবসান না হওয়া পর্য্যন্ত শরীর বিদ্যমান্ থাকে। কিন্তু, শরীর থাকিলেও, তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষ তাহাতে সমাসক্ত থাকেন না। পদ্মপত্রস্থ জলের ন্যায়, তিনি নির্লিপ্তভাবে থাকেন। প্রাপ্তে শরীরভেদে চরিতার্থত্বাৎ প্রধান বিনিবৃত্তৌ। ঐকান্তিকমাত্যন্তিকমুভয়ং কৈবল্যং প্রাপ্নোতি॥ ঐ, ৬৮। ভোগের দ্বারা প্রারব্ধ সংজ্ঞক শরীরাবস্থান কারণ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, শরীরও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। একদিকে শরীর ক্ষয়গ্রস্ত এবং অন্যদিকে প্রকৃতি বিনিবৃত্তা বা আত্মধর্ম্মপ্রদর্শনবিমুখী। সুতরাং, ঈদৃশী অবস্থায় অবশেষে পুরুষের ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক উভয়বিধ কৈবল্য সুসিদ্ধ হয়। যাহা অবশ্যম্ভাবী, তাহাই ঐকান্তিক। যৎপ্রাপ্তিতে আর প্রকৃতিবদ্ধ হইতে হয় না, তাহা আত্যন্তিক। স্বল্পকথায় বলিতে গেলে, কেবলাত্মসাক্ষাৎকারই তত্ত্বজ্ঞান এবং বুদ্ধিপ্রতিবিম্বিত না হওয়া বা জড়সম্বন্ধবর্জ্জিত হওয়াই পুরুষের মোক্ষ। কৈবল্য, স্বরূপে অবস্থান ও মুক্তি মোক্ষের নামান্তর।

উল্লিখিত বিবরণ হইতে একদিকে যেমন পুরুষ, প্রকৃতি, তত্ত্বজ্ঞান ও মোক্ষ বিষয়ক উৎকৃষ্ট ধারণার গঠন করা যায়, অন্যদিকে, সেইরূপ, ইহাও বোধগম্য করা যায় যে, সাংখ্য ও পাতঞ্জল মতে, মোক্ষকালে আত্মার অন্তরিন্দ্রিয় বা মন থাকেনা। প্রকৃতি হইতে মহৎ, মহৎ হইতে অহঙ্কার এবং অহঙ্কার হইতে মন উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং, যে চেতন পুরুষ সত্ত্বরজস্তমোগুণা জড়প্রকৃতি হইতে বিমুক্ত, তাঁহার মনের সহিত সম্বন্ধ থাকা সম্পূর্ণ অসম্ভব। অপিচ, মন অনিত্য। তদুৎপত্তিশ্রুতের্ব্বিনাশদর্শনাচ্চ॥২২। সাংখ্যদর্শন, দ্বিতীয় অধ্যায়। তেষাংসর্ব্বেষামিন্দ্রিয়ানামুৎপত্তিরস্তি। এতস্মাজ্জায়তে প্রাণোমনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়ানি চ।

—ইত্যাদি শ্রুতি প্রমাণে জানা যায়, সকল ইন্দ্রিয়েরই উৎপত্তি আছে এবং যেমন বৃদ্ধাদি অবস্থায় চক্ষুঃ প্রভৃতির নাশ হয়, সেইরূপ, মনেরও নাশ আছে। যাহার উৎপত্তিবিনাশ আছে, তাহা নিত্য হইতে পারেনা। অতএব মন অনিত্য। মুক্তাবস্থায়, নিত্য পুরুষ বিদ্যমান থাকেন; কিন্তু পূর্ব্বে যাহা 'তাঁহার মন' নামে অভিহিত হইত. তাহার বিনাশ হয়। মুক্ত পুরুষ প্রকৃতি ও প্রকৃতিবিকারের সহিত যাবতীয় সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া, স্বরূপে অবস্থিতি করেন। এই স্বরূপের লক্ষণও আমাদের অবিদিত নহে। কারণ, সাংখ্য ও পাতঞ্জল স্পষ্টই বলিয়াছেন, পুরুষ চেতন। চৈতন্য আত্মার উৎপন্ন প্রধ্বংসীগুণ বা নৈজ ধর্ম্ম নহে। ইহার উৎপত্তি বা ভোগ আত্মমনঃসংযোগের অপেক্ষা করেনা। পুরুষ স্বয়ং চৈতন্যস্বরূপ। অতএব, এক্ষণে আমরা উপলব্ধি করিতে পারি, মুক্তপুরুষ, বস্তুতঃ অচেতনও থাকেন না কিম্বা মন দ্বারাও স্বাত্মসুখভোগ করেন না। তিনি জ্ঞানময় চৈতন্য স্বরূপই বিরাজ করেন। তথাপি, মুক্তপুরুষের অচেতন থাকা ও মনদ্বারা স্বাত্মসুখভোগ করার কথা, অন্যান্য দর্শনে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা কেবল রূপকভাবে এবং জ্ঞানের ক্রমোন্মেষকল্পে বা পথিকগণকে ক্রমপর্য্যায়ে জ্ঞানমার্গে আকৃষ্ট করণাশয়ে।

এমতে, যাত্রাগৃহ হইতে বহির্গত হইয়া এবং মন্থরগতিতে এপর্য্যন্ত চলিয়া, আমরা অবশেষে, অলক্ষ্যে, এমন একস্থানে উপনীত হইয়াছি, যাহা বেদান্তভবনের সন্নিকৃষ্ট। কেননা, এইস্থান হইতেই বেদান্তের মধুর সঙ্গীত আকর্ণিত হয়।

অদ্বয় সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম সনাতন।
জীব নহে তাঁহা হতে ভিন্ন কদাচন।
আবরণ অজ্ঞানের শক্তি,
ঢাকাপ'লো তায় নিজ দীপ্তি;
তাইতে জীবের হয় আত্মবিস্মরণ—
শিবত্ব ভুলে' জীবত্ব জ্ঞান,
স্থূল সূক্ষ্ম শরীরাভিমান,
সুখদুঃখভোগীরূপে জীবন যাপন।
বিক্ষেপ তার শকতি অন্য,
অলীক কল্পন যার জন্য—
মহদাদি ক্রমে বিশ্ব সৃজন গণন।
ব্রহ্মাণ্ড আঁকা অজ্ঞান গায়;

তবু, হ'য়ে মুগ্ধ জীব তায়,
আপনাকে ব্রহ্মভিন্ন করয়ে মনন।
এ অনিত্য জগৎ প্রপঞ্চে—
অজ্ঞান রঞ্জিত রঙ্গমঞ্চে,
সুখে দুখে অভিনয় করে জীবগণ।
জীব যেতে পারে ভবপারে,
যদ্যপি সে পারে করিবারে,
আত্মগত অজ্ঞানের বিনাশ সাধন।
সেথায় গেলে থাকেনা আর
মন, বুদ্ধি, দেহ, অহঙ্কার ;
থাকে সুধু পরমাত্মা চৈতন্য পাবন।
অজ্ঞানাবরণ ঘুচে গেল,
যেই ব্রহ্ম সেই ব্রহ্ম র'ল,
এইরূপে জীব ব্রহ্ম একতা পাদন।
বেদান্তবিনোদ ক্ষোভে কয়
শোন্ মূঢ় মন নীচাশয়,
ভুলিস্ করিতে কেন এসত্য ধারণ ?
যোগে পরশ মণির সহ,
দেখ কঠিন মলিন লোহ
হ'য়ে যায় আভাময় সুরম্য কাঞ্চন।
থাকিস্ যদি যতন ক'রে
মহৎ সত্যের ভাব ধ'রে,
ক্রমে তোর মালিন্যের হইবে ক্ষালন।
সময়ে হইবে তোতে আত্মউদ্বোধন।

ইহাইত বেদান্ত দর্শনের গান। দুঃখাতীত মুক্তাত্মার অজ্ঞানকল্পিত ইন্দ্রিয়াদি বিনষ্ট হয়। সুখভোগ জন্য, তাঁহার বুদ্ধি প্রভৃতির আবশ্যকতাও নাই। তিনি স্বয়ং জ্ঞান ও আনন্দময়। সুতরাং জাগতিক ইন্দ্রিয়বুদ্ধ্যাদিসম্পন্ন না হইয়াও, তিনি অপরিসীম বিমলানন্দ স্বরূপ বিরাজ করেন। তিনি সর্ব্বজ্ঞ। যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধিনেদং যদিদমুপাসতে॥

যন্মনসান মনুতে যেনাহুর্ম্মনোমতম্। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদ মুপাসতে॥ ইত্যাদি। যিনি বাক্য দ্বারা প্রকাশ পান না,বরং যাঁহার সত্তায় বাক্য প্রকাশ পায়, যিনি মন দ্বারা চিন্তা করেন না, বরং যাঁহার সত্তায় মন চিন্তাক্ষম হয়, যিনি চক্ষুর্দ্বারা দর্শন করেননা, বরং যাঁহার সত্তায় চক্ষুর বিষয় সমূহ লোকে দর্শন করে, যিনি কর্ণদ্বারা শ্রবণ করেননা, বরং যাঁহার সত্তায় এই কর্ণ শ্রবণ-সাধন হয়, যিনি প্রাণবায়ুদ্বারা নিশ্বাস প্রশ্বাস কয়েননা, বরং যাঁহার সত্তায় প্রাণ নিশ্বাসপ্রশ্বাস চালনে সক্ষম হয়, তাঁহাকেই—সেই পরমাত্মাকেই—তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জানিও ; অন্য এই যে কিছু লোকে উপাসনা করে, তাহা ব্রহ্ম নহে। কেনোপনিষৎ, প্রথমখণ্ড, ৪—৮। শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসোমনো যদ্বাচোহবাচংসউ প্রাণাস্য প্রাণশ্চক্ষুষশ্চক্ষুরিত্যাদি। ঐ, ২। তিনি শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, বাক্যের বাক্য, প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু।

ষড়্‌দর্শন প্রকৃতির উক্তরূপ আনুপূর্ব্বিক পর্য্যালোচনা করিয়া, এক্ষণে তন্মধ্যে তাহাদের প্রত্যেকের আন্তরিক অভিসন্ধির অনুসন্ধান করা যাইতে পারে। দুখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি বা মুক্তির উপায় শিক্ষা দেওয়াই যে দর্শন শাস্ত্রের উদ্দেশ্য, তাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু, এই উদ্দেশ্য ষড়্‌ দর্শনে সম পরিমাণে বা সমানভাবে সিদ্ধ হয় নাই। যেমন বিষয় বিশেষের বিবৃতি উপলক্ষে এক বক্তা অন্য বক্তার বা ক্ষুদ্র পুস্তক বৃহৎ পুস্তকের অপেক্ষা রাখে, আধ্যাত্ম-তত্ত্ব বর্ণনায় বেদান্তেতর দর্শন পঞ্চকও, সেইরূপ, বেদান্তের অপেক্ষা রাখিয়াছে। যদিও বৈশেষিক, ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল ও মীমাংসা আপন আপন শিক্ষার্থীগণের মানসিক উৎকর্ষ বিধানে যথেষ্ট তৎপর, তথাপি ইহারা সকলেই, যেন, শেষ কথা বেদান্তে পাওয়া যাইবে বলিয়া, তত্ত্বজিজ্ঞাসুগণকে ইঙ্গিত করে। বিভিন্ন শাখাপথ সকল যেমন পথিকগণকে এক প্রধান বর্ত্মে উপনীত করে, বেদান্তেতর দর্শন পঞ্চকও, সেইরূপ, মুমুক্ষুগণকে বেদান্তে চালিত করে। এমতে, বৈশেষিকাদি পঞ্চদর্শন বেদান্তদর্শনের উপক্রমণিকাকল্প। পঞ্চোপক্রমণিকায় বর্জ্জন, স্বল্পভাষণ, অস্পষ্টতা প্রভৃতি যত কিছু ত্রুটী আছে, তৎসমস্তই বেদান্তে পরিশোধিত হইয়াছে। এতৎপার্থক্য ব্যতীত, আপাত দৃষ্টিতে ষড়্‌দর্শন মধ্যে অন্যান্য যে সকল বৈষম্যের প্রতীতি হয়, তৎসমস্ত যে প্রকৃত বৈষম্য পদবাচ্য নহে, অনুধাবন করিয়া দেখিলেই তাহা বোধগম্য করা যায়। ষড়্‌ দর্শনে বিভিন্ন পারিভাষিক শব্দের প্রয়োগ আছে, সত্য। কিন্তু ইহাতেই যে তাহাদের পারম্পরিক

বৈলক্ষণ্য সাধিত হইয়াছে, এরূপ মনে করা অসঙ্গত। সুবিজ্ঞ শিক্ষাদাতাগণ শিক্ষার্থীগণের ভিন্ন ভিন্ন রুচি গণনায়, একই বস্তু বিভিন্ন সংজ্ঞায় প্রকটিত করেন। অপ্, বারি, তোয়, সলিল, প্রভৃতি নাম এক জল বস্তুরই বোধক। সুতরাং অপ্‌ভাষী ও বারিভাষী ব্যক্তিদ্বয় দুইটী পৃথক্ পদার্থের কথা বলেন না বুঝিয়া, উভয়েই এক জলপদার্থের নির্দ্দেশ করেন বুঝাই সঙ্গত। লক্ষণা পর্য্যালোচনায় আমরা দেখিতে পাই, স্থূল সৃষ্টির আরম্ভক স্বরূপ যাহা বেদান্ত দর্শনে অপঞ্চীকৃত মহাভূতনামে অভিহিত হইয়াছে, তাহাই সাংখ্যপাতঞ্জলে তন্মাত্র, ভূতসূক্ষ্মও অবিশেষ এবং ন্যায়বৈশেষিকে পরমাণু অভিধা প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রথমশিক্ষার্থী গণের সুবিধার জন্যই, ন্যায় বৈশেষিকে পঞ্চীকৃত স্থূলাকাশ নিত্যাভিহিত এবং ইহার আরম্ভকপরমাণুনা থাকার বিষয় বির্ণত হইয়াছে। বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্যভাবে, বিভু নির্গুণ আত্মা একমাত্র অনন্তপ্রতিম আকাশের সহিতই উপমিত হইতে পারেন। এজন্য, ন্যায় বৈশেষিকে, মুক্তাত্মার আকাশভাবপ্রাপ্তির সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। যাঁহারা সাংসারিক সুখভোগের পরাকাষ্ঠাকে মুক্তির অর্থ স্বরূপ গ্রহণ করেন, তাঁহারাই কামনার অযোগ্য বস্তু-জ্ঞানে, বৈশেষিক মোক্ষের উপেক্ষা করিয়া থাকেন। যেজন সংসারের সহস্রমুখী জ্বালার তীব্রদংশনে নিরতিশয় জর্জ্জরিত হইয়া চিরতরে জগতের সকল সম্বন্ধ ঘুচা-ইতে সমুৎসুক এবং উদার গগনের ন্যায় নির্লিপ্ত ও নিঃসঙ্গভাবে থাকিতে একান্ত অভিলাষী, তিনিই বৈশেষিকী মুক্তির মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। জগৎ জ্বালাময় এবং মনেই যাবতীয় জ্বালার অনুভব হয়। সংসারতাপদগ্ধ তত্ত্বজিজ্ঞাসুর প্রতি ন্যায়বৈশেষিক মনোরম উপদেশ প্রদান করে। আত্মমনঃ সংযোগে সুখদুঃখানুভূতি নিষ্পন্না হয়। আত্মমনের চিরবিচ্যুতিই আত্মার মুক্তি। মোক্ষে আত্মা ব্যোমবৎ উদাসীন থাকেন। নিবিড় জলদাভ্যন্তরে তড়িৎবিস্ফুরণের ন্যায় দুঃখবহুল সংসারে ক্ষণিক সুখোদয় দেখিয়া, যাঁহারা মুক্তিতে নিরবচ্ছিন্ন সুখের প্রত্যাশা করেন, অথচ, মন ব্যতীত আত্মার সুখভোগসাধন হওয়া অসম্ভব বিবেচনা করেন, তাদৃশ মুমুক্ষুগণের পক্ষে পূর্ব্বমীমাংসার উপদেশই হৃদয়গ্রাহী। মোক্ষে আত্মার মন থাকে এবং তৎকালে আত্মা মনদ্বারা যে সুখভোগ করেন, তাহা সাংসারিক নহে, দিব্য—সে সুখ দুঃখবিমলিন নহে, অপরি-চ্ছিন্ন ও নির্ম্মল। শিক্ষার্থীগণের সুবিধার জন্য, এপর্য্যন্ত, চৈতন্যকে আত্মার গুণ স্বরূপ অভিহিত করা হইয়াছে। অতঃপর, আত্মাই যে চৈতন্য, ছাত্রগণ সমক্ষে

তৎপ্রতিপাদনের প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়! সাংখ্যপাতঞ্জল উপক্রমণিকাসদৃশ হইলেও, ইহারা আত্মাকে চৈতন্যস্বরূপ ব্যক্ত করিয়া, তত্ত্বপিপাসুগণ সমীপে আত্মতত্ত্বের অপেক্ষাকৃত উচ্চ আদর্শ উপস্থাপিত করিয়াছে। তথাপি, একাত্মবাদ তাহাদের পক্ষে অত্যন্ত দুর্ব্বোধ্য হইবে বলিয়া, ইহারা বহুপুরুষেরই উল্লেখ করিয়াছে। এই পঞ্চোপক্রমণিকার যে কোনটী যোগে বেদান্তদর্শনে প্রবেশলাভ করিতে পারিলেই, অবশেষে, জানা যায়, এক অদ্বয় জ্ঞানময় চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মাই, অজ্ঞাননিবন্ধন, বহু আত্মা বা পুরুষরূপে প্রতিভাত হন। অধিকন্তু, ন্যায়বৈশেষিক যোগে যাঁহারা বেদান্তে উপনীত হন, তাঁহারা আরও উপলব্ধি করেন, উক্ত দর্শনদ্বয়ে যে জীবাত্মাপরমাত্মার ঐক্য সঙ্কেতিত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ সত্য।

স্থূলসূক্ষ্ম বা কার্য্যকারণভেদে জগৎ যে দুইভাগে বিভক্ত, তাহা আমরা সাংখ্যদর্শনে বিদিত হইয়াছি। আমরা আরও জানিয়াছি, কার্য্যজগৎ হইতে কারণ জগতের অনুমান করা যায়। স্থূলজগৎ বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য; পক্ষান্তরে সূক্ষ্ম জগৎ অনুমেয়। ব্যক্ত কার্য্যজগৎ জড়জগৎ নামে অভিহিত হয়। এতত্তুলনায় অব্যক্ত কারণ জগৎ অধ্যাত্ম জগৎ নামে অভিহিত হইতে পারে। আবার ন্যায় বৈশেষিকে স্থূলাকাশ সূক্ষ্মজগতের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এমতে, পূর্ব্ববর্ণিত সঙ্কেত সকলের অনুসরণ এবং অধোদিকে স্থূলাকাশকে কারণজগতের শেষ সীমা স্বরূপ পরিগণন করিয়া, অধ্যাত্মরাজ্যে বেদান্তসহ অন্য দর্শন পঞ্চকের সঙ্গমপর্য্যায় নির্ণয় করিবার প্রয়াস করিলে, আমরা দেখিতে পাই, ন্যায়বৈশেষিক আকাশস্থানে, পূর্ব্বমীমাংসা মনের স্থানে ও সাংখ্যপাতঞ্জল প্রকৃতিস্থানে গিয়া বেদান্ত দর্শনের সহিত মিলিত হইয়াছে।

বৈদান্তিক চতুঃসূত্রীর তৃতীয়সূত্র 'শাস্ত্রযোনিত্বাৎ' ও চতুর্থসূত্র 'তত্তু সমন্বয়াৎ' পূর্ব্বে যথাস্থানে অনূদিত হইয়াছে। যে জগদ্ব্যাপী মহাসত্য এই দুই অমূল্য সূত্রে সন্নিবদ্ধ আছে, উল্লিখিত বিবরণাবলীর ওতপ্রোত পর্য্যালোচনায় তাহা, এক্ষণে, কথঞ্চিৎ উপলব্ধ হইতে পারে। অধ্যাত্মরাজ্য হইতে সংসারারণ্যে ষড়্দর্শনকল্প যে ছয় পথ প্রসারিত আছে, তন্মধ্যে বেদান্ত দর্শনই প্রধান এবং অন্যান্য দর্শন তাহার শাখাস্বরূপ। ব্রহ্মবিনিঃসৃত বেদচতুষ্টয় বেদান্ত দর্শনের ভিত্তি। সুতরাং, বেদান্ত দর্শন, মুখ্যভাবে, ব্রহ্ম হইতে বিনির্গত হইয়াছে। অধ্যাত্মরাজ্যসীমা মধ্যে, পূর্ব্বোক্ত বিভিন্নস্থানে, বেদান্ত হইতে অবশিষ্ট দর্শনপঞ্চকের উদ্ভব হইয়াছে। সংসারদেশে, ভিন্ন ভিন্ন সাম্প্রদায়িক দর্শনের আকারে, ষড়্দর্শনের প্রত্যেকের

অনেক শাখাবিস্তার সংঘটিত হইয়াছে। সাম্প্রদায়িক দর্শননিচয়ের প্রত্যেক হইতে আবার স্থূলদর্শন, গণিত, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ব্যাকরণ, ইতিহাস, ভূগোল, জ্যোতিষ, রসায়ন, প্রভৃতি বিভিন্ন প্রশাখা শাস্ত্রের আবির্ভাব হইয়াছে। শাখা-শাস্ত্রের শাখাশাস্ত্র, তাহার প্রশাখা শাস্ত্র, ইত্যাদিক্রমে, সমস্ত সংসারারণ্য শাস্ত্রপথ-পরিকীর্ণ। এইরূপে, শাখাপ্রশাখানুক্রমিক শাস্ত্রবিস্তারে, এজগতে জ্ঞান বিসারিত হইয়াছে। সকল শাস্ত্রের চরম উৎপত্তিস্থান, সর্ব্বজ্ঞানের অশেষ আকর ব্রহ্ম, এই জন্যই, বেদান্ত দর্শনে শাস্ত্রযোনি অভিহিত হইয়াছেন। এই সমস্ত শাস্ত্রপথ অব্যবহৃত থাকিবার জন্য বিনির্ম্মিত হয় নাই। ক্ষুদ্র, বৃহৎ, সঙ্কীর্ণ, বিস্তীর্ণ,—সকল পথই সংসারকাননবাসী জীবগণের ব্যবহারের জন্য অভিপ্রেত। ক্ষুদ্র ও সঙ্কীর্ণ পথে চলিয়া, পরে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ও বিস্তীর্ণ পথপ্রাপ্ত হওয়া যায়। অধ্যবসায়যোগে ক্রমবিস্তৃত পথরাজী অতিক্রম করিতে করিতে, সংসারারণ্যের সীমালঙ্ঘন ও অধ্যাত্মরাজ্যে প্রবেশলাভ করা যায়। কেবল ক্ষুদ্র ও সঙ্কীর্ণ পথ আশ্রয় করিয়া থাকিলে, সংসারাটবীতেই ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। ক্রমোন্নত সাধনকল্পে, কাব্য, ব্যাকরণ, ইতিহাস, পুরাণ, গণিত, বিজ্ঞান, স্থূলদর্শন, প্রভৃতি শাস্ত্রাধ্যয়নে, মানসিক চাঞ্চল্যের কথঞ্চিৎ নিবৃত্তি সাধন করিয়া, কোন এক সাম্প্র-দায়িক দর্শন অবলম্বন করা বিধেয়। সাম্প্রদায়িক দর্শনে মনের স্থৈর্য্য বিধান করিয়া, সুবিধানুযায়ী, ষড়্দর্শনের যে কোনটী আশ্রয় করা যাইতে পারে। বেদান্তেতর পথসকল সম্পূর্ণ সরল না হইলেও, এ সমস্ত পথে অধ্যাত্মরাজ্যে উপনীত হইয়া, অতঃপর বেদান্তমার্গে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করা যায়। অতএব, জগতে যত কিছু শাস্ত্র আছে, সকলেরই চরমতাৎপর্য্য ব্রহ্মে পর্য্যবসিত হইয়াছে এবং ব্রহ্ম যে শাস্ত্রগম্য, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ করা অনুচিত। মোহান্ধ মানব উদ্দেশ্যপ্রাপ্তির উপায়কেই মুখ্যোদ্দেশ্য স্বরূপ পরিগণনা করিয়া এবং তাহাতেই সমাসক্ত থাকিয়া, গহন তমসাচ্ছন্ন সংসারকাননে নিশাচরের ন্যায় পরিভ্রমণ করে। পাণ্ডিত্যাভিমান-পরিতৃপ্তির জন্য, অপরাবিদ্যানুমোদিতভাবে বিজ্ঞানাদি ব্যবহারিক শাস্ত্রনিচয়ের আলোচনা এবং তদ্দ্বারা অর্থ, খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করা জীবনের উদ্দেশ্য নহে। পরাবিদ্যালোকযোগে জীবনোদ্দেশ্যের সুস্পষ্ট প্রতিমূর্ত্তি নয়নগোচর করা যায়। যে স্থান দুঃখলেশশূন্য, আত্মা স্বকীয় পূর্ণজ্যোতিতে যেস্থানে বিরাজ করেন, শাস্ত্রপথাবলম্বনে, ক্রমশঃ, অগ্রসর হইতে হইতে, সেইস্থানে উপনীত হইয়া, আত্মসাক্ষাৎকারকরাই জীবনের চরম উদ্দেশ্য। সাংসারিক

উদ্দাম ঝঞ্ঝামারুত মধ্যে ধর্ম্ম ও ঈশ্বরে চিত্তবন্ধন করিয়া থাকাই বিদ্যাশিক্ষার সার্থক্য।

প্রসঙ্গতঃ, আর একটী চিন্তা অনিবার্য্যরূপে মানসপটে উদিত হয়। বেদান্তদর্শনের প্রথমসূত্রগত 'অথ শব্দ অনন্তরার্থক এবং ব্রহ্মজিজ্ঞাসার পূর্ব্বে শমদমাদির উৎপাদন সূচনা করে, ইহা যথাস্থানে প্রদর্শিত হইয়াছে। শমদমাদির উৎপাদন যে অন্যান্য শাস্ত্রাভ্যাসের সহিত সংশ্লিষ্ট, তাহা নির্ব্বিবাদে বলা যাইতে পারে। অথশব্দের ঈদৃশ ভাবার্থ কোনপ্রকারে নিন্দিত হইতে পারেনা। প্রত্যুত, ইহা অত্যুৎকৃষ্ট প্রমিত হয়। ফলতঃ এই পবিত্র শব্দ এরূপ শক্তিশালী যে, ইহা অগণ্য উত্তমার্থের আশ্রয়স্থানীয়। সর্ব্বদর্শী ব্যাসদেব শুভক্ষণে শারীরক সূত্রাবলীর প্রথমশব্দ স্বরূপ ইহার প্রয়োগ করিয়াছিলেন। মহর্ষি বাদরায়ণ জ্ঞাননেত্রে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, অপরাপর দর্শনাধ্যায়নে ব্রহ্মজ্ঞানপিপাসার উদ্রেক হওয়া সত্ত্বেও, কাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ করিতে না পারিয়া, মানবগণ যখন তাহা পাইবার জন্য ব্যাকুল হইবে, তখন তাহারা স্বতঃই বেদান্তের শরণ গ্রহণ করিবে। অতএব, অথ শব্দ দ্বারা তিনি যে অন্যান্য দর্শনের পাঠ সমাপনানন্তর, অবশেষে বেদান্তাধ্যয়নের ইঙ্গিত করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

যতক্ষণ উদ্দেশ্যের সিদ্ধি না হয়, ততক্ষণ উদ্দেশ্যপ্রাপ্তির উপায়গুলিও গৌণোদ্দেশ্য স্বরূপ পরিগণিত হয়। যাহারা এক মূলোদ্দেশ্যের সাধনকল্পে, বিভিন্ন গৌণোদ্দেশ্যের বিনিয়োগ করে, তাহারা পরস্পর পৃথক্ হইলেও, তাহাদের পার্থক্য বিজাতীয় নহে। মৌলিক উদ্দেশ্য ষড়্দর্শনে সমপরিমাণে সিদ্ধ না হইলেও, তৎসম্বন্ধে তাহাদের মতবিভিন্নতা নাই। কেননা, দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি পুরুষের প্রধান প্রয়োজন এবং তত্ত্বজ্ঞানযোগে দুঃখের সমুচ্ছেদ হয়, ইহা সকল দর্শনেরই মূলসূত্র। তবে, এতৎপ্রতিপাদন বা চরমোদ্দেশ্যসাধন কল্পে যে সকল উপায় অবলম্বিত হইয়াছে, তাহাদের আকার দর্শনভেদে বিভিন্ন। যেমন ভিন্ন প্রকৃতি রোগিগণের মনোরঞ্জন জন্য একই ঔষধ বিভিন্ন বর্ণ, গন্ধ বা স্বাদবিশিষ্ট করিয়া দিতে হয় কিম্বা ভিন্নাভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য একই বিষয় দৃষ্টান্তাদি যোগে নানাভাবে ব্যক্ত করিতে হয়, সেইরূপ, ভিন্নরুচি মুমুক্ষুগণের উৎসাহবর্দ্ধনকল্পে, বেদান্তেতর দর্শননিচয়ে আত্মা ও মোক্ষের রহস্য বিভিন্নরূপে বর্ণিত হইয়াছে। সর্ব্বোচ্চশ্রেণীস্থ মুমুক্ষুগণের উপযোগী বেদান্তদর্শনে আত্মা ও মোক্ষের স্বরূপ রঞ্জিত করিবার আবশ্যকতা হয় নাই। এজন্য, উহাতে

তাহা যথাযথভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। অতএব, আধ্যাত্মিক ষড়্‌দর্শন বাহ্যতঃ যতই বিভিন্ন প্রতীত হউক না কেন, তাহারা সজাতীয়।

নির্গুণ আত্মা বা পুরুষ চেতন ও অবিকারী। ত্রিগুণ অজ্ঞান্ বা প্রকৃতি জড় ও পরিণামী। * যতকাল আত্মা অজ্ঞানাবদ্ধ থাকেন, ততকাল তিনি অজ্ঞানে প্রতিবিম্বিত হন বা প্রকৃতির বিকার পুরুষে উপচারিত হয়। ইহাতে প্রকৃতির ধর্ম্মাধর্ম্ম, সুখদুঃখ, পাপপুণ্য, স্বভাববিপর্য্যয় প্রভৃতি আত্মার তত্তৎগুণ স্বরূপ প্রতিভাত হয়। পুরুষ যে, বস্তুতঃ, সর্ব্ববিধ বিকারবর্জ্জিত, তাহা স্থূল দৃষ্টান্তযোগে আমরা পরোক্ষভাবে উপলব্ধি করিতে পারি। বায়ুর গন্ধ গুণ নাই। সুতরাং, স্বভাবতঃ, বায়ু গন্ধহীন। তথাপি, বায়ু যখন অন্য দ্রব্যের সুগন্ধ বা দুর্গন্ধ বহন করিয়া আনে, তখন আমরা বায়ুকে যথাক্রমে সুগন্ধ বা দুর্গন্ধ বলিয়া থাকি। বায়ুকে পরকীয়-গন্ধ-বিচ্যুত করিতে পারিলে, যেমন, তাহার গন্ধহীনতা প্রত্যক্ষ করা যায়, আত্মাকে অজ্ঞানমুক্ত করিতে পারিলে, সেইরূপ, আত্মার নির্ব্বিকারত্ব † অনুভব করা যায়। কিন্তু, বায়ুকে পরকীয় গন্ধ বিচ্যুত করা যত সহজ, পুরুষকে প্রকৃতিবিবিক্ত করা তত সহজ ত নহেই, পরন্তু, তদপেক্ষা যে কতগুণ কষ্টকর, তাহা নির্ণয় করা অসাধ্য। ফলতঃ, আত্মাকে কিরূপে ক্রমশঃ অজ্ঞানমুক্ত করা যাইতে পারে, আধ্যাত্মিক শাস্ত্রাবলী তাহারই উপদেশ করে। অজ্ঞানমুক্ত হইলে, আত্মা আর অজ্ঞানে উপহিত বা প্রতিবিম্বিত হন না কিম্বা প্রকৃতির বিকার পুরুষে আরোপিত হয় না। মৃত্যুর এতৎপারে যাঁহারা অজ্ঞানমুক্ত হন, তাঁহারাই জীবন্মুক্ত। রসেশ্বর সম্প্রদায় যে পিণ্ডস্থৈর্য্য বা শরীরের

---

* তচ্ছক্তির্ম্মায়া জড়সামান্যাৎ ॥ ৮৬ ॥ শাণ্ডিল্যসূত্রম্। পরমব্রহ্মের ঐশ্বর্য্য শক্তি মায়া এবং সেই মায়া জড়।

† ন বিকারিণস্তু করণবিকারাৎ ॥ ৯৫॥ শাণ্ডিল্যসূত্রম্। করণগত বিকার দ্বারাই জ্ঞানাদির উপপত্তি আছে; পরন্তু আত্মা অবিকারী। সুখাদির যে বোধ হয়, তৎপ্রতি ইন্দ্রিয়াদিই কারণ। অতএব, সুখাদি আত্মার বিকার নহে। আমি শুক্ল, আমি পীত, ইত্যাদিস্থলে যেমন দেহের গৌরত্ব পীতত্ব আত্মায় উপচারিত হয়, আমি জানি, আমি সুখী, ইত্যাদিস্থলেও সেইরূপ ইন্দ্রিয় বিকার আত্মায় উপচারিত হয়। 'আমি' এই জ্ঞানও মনের গ্রাহ্যমাত্র। মনের লয়ে 'আমি' এইরূপ জ্ঞানও বিলুপ্ত হয়। সুষুপ্তি সময়ে যখন মনের লয় হয়, তখন "আমি" ঈদৃক্ জ্ঞান থাকেনা। আত্মজ্ঞানাদি যে বিকারবান্ নহে এবং আত্মা অবিকারী হইলেও, কেন যে সুখাদির অনুভব হয়, তাহা ইহা হইতে হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

দীর্ঘস্থায়িত্ব বিধানে কেন তাদৃশ তৎপর, তাহা ইহা হইতে বোধগম্য করা যায়। [রসেশ্বর দর্শন দ্রষ্টব্য]।

সংসারক্ষেত্রে, আত্মা বুদ্ধ্যাদিতে প্রতিবিম্বিত হন বা বুদ্ধ্যাদির বিকার আত্মায় উপচরিত হয় এবং তাহাতেই আত্মার ভোগনির্ব্বাহ হয়। অজ্ঞান বশতঃ, বুদ্ধি-বিকার আত্মায় আরোপিত এবং বুদ্ধিবিকারের অনুপাতে আত্মবিকারের মাত্রা নির্ণীত হয়। স্থূলবুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত পুরুষ নির্ব্বোধ এবং সূক্ষ্মবুদ্ধিতে প্রতি-বিম্বিত পুরুষ বুদ্ধিমান্ বিবেচিত হন। চঞ্চলমনে প্রতিবিম্বিত পুরুষ চঞ্চল এবং ধীরমনে প্রতিবিম্বিত পুরুষ ধীর কথিত হন। এমন কি, প্রকৃতিবদ্ধ হইয়াও, যাঁহারা তাহাতে অত্যন্ত সমাসক্ত নহেন, নিন্দা বা প্রশংসা, সম্পদ বা বিপদ, সুখ বা দুঃখ, হর্ষ বা বিষাদে যাঁহাদের মন সাধারণ লোকের মনের ন্যায় উদ্বিগ্ন হয়না, অতিশয়োক্তি অলঙ্কার প্রয়োগে, তাঁহাদিগকে নির্ব্বিকার বলা হয়। বায়ুকে সুগন্ধ বা দুর্গন্ধ বলিলে, তাহাতে বায়ুর ভোগ হয় না। কেননা, বায়ু জড় এবং তাহার ভোগসামর্থ্য নাই। কিন্তু, প্রকৃতির ধর্ম্মাধর্ম্ম, দোষগুণ পুরুষে আরোপিত হইলে, তদ্দ্বারা চেতন পুরুষের ভোগ হয়। যাঁহাকে ভাল বলা যায়, তাঁহার মন প্রফুল্ল এবং যাঁহাকে মন্দ বলা যায়, তাঁহার মন অপ্রসন্ন হয়। এই প্রফুল্লতা ও অপ্রসন্নতা পুরুষে আরোপিত হয়। ইহাই পুরুষের ভোগ। প্রকৃতিবিকার বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন ও দশ বহিরিন্দ্রিয়যোগে সূক্ষ্ম জগতে অসংখ্য সূক্ষ্ম শরীরের সৃষ্টি হইয়াছে। এক আকাশ যেমন বিভিন্ন ঘটে অবচ্ছিন্ন হয়, এক সচ্চিদানন্দ পরমাত্মা, সেইরূপ, অসংখ্য সূক্ষ্মশরীরে উপহিত হইয়াছেন। এই বিষয় সহজবোধ্য করিবার জন্য, বেদান্তেতর দর্শননিচয়ে পুরুষবহুত্ব অঙ্গীকৃত এবং প্রত্যেক পুরুষের জন্য একটী করিয়া সূক্ষ্ম শরীর থাকার বিষয় কথিত হইয়াছে। বুদ্ধি হইতে অহঙ্কারের এবং অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র ও উভয় ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হইয়াছে। 'আমি ইন্দ্রিয়াদি যোগে ঐই এইরূপে ভোগ করিব' ইহাই অহঙ্কারের আকূতি। সুতরাং অহঙ্কারকে চরিতার্থ করিবার জন্য, তাহা হইতে পঞ্চতন্মাত্র ও উভয় ইন্দ্রিয়ের উদ্ভব হইয়াছে। পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চমহাভূত আবির্ভূত হইয়াছে এবং পঞ্চ মহাভূত হইতে স্থূলশরীরের উৎপত্তি হয়। ইহারা সকলেই অহঙ্কারের কার্য্য। উপহিতাকাশ ক্ষুদ্র ঘটের বৃহত্তরপাত্রমধ্যবর্ত্তী হওয়ার ন্যায়, অহঙ্কারবশে, উপহিতাত্ম সূক্ষ্মশীর স্থূলশরীরমণ্ডিত হয়। স্থূলশরীরে ভোগ বিস্পষ্ট হয়। যে সূক্ষ্ম শরীরের অহঙ্কার হস্তীর ন্যায় ভোগ করিতে সমুৎসুক, সে সূক্ষ্মশরীর হস্তিদেহ

আশ্রয় করে। যে সূক্ষ্মশরীরের অহঙ্কার মনুষ্যের ন্যায় ভোগ করিতে অভিলাষী সে সূক্ষ্মশরীর মানবদেহ আশ্রয় করে। অহঙ্কারের পুং বা স্ত্রীজাতীয় ভোগেচ্ছায়, সূক্ষ্মশরীরের পুং বা স্ত্রীজাতীয় দেহ আশ্রয় করিতে হয়। এইরূপে, অগণ্যজাতীয় অসংখ্য শরীরে আত্মা উপহিত হইয়া আছেন। আত্মা যাহাতে উপহিত হন, তাহা আত্মার উপাধি। আত্মার যে কত উপাধি আছে, তাহার ইয়ত্তা করা অসাধ্য। শরীর বিচিত্র পুর সদৃশ এবং ঈদৃশপুরে শয়ন করিয়া আছেন বলিয়া, আত্মা পুরুষ নামে অভিহিত হন। পুরৌ শেতে ইতি পুরুষঃ।

অজ্ঞানোপহিত ও বহুজীবরূপে প্রতিফলিত আত্মার সাংসারিক ভোগ উল্লিখিতরূপে নির্ব্বাহিত হয় এবং প্রকৃতিবিকার বুদ্ধি বা অহঙ্কারই এ ভোগের মূল। অজ্ঞানকর্ত্তৃক নির্গুণ নির্ব্বিকার প্রত্যগাত্মার ভোগ ও ভোগমূলক দেহাদি পরিকল্পিত হয়। যদবলম্বনে, অজ্ঞান এই সকল কল্পনা করে, তাহাই সত্য বা বস্তু। অজ্ঞান যে কল্পনা করে, তাহা মিথ্যা বা অবস্তু। নির্গুণ অপরিণামী পরমাত্মাই সত্য। অজ্ঞান যে জীবাত্মার সংসার ও সাংসারিক ভোগ কল্পনা করে, তৎসমস্ত মিথ্যা ও অবস্তু। কিন্তু, বিস্মৃতিপ্রভাবের সম্পূর্ণ অপসারণ না হইলে, এ মহাসত্যের নির্ম্মল ধারণা করা অসম্ভব। বিস্মৃতির অধিকারে থাকিয়া, অজ্ঞানকল্পনার মধ্য দিয়াই, আমাদের অজ্ঞানোপহিত চৈতন্যের স্বরূপোপলব্ধ করিবার প্রয়াস করিতে হইবে। এরূপ চেষ্টার তাৎপর্য্য অজ্ঞানাবরণরাজীর ক্রমোন্মোচনে নিহিত আছে। সংসারের যাবতীয় কার্য্য অজ্ঞানকল্পিত হইলেও, তাহাদের অজ্ঞানবিলিপ্ততার তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। কোন কোন কার্য্য গাঢ়রূপে অজ্ঞানাচ্ছাদিত। আবার কোন কোন কার্য্য অজ্ঞানের ক্ষীণাবরণমণ্ডিত। প্রথমোক্ত কার্য্যগুলিকে অসার বা অনুত্তম বিবেচনা করিয়া, তাহাদের বর্জ্জন এবং শেষোক্ত কার্য্যাবলীকে সারবান্ বা উত্তম বিবেচনা করিয়া, তাহাদের পরিগ্রহণ করিলে, তদ্দ্বারা অজ্ঞানাবরণ উন্মুক্ত হয়। সুতরাং, অজ্ঞানকল্পনানিচয়কে বস্তুস্বরূপ গ্রহণ করিয়া, উদ্দেশ্যসাধনের অনুকূলতাপ্রতিকূলতাবিচারে, তাহাদের সারত্বাসারত্বের মাত্রাবধারণ করাই বিস্মৃতিগ্রস্ত সাংসারিক মানবের কর্ত্তব্য। * সূক্ষ্মদর্শন সাংসারিক

---

* শক্তিত্বান্নানৃতং বেদ্যম্ ।৪২। শাণ্ডিল্যসূত্রম্। মায়ারূপা প্রকৃতি মিথ্যা বলিয়াই যে জ্ঞেয়পদার্থের অস্বীকার করিতে হইবে, তাহার কোন যুক্তি নাই। পদার্থ মাত্রের শক্তি নিয়ত লক্ষিত হইতেছে। সুতরাং, তাহা মিথ্যা প্রতীত হওয়া অসম্ভব। পরন্ত, জ্ঞেয় পদার্থই শ্রেষ্ঠ।

মানবকে অজ্ঞানাবরণের ক্রমোন্মোচন করিবার উপদেশ দেয়। অতএব অধ্যাত্ম-শাস্ত্রাধ্যয়ন হিতকামী সংসারী মানবের অত্যাবশ্যক কর্ম্ম।

প্রকৃতি সত্ত্বরজস্তমোগুণা। সুতরাং, প্রকৃতির প্রত্যেক বস্তু সত্ত্বরজস্তমোগুণান্বিত। সংসারক্ষেত্রে, এই গুণত্রয়ের পারিণামিক অনুপাত-বৈষম্য গণনায়, আশ্রয়ভূত জীব উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট বিবেচিত হয়। যে অহঙ্কারে সত্ত্বগুণের প্রাবল্য আছে, তাহা এবং পুরুষে তাহার গুণারোপে, তদুপহিত চৈতন্য উৎকৃষ্ট বিবেচিত হন। যে অহঙ্কারে তমোগুণের প্রাবল্য আছে, তাহা এবং উক্তরূপ গুণারোপে, তদুপহিত চৈতন্য নিকৃষ্ট বিবেচিত হয়। অজ্ঞান-নিবন্ধন, অহঙ্কার ও তদুপহিত চৈতন্যের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। এইরূপে, বিভিন্ন অহঙ্কারের আশ্রয়ভূত বহুজীবের ধর্ম্মাধর্ম্ম বা পুণ্যপাপ ও কার্য্যের ন্যায়ান্যায় বিচারিত হওয়ায়, উৎকৃষ্টের দৃষ্টান্তে নিকৃষ্টের আত্মসংশোধন বিষয়ে প্রযত্ন উপস্থিত হয়। এই প্রযত্নবলে, দার্শনিক উপদেশযোগে, অজ্ঞানের মধ্যদিয়া জ্ঞানাভিমুখে অগ্রসর হওয়া যায়। যে অহঙ্কারে 'আমি' উপহিত, যদিও অজ্ঞানবশে 'আমি' তাহার সহিত একীভূত হইয়া আছি এবং সে যে আমা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু, তাহা জানিতে পারিতেছিনা, তথাপি, আমার নিরাশ হইবার কারণ নাই। কেন না, দর্শন আমাকে বলিতেছে, সত্ত্বং লঘুপ্রকাশকমিষ্টমুপষ্টম্ভকং চলঞ্চ রজঃ। গুরু-বরণকমেব তমঃ প্রদীপবচ্চার্থতোবৃত্তিঃ॥ (১৩, কারিকা)। সত্ত্ব লঘু ও প্রকাশক ; জ্ঞান শক্তি, ইচ্ছা শক্তি প্রভৃতি ইহার অন্তর্গত। রজঃ স্পন্দবৎ বা চলনশীল ; ইহার সামর্থ্যে ক্রিয়া, বেগ প্রভৃতি জন্মে। তমঃ গুরু ও আবরক। অজ্ঞান প্রভৃতি ইহারই প্রাদুর্ভাব বিশেষ। এই তিন গুণ পরস্পর বিরোধী হইয়াও, প্রদীপের উপকরণ সকলের ন্যায়, মিলিতভাবে কার্য্য করে। দর্শন আমাকে আরও বলিতেছে, প্রকৃতির সমস্তই পরার্থ বা পুরুষের ভোগের জন্য। যদি তাহা হয়, তবে, আমি প্রকৃতিকে বলিব, সর্ব্বার্থদায়িনি, আমায় সত্ত্বগুণের আধিক্য দাও ; আমি সত্ত্বগুণযোগে ভোগ করিব। আমি তোমার রজোগুণ বা তমোগুণ যোগে ভোগ করিতে চাই না ; উহাতে আমার চাঞ্চল্য ও মোহ বাড়িয়া যায়। আমি যদি সত্ত্বগুণ ভিন্ন অন্যকোন গুণ যোগে ভোগ করিতে

মায়াবীপুরুষ মায়া-শক্তির আশ্রয় ভিন্ন আগন্তুক পদার্থ সৃষ্টি করিতে পারেন না। কার্য্য দৃষ্টি করিলে তাহার যে কারণ আছে, তাহা স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং মায়ার মিথ্যাত্ব সর্ব্বসময়ে স্বীকার করা যায় না।

পরাঙ্মুখ হই এবং দৃঢ় ভাবে প্রকৃতির নিকট সত্ত্বগুণের দাবি করি, প্রকৃতি নিশ্চয়ই অহঙ্কারসহ একীভূত আমাতে সত্ত্বগুণের উদ্দীপনা করিবে। কেন না, প্রকৃতি আমাকে ভোগ না করাইয়া থাকিতে পারিবেনা। দৃঢ়সংকল্পতা অবলম্বন করিয়া, কত ব্যক্তি চরিত্রগত মালিন্যের অপসারণ করিয়াছেন; কত উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তি ধীর ও শান্ত-স্বভাব হইয়াছেন। ভোক্তার রুচি অনুযায়ী, প্রকৃতি ভোক্তাকে ভোগ করায়। যদি আমাতে সত্ত্বগুণের উদ্রেক হয়, তাহা হইলে, আমি শান্ত ভাবে ভোগ করিতে পারিব। শান্ত ভাবে ভোগকরা ও ধর্ম্মসঙ্গত ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা একই কথা। ধর্ম্মের আশ্রয়ে মানসিক স্থৈর্য্য সাধিত হয়। চিত্ত স্থির হইলে, তাহাতে জ্ঞানোন্মেষ হয়। চিত্তবিম্বিতজ্ঞান, ক্রমশঃ ঘনীভূত হয়। এইরূপে, অবশেষে আমাতে বিবেকজ্ঞানের আবির্ভাব হইবে। বিবেকোদয়ে আমার স্বরূপদর্শন হইবে। অহঙ্কারবিচ্যুত আমি তখন স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইব, 'আমি' এক অদ্বয় ব্রহ্ম। 'আমি' নিত্য, জ্ঞানময় ও পূর্ণানন্দ। 'আমি' প্রকৃতি নহি বা তাহার বুদ্ধ্যাদি বিকারও নহি। মায়া তাহার নিজনির্ম্মিত কত প্রকার দর্পণে এত কাল আমাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। বিস্মৃতির আবরণে আত্মহারা হইয়া, আমিও ভাবিতাম এবং অন্য লোকেও ভাবিত, ঐ দর্পণ গুলিই আমি! আমার কোন দুঃখ নাই। তথাপি মায়ার আর্শিতে নিবদ্ধ থাকার অবস্থায় কত শোক, কত জ্বালা, কত মনস্তাপ, আমাতে উপচারিত হইয়াছে! 'আমি' সর্ব্বজ্ঞ। তথাপি, জড় প্রকৃতির বুদ্ধ্যাদির ঘোরে পড়িয়া, তাহাদের কত ভয়, সংশয় ও উদ্বেগ দ্বারা আমার আবরিত হইতে হইয়াছে। মায়ামুক্ত 'আমি' এখন দেখিতেছি, মায়ারাজ্যের সমস্তই মিথ্যা! মায়া আর 'আমাকে' আটক করিতে পারিবেনা। কিন্তু, অগণ্য আমি যাহারা এখনও প্রকৃতি ও প্রকৃতিবিকারবর্গ সহ একীভূত হইয়া, মায়ার অধিকারে বাস করিতেছে, তাহারা মায়ার সমস্ত খেলাকেই সত্য বিবেচনা করিতেছে। ঈদৃশ বিবেকোদয়ের পরেও, যদি আমার স্থূল দেহ থাকে, তাহা হইলে, আমি জীবন্মুক্ত হইব। কিন্তু, সে দেহে রজস্তমের বিন্দুমাত্র প্রভাব থাকিবে না এবং সে দেহের অবসানে আমার আর স্থূল সূক্ষ্ম কোন শরীর ধারণ করিতে হইবে না। অতএব, পুরুষের বন্ধনকারিণী প্রকৃতির নিকট হইতেই, পুরুষ বিবেকজ্ঞান আদায় করিয়া লইতে পারেন এবং সেই বিবেকাস্ত্রে প্রকৃতির সহিত যুদ্ধ করিয়া, পুরুষ প্রকৃতি-বিমুক্ত হইতে পারেন।

ব্রহ্মবিজানন বা আত্মাবগতিই পরাবিদ্যা। জ্ঞানময় পরমাত্মা অজ্ঞানে উপহিত হইয়া আছেন। সুতরাং, অজ্ঞানের গর্ভে সমস্ত জ্ঞানই নিহিত আছে। প্রকৃতির বিভিন্ন তিরস্করিণী রাজীর অন্তরালে যে সকল অমূল্য সত্যরত্ন লুক্কায়িত আছে, গভীর পরমার্থচিন্তাযোগে তাহাদের অনুসন্ধান করিলে, তাহাদিগকে উদ্ধার করা যায়। ইহাই কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ তাঁহার চিরস্মরণীয় সঙ্গীতে মধুর ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন :—

ডুব দে জয় কালী বলে',
হৃদ্-রত্নাকরের অগাধ জলে।
রত্নাকর নয় শূন্য কখন,
দু'চার ডুবে ধন না মিলে ;
তুমি দম-সামর্থ্যে এক ডুবে যাও
কুল-কুণ্ডলিনীর কূলে।
জ্ঞান-সমুদ্রের মাঝেরে মন,
শক্তিরূপা মুক্তা ফলে।
তুমি ভক্তি ক'রে কুড়িয়ে পাবে
শিব-যুক্তি মতন চাইলে।
কমাদি ছয় কুম্ভীর আছে,
আহার লোভে সদাই চলে।
তুমি বিবেক-হলদি গায় মেখে যাও,
ছোঁবেনা তার গন্ধ পেলে।
রতন মাণিক্য কত
পড়ে' আছে সেই জলে।
রামপ্রসাদ বলে ঝম্প দিলে,
মিল্‌বে সে সব ফলে ফলে।

———

ইতি শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায় বিরচিত সমন্বয় গ্রন্থে
অধ্যাত্ম-সংবিদ্‌নামা ষষ্ঠ অধ্যায়।
মধ্যভাগ সমাপ্ত।

সমন্বয়।

(আদ্যভাগ)

ডিমাই ৮ পেজী, ২৩৩ পৃষ্ঠা।

মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

বর্ত্তমান সময়ে হিতকামী মানবের

অবশ্যপাঠ্য পুস্তক।

কেননা,

যে বিশুদ্ধ চিন্তা মনের একমাত্র পুষ্টিকর খাদ্য,

এই পুস্তকনিবদ্ধ

ধর্ম্মসমন্বয়, প্রাচ্য ও প্রতীচ দর্শনসমন্বয়, সৃষ্টিবৈচিত্র্যসমন্বয়,

পুরাণ ও বিজ্ঞানসমন্বয়, পরা ও অপরা বিদ্যাসমন্বয়

ইত্যাদি, ইত্যাদি, তাহারই মধুর মোদক

স্বরূপ। পণ্ডিতগণ প্রদত্ত উপাধি

ও প্রশংসা পত্র।

(১)

ওঁহরিঃ—

সদসদ্বস্তুসুব্যক্তমহিমামহনীয়রুক্
দেবঃ পায়াদপায়াদ্বো-মনঃপ্রত্যক্ষগোচরঃ ॥

চব্বিশপরগণা-প্রদেশান্তর্গত-শিবহট্ট-গ্রাম-বাস্তব্যঃ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ রায় মহোদয়ঃ আর্ষ-দর্শন-মতানাং সারার্থং ধীষণাবলেন প্রচুরশ্রমেণ চাধিগম্য তেষাং মতানাং পাশ্চাত্য দর্শন-মতৈঃ-সমমেকতাং সম্পাদয়িতুমত্যর্থমযতত। এতদীয় চিন্তাশীলতায়াঃ শ্রমপরতায়াশ্চ পরিচায়কঃ এতৎপ্রণীতঃ 'সমন্বয়া'খ্যো গ্রন্থঃ। সচ গ্রন্থোঽস্মাভির্বিবীক্ষিতঃ। গ্রন্থেঽস্মিন্ তদুভয়মতৈকতাপাদন-শ্রমঃ সর্ব্বথা ফলবান্ অভবন্নপি অন্তরান্তরা সফলতামলভত। অপিচাত্র ভাষানিবেশনৈপুণ্যং তথা প্রকটীকৃতং যথানায়াসেনৈব স্থূলধিয়োঽপিতাদৃশ দুরধিগম-দর্শন-মতার্থগ্রহণে সমর্থা ভবেয়ুঃ। অতঃ প্রসন্নমানসৈরস্মাভিরস্মৈ "বিদ্যানিধি" রিত্যুপাধিঃ সাদরং [illegible]ীয়তে। ভগবতঃ প্রসাদাদয়ং উপাধিভাক্ চিরং জীবন্নস্তাৎ। ইতঃ পরঞ্চ শ্র[illegible]চিন্তয়োঃ ফলভূতং কিমপি গ্রন্থং বিরচয্য বিদুষামাশংসা-ভাজনং ভূয়োভূয়াদিত্যাশাস্মহে ॥

১৮৪১ শকাব্দীয় সৌরশ্রাবণস্য ১৮ দিবসীয়া লিপিরিয়মিতি ॥

শ্রীচণ্ডীদাস ন্যায়-তর্কতীর্থ, শ্রীঈশানচন্দ্র স্মৃতি-পঞ্চানন, শ্রীরামতারণ স্মৃতি-কাব্যতীর্থ, শ্রীশশিকুমার বিদ্যাভূষণ—বহরমপুর জুবিলি মঠাধ্যাপকা বয়ম্।

---

(২)

ওঁ শিবঃ

শ্রীশ্রীদুর্গা

শরণম্।

শ্রীমতা নরেন্দ্রনাথ রায় চতুর্ধুরীণেন প্রাচ্য প্রতীচ্য-দর্শনমত-বাদানালোচয়তা সর্ব্বদর্শন-শাস্ত্রানাং সমন্বয়-কামেন মহতা প্রয়াসেন বিপুলকলেবর একগ্রন্থো নিরমায়ি; স চ সমন্বয়-নামধেয়ো যথার্থনামা বঙ্গভাষয়া নিবদ্ধোঽপি দর্শনশাস্ত্র-রসিকানাং নিতরামানন্দ-প্রদায়কো ভবিষ্যতীত্যাশাস্মহে বয়ন্ত্বেতদ্গ্রন্থ-পর্য্যালোচনয়া নিতান্ত মানন্দমনুভবামঃ স্ম। তাদৃক্ শাস্ত্রালোচনশীলতা সর্ব্বথা প্রশংসার্হেতি সন্তুষ্টতমৈরস্মাভিরস্মৈ দীয়তে "বেদান্তবিনোদ" ইত্যুপাধিরিতি শং। লিপিরিয়ং একচত্বারিংশদধিকাষ্টাদশ-শতশকাব্দীয়-সৌর-চৈত্রস্যাষ্টমদিবসীয়া ॥

কাশীরাজসভাসদ্ শ্রীশ্যামাকান্ত তর্কপঞ্চানন শর্ম্মভিঃ, কাশী সন্ন্যাসি-পাঠশালাধ্যাপক শ্রী শ্রীশঙ্কর শর্ম্মতর্করত্নৈঃ, শ্রীহারাণ চন্দ্র শর্ম্মন্যায়রত্নৈঃ, কাশী

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়াধ্যাপক শ্রীহরিহর শর্ম্ম শাস্ত্রিভিঃ, কাশীনগবারুইয়া সংস্কৃত পাঠশালা প্রধানাধ্যাপক শ্রীহারাণচন্দ্র শর্ম্ম শাস্ত্রিভিঃ, শ্রীযাদবচন্দ্র দেবশর্ম্ম ভট্টাচার্য্যৈঃ, স্মৃতিতীর্থোপনামক শ্রীউমেশচন্দ্র দেবশর্ম্ম বেদান্ত বাগীশৈঃ, শ্রী... ভাগবতভূষণৈঃ, শ্রীঅনুকূল চন্দ্র দেবশর্ম্মভিঃ কাব্যব্যাকরণ তীর্থেত্যুপাধিকৈঃ, শ্রীশিবানন্দ তর্কপঞ্চানন শর্ম্মভিঃ।

তিনটী অভিমত।

রায়সাহেব ঈশানচন্দ্র—ভারতবর্ষ দর্শনশাস্ত্রের সূতিকাক্ষেত্র, ধর্ম্মসমন্বয় চেষ্টারও আদি স্থান। বর্ত্তমান যুগে ধর্ম্মসমন্বয় চেষ্টার উপযোগিতা আরও অধিক; কারণ বিদ্যাশিক্ষার বহুবিস্তার সত্ত্বেও দুর্ভাগ্যবশতঃ, সাম্প্রদায়িকতার প্রাদুর্ভাব যেন উত্তরোত্তর ভীষণ হইয়া উঠিতেছে। আপনি প্রাচ্য দর্শনের সহিত পাশ্চাত্য দর্শনের সমতা রক্ষা করিয়া, ধর্ম্ম সমন্বয় সম্বন্ধে যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা আমার নিকট অতি সুন্দর বোধ হইল। যুক্তির সারবত্তার সঙ্গে লিপি কৌশলেরও যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গেল। কুত্রাপি এরূপ কোনও শব্দ বা ভা... প্রয়োগ দেখিলামনা, যাহা ইংরাজি ভাষানভিজ্ঞ পাঠকের পক্ষে দুর্ব্বোধ্য। এ... প গ্রন্থের প্রণয়নে যে বঙ্গভাষার উপকার সাধিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আশাকরি ইহা বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র সমাদৃত হইবে।

স্যার গুরুদাস—এই গ্রন্থের কিয়দংশ মাত্র পাঠ করিবার সময় পাইয়াছি। ইহাতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের অনেকগুলি সার কথা অতি বিশদ ভাবে সরল ভাষায় বিবৃত হইয়াছে এবং পুস্তকখানি আপনার পাণ্ডিত্য, চিন্তাশীলতা ও রচনানৈপুণ্যের যথেষ্ট পরিচয় দিতেছে। এই গ্রন্থখানি বঙ্গ সাহিত্য ভাণ্ডারের একটী আদরের দ্রব্য বলিয়া পরিগণিত হইবে।

নব্যভারত (ফাল্গুন, ১৩২০)—পুস্তকখানি বিশুদ্ধ চিন্তার একখানি সুন্দর অভিধান। উপন্যাস এবং কবিতাপ্রধানযুগে মৌলিক গবেষণা ও চিন্তাপূর্ণ পুস্তক দেখিলে; আমাদের বড়ই আনন্দ হয়। এই পুস্তকে গ্রন্থকার যে ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অনন্যসাধারণ। ভাষার পারিপাট্য এবং বিশুদ্ধি এ গ্রন্থের প্রধান অবলম্বন। প্রাঞ্জলতা, মাধুর্য্য এবং অঙ্কন সৌন্দর্য্যে এই পুস্তকখানি অতি সুন্দর হইয়াছে। ঘরে ঘরে এই পুস্তকের আদর হউক।

প্রাপ্তিস্থান—সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী ৩০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্; রায় চৌধুরী এণ্ড কোং, ৬৮।৫ রসারোড্ নর্থ, কলিকাতা এবং বহরমপুরে গ্রন্থকারের নিকট খাগড়া পোঃ, জেলা মুর্শিদাবাদ।

সমন্বয়

অন্ত্যভাগ।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায় (চৌধুরী) বি-এল,
বিদ্যানিধি, বেদান্তবিনোদ
প্রণীত

এবং
গ্রন্থকার কর্ত্তৃক বহরমপুর হইতে
প্রকাশিত।

 মূল্য ২৲ দুই টাকা।

PRINTED BY DEB PROSAD MITRA,
AT THE ELM PRESS,
63, BEADON STREET, CALCUTTA.

চরমোৎসর্গ।

অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাত শ্চ্যবন্তি তে॥ ২৪
যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥ ২৭

গীতা, ৯ম অধ্যায়।

বাঞ্ছামন্ত্র।

আমার প্রতি যে গুরু কার্য্যসম্পাদনের ভারার্পণ করা তোমার বাঞ্ছিত হইয়াছিল, আমি সাধ্যানুযায়ী ক্রমপরম্পরায় তাহা সম্পন্ন করিয়া, জনকের নামের আবরণে কৃত কার্য্যের আদ্যভাগ এবং জননীর নামের আচ্ছাদনে তাহার মধ্যভাগ ইতিপূর্ব্বে তবপদে উৎসর্গ করিয়াছি। যন্ত্রস্বরূপ আমি এত অপটু যে, ইহাতে তোমার কার্য্য সম্যক্ ও সুচারুরূপে সাধিত হওয়া বিশেষ আশঙ্কার বিষয় ছিল। ভালরূপেই হউক বা মন্দরূপেই হউক, কার্য্যের যখন সমাপ্তি হইয়াছে, তখন আমি এক্ষণে উদ্বেগশূন্য হইয়াছি। সাহস পাইয়া, আমি এই অন্ত্যভাগ বিনা আবরণে, প্রকাশ্য ভাবে, তোমার স্বনামে, তোমাকে উৎসর্গ করিতেছি। যেহেতু তুমি যন্ত্রী বা প্রভু এবং আমি যন্ত্র বা ভৃত্য, সুতরাং, আমার মধ্যদিয়া তোমার যে কার্য্য হইয়াছে, তাহা আদ্যোপান্ত তোমাকে 'বুঝ্‌সমুঝ্' করিয়া দেওয়া আমার কর্ত্তব্য। তোমাকে সংক্ষেপে 'হিসাবনিকাষ' দিলেই আমার কর্ত্তব্যতা পরিশোধিত হইবে; কারণ তুমি সর্ব্বজ্ঞ ও পরম কারুণিক।

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্ব পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ ৬৬

গীতা, ১৮শ অধ্যায়।

এ কথা ত তুমি গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বলিয়াছ। বস্তুতঃ, যিনি গৃহত্যাগ ও সর্ব্ব প্রকার সম্পর্কবন্ধনের ছেদন করিয়া, তোমার আশ্রয়

গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার আর ধর্ম্মনিয়ম পালনের আবশ্যকতাই বা কি? ধর্ম্মত তোমার প্রতিনিধি। কিন্তু, তুমি গৃহস্থযোগসাধককে সন্ন্যাসীর দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিতে বল নাই। কেন না, গৃহস্থের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় জীবনযাপন সম্বন্ধীয় নীতিমালা ধর্ম্ম কর্ত্তৃক ব্যবস্থিত হইয়াছে এবং ধর্ম্মনিয়মপালনেই গৃহীর যোগ সাধন করা হয়। গৃহীকে 'যোগস্থ' হইয়া কর্ম্ম করিবার আনুকূল্যে যে প্রথম ইঙ্গিত তুমি প্রদান করিয়াছ, তাহা এই :—

দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধি যোগাদ্ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণ মন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥ ৪৯

গীতা, ৪র্থ অধ্যায়।

হে ধনঞ্জয়! নিষ্কাম কর্ম্ম অপেক্ষা সকাম কর্ম্ম অত্যন্ত অপকৃষ্ট। অতএব, তুমি বুদ্ধিযোগে নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। যাহারা ফলাকাঙ্ক্ষায় কর্ম্ম করে, তাহারা অধম। ধর্ম্মবিশ্বাসে মানবের বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত হয় এবং ধর্ম্মাচরণ করিতে করিতে গৃহীর নিষ্কাম কর্ম্মপ্রবৃত্তি উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হয়। ধর্ম্মহীন ব্যক্তির কখন নিষ্কাম কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মেনা। ঐহিক কামনার অন্ত নাই। সুতরাং, যাহারা ঐহিক বাসনার তাড়নে কর্ম্মে নিযুক্ত হয়, তাহাদের কার্য্যেরও শেষ নাই এবং কোটি কোটি জন্মেও তাহারা কর্ম্ম-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইতে পারে না। 'আমি অকর্ত্তা' এইরূপ স্থির বিবেচনা সহকারে, যিনি কর্ম্ম ও কর্ম্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ করেন, তিনি অচিরে কর্ম্মবন্ধন-বিমুক্ত হইয়া, ঈশ্বরসাক্ষাৎকার লাভ করেন।

শুভাশুভ ফলৈরেবং মোক্ষসে কর্ম্ম বন্ধনৈঃ।
সন্ন্যাস যোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি ॥ ২৮

গীতা, ৯ম অধ্যায়।

এইরূপে নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে, তুমি শুভাশুভ কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে। সন্ন্যাসযোগযুক্ত জিতাত্মা হইতে পারিলে, তুমি সর্ব্ব বন্ধনবিমুক্ত হইয়া, আমাকেই প্রাপ্ত হইবে। অতএব, নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানই যোগের তাৎপর্য্য এবং নিষ্কাম কর্ম্মসাধনের রীতিভূত ধর্ম্মানিয়মাবলী ঈশ্বরসংকল্পের বিকাশ ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। ফলতঃ, ধর্ম্মাচরণ নিষ্পাদনই গৃহীর প্রকৃষ্ট যোগচর্য্যা। ধর্ম্মের সম্পূর্ণ অর্জ্জনে ঈশ্বর লাভ করা যায় এবং ইহা গৃহীর

সাধনায়ত্ত। 'ঐহিক বা সাংসারিক বাসনাত্যাগ ও ঈশ্বরে কর্ম্মার্পনা'র্থে উল্লিখিত শ্লোকে সন্ন্যাস শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে এবং ইহাই উক্ত শব্দের মুখ্য অর্থ, যদিও, গৌণ ভাবে চতুর্থাশ্রম অর্থে ইহার ব্যবহার হইয়া থাকে। মনুষ্যগণ যে চারি পৃথগবস্থায় বিভিন্ন ভাবে নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারে, আশ্রম-চতুষ্টয় তাহাদেরই আনুক্রমিক আকার। নিষ্কাম কর্ম্ম যে সকল আশ্রমীরই নিষ্পাদ্য, গীতায় তাহা সঙ্কেতিত হইয়াছে এবং গীতামাহাত্ম্যবর্ণনে স্বতও তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। এজন্য, গীতা যোগশাস্ত্র নামে পরিকীর্ত্তিত হয়।

প্রতীচ্য ভূভাগে যোগরহস্য প্রকট করা যে কেন তোমার অনভিপ্রেত ছিল, তাহা তুমিই জান। পাশ্চাত্য মনীষীগণ বাসনারাজীর উৎকর্ষাপকর্ষ নির্দ্দেশ ও শ্রেণীবিভাগ নিষ্পাদন করিতে ভূরি আয়াস স্বীকার করেন। কিন্তু, বাসনাত্যাগের ধারণা তাঁহাদের মনে আদৌ উদিত হয় না। মনোভূমে বাসনার কৃষি নির্ব্বাহ করিয়া, তাঁহারা সুখশস্যপ্রাপ্তির প্রত্যাশা করেন।

Smiles on past Misfortune's brow
Soft Reflection's hand can trace,
And o'er the cheek of Sorrow throw
A Melancholy grace ;
While Hope prolongs our happier hour
Or deepest shades, that dimly lower
And blacken round our weary way,
Gilds with a gleam of distant day.

Still, where rosy pleasure leads,
See a kindred Grief pursue ;
Behind the steps that Misery treads
Approaching comfort view ;
The hues of bliss more brightly glow
Chastised by sabler tints of woe,
And blended form, with artful strife,
The strength and harmony of life.

Gray.

বাসনা যতই উৎকৃষ্ট হউক না কেন, সকাম কর্ম্মে কখন স্থায়ী ও বিমল সুখ লাভ করা যায় না। অবশ্য, সাধনের প্রথমাবস্থায় উত্তম বাসনা দ্বারা

মন্দ বাসনার বিতাড়ন করিতে হয়। কিন্তু, পরে ক্রমশঃ যাবতীয় উত্তম বাসনাও বিসর্জ্জনীয়। ঐহিক বাসনার চিরনিবৃত্তি ব্যতিরেকে নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান অসম্ভব এবং নিষ্কাম কর্ম্মাচরণ ব্যতীত শান্তিলাভ অসম্ভব। যোগতত্ত্বালোক পাশ্চাত্য জগতে কখন প্রবেশ করে নাই বলিয়া, তত্রত্য মানবগণের জীবনযাপনপদ্ধতি অনুদার ও কর্কশ এবং পাশ্চাত্য ভাবানুকরণপ্রিয় ভারতীয়গণের জীবনযাপনপদ্ধতিও অধুনা ক্রমশঃ তদ্রূপ হইতেছে। ভারতে দেশীয় মৌলিক আচার ব্যবহারের ধ্বংসাবশেষ অদ্যাবধি যাহা বিদ্যমান্ আছে, তাহা হইতে প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যগণের লোকযাত্রানির্ব্বাহপ্রণালী অনুমান করা যায়। যজ্ঞ বা কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা ঈশ্বরের প্রীতি অর্জ্জন করাই তাঁহাদের জীবনের চরমোদ্দেশ্য ছিল এবং এতদুদ্দেশ্যসিদ্ধিকল্পে, তাঁহারা শৃঙ্খলানুযায়ী সাংসারিক কার্য্যাবলীর সাধন করিতেন। মানব ঈশ্বরপ্রীত্যর্থে যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাহাতে তাঁহার কর্তৃত্বাভিমান থাকেনা এবং তাহা সর্ব্বজীবহিতকর হয়। যে যজ্ঞ ব্যাপক ভাবে জৈবমঙ্গল নিষ্পত্তি করে, তাহা উদারনৈতিক, সত্য ও পবিত্র এবং তাদৃশ কর্ম্মযোগে ঈশ্বরপ্রীতি অর্জ্জন করিয়া, নিরভিমানী অনুষ্ঠাতা পরম সন্তোষের অধিকারী হন। অভিমানই জীবকে ঈশ্বরবিস্মৃত করে। অভিমান বশতঃই, মনুষ্য আত্মীয়পর গণনা ও ঐহিক ফলাফল বিচার করিয়া, পার্থিব স্বার্থের মাত্রানুযায়ী লৌকিক ব্যবহার নিষ্পাদন করে। অভিমানী জীব স্বার্থহানির আশঙ্কায় নিরন্তর অসত্যনিরত, কৃপণ, সঙ্কুচিত ও সন্দিগ্ধচিত্ত থাকে। যোগচর্য্যায় অভিমানের ব্যাপাদন হয়। পুরাকালীন ভারতীয় আর্য্যগণ যোগরহস্যাভিজ্ঞ ছিলেন বলিয়া, তাঁহারা ঈশ্বরসংকল্পানুযায়ী সংসারযাত্রানির্ব্বাহ করিতেন। ঈশ্বরসংকল্পানুসারে কার্য্য করিলেই ঈশ্বরে কর্ম্ম ও কর্ম্মফল অর্পণ করা হয় এবং ইহারই নাম নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান।

কার্য্যের সুনিষ্পত্তিহেতু, যোগচর্য্যা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে, গৃহস্থ সাধক মাত্রেরই ধর্ম্মমর্ম্ম এবং ঈশ্বর, জীব ও জগতের পারস্পরিক সম্বন্ধ পরোক্ষভাবে অবগত হওয়া আবশ্যক। মনুষ্য যতক্ষণ ধর্ম্মের উপকারিতা এবং ঈশ্বর ও জগতের সহিত আপন সম্বন্ধ উপলব্ধি করিতে না পারে, ততক্ষণ তাহার নিষ্কাম কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয় না। ঈদৃশ অনুভব মূলেই, মানব ধর্ম্মার্জ্জন ও ঈশ্বরলাভে ব্যগ্র হয়।

বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্যচ প্রিয়মাত্মনঃ।
এতচ্চতুর্ব্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্মস্থ লক্ষণম্॥ ১২

মনুসংহিতা, ২য় অধ্যায়।

বেদ, পুরাণ, সৎপুরুষগণের আচার এবং স্বকীয় প্রত্যগাত্মার প্রিয়াচরণ—এই চারিটীই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ধর্ম্মের লক্ষণ।

জ্ঞাজ্ঞৌদ্বাবজাবীশানীশাবজাহ্যেকা ভোক্তৃভোগ্যার্থযুক্তা।
অনন্তাশ্চাত্মাবিশ্বরূপোহ্যকর্ত্তাত্রয়ং যদা বিন্দতে ব্রহ্মমেতৎ॥ ৯

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ১ম অধ্যায়।

পরমাত্মা সর্ব্বজ্ঞ, জীবাত্মা অজ্ঞ; পরমাত্মা ঈশ, জীবাত্মা অনীশ; কিন্তু উভয়ই অজন্মা। অদ্বিতীয়া প্রকৃতিও অজন্মা। ঐ প্রকৃতির আশ্রয়েই জীবাত্মা কর্ম্মফল ভোগ করেন। আত্মা অনন্ত এবং বিশ্বরূপ হইলেও, তিনি কোন কার্য্যে লিপ্ত নহেন। যখন পরমাত্মা, জীবাত্মা ও প্রকৃতি, এই তিনটীকে জানিতে পারা যায়, তখনই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ক্ষরং প্রধান-মমৃতাক্ষরং হরঃ—ক্ষয়শীল প্রধান এবং অক্ষয় ও অমর হর বা আত্মা, এতদুভয়ের সম্মিলনেই জগৎ।

দ্বাসুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষঃ পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥ ১

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নো হনীশয়া শোচতিমুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতিবীতশোকঃ॥ ২

মুণ্ডকোপনিষৎ, ৩য় মুণ্ডক, ১ম খণ্ড।

সতত একত্র স্থায়ী, পরস্পর সখ্যভাবাপন্ন, দুইটী পক্ষী একই বৃক্ষে পরিষক্ত হইয়া আছেন। তাঁহাদের মধ্যে একটী স্বাদুফল ভক্ষণ করেন এবং অন্যটী কিছু না খাইয়া চাহিয়া থাকেন। (জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়ই প্রতি শরীরে অবস্থান করেন। জীবাত্মা কর্ম্মফল ভোগ করেন; কিন্তু পরমাত্মা তাহা করেন না)। সেই একস্থানস্থিত উভয় পুরুষের মধ্যে একজন সংসারে নিমগ্ন হইয়া, ঈপ্সিত সাধনাসমর্থতায় শোকে বিমুগ্ধ হইতেছেন। কিন্তু যখনই তিনি

সর্ব্বসেবিত, ঈশ নামে প্রসিদ্ধ, অন্তপুরুষকে দর্শন এবং তাঁহার মহিমা আলোচন করেন, তখনই তিনি বীতশোক হন। (সংসারে ইষ্টসিদ্ধি করিতে না পারিয়া বা ইষ্টনাশ হইতে দেখিয়া লোক শোকবিহ্বল হয়। কিন্তু, পরমাত্মার জ্ঞানলাভ করিলেই, মানব শোকবিমুক্ত হয়)। আনন্দময়ত্বই ব্রহ্মাভিন্ন জীবের স্বরূপ। কিন্তু, অজ্ঞানসংশ্রবনিবন্ধন, সে স্বকীয় নির্দুঃখতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেনা এবং সুখলাভাশায় নিরন্তর কুটিল মার্গে পর্য্যটন ও আড়ম্বরপূর্ণ পরাধীন কর্ম্মের অনুসরণ করিয়া, ক্লিশিত হয়। এজন্য মনু উপদেশ করিয়াছেন :—

যদ্ যৎ পরবশং কর্ম্ম তত্তদ্ যত্নেন বর্জ্জয়েৎ।
যদ্ যদাত্মবশং তু স্যাত্তত্তৎ সেবেত যত্নতঃ॥ ১৫৯
সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখম্।
এতদ্বিদ্যাৎ সমাসেন লক্ষণং সুখদুঃখয়োঃ॥ ১৬০

মনুসংহিতা ৪র্থ অধ্যায়।

প্রযত্ন সহকারে পরবশ কর্ম্ম সকলের পরিহার করিবে এবং স্ববশ কর্ম্ম সমূহের সেবা সর্ব্বপ্রযত্নে সাধন করিবে। যাহা যাহা পরাধীন, তৎসমুদয়ই দুঃখকর এবং যাহা যাহা স্বাধীন, তৎসমস্তই সুখকর। সংক্ষেপতঃ, সুখ ও দুঃখের লক্ষণ এই রূপে জানিতে হইবে। জ্ঞান ও শিক্ষা বলে আত্মতত্ত্ব বোধগম্য করিতে পারিলে মানব সরল ও স্বাধীন জীবনযাপনে কৃতকার্য্য হইয়া, পরমানন্দসম্ভোগে সমর্থ হইবেন এবং ইহাই তোমার অভিপ্রেত ও তজ্জন্যই তুমি মানবকে উপযুক্ত বাহ্যাভ্যন্তরিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রদান করিয়াছ।

এই সকল ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য দার্শনিক বৃত্তান্ত ভাগত্রিতয়বিশিষ্ট সমন্বয় গ্রন্থে পর্য্যায় ক্রমে প্রদর্শিত হইয়াছে। সুরম্য দর্শনোপবনবিহারে, আদ্যভাগ দর্শনোদ্যানের বহির্দৃশ্যগ্রহণ, মধ্যভাগ উদ্যানপ্রবেশ ও বিভিন্ন দর্শনবিটপী প্রত্যক্ষীকরণ এবং অন্ত্যভাগ দর্শনতরুনিচয়ের ফলাস্বাদন। এতদ্ গ্রন্থনিবদ্ধ বিষয়নিচয়ের সহিত প্রতীচ্য হিতবাদ, কঠোর ব্রতবাদ, সাম্য ও সাম্পূর্ণ্যবাদ প্রভৃতি নিবিষ্টচিত্তে অনুধাবন করিলে, ইহাও স্পষ্টতঃ উপলব্ধ হইবে যে, পাশ্চাত্য দার্শনিক পণ্ডিতগণ পূর্ব্বাপর বহ্বারম্ভ সহকারে যে দর্শনালোচনা করিয়াছেন, তাহা ভারতীয় দর্শনমতকতিপয়ের আধিভাবিক আন্দোলন মাত্র। দর্শন সম্বন্ধে নূতন কথা তাঁহারা কিছুই বলিতে পারেন নাই। ইতি।

মঙ্গল স্তোত্রগীতি

করুক বিতণ্ডা জন্তু যে যেমন পারে।
তোমারি সংকল্প সিদ্ধ হউক সংসারে।
আনন্দ তুমি চিদ্‌ঘন
স্বপ্রকাশ নিরঞ্জন ;
মোহবশে তবু জীব পাসোরে তোমারে।
পরম সত্য তোমাকে
যাহারা নাহি নিরখে,
আশার ছলনে তারা ঘুরে অন্ধকারে,
পান্থগণ যথা দূরে
চপল আলেয়া হেরে
দিশেহারা হয়ে ভ্রমে নিশায় পাথারে।
দুরিত দুখনাশন
ত্বং হি শিব সনাতন ;
তোমারি মহিমা পূত এ বিশ্ব প্রচারে।
তব মঙ্গল শরণ
যাহারা করে গ্রহণ,
হয় না আকুল তারা সংশয়সম্ভারে।
আলোকিত পুলকিত
হয় তাহাদের চিত
ধরমকিরণে আর জ্ঞানের সঞ্চারে।
তোমাতে যে স্থিরমতি,
তুমি সদা তার প্রতি
বরষ শান্তির রস অবিরাম ধারে।
করুণা অমিয় তব
সমানে ভুঞ্জয়ে সব
বাসিয়া তোমায় ভাল বিভিন্ন আকারে।

শুভ অনুরাগ মূলে,
তোমারে যে যাহা বলে
হও প্রীত তুমি তাতে আপন ঔদারে।
তোমাতে ভকতি ভরে,
সম্পর্ক যাহা যে ধরে,
সকলেরি সব হও তুমি একাধারে।
হেন ভাবে ইচ্ছা তব ফলুক সংসারে।

বহরমপুর।
১১ই বৈশাখ, ১৩২৯ (বঙ্গাব্দ)

সূচীপত্র।

—:*:—



সমন্বয়।

শান্তিসমুদ্ধরণ নাম্না সপ্তম অধ্যায়।

(যোগপর্ব্ব)।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বভাষে যোগের রহস্য ও প্রকারভেদ।

সংসারচারী জীবনিকরের মঙ্গলকল্পে দার্শনিক ঋষিগণ স্বদৃষ্ট তথ্যনিচয় ব্যক্ত করায় যে দর্শন শাস্ত্রের উদ্ভব হইয়াছে, তাহা মধ্যভাগে বর্ণিত হইয়াছে। যেহেতু, অধুনা জড়বিজ্ঞানান্ধ মানবকুল, মোহ বশতঃ, দর্শনশাস্ত্রকে সংসার-কর্ম্মানভিজ্ঞ অলসজনগণসেব্য অসার বস্তু স্বরূপ বিবেচনা করে, সুতরাং, এস্থলে ইহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা দর্শন সারভূত অমূল্য নিধি। ইহা যে উপনিষৎ, ব্রহ্মবিদ্যা ও যোগশাস্ত্র স্বরূপ পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা ইহার প্রত্যেক অধ্যায়ের সমাপ্তিবাক্যে পরিদৃষ্ট হয়। উপনিষৎ, ব্রহ্মবিদ্যা ও বেদান্ত একই বস্তুর বিভিন্ন নামত্রয়। অপিচ, কুশলী ভগবান্ স্বগীতায় সাংখ্য মতের উপেক্ষা করা দূরে থাক্, বরং, তৎপ্রতি এরূপ আস্থা স্থাপন করিয়াছেন যে গ্রন্থগত একটী অধ্যায়ের অধিকতর ভাগ এই মত বর্ণনে বিনিযোজিত হইয়াছে। ফলতঃ, গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় যথার্থভাবে সাংখ্য যোগ নামে অভিহিত হইয়াছে। ভগবান্ অর্জ্জুনকে স্পষ্টবাক্যে বলিতেছেন :—

এষাতেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাংশৃণু।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি ॥ ৩৯

গীতা, ২য় অধ্যায়।

সমন্বয়।

পার্থ! এইরূপে আমি তোমাকে সাংখ্য যোগের কথা কহিলাম। অতঃপর, আমি এক্ষণে কর্ম্মযোগের বিষয় বলিব; তুমি অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। কেননা, ইহাতে মনোযোগী হইলে, তুমি কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে। সর্ব্বদর্শনসার গীতার উপকারিতা ভগবানের স্বমুখে যেরূপ ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা এই :—

যঃ ইমং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তে ষ্বভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ম্॥ ৬৮
নচ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি॥ ৬৯
অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ।
জ্ঞান যজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ॥ ৭০
শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ।
সোঽপি মুক্তঃ শুভা ল্লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্ম্মণাম্॥ ৭১

গীতা, ১৮শ অধ্যায়।

আমাতে পরমা ভক্তি লাভ করিয়া, যিনি আমার এই পরম গুহ্য গীতাতত্ত্ব আমার ভক্তগণের নিকট ব্যাখ্যা করিবেন, তিনি নিঃসংশয় আমাকে প্রাপ্ত হইবেন। গীতাতত্ত্ব কথকের ন্যায় আমার প্রিয়পাত্র মনুষ্যমধ্যে কেহই নাই। পৃথিবীমধ্যে আমি ও তিনি ভিন্ন, অন্য কোন বস্তু আমার প্রিয় হয় নাই ও হইবেনা। আমাদের এই ধর্ম্মাসংবাদরূপ গীতাতত্ত্ব যিনি অধ্যয়ন করিবেন, তিনি জ্ঞানযজ্ঞযোগে আমারই পূজা করিবেন। অসূয়াহীন ও শ্রদ্ধাবান্ হইয়া, যিনি এই গীতাতত্ত্ব শ্রবণ করিবেন, তিনি সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পুণ্যাত্মাদিগের ভোগ্য শুদ্ধ লোক সকল লাভ করিবেন।

উল্লিখিত বিবরণাবলী দ্বারা জনসমাজে দর্শন শাস্ত্রের উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা প্রমাণিত হয়। মানব সত্যজ্ঞানে অনুপ্রাণিত হইয়া কর্ম্ম করিলে, সাংসারিক শান্তি উদ্বোধিত ও সামাজিক মঙ্গল সমাহিত হয়। ভ্রান্তি ও মোহজনিত কার্য্য বিবিধ অশান্তি ও অমঙ্গলের জনক। দর্শনশাস্ত্র সত্য জ্ঞানের বার্ত্তা প্রচার করিয়া, সংসারে ভ্রান্তি ও মোহের অপনোদন এবং ন্যায় রাজ্যের প্রতিষ্ঠা সাধন করে। দর্শন শাস্ত্রালোকে জগতের ঘন অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হয়। দর্শন শাস্ত্রের অকপট সেবকগণের প্রতি সত্যজ্ঞান ভগবানের প্রীতি

সর্ব্বথা যুক্ত এবং তাঁহার পুণ্যময়ী ঘোষণা পবিত্র আশ্বাসবাণীর আকারে, যুগে যুগে দর্শন শাস্ত্রের লেখক, পাঠক, কথক বা ব্যাখ্যাতাগণের অন্তঃকরণে সুস্নিগ্ধ সান্ত্বনাসুধা প্রদান করিবে।

ভগবানের নিষেধাজ্ঞাবাক্য দর্শনসেবকগণের অবিদিত নহে। ভগবান্ আদেশ করিয়াছেন :—

ইদন্তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ যোঽভ্যসূয়তি ॥ ৬৭

গীতা, ১৮শ অধ্যায়।

হে পার্থ! এই গীতাতত্ত্ব তোমার হিতার্থে প্রকাশ করিলাম। ধর্ম্মকর্ম্মহীন, অভক্ত এবং মদ্বিদ্বেষীগণকে কখন ইহার উপদেশ করিও না। অপিচ, কলি-প্রাবল্যের ভীষণ চিহ্নরাজীও বর্ত্তমান সময়ে পরিস্ফুট হইয়াছে :—

যদাতু বৈদিকী দীক্ষা দীক্ষা পৌরাণিকী তথা।
ন স্থাস্যতি বরারোহে তদৈব প্রবলঃ কলিঃ ॥ ৪৭
যদাতু পুণ্য পাপানাং পরীক্ষা বেদসম্ভবা।
ন স্থাস্যতি শিবেশান্তে তদৈব প্রবলঃ কলিঃ ॥ ৪৮
কচিচ্ছিন্না কচিদ্ভিন্না যদা সুরতরঙ্গিনী। *
ভবিষ্যতি কুলেশানি তদৈব প্রবলঃ কলিঃ ॥ ৪৯
যদাতু ম্লেচ্ছজাতীয়া রাজানোধনলোলুপাঃ।
ভবিষ্যন্তি মহাপ্রাজ্ঞে তদৈব প্রবলঃ কলিঃ ॥ ৫০
যদা স্ত্রিয়োঽতি দুর্দ্দান্তাঃ কর্কশাঃ কলহে রতাঃ।
গর্হিষ্যন্তি চ ভর্ত্তারং তদৈব প্রবলঃ কলিঃ ॥ ৫১
যদাতু মানবা ভূমৌ স্ত্রীজিতাঃ কামকিঙ্করাঃ।
দ্রুহ্যন্তি গুরুমিত্রাদীন্ তদৈব প্রবলঃ কলিঃ ॥ ৫২
যদা ক্ষৌণী স্বল্পফলা তোয়দাঃ স্তোকবর্ষিণঃ +।
অসম্যক্ ফলিনো বৃক্ষাস্তদৈব প্রবলঃ কলিঃ ॥ ৫৩
ভ্রাতরঃ স্বজনামাত্যা যদা ধনকণেহয়া ‡।
মিথঃ সংপ্রহরিষ্যন্তি তদৈব প্রবলঃ কলিঃ ॥ ৫৪

---

* গঙ্গা।   + স্বল্পবর্ষণশীলাঃ।   ‡ বিত্তলেশাকাঙ্ক্ষয়া।

প্রকটে মদ্যমাংসাদৌ নিন্দাদণ্ডবিবর্জ্জিতে।
গূঢ়পানং চরিষ্যন্তি তদৈব প্রবলঃ কলিঃ ॥ ৫৫

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র, চতুর্থোল্লাস।

তথাপি, দর্শন সেবীগণের ভগ্নোদ্যম ও নিরুৎসাহ হইবার হেতু নাই। কারণ, এই দুর্দ্দিনের ঝঞ্ঝাপ্রতাপ নীরবে সহ্য করিয়া, যে কতিপয় ভগদ্ভক্ত ধরাপৃষ্ঠে বিরাজ করিতেছেন, দর্শন শাস্ত্রালোচনার ফলে তাঁহারা আশ্বাসিত, উদ্বুদ্ধ ও হর্ষোৎফুল্ল হইবেন। আবার, যে সকল কোমল হৃদয় প্রলোভনী তটিনীর তীরে বসিয়া এখনও অবগাহন বিষয়ে ইতস্ততঃ করিতেছে, দার্শনিক শিক্ষা, হয়ত, তাহাদের কাহারও কাহারও পাপস্রোতে পতন নিবারণ করিতে পারে।

সাংসারিক জনগণের পক্ষে দর্শনশাস্ত্রের উপযোগিতা প্রদর্শনজন্য, আমরা 'যোগ' শব্দের সাধারণ অর্থগ্রহণ করিয়া, ইহার মর্ম্মানুধাবনে প্রবৃত্ত হইব। চলিত ভাষায় যোগ শব্দ ঐক্য বা মিলন অর্থ প্রকাশ করে। বাহ্যজগতে একাধিক জড়দ্রব্যের যোগ আমরা অনেক সময়ে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি এবং বিভিন্ন জড়দ্রব্য নিচয়ের পরস্পর ঐক্য বা মিলনে বিবিধ যৌগিক ও রাসায়নিক দ্রব্যজাতের উৎপত্তি হওয়ার বিষয় আমরা পদার্থবিদ্যা (Physical science) ও রসায়নশাস্ত্র (Chemistry) পাঠে অবগত হই। যদিও আধুনিক মনোবিজ্ঞানে (Psychology) মানসিক কার্য্যাবলীর ভূরি পর্য্যালোচনা আছে, তথাপি, উক্ত বিজ্ঞানের সাহায্য না লইয়াও আমরা 'মনোযোগ' শব্দের ভাবগ্রহ ও বাহ্যজাগতিক বস্তুতে মনের আসক্তি বা মিলন হৃদয়ঙ্গম করি। সূক্ষ্মদর্শন মতে মন যে অন্তরিন্দ্রিয়, তাহা পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে। ইন্দ্রিয়ের সহিত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু বা বিষয়ের সম্বন্ধ বা সংযোগ হইলে যে সকল ঐন্দ্রিয়িক ব্যাপার সংঘটিত হয়, মধ্যভাগে ন্যায় সংখ্যাদি দর্শনে তাহা বিবৃত হইলেও, এস্থলে শ্রেণীবদ্ধরূপে তাহার পুনরালোচন অত্যন্ত আবশ্যক। ত্রিগুণাতীত চৈতন্য বা পুরুষ অপরিণামী। পক্ষান্তরে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি পরিণামিনী। প্রকৃতিসম্ভূত বিশ্বের যাবতীয় বস্তুই ত্রিগুণাত্মক ও পরিণামী। গুণত্রয় পরস্পর বিভিন্ন। সত্ত্বগুণ লঘু ও প্রকাশক। রজোগুণ স্পন্দবৎ বা চলনশীল। তমোগুণ গুরু ও আবরক। চৈতন্যসান্নিধ্যে জড়প্রকৃতির কার্য্যাবলী নির্ব্বাহিত হয়। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংযোগ হইলে ত্রিগুণাত্মিকা বুদ্ধির তমোগুণ অভিভূত ও সত্ত্বগুণ প্রবল হয় এবং চৈতন্যপ্রতিবিম্বপাতে চিত্ত উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। অগ্নিসংযোগে

অয়ঃপিণ্ড যেমন অগ্নির ন্যায় প্রতিভাত হয়, বুদ্ধিসত্ত্বে চিচ্ছক্তির ছায়াপাতফলে, সেইরূপ, বুদ্ধিতত্ত্ব ও তাহার বৃত্তিনিচয় অচেতন হইয়াও চেতনবৎ এবং জ্ঞানাদিবৃত্তি বস্তুতঃ বুদ্ধিতত্ত্বের ধর্ম্ম হইয়াও, পুরুষের ধর্ম্মস্বরূপ প্রতীয়মান হয়। এজন্য, বুদ্ধির কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি পুরুষে আরোপিত হইয়া থাকে। ইহারই নাম চেতনাশক্তির অনুগ্রহ, পৌরুষেয় প্রমা বা বোধ। এইরূপে অপরিণামী পুরুষের ভোগনির্ব্বাহ হয় এবং ইহাই পুরুষের সংসার। চৈতন্য সতত প্রকৃতিসন্নিধানে থাকিলেও, তমোভিভূত চিত্তে চিচ্ছায়াপাত বা প্রকাশরূপতা হয় না। সত্ত্বের সমুদ্রেক হইলে, চিচ্ছক্তিসান্নিধ্যে, চিত্তও উজ্জ্বল বা প্রকাশরূপ হয়। অতএব দেখা যাইতেছে, বিষয়ে ইন্দ্রিয় সংযোগবলে মানসিক তমোগুণের অভিভব করাই বস্তু বিষয়ক জ্ঞানলাভ করিবার উপায় এবং ইন্দ্রিয় যোগবল যাঁহার যত অধিক, তিনি তত জ্ঞানলাভে অধিকারী। চিত্তে তমোগুণাভিভবের অনুপাতে সত্ত্বগুণের প্রাবল্য সমুত্থিত হয় এবং সত্ত্বগুণ প্রাবল্যসমুত্থানের অনুপাতে, চিত্তে জ্ঞানচ্ছায়াপাত হয়। তমোগুণাতিশয্যে বস্তুবিষয়ক জ্ঞান হওয়া দূরে থাক, তৎসম্বন্ধীয় বিবিধ ভ্রান্ত ধারণা মনে জাগরূক হয়। তমোগুণ আবরক। অজ্ঞানের আবরণ শক্তি ও বিক্ষেপশক্তি সতত পরস্পর সহগামী। যেখানে অজ্ঞানাবরণে কোন বস্তুর স্বরূপোপলব্ধি না হয়, সেইখানেই তদ্বস্তুবিষয়ক বিবিধ অলীক কল্পনার আবির্ভাব হয়। রজ্জু ও স্থাণুর স্বরূপোপলব্ধি না হওয়ায় রজ্জুকে সর্প ও স্থাণুকে মনুষ্য বলিয়া মনে হয়। ভ্রান্তধারণাপরিচালিত কার্য্য, প্রায়শঃ, শুভকর নহে। ফলতঃ, প্রকৃত তথ্য নির্ণয়াক্ষম তমোগুণসম্পন্ন ব্যক্তিগণই, ভয়, দুরাশা, আশঙ্কা, উদ্বেগ প্রভৃতির উত্তেজনায়, সংসারে প্রভূত দুষ্কর্ম্মের সমাধান করে।

যথার্থানুভব প্রমা। ইন্দ্রিয়ের অপটুতা, আলোকাভাব, অতি সামীপ্য, অতি দূরত্ব প্রভৃতি কারণে বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের উচিত যোগ না হইলে, বস্তুর যথার্থ অনুভব হয়না এবং বস্তু বিষয়ক ভ্রান্ত ধারণার উদ্ভব হয়। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন প্রত্যক্ষ প্রমার করণ বলিয়া, ইহারা প্রত্যক্ষ প্রমাণ। এই ষড়িন্দ্রিয়, অথবা, যাবতীয় ইন্দ্রিয় মধ্যে মন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মন ইন্দ্রিয়রাজ। বাহ্যেন্দ্রিয়গণ বস্তুর যে সামান্য আকার মাত্র গ্রহণ করে, মন তাহা উল্লেখ যোগ্য করিয়া লয়। অপিচ, জ্ঞানাহরণে, বাহ্যেন্দ্রিয়গণ মন দ্বারাই চালিত হয়। চাক্ষুষ, শ্রাবণ, ঘ্রাণ, রাসন, ও ত্বাচ অনুভবে মনের বৈষয়িক আসক্তির অনুপাতে, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ স্ব স্ব বিষয়ে আসক্ত হয়। যেখানে মন আদৌ দেখিতে চায় না

বা ঈষৎ দেখিতে চায়, সেখানে, চক্ষুও বিষয়ে সংযুক্ত হয় না বা সামান্য সংযুক্ত হইলেও, যথার্থ দর্শন হয় না। অন্যান্য জ্ঞানেন্দ্রিয় সম্বন্ধেও এইরূপ। এজন্য, বস্তুর প্রত্যক্ষানুভবে, বিষয়ের সহিত মন ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের যুগপৎ যোজনা হইলেও, মনোযোগ প্রথম স্থানীয় এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়যোগ দ্বিতীয় স্থানীয় বিবেচ্য। আনুমানিক ও শাব্দ জ্ঞানধারণে, অধিকতর মনোবলের আবশ্যকতা হয়। অনুমান প্রত্যক্ষপূর্ব্ব। অনুমান বা উপমানে, পূর্ব্বকালীন ভূয়োদর্শন জনিত অভিজ্ঞতার চালনা করিয়া, আলোচ্য বিষয়ের সিদ্ধান্ত করিতে হয়। অনুমিতি বা উপমিতি প্রক্রিয়ায়, বাহ্যেন্দ্রিয়ের অধিক মুখ্য সাহায্য না লইয়া, মন কার্য্য করিয়া থাকে। শাব্দ জ্ঞানার্জ্জনেও প্রভূত মস্তিষ্ক চালনার আবশ্যকতা আছে। আপ্তবাক্য শ্রবণ বা অধ্যয়ন করিলেই তাহার সম্যক্ জ্ঞান জন্মে না। শ্রবণ বা অধ্যয়নের পর, বিশেষ রূপ মনন দ্বারা আপ্তোপদেশে ব্যুৎপত্তি লাভ করা যায়। জ্যামিতি মুখস্থ করিয়া, তৎশাস্ত্রে পণ্ডিত হওয়া যায় না। যিনি জ্যামিতির কঠিন অতিরিক্ত প্রতিজ্ঞা (Extra) সকলের অনায়াসে সমাধান করিতে পারেন, তিনিই জ্যামিতি-পারদর্শী। জ্যামিতিক জটিল অতিরিক্ত প্রতিজ্ঞার সমাধানে যে কিরূপ বুদ্ধির পরিচালনা করিতে হয়, তাহা জ্যামিতিবেত্তাগণ উপলব্ধি করিতে পারেন। এই মননে বাহ্যেন্দ্রিয়ের গৌণ সাহায্য ব্যতীত মুখ্য সাহায্য নাই। মনন যত প্রবল হয়, ততই ইহা বাহ্যেন্দ্রিয়নিরপেক্ষ হইয়া উঠে। সূক্ষ্মতত্ত্বধ্যানে, বাহ্যেন্দ্রিয়গণ যাহাতে স্বস্ব বিষয়ে আসক্ত হইয়া মনের চাঞ্চল্য বিধান করিতে না পারে, তদ্রূপ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়। বাহ্যেন্দ্রিয়গণ সম্পূর্ণ বশীভূত না হইলে, অবিচ্ছিন্ন ধ্যানপ্রবাহ বা নিদিধ্যাসন সম্ভবপর হয় না। অতএব যে মন প্রথমে স্থূল জ্ঞানাহরণে বাহ্যেন্দ্রিয় নিচয়ের সাহায্য গ্রহণ করে, সেই মনই, অবশেষে, সূক্ষ্ম-জ্ঞানাহরণে তাহাদিগকে সম্পূর্ণ নিগৃহীত করিয়া, একাকী স্থির ভাবে কার্য্য করে।

জ্ঞানময় পরমাত্মা অজ্ঞানের বিভিন্ন দর্পণে প্রতিফলিত হইয়া, সংসারে ব্যষ্টি জ্ঞানরূপে প্রতিভাত হন। সমষ্টিরূপে তিনি এক অনন্ত জ্ঞান। এ বস্তু ও বস্তু হইতে ভিন্ন। ও বস্তু আবার সে বস্তু হইতে ভিন্ন। কিন্তু বিভিন্ন বস্তুবিষয়ক জ্ঞান মধ্যে কোন পার্থক্য নাই ; তাহা এক।

শব্দ স্পর্শাদয়ো বেদ্যা বৈচিত্র্যাজ্জাগরে পৃথক্।
ততো বিভক্তা তৎ সম্বিদৈকরূপান্ন ভিদ্যতে॥

তথা স্বপ্নেঽত্র বেদ্যন্তু ন স্থিরং জাগরে স্থিরং।
তদ্ভেদোতস্তয়োঃ সম্বিদেকরূপা ন ভিদ্যতে॥ ৪
সুপ্তোত্থিতস্য সৌষুপ্ততমো বোধোভবেৎ স্মৃতিঃ।
সা চাববদ্ধ বিষয়াববুদ্ধং তত্তদা ততঃ॥ ৫
স বোধো বিষয়াদ্ভিন্নো ন বোধাৎ স্বপ্নবোধবৎ।
এবং স্থানত্রয়েঽপ্যেকা সম্বিত্তদ্বদ্দিনান্তরে।
মাসাব্দ যুগ কল্পেষু গতাগম্যষ্বনেকধা।
নোদেতি নাস্তমেত্যেকা সম্বিদেষা স্বয়ম্প্রভা॥ ৬

পঞ্চদশী, ১ম পরিচ্ছেদ।

জাগ্রৎ অবস্থায় শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এবং তাহাদের আনুক্রমিক আশ্রয় আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, প্রভৃতি জ্ঞেয় পদার্থ নিচয় স্বরূপতঃ পরস্পর বিভিন্ন হইলেও, তত্তৎ বিষয়ক জ্ঞান উপাধিরূপ শব্দাদি বিষয় হইতে পৃথক্ হইলে, একাকার বা একমাত্র হয়। জ্ঞান কদাপি অনেক নহে। স্বপ্নাবস্থায়ও জ্ঞেয় বিষয় সকল ভিন্ন পরিদৃষ্ট হয় বটে; কিন্তু তত্তৎ বিষয়ক জ্ঞান ভিন্ন নহে। ইহাতে জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থার তুল্যতা কথিত হইলেও, উভয়ের পার্থক্য এই যে, জাগ্রদবস্থায় সমুদয় পদার্থের সুস্পষ্ট ব্যবহার নিষ্পন্ন হয়। পক্ষান্তরে, স্বপ্নাবস্থায় সংস্কার দ্বারা বস্তুর ব্যবহার করিতে হয়। জাগ্রৎকালে দৃশ্যমান্ পদার্থ সকল স্থায়ী। স্বপ্নানুভূয়মান্ বিষয় সকল অস্থায়ী। পরন্তু স্বপ্ন ও জাগ্রৎ অবস্থাদ্বয় পরস্পর পৃথক হইলেও তত্তৎ কালিক জ্ঞান একমাত্র; কদাপি জ্ঞানের ভেদ হয় না। সুষুপ্তিকালেও জ্ঞানের সত্তা থাকে। সুষুপ্তিবিচ্যুত জাগ্রৎ ব্যক্তি সুষুপ্তি-কালীন অজ্ঞানের বোধ করেন। 'আমি সুষুপ্তিকালে কিছুই জানিতে ছিলাম না' —ইহা সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির অনুভব হয়। এই অনুভব 'স্মরণ' পদবাচ্য। কেননা, জাগ্রদবস্থায় সুষুপ্তিকালীন বিষয়ে চক্ষুসংযোগাদি বর্ত্তমান থাকে না। পূর্ব্ব প্রত্যক্ষ ব্যতিরেকে কখন কোন বিষযের স্মরণ হইতে পারে না। অতএব, সুষুপ্তিকালীন অজ্ঞানাদির বোধ প্রত্যক্ষ প্রমা। আবার যেহেতু জ্ঞানব্যতীত বস্তুর প্রত্যক্ষী-করণ অসম্ভব, সুতরাং, সুষুপ্তিকালে যে জ্ঞানের সত্তা থাকে, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। স্বপ্নকালে ও জাগ্রদবস্থায় বস্তু সকল পরস্পর ভিন্ন হইলেও, তত্তৎ বিষয়ক জ্ঞানের যেমন ঐক্য আছে এবং জ্ঞান যেমন উভয় অবস্থাতেই একমাত্র থাকে, সেইরূপ সুষুপ্তিকালের জ্ঞানও অজ্ঞানাদি বিষয় হইতে ভিন্ন, কিন্তু

অবস্থান্তরের জ্ঞান হইতে অভিন্ন এবং জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—এ তিন অবস্থাতেই জ্ঞান একমাত্র। এইরূপ একদিবসের জ্ঞান অন্য দিবসের জ্ঞান হইতে ভিন্ন নহে এবং সেই উদয়ান্তশূন্য স্বপ্রকাশ স্বরূপ নিত্যজ্ঞান যে মাস, পক্ষ, বৎসর, যুগ, কল্প, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান প্রভৃতি সমস্ত কালেই একমাত্র, তাহা সর্ব্বপ্রকারে সিদ্ধ হইল।

বাহেন্দ্রিয়ের মুখ্য ও গৌণ সাহায্যে ব্যষ্টি জ্ঞানাহরণ করিতে করিতে, কোন সময়ে বুদ্ধিস্থ রজস্তমোগুণের এরূপ অভিভব ও চিত্তে এরূপ অভিজ্ঞতার উদ্রেক হয় যে, তৎকালে অন্তঃকরণের বৃত্তিনিচয় জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিনা সাহায্যেও কার্য্যক্ষম হইয়া উঠে এবং চিত্তসত্ত্বে অত্যধিক পরিমাণে চিৎপ্রতিবিম্বপাত হয়। চিত্তে চিচ্ছায়া পতনের সৌকর্য্য সাধন জন্য, এতৎ সময়েই বাহেন্দ্রিয় নিচয়ের বিষয়াভিমুখী গতি রোধ করার একান্ত আবশ্যকতা হয়। ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ কবি মিল্‌টন্ অন্ধাবস্থায় বাগ্দেবী ধ্যানপরায়ণ হইয়া প্যারাডাইজ্ লষ্ট নামক পরমোৎকৃষ্ট মহাকাব্যের রচনা করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ যোগীগণ এতদবস্থায় যাবতীয় বাহেন্দ্রিয়ের নিগ্রহ ও বাহেন্দ্রিয়াতীত অতি সূক্ষ্ম বিষয়ে চিত্ত সংযোগ করিয়া তথ্য নিরূপণে সমর্থ হন। নিদিধ্যাসন বলে, ক্রমশঃ, চৈত্তিক রজঃ ও তমোগুণের সম্পূর্ণ অভিভব হইলে, চিত্ত সত্ত্বময় হয় এবং চৈতন্যময় পরমাত্মা সমষ্টিরূপে তাহাতে প্রতিফলিত হন। কেননা, রজস্তমের নিরন্বয় অভিভব নিবন্ধন, চিত্তে বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য বা মালিন্য থাকে না। ইহাই সমাধির অবস্থা। ইহাতে আন্তঃকরণিক অন্যান্য সমস্ত বৃত্তির নিরোধ হইয়া, চিত্তে একমাত্র ব্রহ্মাকারাবৃত্তি বিরাজ করে। এজন্য, পাতঞ্জল দর্শনে "যোগশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ" যোগের সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে। মহামুনি পতঞ্জলি সমাধিকেই যোগ বলিয়াছেন এবং বিনাশ অর্থে নিরোধ শব্দের ব্যবহার করেন নাই। ফলতঃ যোগে চিত্তবৃত্তির ঐকান্তিক বিলোপ হয় না। নিরুদ্ধ নামেই চিত্তের একটী বৃত্তি আছে এবং তাহা যোগের উপযুক্ত। সমাধিকালে চিত্তের যে একটী মাত্র বৃত্তি থাকে, তাহা পরমাত্মায় সম্পূর্ণ সংযুক্তা হইয়া, ব্রহ্মাকারা হয়। তথাপি, সমাধিও সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প ভেদে দুই প্রকার। সবিকল্প সমাধিতে জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিষয়ক জ্ঞান জাগরূক থাকে এবং এই ত্রিবিধ জ্ঞান সত্ত্বেও ব্রহ্মাকারা চিত্ত বৃত্তি বিরাজ করে। যেমন মৃন্ময় হস্তীতে যুগপৎ হস্তীজ্ঞান ও মৃত্তিকাজ্ঞান হয়, সেইরূপ, সবিকল্প সমাধিতে দ্বৈত জ্ঞান সত্ত্বেও অদ্বৈত জ্ঞানের উদ্ভব হইয়া থাকে। নির্ব্বিকল্প সমাধিতে জ্ঞাতা, জ্ঞান

ও জ্ঞেয় বিষয়ক জ্ঞান ব্রহ্মবস্তুতে লীন বা তৎসহ একীভূত হইয়া যায়। যেমন লবণখণ্ড জলবিলীন ও জলাকার প্রাপ্ত হইলে, লবণ জ্ঞানের লয়হেতু কেবল জলজ্ঞানই বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ, নির্ব্বিকল্প সমাধিতে বিকল্পজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞানান্তর্ভুক্ত হওয়ায়, অখণ্ড জ্ঞান ব্রহ্মমাত্রই বর্ত্তমান থাকেন। [মধ্যভাগ, পাতঞ্জল ও বেদান্ত দর্শন দ্রষ্টব্য]।

চলিত ভাষায় 'সংসার' শব্দ গৃহ, স্ত্রী, প্রভৃতি সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হওয়া নিবন্ধন, অনেকে কেবল গৃহস্থগণকেই সংসারী এবং সন্ন্যাসীগণকে সংসারবহির্ভূত ব্যক্তি স্বরূপ বিবেচনা করেন। পরন্তু, দৃশ্যতঃ, সন্ন্যাসীগণকে যোগচর্য্যাদিনিরত থাকিতে দেখিয়া, তাঁহারা এরূপ ধারণাও পোষণ করেন যে, যোগ গৃহস্থগণের অনুষ্ঠেয় নহে, উহা কেবল সন্ন্যাসীগণেরই আচরণীয় এবং এমতে যোগবোধক দর্শন শাস্ত্র কেবল যতীগণেরই উপযোগী। সংসার শব্দের দার্শনিক বা প্রকৃত অর্থ পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে। তাহা হইতে স্পষ্টই প্রতীতি হইবে, গৃহী ও সন্ন্যাসী উভয়েই সংসারী। কর্ম্মফলজনিত সুখ দুঃখ ভোগ করিবার জন্যই জীবের দেহ ধারণ বা সংসার পরিগ্রহ করিতে হয়। কর্ম্মফলের সম্পূর্ণ পরিপাক না হইলে, জীব সংসার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে না। সংসারবন্ধনের নিরন্বয় মোচন বা ঐকান্তিক দুঃখনিবৃত্তি জীবমাত্রেরই মুখ্য প্রয়োজন এবং যোগচর্য্যাই এই চরম উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায়। অতএব, যোগ গৃহী ও সন্ন্যাসী উভয়েরই অবলম্বনীয় এবং দর্শনশাস্ত্র যোগতত্ত্বের রহস্যোদ্ঘাটন করে বলিয়া, ইহা যাবতীয় আশ্রম ও সর্ব্বধর্ম্মগত মানবের সেব্য ও আরাধ্য।

অপেক্ষাকৃত চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ যোগের সার্ব্বজনীন উপকারিতা কথঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম করিয়াও, দর্শনশাস্ত্রে যোগতত্ত্ব জটিলভাবে ব্যক্ত হওয়ার হেতুবাদে, সাধারণ গৃহস্থজনগণ কর্ত্তৃক ইহার অনুষ্ঠান সম্পন্ন হওয়া প্রায়শঃ অসম্ভব বিবেচনা করেন। ইঁহারা বলেন, যোগচর্য্যা করিতে পারিলে, সকলেরই মঙ্গল হয় স্বীকার্য্য; কিন্তু গৃহীগণ সাধারণতঃ গৃহকর্ম্মে অনুক্ষণ এরূপ ব্যাপৃত ও বিবিধ প্রলোভনে এরূপ পরিবেষ্টিত থাকে যে, দর্শনোক্ত যোগ নিয়ম পালন ও মানসিক একাগ্রতা পাদন তাহাদের পক্ষে একান্ত অসাধ্য না হইলেও, অত্যন্ত দুঃসাধ্য। সুতরাং কার্য্যতঃ, যোগ সন্ন্যাসীগণেরই অনুষ্ঠেয়। যোগ যে সহজসাধ্য নহে এবং মনের স্থৈর্য্যসাধন করিতে গৃহীগণ যে স্বল্প সুবিধা প্রাপ্ত হয়, তাহা সর্ব্ববাদীসম্মত। তথাপি অনুধাবন করিলে, আমরা দেখিতে পাই, গার্হস্থ্য কর্ম্মেই যোগনিয়মপালন

ও গার্হস্থ্য কার্য্য সমাধানেই যোগাভ্যাস করা যায়। স্থূল সূক্ষ্মরূপে পরস্পর বিভিন্ন হইলেও, গার্হস্থ্য ক্রিয়া ও সন্ন্যাস ক্রিয়া উভয়েই কর্ম্মপদবাচ্য এবং স্থূল কর্ম্মদ্বারাই যোগের প্রাথমিক অনুষ্ঠান করিতে হয়। সমাধি সর্ব্বোচ্চ যোগ এবং ক্রিয়াযোগই তাহার প্রথম সোপান। [মধ্যভাগ, পাতঞ্জল দর্শন দ্রষ্টব্য]। দর্শনোক্ত উল্লিখিত যোগ বিবরণ যদি গৃহীগণপক্ষে অত্যন্ত জটিল বিবেচিত হয়, তাহা হইলে, দর্শন শাস্ত্র হইতেই উপাদান সংগ্রহ করিয়া, তাহাদের জন্য অধিকতর প্রাঞ্জলভাবে যোগতত্ত্ব ব্যক্ত করা যায়। দর্শন ভিন্ন অন্য কোন শাস্ত্রে যোগতত্ত্বের উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। দর্শন শাস্ত্র আমাদিগকে বলিয়া দেয়, সত্য সংকল্প পরমাত্মা প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া আছেন। * প্রকৃতির যাবতীয় কার্য্য সংকল্পরূপী ঈশ্বরের আজ্ঞায় সমাহিত হয়। গার্হস্থ্যাদি আশ্রম এবং প্রত্যেক আশ্রমোচিত কার্য্য ঈশ্বর কর্ত্তৃক ব্যবস্থিত হইয়াছে। ক্রিয়াকারী জীব ঈশ্বর কর্ত্তৃকই শ্রেণী-বিভক্ত ও আশ্রমনিবদ্ধ হয়। যে কর্ম্ম ঈশ্বর সংকল্পানুমোদিত বা ঈশ্বর-সংকল্পানু-সারে সম্পন্ন হয়, তাহা সত্য ও শুভকর। যে কর্ম্ম ঈশ্বরসংকল্পবিরোধী বা ঈশ্বর-সংকল্পানুসারে নির্ব্বাহিত হয় না, তাহা বৃথা ও অমঙ্গলকর। অতএব ঈশ্বরসংকল্পা-নুসারে অর্থাৎ ঈশ্বর সংকল্পের সহিত ঐক্য বা মিলনে, গার্হস্থ্য কর্ম্ম নির্ব্বাহ করাই গৃহীর যোগ এবং যে গৃহী ঐরূপে কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে পারেন, তিনিই যোগী। ঐহিক লাভক্ষতি, সিদ্ধ্যসিদ্ধি বা লৌকিক নিন্দাস্তুতির গণনা না করিয়া ও ঈশ্বরে সম্পূর্ণ মন রাখিয়া ন্যায্য কার্য্য করাই কর্ম্মনিপুণতা এবং যিনি কর্ম্মনিপুণ, তিনিই যোগী। এজন্য ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন :—

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে॥ ৪৮
বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃত দুষ্কৃতে।
তস্মাৎ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্॥ ৫০

গীতা, ২য় অধ্যায়।

হে ধনঞ্জয়! তুমি সিদ্ধি অসিদ্ধি সমান জ্ঞান করিয়া, কর্ত্তৃত্ব অভিমান বিসর্জ্জন পূর্ব্বক যোগস্থ হইয়া, নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান কর। এইরূপ চিত্তের একাগ্রতাকে

* তৎ প্রতিষ্ঠা গৃহপীঠবৎ॥ ৩৮॥ শাণ্ডিল্যসূত্রম্। যেমন গৃহমধ্যস্থ পীঠস্থিত ব্যক্তিকে গৃহস্থ বলা যায়, সেইরূপ মায়া প্রতিষ্ঠিত জগৎ ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত উক্ত হয়।

যোগ বলে। বুদ্ধিযোগনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ ইহ জগতেই পাপপুণ্য উভয়ের বর্জ্জন করেন। অতএব কর্ম্ম যোগের নিমিত্ত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। কর্ম্মকৌশলই যোগ। বস্তুতঃ, গৃহী অর্জ্জুনের প্রতি যোগের এতদধিক বিস্পষ্টভাব ও প্রাঞ্জল সংজ্ঞা উপদিষ্ট হইতে পারিত না। যিনি সংকল্পরূপী ঈশ্বরে সম্পূর্ণ চিত্তার্পণ করিতে পারেন, তাঁহার বুদ্ধিস্থ ভ্রমান্ধকার বিদূরিত হইয়া যায় এবং তিনি ঈশ্বর সংকল্প অধ্যয়ন করিতে শক্ত হন। তিনি দেখিতে পান, ক্রিয়াযন্ত্রসদৃশ জীব ঈশ্বর সংকল্পেই চালিত হয়; তাহার নিজের কোন কর্ত্তৃত্ব নাই। ঈশ্বর কর্ম্ম ও কর্ম্মফল উভয়ের নিয়ামক। সুতরাং, যে সকল জীব আপনাদিগকে কর্ত্তা বিবেচনা ও ফলকামনা করিয়া ক্রিয়া করে, তাহারা মোহগ্রস্ত। ঈদৃশ দ্রষ্টাই প্রকৃত যোগী, স্থিরধী ও স্থিতপ্রজ্ঞ এবং তাঁহার কর্ত্তৃত্বাভিমান ও যাবতীয় বিষয়বাসনা জ্ঞানানলে বিদগ্ধ হইয়া, ভস্মীভূত হয়। যাঁহার কোন বাসনা বা কামনা নাই তিনিই কর্ম্মকুশল; কারণ তিনি ফলাকাঙ্ক্ষা না করিয়া, কর্ম্মের সমাধান করেন। প্রকৃত যোগী পুরুষ ঈশ্বর সংকল্পের সহিত ঐক্য বা মিলনে কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া, ভগবানের প্রীতি অর্জ্জন করেন ও ভগবানে মিলিত হন।

কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলংত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধ বিনির্ম্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্॥ ৫১
যদা তে মোহ কলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্যচ॥ ৫২
শ্রুতি বিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগ মবাপ্স্যসি॥ ৫৩

গীতা, ২য় অধ্যায়।

বুদ্ধিমান্ পণ্ডিতগণ কর্ম্মফল পরিত্যাগ পূর্ব্বক জন্মবন্ধন হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া, পরমপদ লাভ করিয়া থাকেন। যখন তুমি দেহাভিমানজনিত মোহের পরিহার করিবে, তখনই তোমার নির্ব্বেদ বা বৈরাগ্য উপস্থিত হইবে। আর যখন তোমার শ্রুতিবিক্ষিপ্তা বা বেদ ও লৌকিকাচারবিচলিতা বুদ্ধি ভগবানে স্থিরভাবে অবস্থিতি করিবে, তখনই তাহা সমাধি প্রাপ্ত হইবে এবং তুমি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবে।

যাঁহার বুদ্ধি ভগবানে সংযুক্তা হইয়া, নিশ্চলভাবে অবস্থিতি করে এবং কখনও বিচ্ছিন্না বা বিচলিতা হয় না, তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ। বিয়োগাবস্থাগত সাধারণ জীবের হৃদয়ে শ্মশান বৈরাগ্যনামা মুহূর্ত্তব্যাপী নির্ব্বেদ ও ক্ষণিক ঈশ্বরমনন, ক্ষীণভাবে

উদ্দীপিত হইয়া, পরক্ষণেই নির্ব্বাপিত হয়। শোকতাপ ভোগে বা শোচনীয় দৃশ্যাদি দর্শনে, আমরা ক্ষণকালের জন্য, কিঞ্চিৎ পরিমাণে, সংসারের অসারত্ব উপলব্ধি করি; বিপৎপাতে বা আশুবিপদাশঙ্কায় কিম্বা অভীষ্ট সিদ্ধিজনিত হর্ষবেগে, আমরা কখন কখন কথঞ্চিৎ ভক্তি ও কৃতজ্ঞতাভরে, ভগবানের নামোচ্চারণ করি। কিন্তু আমাদের তমোভারাক্রান্ত অন্তঃকরণে এই সকল ক্ষীণভাবের বিকাশও অধিকক্ষণ স্থায়ী হয়না *। স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ সর্ব্বদাই তীব্র বৈরাগ্যবান্ ও প্রদীপ্ত ঈশ্বরভাবে অনুপ্রাণিত। যিনি স্থিতপ্রজ্ঞ, তিনিই সমাধিস্থ। অর্জ্জুন ভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, হে কেশব! স্থিতপ্রজ্ঞ সমাধিস্থ পুরুষের লক্ষণ কি? তিনি কিরূপ ভাষা ব্যবহার করেন, কি ভাবে থাকেন এবং কেমন আচরণ করেন? ভগবান উপদেশ করিতেছেন :—

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনাতুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥ ৫৫
দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে ॥ ৫৬
যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৭
যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৮
বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে ॥ ৫৯

---

* জ্ঞানসাহায্যে ভক্তি সম্পূর্ণা লাভ করে। গৌণং ত্রৈবিধ্য মিতরেণ স্তুত্যর্থ ত্বাৎসাহচর্য্যাম্ ॥ ৭২॥ শাণ্ডিল্যসূত্রম্। ভক্তি সাধনের গৌণ মুখ্যতা ভেদে, ভক্তগণেরও গৌণ মুখ্যভাব বিদ্যমান্ আছে। গীতা, ৭অঃ, ১৬ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী, এই চতুর্ব্বিধ ব্যক্তি আমার ভজনা করে। চতুর্ব্বিধ ভক্ত মধ্যে প্রথম ত্রিবিধ গৌণ এবং চতুর্থ জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ। যেমন নৃপতি সমভিব্যাহারে সৈন্য থাকিলে, তাহারাও গৌরববিশিষ্ট হয়, তদ্রূপ জ্ঞানীর সাহচর্য্য নিবন্ধন, ত্রিবিধ গৌণ ভক্তেরও শ্রেষ্ঠতা জানিবে। পাপনাশ ও বিপদুদ্ধার জন্য যে স্মরণ কীর্ত্তনাদি করে, সে আর্ত্তভক্ত এবং তাহার ভক্তি আর্ত্তিভক্তি। জিজ্ঞাসুভক্ত ভগবানের জ্ঞানের জন্য যে যজ্ঞাদি আচরণ করে, তাহা জিজ্ঞাসা ভক্তি। দ্বিবিধা অর্থার্থিতা ভক্তি মধ্যে একবিধ কর্ম্মভক্তিজন্য এবং অন্যবিধ রাজ্য স্বর্গাদির জন্য ভগবৎ কীর্ত্তনাদিরূপে ক্রিয়মান হয়।

যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ॥ ৬০
তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৬১
ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপ জায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥ ৬২
ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥ ৬৩
রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি॥ ৬৪
প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে॥ ৬৫
নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্॥ ৬৬
ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি॥ ৬৭
তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৬৮
যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥ ৬৯

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী॥ ৭০

বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥ ৭১
এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্ম নির্ব্বাণ মৃচ্ছতি॥ ৭২

গীতা, ২য় অধ্যায়।

হে পার্থ! যোগী ব্যক্তি যখন নিজ মনোগত কামনা সকলের পরিহার করেন এবং আত্মাতেই পরিতৃপ্ত হন, তখনই তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ পদবাচ্য হন। যিনি দুঃখে অনুদ্বিগ্নমনা ও সুখে স্পৃহাশূন্য এবং যাঁহার অনুরাগ, ভয় ও ক্রোধ চির নির্ব্বাপিত হইয়াছে, তাঁহাকেই স্থিতধী মুনি বলা যায়। যিনি সর্ব্বত্র স্নেহবিহীন—কি নিজদেহ, কি পুত্রকলত্রাদি, কুত্রাপি যাঁহার স্নেহমমতা নাই—যিনি শুভাশুভ ফললাভে হৃষ্টক্লিষ্ট হন না, তাঁহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কূর্ম্ম যেমন নিজাঙ্গরাজী স্বকীয় শরীরাভ্যন্তরে সঙ্কুচিত করিয়া লয়, তদ্রূপ যোগী পুরুষ যখন বিষয় নিচয় হইতে আপন ইন্দ্রিয়গণকে প্রত্যাহৃত করেন, তখনই তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়। যোগী ও রোগীর ইন্দ্রিয়নিরোধ সমতুল নহে কারণ মনোমধ্যে প্রবল বাসনা থাকিলেও, নিরাহার পীড়িত ব্যক্তি ইন্দ্রিয়দৌর্ব্বল্যনিবন্ধন, বিষয়-ভোগে অশক্ত হয়; পক্ষান্তরে, ব্রহ্মদর্শনপ্রভাবে, স্থিতপ্রজ্ঞ মহাপুরুষের বাসনা পর্য্যন্তও বিলুপ্ত হয়। হে কৌন্তেয়! যাঁহারা মোক্ষলাভে যত্নশীল, ইন্দ্রিয় সকল তাদৃশ বিবেকবান পুরুষগণের মনকেও বলপূর্ব্বক বিচলিত করে। মৎপরায়ণ যোগী সেই সমস্ত দুর্দ্দান্ত ইন্দ্রিয়কে সংযত করিয়া, আমাতে সমাহিত হন। বস্তুতঃ, যিনি ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়াছেন, তাঁহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিষয় ধ্যান করিতে করিতেই পুরুষের বিষয়াসক্তি জন্মে। অতঃপর, আসক্তি হইতে কামনা এবং কামনা হইতে ক্রোধের উদ্ভব হয়। ক্রোধ হইতে মোহ, মোহ হইতে স্মৃতিবিভ্রম ও স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধিলোপ পর্য্যায়ক্রমে সঞ্জাত হয় এবং বুদ্ধিনাশ হইবামাত্র, মানব নিজেও বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যাঁহার মন সম্পূর্ণ বশীভূত হইয়াছে, তিনি বিধেয়াত্মা। ঈদৃশ পুরুষ রাগদ্বেষাদিবর্জ্জিত আত্মবশ্য ইন্দ্রিয় সমূহ দ্বারা বিষয় ভোগ করিলেও, আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকেন। আত্মপ্রসাদলাভে, সর্ব্বদুঃখের অবসান হয়। প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তির বুদ্ধি অবিলম্বে আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত হয়। যাহার মন বশীকৃত হয় নাই, তাদৃশ অযুক্ত অজিতেন্দ্রিয় লোকের বুদ্ধি নাই কিম্বা ভাবনা বা ঈশ্বরচিন্তাও নাই। ভাবনাহীন জনের শান্তি নাই এবং শান্তিশূন্য মানবের সুখ নাই। অসমাহিত মনুষ্যের মন বিষয়ধাবনশীল ইন্দ্রিয় গ্রাম মধ্যে একটী মাত্র ইন্দ্রিয় দ্বারা চালিত হইলেও, সেই এক ইন্দ্রিয়ই উক্ত ব্যক্তিকে সমুদ্রে ভাসমান্ বায়ুচালিত নৌকার ন্যায় বিচলিত করিয়া, বিষয়ে নিক্ষিপ্ত করে এবং তাহার প্রজ্ঞা হরণ করিয়া লয়। অতএব, হে মহাবাহো! যাঁহার ইন্দ্রিয়গণ বিষয় হইতে সর্ব্বশঃ বিনিবৃত্ত হইয়াছে, তাঁহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত

কর্ম্ম না করিয়া, কেহ ক্ষণকালও থাকিতে পারে না। প্রকৃতিজাত গুণত্রয়ে বদ্ধ হইয়া লোকে আপনা আপনিই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। ভাল কাজ করিতে না পারিলে, লোকে মন্দ কাজ করে। যাহারা যোগ কর্ম্ম করিতে পারেনা, স্বভাবতঃ, তাহারা অযোগ কর্ম্মেই অনুক্ষণ ব্যস্ত থাকে। গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকগত কর্ম্ম শব্দের অর্থ যে নিষ্কাম কর্ম্ম, তাহা পুর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। নিষ্কাম কর্ম্ম ও যোগকর্ম্ম একই কথা। ঈশ্বরের অভিপ্রেত কার্য্য করা এবং ঈশ্বরের সংকল্প জানা—এতদুভয়ই ঈশ্বর ভক্তির নিদর্শন। * ঈশ্বরসংকল্পানুসারে কার্য্য করিতে করিতে, তৎবিষয়ক জ্ঞানলিপ্সা ও জ্ঞান এবং তৎপ্রতি ভক্তি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়। জ্ঞান কর্ম্মকুশলতা ও নিষ্ঠা আনয়ন করে। গণিত বিদ্যায় উত্তম জ্ঞান হইলে, একদিকে যেমন গাণিতিক নিয়মে সুশৃঙ্খলা সহকারে অঙ্ক সকলের সমাধান করা যায়, অন্যদিকে সেইরূপ, গণিত শাস্ত্রের প্রতি ভক্তি অচলা হয়। যাঁহারা ঈশ্বরসংকল্প সকল বিদিত হন, তাঁহারা পরমেশ্বরে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া, সংসারে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান নিচয়ের সাধন করেন; এমতে, কর্ম্মের ন্যায়, ভক্তিও জ্ঞানসাপেক্ষ। † আবার, ঈশ্বরসংকল্প বিদিত হওয়া এবং সংকল্পরূপী ঈশ্বরের প্রতি প্রেমভক্তি প্রদর্শন করা কর্ম্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে। এইরূপে, কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ পরস্পর জড়িত।

তথাপি, ইহাদের পরস্পর মধ্যে পার্থক্যের বিস্পষ্ট চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। কর্ম্মযোগে স্থূল কর্ম্মাধিক্য, জ্ঞানযোগে জ্ঞানাধিক্য ও ভক্তিযোগে ভক্ত্যাধিক্য বিদ্যমান আছে এবং এজন্যই ইহারা এইরূপ নামসমন্বিত হইয়াছে। কর্ম্মযোগী বলেন, পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করিয়া, ঈশ্বরসংকল্প সকল জানিবার আবশ্যকতা কি?

---

* তদ্বতঃ প্রপত্তি শব্দাচ্চ ন জ্ঞানমিতর প্রপত্তিবৎ ॥ ১ ॥ শাণ্ডিল্যসূত্রম্। যে জ্ঞান দ্বারা মহাত্মা ব্যক্তিগণ ভগবান্‌কে বিদিত হইতে পারেন, ভক্তি সেই জ্ঞানেরও কারণ। আর কামনা দ্বারা যাঁহাদের জ্ঞান বিনষ্ট হইয়াছে, তাঁহারা ইতর দেবতাকে প্রাপ্ত হন।

† মধ্যভাগ, বৈশেষিক ও বেদান্ত দর্শন দ্রষ্টব্য। ভক্ত্যা জানাতীতি চেন্নাভিজ্ঞপ্ত্যা সাহায্যাৎ ॥ ১৫ ॥ শাণ্ডিল্যসূত্রম্। ভগবান্ বলিয়াছেন, ভক্ত্যা মামভিজানাতি, ইত্যাদি। গীতা, ১৮অঃ ৫৫ শ্লোক। ঐন্দ্র্যা গার্হপত্যমুপতিষ্ঠতে। তৈত্তিরীয় সংহিতা, ১অঃ, ৫প্রঃ, ৮অনু। যেমন ইন্দ্রদৈবমন্ত্রে গার্হপত্য অগ্নি আরাধিত হন, তদ্রূপ বলবতী ভক্তিই জ্ঞানের হেতু। অভিজ্ঞা শব্দের অর্থই পূর্ব্বানুভূত বস্তুর জ্ঞান। অতএব, ভক্তির উপকারী পূর্ব্বজ্ঞানই তৎফলরূপ ভক্তির প্রবর্ত্তক।

ধর্ম্ম ঈশ্বর সংকল্পে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সুতরাং, ধর্ম্মাদেশ সম্পূর্ণরূপে প্রতিপালন করিতে পারিলেই, ঈশ্বরসংকল্পানুসারে কার্য্যনির্ব্বাহ ও ঈশ্বরে ভক্তি প্রদর্শন করা হয়। আমার ধর্ম্ম আমাকে যাহা করিতে বলে, আমি অকপট ভাবে তাহাই করিব এবং তাহাতেই আমি সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইব। জ্ঞানযোগী বলেন, সংকল্পরূপী পরমেশ্বর অজ্ঞানে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করিতেছেন এবং অজ্ঞানের বিবিধ আবরণমণ্ডিত হইয়া, বহু সংকল্পবৎ পরিগণিত হইতেছেন। জ্ঞানবিচারে অজ্ঞানের আবরণ যত উন্মুক্ত করা যায়, বহুত্ববোধ ততই নিবারিত হয় এবং এইরূপ করিতে করিতে যখন অজ্ঞানের সমস্ত আবরণ উন্মোচিত বা অজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইবে, তখনই ভগবানের স্বরূপ দর্শন করা বা ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। বহুত্ব প্রদর্শক ঐন্দ্রজালিক অজ্ঞানের বিনাশ হইলে, ভগবান্‌কে এক অখণ্ড বিশ্বব্যাপী সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরিদর্শন করা যায় অথবা ব্রহ্মাণ্ডবিকীর্ণ সংকল্প চিন্ময় ব্রহ্মের রশ্মিবৎ পরিদৃষ্ট হয়। জ্ঞানময় ব্রহ্মকে স্বরূপতঃ জানা এবং তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া একই বস্তু। অতএব, বিচারযোগে ঈশ্বরসংকল্প পরিজ্ঞাত হওয়া অত্যাবশ্যক। ভক্তিযোগী বলেন, কর্ম্মবিধিপাশে অষ্টাঙ্গবদ্ধ হইয়া, কাজ করা বিষম দায়। জ্ঞানবিচারেই বা আমার কাজ কি? যাঁহা হইতে ধর্ম্ম সমুদ্ভূত হইয়াছে, যিনি জ্ঞানের একমাত্র অনন্ত আধার, আমি সেই প্রেমময় ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকি। একান্ত আত্মসমর্পণ—তাঁহাতে সম্পূর্ণ নির্ভর – সাংসারিক কোন বস্তু যেন আমাকে বিচলিত করিতে না পারে। তিনি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র। আহারে, বিহারে, শয়নে, উপবেশনে, গমনে, আলাপনে—সর্ব্বকার্য্যে, তিনি আমাকে যেমন চালান, আমি সেইরূপ চলিব। তিনি আমার জীবনসর্ব্বস্ব—আদর্শাতীত প্রণয়াস্পদ। আমি কায়মনোবাক্যে, প্রাণপণে তাঁহাকে ভাল বাসিব। ভগবান্‌কে পাইবার বাসনা কামনা মধ্যে গণনীয় নহে। কেননা, ভগবদ্‌প্রাপ্তিতে যাবতীয় বাসনার নিবৃত্তি হয়।* তথাপি, আমি সে আশাও করি না। তিনি অনুগ্রহ করিয়া, আমাকে তাঁহার পাদপদ্মে স্থান দেন,

---

* জীব দুঃখনাশ ও সুখলাভের কামনা করে। আনন্দময় ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইলে, জীবের যাবতীয় দুঃখের অবসান ও সর্ব্বকামাপ্তি হয়। দুঃখাভাববদেবাস্য সর্ব্ব কামাপ্তিরীরিতা। সর্ব্বান্ কামান্ সাবাপ্যাহমৃতো ভবদিত্যতঃ॥ ৮। পঞ্চদশী, ১৪ পরিচ্ছেদ। তাঁহার দুঃখাভাবের ন্যায় সর্ব্বকামাপ্তিও শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। অতএব তিনি সকল কাম্যবস্তু প্রাপ্ত হইয়া, অমৃত হন।

ভাল, না দেন, তাহাও ভাল। তাঁহাকে ভাল বাসিয়া, তাঁহাতে মনোপ্রাণ উৎসর্গ করিয়া দিয়া, আমার শান্তি। অতএব, তুলনায় দেখা যাইতেছে, কর্ম্মযোগে যত স্থূল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হয়, জ্ঞান ও ভক্তিযোগে সেরূপ করিতে হয় না। জ্ঞান ও ভক্তি যোগে যে সকল ক্রিয়া অনুষ্ঠিতা হয়, তাহাদের অধিকাংশই সূক্ষ্ম কর্ম্ম। গৃহস্থ জনগণের পক্ষে, কর্ম্মযোগই সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী।

সাধর্ম্যবৈলক্ষণ্যের যৌগপদ্যে যোগত্রয় বিচিত্র প্রতিভাত হইলেও, তাহাদের চরম লক্ষ্য একমাত্র। কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইবার বিভিন্ন বর্ত্মরাজী যেমন পথিক গণকে সেই স্থানে উপনীত করে, কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ, সেইরূপ, যোগীগণকে এক অদ্বয় ব্রহ্মে সম্মিলিত করে। সুতরাং, যোগত্রয় ব্রহ্ম-প্রাপ্তিরূপ এক পবিত্র উদ্দেশ্যসিদ্ধির বিভিন্ন পথ বা উপায় স্বরূপ এবং ঈশ্বর কর্ত্তৃকই ইহারা এরূপ ব্যবস্থিত হইয়াছে। এই ত্রিবিধ পথ বা উপায় মধ্যে, যিনি যাহাই আশ্রয় করুন না কেন, তিনিই যোগী এবং যিনি যোগী, তিনিই ঈশ্বরানুগ্রহ লাভ করেন। ঈশ্বরব্যবস্থিত পথ অবলম্বন করার জন্য, ঈশ্বর যোগীর প্রতি প্রসন্ন হন। যিনি ঈশ্বরানুগ্রহ লাভ করেন, তিনিই শান্তি প্রাপ্ত হন। পরমেশ্বরের জ্ঞাননেত্রে এই তিন পথই তুল্য দৃষ্ট হয়। ইহাদের পারস্পরিক উৎকর্ষাপকর্ষ নাই। গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে, ভগবান্ কোন যোগপথের অবধীরণ করেন নাই। যাহারা ভণ্ডযোগী, যাহারা কর্ম্মত্যাগচ্ছলে যোগকর্ম্মারম্ভে বিরত থাকে, তাহারা যে সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় না, ভগবান্ তাহাই স্থির বাক্যে ঘোষণা করিয়াছেন। ইহা যে অন্যরূপ নহে, গীতার উক্ত অধ্যায়গত ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্লোক হইতে তাহা সুস্পষ্ট প্রতীত হয়।

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসাস্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥
যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতে ঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে॥

যে বিমূঢ়াত্মা বাহ্যতঃ কর্ম্মেন্দ্রিয় সমূহকে নিগৃহীত করিয়া, মনে মনে বিষয়বাসনা পোষণ করে, সে কপটাচারী। কিন্তু, যিনি যাবতীয় ইন্দ্রিয়কে মন দ্বারা বশীভূত করিয়া, অসক্ত বা ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া, কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তিনি উৎকৃষ্ট। সমস্ত ইন্দ্রিয় সম্পূর্ণ বশীভূত না হইলে, যোগকর্ম্ম সাধন করা যায় না এবং যোগকর্ম্ম সাধন না করিলে যোগসিদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

যাহারা ইন্দ্রিয়দমনে অপারক, অথচ, যোগীনামে পরিচিত হইবার দুরাশায়, লোকপ্রদর্শন জন্য বাহ্যেন্দ্রিয়জাতকে উৎপীড়িত করে, তাদৃশ প্রতারকগণ কিরূপে যোগসিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে? প্রত্যুত, এই সকল ভণ্ডযোগী তাহাদের কর্ম্মানুরূপ কুফল প্রাপ্ত হয়। যোগকর্ম্মক্ষম জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণই যোগ-মার্গারোহণে অধিকারী এবং ইঁহাদের মধ্যে যিনি যে যোগমার্গই অবলম্বন করুন, সাধনশেষে, সকলেই ভগবদ্প্রাপ্তিরূপ এক সিদ্ধি লাভ করেন।

ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্ম্মযোগেন চাপরে॥ ২৪
অন্যেত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে।
তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ॥ ২৫

গীতা, ১৩শ অধ্যায়।

কেহ কেহ ধ্যানযোগে এই দেহেই পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করেন। অন্য কেহ কেহ সাংখ্য বা জ্ঞানযোগে এবং অপর কেহ কেহ কর্ম্মযোগে আত্মদর্শন করেন। আবার কেহ কেহ গুরূপদেশে শ্রুতিপরায়ণ হইয়া, মরণধর্ম্মশীল সংসার অতিক্রম করিয়া থাকেন। অবশ্য, সাধনাবস্থায় দয়াময় ভগবান্ যোগীগণের কর্ম্মভারের ক্রমলাঘব বিধান করেন। এস্থলে, আদর্শ সৎ প্রভুর সুদৃষ্টান্ত প্রযুজ্য হইতে পারে। সৎ প্রভুর তিনটী ভৃত্য এবং তিনটীই অত্যন্ত বিশ্বাসী। একটী প্রভুর অভিপ্রায় যত জানুক আর না জানুক, প্রভুর ভালর চেষ্টায় দিবারাত্রি অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিয়া, প্রভুনিকেতনের কার্য্যগুলি সম্পন্ন করে। আর একটী কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রভুর অভিসন্ধি জানিতে পারিয়া, তাঁহার মনের মত বাছা কাজগুলি করে। অপরটী, অন্যান্য কাজ যত করুক আর না করুক, প্রভুর সেবাবিষয়ে বড় তৎপর। প্রভুর সেবাবিষয়ক যত কাজ, সমস্তই সে খুব মনোযোগের সহিত করে। প্রভু তিন ভৃত্যের উপরই সমান সন্তুষ্ট এবং তিন জনকেই সমান আদর করেন। কোন সময়ে দয়াশীল প্রভু বিবেচনা করিলেন, তাঁহার কার্য্যভারে তাঁহার উত্তম ভৃত্যগণ অত্যন্ত ক্লান্ত হয়। তখন তিনি তাহাদের সাহায্যার্থ অপরাপর ভৃত্যের নিয়োগ করিলেন এবং প্রভুর প্রতি পুরাতন ভৃত্যগণের কৃতজ্ঞতার অবধি রহিল না। কালবশে, এই তিন ভৃত্য বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হইলে, সৎপ্রভু তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা তিনজনই দীর্ঘকাল যাবৎ অকপটভাবে আমার কার্য্য

করিয়াছ। তাহাতে আমি তোমাদের প্রতি অতিশয় প্রীত হইয়াছি। আমার প্রীতির নিদর্শন ও তোমাদের সাধুতার পুরষ্কার স্বরূপ, আমি তোমাদিগকে যাহা দিতে ইচ্ছা করিয়াছি, তাহা শ্রবণ কর। তোমাদের আর ভৃত্যের কার্য্য করিতে হইবে না। তোমরা তিনজনই আমার পরিবারগত ব্যক্তিস্বরূপ আমার বাটীতে নিবসতি কর। তোমাদের পরিবারবর্গের জীবিকা নির্ব্বাহের ভার আমার উপর রহিল। ভৃত্যত্রয়ের দাসত্ব বিদূরিত হইল এবং তাহারা আদর্শ সৎপ্রভুর পারিবারিক জনবৎ, কৃতজ্ঞ হৃদয়ে, তাঁহার গৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিল। ভূমণ্ডলে আদর্শ সৎপ্রভুর স্বভাব এইরূপ এবং তাঁহার প্রিয় ভৃত্যগণ তাঁহার নিকট হইতে, এইরূপ সদয় ব্যবহার প্রাপ্ত হয়। যিনি আদর্শাতীত সৎ এবং অসীম দয়াবান, তাঁহার প্রিয় ভৃত্যগণ তাঁহার নিকট হইতে কিরূপ ব্যবহার প্রাপ্ত হইতে পারে? যোগীগণ যতদিন যোগমার্গে সাধন-নিরত থাকেন, ততদিন তাঁহারা যে শান্তি, যে সুখ, যে আনন্দ অনুভব করেন, তাহা অব্যক্ত ও অতুলনীয়। যশোমানে, পানভোজনে, কামিনীকাঞ্চনে, পুত্রকলত্রে, বিপুল ঐশ্বর্য্যে, বিদ্যাগৌরবে, বিলাসসম্ভোগে, পদগর্ব্বে, মিত্রবর্গে—কিছুতেই তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ঐহিক যত প্রকার পদার্থ সুখপ্রদ কল্পিত হয়, তাহাদের সকলের সমষ্টিও তাহা প্রদান করিতে পারে না। সাধন-সমাপনে, করুণাময় ভগবান্ যোগীগণকে পরমসমাদরে তাঁহার চিরশান্তিময় অঙ্কে ধারণ করেন। ইহাই যোগীগণের চরম পুরষ্কার।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কর্ম্মযোগ।

জীব বিপাকনিষ্পত্তির জন্য ইহজগতে জন্মপরিগ্রহ করে। স্থূলশরীর-ধারণ ব্যতিরেকে, জীবের ভোগনির্ব্বাহ হয়না এবং ভোগ ব্যতীত বিপাক বা কর্ম্মফলের নিষ্পত্তি হয় না। জন্মপরিগ্রহ স্থূলশরীর ধারণের নামান্তর। ঈশ্বর প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক যাবতীয় ব্যাপারের নিয়ন্তা এবং অদ্বিতীয় বিধাতা। ঈশ্বরসংকল্পে স্থূলজগতে জীবের বিভিন্ন পর্য্যায়োদ্ভব হইয়াছে। ঈশ্বরসংকল্পেই প্রকৃতি কর্ত্তৃক জীবের কর্ম্মফল সূক্ষ্মরূপে পরিমিত হয়। ঈশ্বরনিয়ন্ত্রিতা প্রকৃতি

কর্ম্মফলানুযায়ী, জীবকে জন্ম বা উপযুক্ত পর্য্যায়, আয়ুঃ বা ভোগকাল, ভোগ (Enjoyment) ও আশায় বা ভোগনির্ব্বাহক সংস্কার প্রদান করেন এবং তাহাতে স্থূলশরীর যোগে জীবের ভোগসমাধান হয়। [মধ্যভাগ, পাতঞ্জল দর্শন দ্রষ্টব্য]। জীব প্রকৃতি কর্ত্তৃক মরজগতে যেরূপ অবস্থিত হয়, তাহাই তাহার আশয়সিদ্ধ ও ভোগসাধনের অনুকূল। নিসর্গপ্রদত্ত অবস্থিতির ব্যতিক্রম করিলে, জীবের ভোগবিঘ্ন সমুৎপন্ন হয়। গো গোর ন্যায় এবং অশ্ব অশ্বের ন্যায় ভোগ করিয়া থাকে। কিন্তু, গো অশ্বের ন্যায় কিম্বা অশ্ব গোর ন্যায় ভোগ করিয়া তৃপ্ত হয় না। আবার, পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্র বা পক্ষী স্বাধীন শার্দ্দূল-বিহঙ্গমের ন্যায় সুখী নহে। বিশ্বমনুষ্যমণ্ডলগত বিভিন্ন স্থানসমূহে মানবের বিবিধ জাতি ও নানা নরসমাজের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। এক জাতির অন্তর্ভুক্ত হইয়া, অনেক সমাজ অবস্থিতি করে। আবার, সমাজ পরিবার-সমষ্টীভূত। সুতরাং, সমাজ মাত্রেই বহু পরিবার আছে। প্রত্যেক ব্যক্তি যে দেশের যে জাতির যে সমাজের যে পরিবারের যে পিতৃমাতৃত্বে জন্মগ্রহণ করে, সেই দেশ, সেই জাতি, সেই সমাজ, সেই পরিবার, সেই পিতৃমাতৃত্ব তাহার ভোগসাধন-মূলক জীবনধারণের সম্পূর্ণ উপযোগী। অন্য দেশ, অন্য জাতি, অন্য সমাজ, অন্য পরিবার, অন্য পিতৃমাতৃত্ব তাহার আশয় বা প্রবৃত্তিসম্মত নহে। এজন্য, স্বাভাবিক অবস্থায়, দুগ্ধপোষ্য শিশু পিতা বা মাতা কর্ত্তৃক প্রহৃত হইয়াও, প্রহর্ত্তা পিতামাতার ক্রোড়ে উঠিবার জন্য লালায়িত হয়। সে সময়ে, অপর কেহ আদর করিয়া তাহাকে ক্রোড়ে লইতে গেলেও, সে আদরকারীর ক্রোড়ে যাইতে চাহেনা। নিজ বাটীতে যেমন স্বস্তি পাওয়া যায়, অন্য বাটীতে সেরূপ পাওয়া যায় না। স্বসমাজের রীতিনীতির পরিবর্ত্তে ভিন্ন সমাজের রীতিনীতি এবং জাতীয় আচার ব্যবহার ভাষা পরিচ্ছদের পরিবর্ত্তে বিজাতীয় আচারাদি গ্রহণ করিতে মনুষ্যের অনেক অসুবিধা হয়। দেশে ক্লেশ ভোগ করিতে থাকা সত্ত্বেও, দেশ ছাড়িয়া বিদেশে যাইতে মানুষের মন সরে না। মোহবশতঃ, যখন বুদ্ধিবিকার উপস্থিত হয়, তখনই, মানব প্রকৃতিদত্ত আশয়ের অভিসন্ধি বুঝিতে পারে না এবং যে সমস্ত কার্য্য উচিত ভোগের প্রতিকূল, তৎসকলের সাধন প্রয়াসী হয়।

ভোগ কর্ম্মনিষ্পাদ্য। যেহেতু, ভোগনির্ব্বাহ জন্যই জীব জন্মগ্রহণ করিয়াছে, অতএব, কোন জীবিত প্রাণীই কর্ম্ম না করিয়া, ক্ষণকাল অবস্থিতি করিতে

পারে না। প্রকৃতিস্থ হইয়া, ঈশ্বরসংকল্পানুসারে কার্য্য করিলে, সুখভোগ করা যায়। অজ্ঞানমদে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া, ঈশ্বরসংকল্পবিরুদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, দুঃখভোগ করিতে হয়। মোহগ্রস্ত সাধারণ মানব ঈশ্বরসংকল্প স্পষ্টরূপে ইন্দ্রিয়-গোচর করিতে পারে না এবং বিস্মৃতিপ্রভাবে, দুঃখজনক কার্য্যেই অধিকতর সমাসক্ত হয়। এজন্য, দয়াময় ভগবান্ মানবমঙ্গলোদ্দেশ্যে, মনুষ্যসমাজে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ধর্ম্ম ঈশ্বরসংকল্পান্বিত এবং ঈশ্বরের প্রতিনিধি স্বরূপ একাধারে সমাজের সর্ব্বোচ্চ পালক, শাসক, শিক্ষক, নিয়ামক ও বিচারক। ধর্ম্মদ্বারা নরসমাজে ঈশ্বরসংকল্প কার্য্যাকারে অভিব্যক্ত হয়। মানবের সর্ব্ববিধ শারীরিক ও মানসিক কর্ম্ম যেরূপে সমাহিত হওয়া ঈশ্বরের অভিপ্রেত, তাহার উপদেশ করিয়া, ধর্ম্ম মনুষ্যকে তাদৃশ কার্য্যসমাধানের আদেশ করেন। যাঁহারা ধর্ম্মাদেশপালনতৎপর, তাঁহারা ধার্ম্মিক বা পুণ্যবান্। যাহারা ধর্ম্মাদেশ পালন করে না, তাহারা অধার্ম্মিক, অপরাধী ও পাপী। ধর্ম্ম পুণ্যাত্মাগণের মঙ্গল ও অপরাধী সকলের সমুচিত দণ্ডবিধান করেন। ধর্ম্মের বিচার অতিশয় সূক্ষ্ম। ইহ জগতে কুত্রাপি সুবিচার প্রাপ্ত না হইয়া, মানব ধর্ম্মের নিকটই শেষ আবেদন করে। নরপালবৃন্দও ঈশ্বরপ্রেরিত সমাজশাসক, সন্দেহ নাই। কিন্তু, রাজাগণ সর্ব্বথা ধর্ম্মাধীন এবং ধর্ম্মপ্রভাব অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্য শক্তিনিয়োগ করাই রাজপদের সার্থক্য। আবার, মনুষ্যের বাহ্য কর্ম্ম ভিন্ন, তাহার আভ্যন্তরীণ কর্ম্ম নিয়ামনের অধিকার রাজাগণের নাই। সুতরাং ধর্ম্মনিষিদ্ধ কর্ম্মের বর্জ্জন এবং ধর্ম্মানুমোদিত কর্ম্মের সাধন করিলেই, ঈশ্বরসংকল্পানুসারে কার্য্য করা হয়। যিনি ঈশ্বর সংকল্পানুসারে কার্য্য করিয়া, ইহজগতে জৈব ভোগের নির্ব্বাহ করেন, তিনিই কর্ম্মযোগী। ধর্ম্ম্য কর্ম্ম দ্বারা ঈশ্বরপ্রীতি অর্জ্জন করার নাম কর্ম্মযোগ।

নির্ব্বিশেষাদ্বৈতবাদী, হয়ত, বলিবেন, ধর্ম্মে স্বর্গলাভ ও ঈশ্বরপ্রাপ্তি, উভয় উদ্দেশ্যেই কর্ম্ম আচরিত হয়। ঈশ্বরপ্রাপ্তিফলদায়ক কর্ম্ম নিষ্কাম বিবেচিত হইলেও, স্বর্গলাভোদ্দেশ্যমূলক কর্ম্ম যে সকাম, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। কাম্য কর্ম্ম যোগীজনের সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। সুতরাং, যাহাতে ঈশ্বর-প্রাপ্তি হয়, কেবল তাদৃশ ধর্ম্ম্য কর্ম্মই কর্ম্মযোগীর আচরণীয়। এতদুত্তরে, বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদী অবশ্য সসম্ভ্রমে নিবেদন করিবেন, স্বর্গলাভবাসনা যে কামনাপদবাচ্য, তাহা সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু, তথাপি ঈদৃশ কামনামূলক কার্য্য কর্ম্মযোগীর

বর্জ্জনীয় হইতে পারে না। পূর্ব্বোদ্ধৃত গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়গত ৭১ সংখ্যক শ্লোকে ইহাই সূচিত হয়। যদি স্বর্গলাভকামনান্বিত কার্য্য কর্ম্মযোগীর বর্জ্জনীয় হইত, তাহা হইলে, ভগবান্ গীতাতত্ত্বশ্রবণকারীগণের শুভলোক সকল প্রাপ্ত হওয়ার উল্লেখ করিতেন না। বস্তুতঃ, সিদ্ধযোগী বা পূর্ণ সন্ন্যাসী স্বরূপ, মানব কোটীর কেহ ইহলোকে জন্মগ্রহণ করে না। ক্রমশঃ যোগশিক্ষা ও তৎসহ অনুরূপ সিদ্ধিলাভ করিয়া, মানবের যোগপথে অগ্রসর হইতে হয়। এ জগৎ একাধারে জীবের ভোগভূমি ও শিক্ষাক্ষেত্র। ধর্ম্মগুরু মানবকে ভোগ-কার্য্যযোগে কর্ম্মফলের ক্ষয়সাধন করিতে শিক্ষা দেন। কর্ম্মফলের বিনাশ হইলে, জীবের আর জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় না। জীব তখন সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়া, চিরানন্দময়ের অঙ্গীভূত হয়। স্বর্গপ্রাপ্তিস্পৃহা কামনা হইলেও, ইহা যাবতীয় ঐহিক বাসনার অতীত অত্যুচ্চ কামনা। ইহা যোগের অন্তরায় পরিগণ্য হইতে পারে না। এতৎবাসনামূলক কার্য্যের অনুষ্ঠানে, নিষ্কাম কর্ম্মাচরণ সুগম হয়। যোগীগণ ধর্ম্মশিক্ষাবলেই, স্বর্গলাভ বাঞ্ছারূপ কামনাবিশিষ্ট কর্ম্মকে ভিত্তি করিয়া, তদুপরি নিষ্কাম কর্ম্মের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন। যদি স্বর্গলাভজনক ধর্ম্ম্যকর্ম্মকে নিম্নাঙ্গীন ও ঈশ্বরপ্রাপ্তিফলদ ধর্ম্ম্যকর্ম্মকে উচ্চাঙ্গীন বলা হয়, তাহা হইলে, দেখা যাইতেছে, নিম্নাঙ্গীন ধর্ম্ম্য কর্ম্মও ঐহিক বাসনা বর্জ্জিত এবং যোগীগণের প্রথমাবস্থায় তাঁহাদের অনুষ্ঠান যোগ্য। * উচ্চাঙ্গীন ধর্ম্ম্য কর্ম্মে ঈশ্বরপ্রাপ্তি হয়। সুতরাং, তাহার নিষ্কামত্ব অবিসংবাদী। অতএব, প্রকৃত ধর্ম্ম্য কর্ম্ম মাত্রই কর্ম্মযোগীর আচরণীয়। [মধ্যভাগ, বৈশেষিক দর্শন দ্রষ্টব্য]।

পঞ্চতন্মাত্রসম্ভূত সূক্ষ্ম শরীর সপ্তদশ উপকরণের সমষ্টীভূত। বুদ্ধি, মন, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় ও আভ্যন্তরীণ পঞ্চবায়ু সূক্ষ্ম শরীরের উপাদান।

---

* বহিরন্তরমনুভয়মবেষ্টিসবৎ ॥ ৭৩ ॥ শাণ্ডিল্যসূত্রম্। স্মরণকীর্ত্তনাদি পরমভক্তির অঙ্গ এবং আর্ত্তিভক্তিনিচয় তাহাদের অন্তর্ভুক্ত। অন্তর্ভূত কর্ম্মের আরম্ভ না করিলে, প্রধান কর্ম্মের ফললাভ হয় না। সুতরাং আর্ত্তিভক্তি প্রভৃতিরও শ্রেষ্ঠতা আছে। যেমন রাজসূয় যজ্ঞের অন্তর্গত অবেষ্টি নামক কর্ম্ম না করিলে, যজ্ঞ নিষ্ফল হয়, কিম্বা, বৃহস্পতিসব নামক যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ হইলেও, ইহা বাজপেয় যজ্ঞের অঙ্গস্বরূপ গণ্য হয়, সেইরূপ, আর্ত্তিভক্তি প্রভৃতি কীর্ত্তনাদির অন্তর্ভূত হইলেও, তাহাদের উৎকর্ষ জানা যায়। অতএব, নৈমিত্তিক অঙ্গরূপে সমস্ত কার্য্যেরই প্রবৃত্তি থাকায়, স্বর্গাদিফলসাধন আর্ত্তিভক্তি প্রভৃতির শ্রেষ্ঠতা বিরুদ্ধ নহে।

সূক্ষ্ম শরীর ইহজগতে পঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূতোৎপন্ন স্থূল শরীর আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করে। বাহ্য শরীরের বিভিন্ন অঙ্গমালাই কর্ম্মনির্ব্বাহক ইন্দ্রিয়নিচয়ের আনুক্রমিক গোলক বা বাসস্থান। [মধ্যভাগ, সাংখ্য ও বেদান্ত দর্শন দ্রষ্টব্য]। ইহা হইতে স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের ঘনিষ্ঠতা উপলব্ধি করা যায়। স্থূল বা সূক্ষ্ম শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিকল হইলে, তৎসহ সূক্ষ্ম বা স্থূল শরীরের অংশ সকলও যে বিকার প্রাপ্ত হইবে, তাহা সহজেই অনুমেয়। সাধারণতঃ, আমরা মনকেই সূক্ষ্মশরীর বলিয়া গ্রহণ করি এবং শরীর বলিতে স্থূলশরীর বোধগম্য করি। শরীর বা মন অসুস্থ হইলে যে মন বা শরীরও অসুস্থ হয় এবং ভালরূপে কার্য্য করা যায় না ও উত্তম ভোগ হয় না, তাহা আমরা সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। শরীর ও মনের স্বাস্থ্য ভোগ্যবস্তু ও ভোগপদ্ধতিসাপেক্ষ। সৃষ্টিবৈচিত্র্যে জীবশিক্ষাধান জন্য, ঐশ্বরিকসংকল্পপরিচালিতা সত্ত্বরজস্তমোগুণা প্রকৃতি যেমন বিবিধ যোগ্য ভোগ্য-সমন্বিত বহু দেশের সৃজন ও তাহাতে পৃথগাশয়সম্পন্ন মনুষ্যদল সকল সমাবেশিত করিয়া, ভূমণ্ডলে নানা নরসমাজের স্থাপনা করিয়াছেন, তেমনি প্রত্যেক বিচিত্র সমাজের সামন্বয়িক ভোগ সমাধানকল্পে মানবের বিভিন্ন বৃত্তি বিধান করিয়া দিয়াছেন। বৃত্তিযোগে মানব ভোগ্য সংগ্রহ করে। সামাজিক সকল মনুষ্য এক উপজীব্যাশ্রয় করিয়া থাকিলে, কোন বিরাট সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন ভোগ সুচারুরূপে নিষ্পন্ন হইতে পারেনা। এজন্য, প্রকৃতিপ্রেরণায়, বৃহৎসমাজের অঙ্গীভূত পরিবার বা পরিবারসংহতি ক্ষুদ্র সমাজনিকর, স্ব স্ব রুচি অনুযায়ী, পৃথক্ পৃথক্ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া, উপযুক্ত ভোগ্যাহরণে তৎপর হয়। কেবল ইহাই নহে। কোন্ বৃত্তিযোগে কিরূপে ভোগ্যসংগ্রহ করিতে হইবে, সংগৃহীত ভোগ্যবস্তুজাত কিরূপে ভোগ করিতে হইবে, বিভিন্ন উপজীবিকাশ্রয়ীগণের প্রত্যেকের অপরাপরের প্রতি কীদৃশ ব্যবহার নিষ্পাদন করিতে হইবে, কিরূপে পারিবারিক ও সামাজিক জীবন যাপন করিতে হইবে, কিরূপে বাহ্যাভ্য-ন্তরীণ শরীরের সুস্থতাপাদন করিতে হইবে, কিরূপে মানসিক উন্নতি সাধন ও ভগবদারাধন করিতে হইবে, প্রভৃতি যাবতীয় মানবকর্ত্তব্যে বিষয়োচিত বহুবিধ নিয়ম সংস্থান করাও প্রকৃতির ধর্ম্ম বা রীতি। প্রকৃতির এই ধর্ম্ম অতিশয় সূক্ষ্ম ও ইহা স্থূল বুদ্ধির অনধিগম্য। প্রকৃতিসংস্থিত নিয়ম ও তন্নিয়মানুযায়ী মানবীয় ক্রিয়ানুষ্ঠান, যথাক্রমে, প্রাকৃতিক ধর্ম্মের সূক্ষ্ম ও স্থূলশরীর এবং এই সূক্ষ্ম ও স্থূলশরীরেই, সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্ম ধর্ম্মের সত্তা অনুভূত হয়।

প্রকৃতির এই ধর্ম্ম মনুষ্যপোষক ও কেবল মানবকুলে সীমাবদ্ধ। অন্য কোন জীবে ইহার কার্য্যকারিতা পরিদৃষ্ট হয় না। মানবজগতে পরিণদ্ধ প্রকৃতিগত ঈশ্বরসংকল্পই ধর্ম্মনামে অভিহিত হয় এবং প্রাকৃতিক নিয়মপালনে ধর্ম্ম অর্জ্জিত হয়। এই সমস্ত কারণে, মানবগণ ধর্ম্মকে পুণ্য, শুভাদৃষ্ট ও অপূর্ব্ব স্বরূপ বিবেচনা করে। আবার, ধর্ম্ম ও তাহার সূক্ষ্মশরীর, উভয়েরই সৌক্ষ্ম নিবন্ধন, লোকে, অধ্যাসক্রমে, শরীরকেই শরীরী বলিয়া গ্রহণ এবং নিয়ম-বহুত্বে ধর্ম্মবহুত্ব বিভাবন করে। এজন্য, চলিত ভাষায়, নিয়ম ধর্ম্মের প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হয়। প্রকৃতির নরপালক ধর্ম্ম এক হইলেও, প্রাকৃতিক ব্যবস্থায় পর্য্যায়ভেদে বিভিন্ন পারিবারিক ও সামাজিক নিয়মপালনে অনুশাসিত হইয়া, নিয়ম ও ধর্ম্মের অভেদজ্ঞানসম্পন্ন মানবগণ নিজপালনীয় নিয়মকে স্বধর্ম্ম ও অন্যের পালনীয় নিয়মকে পরধর্ম্মনামে সংজ্ঞিত করে। এক বস্তুকে অন্য বস্তু বলিয়া ধারণা করা যে ভ্রম, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু, ভ্রম সর্ব্বসময়ে দোষাবহ হইতে পারে না।

সম্বাদি ভ্রমবদ্ব্রহ্ম তত্ত্বোপাস্ত্যাপি মুচ্যতে।
উত্তরে তাপনীয়ে হ্যতঃ শ্রুতোপাস্তিরনেকধা ॥ ১
মণি প্রদীপ প্রভয়োর্ম্মণি বুদ্ধ্যাভি ধাবতোঃ।
মিথ্যা জ্ঞানাবিশেষেপি বিশেষোঽর্থ ক্রিয়াং প্রতি ॥ ২
জ্বরেণাপ্তঃ সন্নিপাতং ভ্রান্ত্যা নারায়ণং স্মরন্।
মৃতঃ স্বর্গমবাপ্নোতি স সম্বাদি ভ্রমোমতঃ।
প্রত্যক্ষস্যানু মানস্য তথা শাস্ত্রস্য গোচরে।
উক্ত ন্যায়েন সম্বাদি ভ্রমাঃ সন্তীহ কোটীশঃ ॥ ৬

পঞ্চদশী, ৯ম পরিচ্ছেদ।

সম্বাদী ও বিসম্বাদীভেদে ভ্রম দুইপ্রকার। এক বস্তুকে অন্য বস্তু জ্ঞান করিয়া, তাহার প্রতিগমন করিলে, যেখানে ইষ্টলাভ হয়, সেখানে ভ্রম সম্বাদি নামে এবং যেখানে ইষ্টলাভ হয় না, সেখানে তাহা বিসম্বাদী নামে অভিহিত হয়। সম্বাদী ভ্রমে যেমন ফললাভ হয়, পরব্রহ্ম তত্ত্বজ্ঞানের পরিবর্ত্তে ব্রহ্মতত্ত্ব উপাসনায়ও সেইরূপ মুক্তিলাভ হয়। এই উপদেশ করিবার জন্য, উত্তর তাপনীয় গ্রন্থে বহুবিধ উপাসনা উক্ত হইয়াছে। দুই ব্যক্তির মধ্যে, একের মণি-প্রভাতে এবং অপরের প্রদীপপ্রভাতে মণিভ্রম হইল এবং তাহারা উভয়েই স্ব স্ব

ভ্রান্ত লক্ষ্য প্রতি ধাবমান্ হইল। এস্থলে, যদিও উভয়ের ভ্রম সমান, তথাপি, যাহার মণিপ্রভাতে মণিভ্রম হইয়াছিল, তাহার মণিলাভ হইল এবং যাহার দীপপ্রভাতে মণিভ্রম হইয়াছিল, তাহার কিছুই লাভ হইল না। প্রথম ব্যক্তির ভ্রম সম্বাদী এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির ভ্রম বিসম্বাদী। যদি কোন ব্যক্তি সান্নিপাতিক জ্বরবিকারে আক্রান্ত হইয়া, মুমূর্ষু সময়ে, ভ্রান্তিবশতঃ বা পুত্রমিত্রাদির আহ্বানোপলক্ষে, নারায়ণ নাম উচ্চারণ করে এবং তাহার ফলস্বরূপ মরণান্তে যদি তাহার স্বর্গলাভ হয়, তাহা হইলে, তাহার ভ্রমকেও সম্বাদী ভ্রম বলা যায়। এইরূপ, প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শাস্ত্রসিদ্ধ বহু সম্বাদী ভ্রমের দৃষ্টান্ত প্রসিদ্ধ আছে। ধর্ম্মবিশ্বাসে, পালনীয় নিয়মের পালন করিলেই, ভাবগ্রাহী ভগবান্ নিয়মপালকের প্রতি প্রসন্ন হন। নিয়মকে ধর্ম্মজ্ঞান করার জন্য, তিনি তৎপ্রতি রুষ্ট হন না। প্রকৃতি যাহার প্রতি যে নিয়ম পালনের আদেশ করিয়াছেন, তাহাই তাহার উপযোগী ও তৎপক্ষে শুভকর। অন্যের পাল্য নিয়ম তাহার উপযোগী বা কল্যাণজনক নহে। মনুষ্য প্রকৃতি কর্ত্তৃকই ভেদ ও বহুত্ববুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়াছে। মানব যে নিজ পালনীয় নিয়মকে স্বধর্ম্ম বিবেচনা করিয়া, তৎপ্রতি আসক্ত ও অপরের পালনীয় নিয়মকে পরধর্ম্ম পরিগণনা করিয়া, তৎপ্রতি বিরক্ত হয়, তাহা ঈশ্বরের অনুমোদিত। ভগবান বলিয়াছেন :—

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ। ৩৫

গীতা, ৩য় অধ্যায়।

স্বধর্ম্ম যদি সম্যক্‌রূপে অনুষ্ঠিত না ও হয়, তথাপি তাহা কল্যাণকর। প্রত্যুত, পরধর্ম্মের প্রকৃষ্টানুষ্ঠানেও কোন মঙ্গল নাই। অতএব, স্বধর্ম্মে মরণও ভাল ; কিন্তু পরধর্ম্ম সর্ব্বদাই ভয়াবহ।

যাহা স্বভাবজ, তাহা স্বতঃসিদ্ধ। ধর্ম্মসম্বন্ধীয় প্রাকৃতিক নিয়মাবলী স্বভাবজ ; সুতরাং, তাহারা স্বতঃসিদ্ধ। মনুষ্যকৃত কৃত্রিম নিয়ম নৈসর্গিক নিয়মের সমকক্ষ হইতে পারে না। যত বুদ্ধি ও সতর্কতা সহকারে গঠিত হউক না কেন, পৌরুষেয় নিয়ম কখন সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ হইতে পারে না। প্রত্যুত, স্বাভাবিক নিয়ম দোষলেশশূন্য ও চিরবিশুদ্ধ। এজন্য, দার্শনিক ঋষিগণ নিয়ম গঠনের চেষ্টা না করিয়া, নিদিধ্যাসনযোগে প্রাকৃতিক নিয়ম নিচয় দৃষ্টিগোচর করিবার প্রয়াস পাইতেন এবং তপঃ প্রভাবে তাহাতে সিদ্ধিলাভ করিতেন।

নিয়মদ্রষ্টা ঋষিগণ, লোকমঙ্গলার্থ, স্বদৃষ্ট অপৌরুষেয় নিয়ম সকল ব্যক্ত করিতেন এবং তাহাতে জনসমাজে ধর্ম্মতত্ত্বরাজী প্রকটিত হইত। ধর্ম্মের আদেশ ও উপদেশ কি, কোন্ কোন্ কার্য্য ধর্ম্মানুমোদিত, কোন্ কোন্ কার্য্য ধর্ম্মনিষিদ্ধ, ধর্ম্মের বিচার পদ্ধতি কিরূপ, প্রভৃতি বহুতর নিগূঢ় রহস্য তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ কর্ত্তৃক উদ্‌ঘাটিত হইয়াছিল। ধর্ম্মবিষয়ে ঋষিগণ আপ্ত ছিলেন। অবতারগণ, স্বভাবতঃ ধর্ম্মজ্ঞ এবং সত্য ধর্ম্মোপদেশ করিবার জন্যই, তাঁহারা ভূতলে অবতীর্ণ হন। অতএব, তাঁহারাও ধর্ম্মবিষয়ে আপ্ত। এতদ্ব্যতীত, পুণ্যাত্মা মহাজন গণেরও ধর্ম্মতত্ত্বাপ্তি হয়। [মধ্যভাগ, ন্যায় ও সাংখ্যদর্শন দ্রষ্টব্য]। প্রকৃত ধর্ম্ম্যনিয়মের প্রতিপালন ও যথার্থ ধর্ম্ম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান কর্ম্মযোগীর বিধেয়। কিন্তু, ধর্ম্মহীন ব্যক্তিগণ অর্থ ও প্রতিপত্তিলাভ বাসনার প্রণোদনে প্রতারণা ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয় এবং ধর্ম্মোপদেশ প্রদানচ্ছলে অসত্য বাগ্‌জাল বিস্তার করিয়া, মানবগণকে তাহাতে পাতিত করে। সুতরাং কর্ম্মযোগ সাধনাভিলাষী-গণের বিশেষরূপে সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক। তাঁহারা কেবলমাত্র আপ্তবাক্য সাহায্যে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবেন।

আর্য্যগণ ভারতে আগমন এবং হিমালয় ও বিন্ধ্যপর্ব্বতমধ্যবর্ত্তী ভূভাগে বসতি স্থাপন করিয়া সম্পূর্ণ ধর্ম্মমতে সামাজিক ও পারিবারিক ক্রিয়াকাণ্ড নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহারা সকলেই প্রাকৃতিক নিয়মদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তাঁহারা ধর্ম্মবিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণকে সমাজপতি মনোনীত করিতেন। সমাজপতিবৃন্দের নিদেশে, ঈদৃশ নরপুঙ্গবমণ্ডল কর্ত্তৃক আর্য্যাবর্ত্তে যে কার্য্যানুষ্ঠান হইত, তাহাতে সত্যধর্ম্মের অণুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটিত না। এজন্য, আর্য্যাবর্ত্ত কর্ম্মভূমি এবং সমাজপতিগণের অধিকৃত কাল সত্যযুগ নামে বিশ্রুত হইয়াছে। মানবের ধর্ম্মবল পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল বলিয়াই সত্যযুগে আর্য্যজাতি, আর্য্য সমাজ, আর্য্য পরিবার ও আর্য্যব্যক্তি শ্রী ও মহিমার পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিল। পরিবার সমষ্টিতে যেমন সমাজ হয়, তেমনি, একাধিক সমাজের মিলনে জাতি গঠিত হয়। জাতি, সমাজ, পরিবার, সকলেরই মূল উপাদান ব্যক্তীভূত মনুষ্য। মানবের জাতীয় বল, সামাজিকবল, পারিবারিক বল সমস্তই ব্যক্তিগত ধর্ম্মবলের উপর নির্ভর করে। ধার্ম্মিক লোকের সংখ্যাধিক্যে বা সংখ্যাহীনতায়, নরজাতি, নরসমাজ ও নরপরিবার সবল বা দুর্ব্বল হয়। যাঁহারা যত ধর্ম্মবলসম্পন্ন, তাঁহারা তত বিস্মৃতিপাশমুক্ত

ও আত্মনির্ভরশীল। অবিদ্যা বা আত্মবিস্মৃতি বিলাসিতার জননী। পরসাহায্য ব্যতিরেকে আলস্যময়ী বিলাসিতা চরিতার্থা হইতে পারে না। ধর্ম্মবলশূন্য অবিদ্যাগ্রস্ত মানবগণ অনাবশ্যক বা প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্য, পানীয়, বসন, ভূষণ প্রভৃতি দ্রব্যজাতের লালসা পোষণ করে এবং তত্তৎ বস্তুপ্রাপ্তিকল্পে পরমুখাপেক্ষী হয়। ধর্ম্মালোকে অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হয় এবং যে যে ভোগ্যোপকরণ বস্তুতঃ জীবনধারণে আবশ্যক, তাহা অজ্ঞানাত্যয়ে প্রত্যক্ষ করা যায়। আত্মভোগ নির্ব্বাহ কল্পে যে পরসাহায্য গ্রহণ না করিয়া, অনায়াসে ও পবিত্রভাবে ভোগ্যোপাদান সংগ্রহ করা যায় এবং নিষ্কারণে পরমুখাপেক্ষী হইয়া, সংসারে বৃথা আড়ম্বরের সৃজন করা যে দারুণ ভ্রম ও ভীষণ পাপ, তাহা ধার্ম্মিকগণ বিশেষরূপে অনুভব করেন। সত্যযুগে মনীষী আর্য্যগণ এরূপ সরল ও নির্ম্মল জীবন যাপন করিতেন যে, পরিবারগত ব্যক্তিবর্গের ন্যায্য পরিশ্রম ও ঐকতান চেষ্টায় পারিবারিক ভোগ সুচারু রূপে সমাহিত হইত। স্থূলভোগসমাধান বিষয়ে প্রত্যেক পরিবার অন্যনিরপেক্ষ থাকিলেও, সমাজগত সমস্ত পরিবার ও জাতিগত সমস্ত সমাজ পরস্পর প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া সামাজিক ও জাতীয় সূক্ষ্মভোগ নিষ্পাদন করিতেন। এজন্য, সত্যযুগে প্রকৃতিসৃষ্টা বৃত্তিনিচয় প্রকৃতিতেই নিহিত ছিল; স্থূলজগতে কোন বৃত্তিরই বিকাশ হয় নাই। ত্রেতাযুগে মনুষ্যের ধর্ম্মবল এক-চতুর্থাংশ পরিমাণে অপচিত হইয়াছিল। মানবমনের যে স্থান ধর্ম্মকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়, বিলাসিতা অবিদ্যাসাহায্যে অবিলম্বে তাহা স্বাধিকারভুক্ত করিয়া লয়। ত্রৈতেয় মানব যে পরিমাণে ধর্ম্মহীন হইল, বিলাসিতাপ্রভাবে তাহারা ঠিক সেই পরিমাণে স্বাবলম্বিতাগুণবিচ্যুত হইয়া পড়িল। ধর্ম্মবলের খর্ব্বতা নিবন্ধন, ত্রেতাযুগে মানবসাধারণ বিবেচনা করিল, তাহাদের শরীর ও সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ জন্য কোন বিশিষ্ট পরাক্রমশালী ব্যক্তির সাহায্য আবশ্যক। তাই, ধরাতলে রাজার আবির্ভাব হইল। তাহারা আরও বিবেচনা করিল, জীবন-ধারণোপযোগী ভোগ পর্য্যাপ্ত নহে; ভোগসাফল্য ইন্দ্রিয়তুষ্টিতে নিবসতি করে। কেবল পরিবারগত জনগণের কার্য্য হইতে, ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর বহুবিধ ভোগ্যসম্ভার সমুদ্গত হইতে পারে না। সমাজবদ্ধ ব্যক্তিগণ পৃথক্ পৃথক্ দলে বিভক্ত ও বিভিন্ন কার্য্যে রত থাকিয়া, উপযুক্ত ভোগ্য সকলের সংগ্রহ করিতে পারিলে, সামাজিক সর্ব্বমনুষ্যের বৈলাসিক ভোগ উত্তমরূপে নির্ব্বাহিত হইতে পারে। তাই, মানবের বর্ণ ও কর্ম্মবিভাগ সমুত্থিত এবং প্রকৃতিনির্ম্মিতা নানা বৃত্তি প্রকটিতা

হইল। দ্বাপর যুগে অর্দ্ধাংশ পরিমাণ ধর্ম্মবলাপচয় নিবন্ধন, মানবগণ অধিকতর বিলাসিতাপ্রিয় ও স্বাবলম্বনপরাঙ্মুখ হইয়া উঠিল। দাক্ষিণাত্য প্রদেশে, ত্রেতাযুগ সময়েই আর্য্যসভ্যতা বিস্তৃত হইয়াছিল। সমগ্র ভারত ভূমিতে, ত্রেতাপেক্ষা দ্বাপরে, মনুষ্যের বর্ণ ও বৃত্তি সংখ্যা বহুগুণে সমধিক হইয়া পড়িল। ত্রেতায় বিলাসোপকরণ দেশ মধ্যেই সংগৃহীত হইত। কিন্তু, স্বদেশজাত বিবিধ রম্য দ্রব্য দ্বাপরিক মানবের ভোগলিপ্সা চরিতার্থ করিতে অসমর্থ হওয়ায়, দ্বাপরে বহির্ব্বাণিজ্যযোগে বিদেশ হইতে অনেক বস্তু ভারতে আনীত হইতে লাগিল। তথাপি, তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ ত্রেতা ও দ্বাপর, উভয় যুগেই, মনুজকুলের প্রকৃতিসম্মত বৃত্তি এবং তদনুযায়ী কার্য্য ও আচার ব্যবহার নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া মানবের পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় শান্তি এবং ব্যক্তিগত শারীরিক ও মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য যথাসম্ভব স্থিত রাখিয়াছিলেন। কলিযুগে, মনুষ্যগণ কেবল যে ত্রিচতুর্থাংশ পরিমাণে ধর্ম্মবলবিহীন হইয়াছে তাহা নহে; পরন্তু তাহারা উপযুক্ত নায়কশূন্য হইয়া, নারকজীবন যাপন করিতেছে। কারণ, ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ কলিযুগাবির্ভাবের পূর্ব্বেই, মর্ত্ত্যধাম হইতে অন্তর্ধান করিয়াছেন। ধর্ম্মবল ও সদুপদেষ্টার অভাবে, কলিমানব সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারী, মদগর্ব্বিত, দুর্নীতিপরায়ণ ও দুষ্ক্রিয়াবান্ হইয়াছে। কলিমানবের ব্যক্তিগত শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য জলদবিস্ফুরিত তড়িৎবৎ ক্বচিৎ পরিদৃষ্ট হয়। তাহার পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় সুখও তদ্রূপ। [আত্মভাগ, ৪র্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য]।

ধর্ম্মসম্মত ভোগক্রিয়ায় আনন্দ লাভ করা যায় এবং ধর্ম্মবিগর্হিত ভোগপ্রয়াসে দারুণ দুঃখ সমুপস্থিত হয়। কিন্তু, ধর্ম্মদৌর্ব্বল্যজনিত মানসিক বিকারে, কলিমানব এই উজ্জ্বল মহাসত্যের অনুভব করিতে পারে না। আহার, বিহার, নিদ্রা, মৈথুন, প্রভৃতি সর্ব্ববিষয়ে কলিনরনারী উন্মার্গ-গামী এবং ভ্রম ক্রমেও, তাহারা সত্যপথের অনুসরণ করে না। সদুপদেশ অপেক্ষা কদুপদেশ এবং সুশিক্ষা অপেক্ষা কুশিক্ষা তাহাদের বহুশঃ মনোজ্ঞ। এজন্য, কলিযুগে অর্থ ও প্রতিপত্তিকামী ব্যক্তিগণ লোকপ্রতারণায় স্বার্থ-সিদ্ধিকল্পে, সমাজশিক্ষক ও হিতোপদেশকের ছদ্মবেশ পরিধান করিতে সমুৎসুক হয়। অজ্ঞ জনসাধারণ ইহাদের সম্মোহন বাক্যে বিমোহিত হয় এবং উন্মত্তের ন্যায় কার্য্য করিয়া, ধর্ম্মগ্লানি সাধন করে। কলিযুগের প্রথম সময়েই এই হেয় প্রতারণ ব্যবসায়ের সূত্রপাত হয়। ভবিষ্যযুগীন মানবগণের মঙ্গলোদ্দেশ্যে, ঋষিগণ অন্তর্ধানকালে যে পরম

পবিত্র তত্ত্বরাশি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া যান, স্বার্থান্বেষী পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তিগণ কলির প্রথমেই তাহার ভূরি বিপর্য্যয় ও পরিবর্ত্তনসাধন এবং তাহাতে প্রভূত অবকর নিক্ষেপ করেন। যে সকল বাক্য ইঁহাদের স্বার্থের একান্ত বিরুদ্ধ, ইঁহারা তাহাদের সম্যক্ ব্যাপাদন করিলেন। যে সকল বাক্য কিয়ৎ-পরিমাণে ইঁহাদের স্বার্থসঙ্গত এবং কিয়ৎপরিমাণে স্বার্থবিরুদ্ধ, ইঁহারা সম্পূর্ণ স্বার্থসঙ্গতরূপে তাহাদের বিকারোৎপাদন করিলেন। এতদ্ব্যতীত, ইঁহারা স্বার্থসম্মত অনেক নূতন বাক্যের সৃজন করিয়া, তাহাদিগকে গ্রন্থে সমাবিষ্ট করিলেন। ব্যাখ্যাদি আকারেও, এ সময়ে, ঋষিবাক্যের অনেক বিকৃতিসাধন করা হয়। এই বিকারজনন প্রক্রিয়া ক্রমবর্দ্ধমান বেগে কিয়ৎকাল চলিয়া, অবশেষে স্থিরতা প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার ফলে, বর্ত্তমানাস্তিত্ববিশিষ্ট দ্বাপরিক গ্রন্থাবলীর প্রায় সমস্তই অল্পাধিক মৌলিক বিশুদ্ধিবর্জ্জিত ও মলিনতালিপ্ত হইয়াছে। পুরাণ ও সংহিতারাজীর অধিকাংশ এরূপ জঞ্জালাবিষ্ট হইয়াছে যে মানবীয় বর্ণ ও বৃত্তি বিষয়ে, তাহাদের পরস্পর মধ্যে সামঞ্জস্য নাই। কোন কোন পুরাণ ও সংহিতা, আদ্যোপান্ত, কলিযুগে দুরভিসন্ধিশালী ব্যক্তিগণের লেখনী-প্রসূতস্বরূপ অনুমিত হয়। ঈদৃশ শাস্ত্রবিপ্লব সমুদ্ভূত হওয়ায়, অধুনা, ভণ্ড শিক্ষক ও উপদেষ্টাগণ মূঢ় মানবকে হয় শাস্ত্রের অবমাননা করিতে, নচেৎ শাস্ত্রগত নিকৃষ্ট বচনের দৃষ্টান্তে কুপথে চলিতে পরামর্শ প্রদান করে। শাস্ত্রে এখনও যে সদুপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার উদ্ধরণ করিয়া, তদ্দৃষ্টান্তে সুপথে চলিবার প্রবৃত্তি কাহার নাই। অন্ধ অন্ধকর্ত্তৃক চালিত হইলে, উভয় অন্ধেরই পদে পদে পদস্খলন ও পতন অবশ্যম্ভাবী।

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ
স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্য মানাঃ
দন্দ্রম্যমাণাঃ পরিযন্তি মূঢ়া
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ ॥ ৫

কঠোপনিষৎ, ১ম অধ্যায়, ২য় বল্লী।

মূঢ় ব্যক্তিগণ অবিদ্যাভ্যন্তরে অবস্থান করিয়াও, আপনাদিগকে ধীর ও পণ্ডিত বিবেচনা করতঃ, অন্ধ কর্ত্তৃক নীয়মান অন্ধলোক সকলের ন্যায় অতিশয় কুটিল গমনে চারিদিকে পরিভ্রমণ করিতে থাকে। বর্ত্তমান সময়ে, কলিমানব কার্য্যে, ইহা সুস্পষ্টরূপে উদাহরণীকৃত হইতেছে। উপদেষ্টা ও উপদিষ্ট,

উভয়ই, ধর্ম্মহীনতা প্রযুক্ত মোহান্ধ এবং উভয়ই পাপপঙ্কে পতিত হইয়া, বিকট ক্লেশ আস্বাদন করে। কলিযুগে প্রকৃতিব্যবস্থিত বর্ণ ও বৃত্তি লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। বর্ণবিভেদজ্ঞানশূন্য মানবগণ বিবিধ কৃত্রিম বৃত্তির উদ্ভাবন ও সৃজন করিয়া, বিলাসিতার তাড়নে, তৎসকলের অনুধাবনে তৎপর হয় এবং অধিকাংশ স্থলে, ঈপ্সিত অর্থার্জ্জনে অকৃতকার্য্য হইয়া, নৈরাশ্য-পরিম্লান, বিক্ষুব্ধ ও হতবুদ্ধি হয়। বিলাসিতাগ্রস্ত কলিমানব কৃত্রিম বৃত্তিযোগে, অসদুপায়ে, প্রভূত অর্থার্জ্জনে কৃতকার্য্য হইয়াও, পাপাচারবশে, অন্নক্লিষ্ট ও দারিদ্র্যজর্জ্জরিত হইতেছে। অহঙ্কারোন্মত্ত কলিমানব সহস্র প্রকারে দৈন্য-প্রপীড়িত হইতেছে। ধর্ম্মাদেশের প্রতিপালন ও ধর্ম্ম্যকার্য্যের সাধন করেনা বলিয়াই যে তাহারা ধর্ম্মের সূক্ষ্মবিচারে এইরূপ নিগৃহীত হইতেছে, তাহা অজ্ঞানাচ্ছন্ন কলিনরকুল আদৌ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেনা। [আদ্যভাগ, চতুর্থ অধ্যায় ও মধ্যভাগ, তৃতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]।

ঋষিপ্রদিষ্ট যাবতীয় ধর্ম্মবিধির সঙ্কলন এবং তাহার সম্যক্ পালনে কর্ম্মযোগাচরণ যে এক্ষণে সম্ভবপর নহে, তাহা প্রদর্শিত বিবরণ হইতে সহজে উপলব্ধি করা যায়। তথাপি, বর্ত্তমান সময়ে, কর্ম্মযোগানুষ্ঠান মানবের অসাধ্য নহে। বরং অন্যান্য যুগের তুলনায়, কলিযুগে অল্পায়াসে কর্ম্মযোগে সিদ্ধিলাভ করা যায়। কারণ, পথপ্রদর্শক না পাইয়াও, যাঁহারা ঈশ্বরোদ্দেশ্যে কলিতিমিরাবরণ-দুর্গম কর্ম্মযোগমার্গে আরোহণ করেন, করুণাময় ভগবান্ সত্বর তাঁহাদের প্রতি প্রসন্ন হন। বর্ণবৃত্তিবিপ্লবসম্পন্ন কলিযুগে, কর্ম্মযোগসাধনাভিলাষী ব্যক্তিগণ, বর্ণবৃত্তিনির্ব্বিশেষে, কর্ম্মযোগানুষ্ঠান করিতে পারেন। ধর্ম্মবিষয়ক যেসকল আপ্তোপদেশ এখনও প্রাপ্ত হওয়া যায়, ভক্তিপূর্ব্বক তাহাদের পালন এবং সর্ব্বকার্য্যে সত্যরক্ষণ ও ঐহিক বাসনাবর্জ্জন দ্বারা এতৎকালে কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠিত হইতে পারে। এই তিন কর্ম্ম পরস্পর জড়িত। কেননা সত্যরক্ষা ও ঐহিক বাসনাত্যাগ আপ্তোপদেশের অঙ্গ এবং আপ্তোপদেশপালনে এই দুই কার্য্যও, আনুষঙ্গিকরূপে সমাহিত হয়। আবার, সত্যরক্ষায় ঐহিক বাসনা বিসর্জ্জিত এবং পার্থিব অভিলাষত্যাগে সত্য রক্ষিত হয়।

মানব জন্মতঃ পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় প্রাণী। মনুষ্যের গার্হস্থ্য জীবন স্তরচতুষ্টয়বিশিষ্ট। এক জীবনে গৃহী মানবের চতুর্ব্বিধ জীবনযাপন করিতে হয়। ব্যক্তিগত ভাবে, মনুষ্য একক জীব। কিন্তু, একক মনুষ্যই

তাহার পরিবারের উপাদান, তাহার পরিবার তাহার সমাজের উপাদান এবং তাহার সমাজ তাহার জাতির উপাদান। সুতরাং, উপাদানশৃঙ্খলে প্রত্যেক ব্যক্তিই তাহার পরিবার, সমাজ ও জাতির সহিত আবদ্ধ। জীবনযাপন কর্ম্মসাধনমূলক। কোন জীবিত প্রাণীই কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। মনুষ্য আপনার জন্য কর্ম্ম করিয়া ব্যক্তিগত জীবন, পরিবারের জন্য কর্ম্ম করিয়া পারিবারিক জীবন, সমাজের জন্য কার্য্য করিয়া সামাজিক জীবন এবং জাতির জন্য কার্য্য করিয়া জাতীয় জীবন যাপন করে। যতদিন মৃত্যু বা সন্ন্যাসগ্রহণ * দ্বারা উক্ত উপাদানশৃঙ্খল ছিন্ন না হয়, ততদিন মানবের এইরূপ কার্য্য করিতে হয়। মনুষ্যের সৎকার্য্যসাধনমূলক জীবনযাপন দ্বারা তাহার নিজের, পরিবারের, সমাজের ও জাতির মঙ্গল এবং তদ্বিপরীত জীবনযাত্রানির্ব্বাহ দ্বারা তত্তৎ বস্তুর অমঙ্গল সমাহিত হয়। মানবের সৎকার্য্যসাধন তাহার শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যসাপেক্ষ। এজন্য, দার্শনিকগণ বাহ্যাভ্যন্তরিক শরীরের স্বাস্থ্যাধানকেই কর্ম্মাদি সর্ব্বযোগের আঙ্গ বলিয়া উপদেশ করেন। আহারনিদ্রাদির সংযমনে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যাধান নিষ্পন্ন হয়।

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতি স্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন॥ ১৬
যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্ত স্বপ্নাববোধস্য যোগোভবতি দুঃখহা॥ ১৭

গীতা, ষষ্ঠ অধ্যায়।

হে অর্জ্জুন! যে ব্যক্তি অত্যন্ত ভোজনশীল বা অনশনক্লিষ্ট কিম্বা যে অতিশয় নিদ্রালু বা নিদ্রাহীন, সে কখনই যোগাভ্যাসে সিদ্ধকাম হইতে পারে না। যিনি পরিমিতাহারবিহারসম্পন্ন, সর্ব্বকর্ম্মে উপযুক্ত চেষ্টাশীল ও ন্যায্যনিদ্রাজাগরণবান্, সমাধি অভ্যাসে তাঁহার কোন দুঃখ বোধ হয় না। শরীর এবং মনের সুস্থতাপাদন ও স্বাস্থ্যসংরক্ষণ, প্রধানতঃ, ব্যক্তিগত চেষ্টানিস্পাদ্য। বস্তুতঃ, মনুষ্যের ব্যক্তিগত জীবনই তাহার অন্যান্য জীবনের মূল ভিত্তি। ব্যক্তিগত জীবনের

* বৃদ্ধ পিতামাতা ও শিশু সন্তানাদি পরিত্যাগ করিয়া, সন্ন্যাসগ্রহণ করা উচিত নহে। বিহায় বৃদ্ধৌ পিতরৌ শিশুং ভার্য্যাং পতিব্রতাম্। ত্যক্ত্বাসমর্থান্ বন্ধূংশ্চ প্রব্রজন্নারকী ভবেৎ॥ ২২৩। মহানির্ব্বাণ তন্ত্র, অষ্টমোল্লাস।

উপর পারিবারিক জীবন, তদুপরি সামাজিক জীবন এবং তদুপরি জাতীয় জীবন নির্ভর করে। মানবের ব্যক্তিগত জীবনের সার্থক্য বা বৈফল্যের অনুপাতে, তাহার অন্যান্য জীবন ক্রমপরম্পরায় সার্থক বা বিফল হয়।

কর্ম্মযোগসাধকের ব্যক্তিগত জীবনযাপন বিধি।

কর্ম্মযোগ-সাধক প্রত্যহ উষার প্রাক্কালে বিনিদ্র হইবেন এবং শয্যোপরি উপবেশন পূর্ব্বক, আপনাকে ঈশ্বরের কর্ম্মযন্ত্র স্বরূপ বিবেচনা করিয়া, যাহাতে দৈনিক কার্য্য ধর্ম্মসঙ্গত ভাবে নির্ব্বাহিত হইতে পারে, তজ্জন্য ঈশ্বর সমীপে প্রার্থনা করিবেন। এক ঈশ্বরের অনেক নাম ভূমণ্ডলে প্রসিদ্ধ আছে। স্ব স্ব ধর্ম্ম বা কুলপ্রথানুযায়ী, যাঁহার যে নাম মনোজ্ঞ, তিনি সেই নাম প্রার্থনাকালে ব্যবহার করিবেন। নিম্নলিখিত শ্লোকটী বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে এবং ইচ্ছা হইলে, সাধক তাহা প্রার্থনামন্ত্র স্বরূপ ব্যবহার করিতে পারেন :—

লোকেশ চৈতন্য ময়াধিদেব
শ্রীকান্ত বিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব।
প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রীত্যর্থং
সংসার যাত্রা মনুবর্ত্তয়িষ্যে॥

প্রার্থনা সমাপনান্তর, ঐহিক বাসনাপনয়নে কেবল ঈশ্বর প্রীত্যর্থ সত্যরূপে কার্য্য করিতে কৃতসংকল্প হইয়া, সাধক শয্যাত্যাগ করিবেন।

মলমূত্রত্যাগ, শৌচ, দন্তমার্জ্জন, মুখহস্তপদপ্রক্ষালন দ্বারা সাধক, অতঃপর স্বচ্ছন্দশরীর ও প্রফুল্লচিত্ত হইবেন।

তৎপরে, প্রাতঃস্নানতর্পণাদি আচরণ ব্যবস্থিত হওয়া দৃষ্ট হয়। কিন্তু, অধুনা, অনেকেরই সে সকল সাধনাতীত হইয়াছে। যাঁহারা প্রাতঃস্নানাদি করিতে অসমর্থ, তাঁহারা বাসপরিবর্ত্তন পূর্ব্বক, পবিত্র স্থান ও আসনে বসিয়া, ঈশ্বরস্মরণ ও ঈশ্বরোদ্দেশে গন্ধপুষ্পাদি উৎসর্গ করিবেন। যাঁহারা দীক্ষিত, তাঁহারা এই সময়ে নিয়মিত সন্ধ্যাবন্দনাদি করিতে পারেন।

অতঃপর, পিতামাতা বা তাঁহাদের যে কেহ জীবিত ও নিকটে থাকিলে, তাঁহাদের বা তাঁহার পাদবন্দনা, তদন্যথায়, উদ্দেশে তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া, সাধক কিছুকাল বহির্ভ্রমণ বা অন্য কোন ব্যায়াম অনুষ্ঠান করিবেন।

তৎপরে কিয়ৎকাল গৃহকার্য্য সাধন বা পরিদর্শন করিয়া, সাধক স্নান এবং স্নানসমাপনে দিবসীয় ভোজনকর্ম্ম সমাধা করিবেন।

শরীরে তৈল ম্রক্ষণ করিয়া স্নান করিলে, শরীর স্নিগ্ধ ও শীতল হয়। অবগাহনস্নান প্রশস্ত। অভাবে, যাহাতে সর্ব্বাঙ্গ উত্তমরূপে জলসিক্ত হইতে পারে, তদ্রূপ স্নান বিধেয়। স্নানকালে উচিত রূপে গাত্রমার্জ্জন এবং স্নানান্তে গাত্রজলের সম্পূর্ণ অপনোদন করা আবশ্যক। সাধক স্নানপূত হইয়া, ভগবান্‌কে ভক্তিভরে প্রণাম করিবেন।

ভোজ্যপানীয়ের বিশুদ্ধি ও আহারের নিয়মরক্ষণ সাধকের অবশ্য কর্ত্তব্য। যাহা স্বভাবতঃ লঘুপাক এবং মনে সাত্ত্বিক ভাবের সঞ্চার করিতে পারে, তাদৃশ পরিচ্ছন্ন খাদ্যপেয় সাধকের গ্রহণযোগ্য। অপরিস্কৃত বা দূষিত, গুরুপাক বা দুষ্পাচ্য, মাদক, পর্য্যুষিত, রাজসিক ও তামসিক ভোজ্যপানীয় সাধকের সম্পূর্ণ বর্জ্জনীয়। স্বপ্রস্তুত কিম্বা পরিবারগত বা বিশিষ্ট পরিচিত ও আত্মীয় ব্যক্তির হস্তকৃত অন্নব্যঞ্জনাদি ভিন্ন সাধক অন্য কোন খাদ্যপেয় গ্রহণ করিবেন না। বরং, যাহা বিনা রন্ধনে খাওয়া যাইতে পারে, তাদৃশ কন্দমূলফলাদির আহার বা তদভাবে উপবাস অবলম্বনীয়, তথাপি অপরিচ্ছন্ন জনের নির্ম্মিত কোন অশনে উদরপূরণ করা উচিত নহে। স্বদেশের সাধারণ খাদ্যই শারীরিক স্বাস্থ্যের অনুকূল। বঙ্গদেশে সাদাভাত, ডাউল, তরকারী, মাছের ঝোল, গব্যঘৃত, বল্‌কা দুধ শরীরের পুষ্টিসাধক। তবে, একাদশী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যা তিথিতে সাধারণ খাদ্যের পরিবর্ত্তন বা সমর্থপক্ষে উপবাস পালন করা আবশ্যক। তিথিভেদে বিভিন্ন তরকারীভক্ষণ নিষিদ্ধ আছে। কিন্তু অধুনা সর্ব্ব তরকারী যেরূপ দুর্ম্মূল্য, তাহাতে সকলের, বিশেষতঃ, নগরবাসীগণের কোন তরকারী প্রতিদিন অত্যধিক পরিমাণে খাওয়া চলেনা। এজন্য, এ নিয়ম এক্ষণে সকলের পালন করা সুবিধাজনক নহে। পল্লীগ্রামে বা অন্যস্থানে, যাঁহাদের প্রতিদিন কোন তরকারী অধিক পরিমাণে খাইতে হয়, তাঁহারা পঞ্জিকায় এই ধর্ম্ম্য নিয়মের বিষয় অবগত হইয়া, আবশ্যকানুযায়ী ইহার পালন করিলে, মঙ্গল লাভ করিতে পারেন। রবি ও বৃহস্পতি বারে মৎস্যমাংসবর্জ্জনের যে উৎকৃষ্ট নিয়ম প্রচলিত আছে, তাহা সকলেই অনায়াসে প্রতিপালন করিতে পারেন। ধর্ম্মমতে যাঁহার মাংসভক্ষণ নিষিদ্ধ নহে, তাদৃশ সাধক বলিদত্ত পশুপক্ষীর মাংস ভিন্ন, অন্য কোন মাংস ভক্ষণ করিবেন না।*

* সাধারণ হিংসাই পাপসাধন। যজ্ঞে পশুবধ দোষাবহ নহে। মিশ্রোপদেশান্নেতি চেন্ন স্বল্পত্বাৎ॥ ৯০॥ শাণ্ডিল্য সূত্রম্। পিতার ন্যায় নিয়ত হিতকারী পরমেশ্বর বেদবাক্য দ্বারা

খাদ্যদ্রব্যের বিশুদ্ধি এবং রন্ধন ও পরিবেষণ কর্ম্মের নির্ম্মাল্য সহকারে, রন্ধনাধার ও ভোজনপাত্র প্রভৃতিরও পাবিত্র্য রক্ষা করা উচিত। কর্ম্মযোগসাধক, ভোজন জন্য, পবিত্রস্থান ও আসনে স্থিরভাবে উপবেশন পূর্ব্বক, পরিষ্কৃত দক্ষিণ করতলে পানীয় জলের কিঞ্চিন্মাত্র গ্রহণ করিয়া, ওষ্ঠদ্বারা করতলগত জল এরূপ ভাবে ও এতৎপরিমাণে আকর্ষণ করিবেন যে, কণ্ঠনালীর মুখ পর্য্যন্ত আর্দ্র হইতে পারে এবং তৎসহ সম্মুখস্থিত অন্নব্যঞ্জন সমস্ত 'ব্রহ্মার্পণমস্ত' মন্ত্রে ভগবানে উৎসর্গ করিয়া দিবেন। উৎসর্গীকৃত অন্নব্যঞ্জনকে ভগবানের প্রসাদ বিবেচনা করিয়া, সাধক হৃষ্ট ও কৃতজ্ঞ চিত্তে, জনার্দ্দন নাম স্মরণ পূর্ব্বক, তাহা ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। ভোজনকালে বাক্যোচ্চারণ কিম্বা অতিদ্রুত বা অতি মন্থরভাবে ভোজন ক্রিয়ার নিষ্পত্তিকরণ বিধেয় নহে। ভোজনান্তে মুখহস্তপদ প্রক্ষালন করিয়া, সাধক কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিবেন এবং পরে স্ববৃত্তির আহ্বানে মনোযোগী হইবেন। দিবানিদ্রা সাধকের পক্ষে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। বৃত্তিগত কার্য্য শেষ করিয়া, সাধক বিশ্রাম ও গৃহকার্য্যের পরিদর্শন এবং সময় থাকিলে শান্ত ব্যায়াম চর্চ্চা করিবেন। সন্ধ্যাসমাগমে, সাধক ঈশ্বরচিন্তায় মনোনিবেশ করিবেন এবং নৈশ ভোজনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভগবদারাধনায় নিযুক্ত থাকিবেন। রাত্রির প্রথম যাম বা প্রহর মধ্যে আহার করিয়া, উক্ত যাম মধ্যেই, সাধক পদ্মনাভ স্মরণ পূর্ব্বক শয্যাগ্রহণ করিবেন।

কর্ম্মযোগসাধক স্বকলত্র ভিন্ন অন্য কোন স্ত্রীসহবাস করিবেন না। দিবসে, স্ত্রীর ঋতুকালে, অষ্টমী, একাদশী ও চতুর্দ্দশী তিথিতে এবং দম্পতি মধ্যে কাহারও শারীরিক অসুস্থতায়, রতিক্রিয়া বর্জ্জনীয়। অবিবাহিত সাধক চব্বিশ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে দারপরিগ্রহ করিবেন না। সপুত্র বা পুত্রসম্ভাবিতা স্ত্রী জীবিত থাকিতে, পুত্রকন্যা রাখিয়া স্ত্রী পরলোকগমণ করিলে কিম্বা চত্বারিংশ বৎসর বয়সের পরে, সাধক পুরুষের আর বিবাহ করা উচিত নহে। কামবিচলিত না হইয়া, কেবল পারলৌকিক মঙ্গলার্থ সন্তানলাভোদ্দেশ্যে স্ত্রীসহবাস করা সাধকের কর্ত্তব্য।

পশুহিংসাবিশিষ্ট যাগের যে উপদেশ করিয়াছেন, তাহা আমাদের উপকারী। যাগে পশুবধ জন্য অল্প পাপ ঘটিলেও, তাহার প্রধান অংশ দেবপূজাদি দ্বারা অতুল সুখ ভোগ লাভ হয়। এমতে হিংসা করিবে ও হিংসা করিবে না বাক্যদ্বয়ের বিরোধিতা থাকেনা।

ঈশ্বরোপাসনার নির্দ্দিষ্ট কালের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, সাধক সুবিধানুযায়ী দৈনন্দিন কার্য্যের উপযুক্ত সময় বিভাগ করিয়া লইবেন এবং ধর্ম্ম্যকর্ম্মসাধনে উদ্যমশীল, অধ্যবসায়ী, সত্যপ্রতিজ্ঞ ও যথাকালানুগামী হইবেন।

অশনের ন্যায় বসনবিষয়েও সাধক সারল্য ও বিশুদ্ধি অবলম্বন করিবেন। সাধক দেশীয় সরল বাস ব্যবহার করিবেন এবং ব্যবহার্য্য যাবতীয় বস্ত্র সর্ব্বদা পরিচ্ছন্ন রাখিবেন।

শরীরে মমতাহীন হইয়া, সাধক শারীরিক স্বাস্থ্যাধান করিবেন এবং কর্ম্মঠ, কষ্টসহিষ্ণু ও যথাসাধ্য স্বাবলম্বী হইবেন। অসুস্থাবস্থায়ও, তিনি অন্তরঙ্গ ব্যতীত অপর কাহার নিকট হইতে অঙ্গসেবা গ্রহণ করিবেন না। সাধক শীতাতপ, শোকহর্ষ, সুখদুঃখ প্রভৃতি দ্বন্দ্বসহনে অভ্যস্ত হইবেন।

কর্ম্মযোগসাধক ধীর, সংযমী, নিস্পৃহ, নিরহঙ্কার, মিতাচারী ও উদারচেতা হইবেন এবং কখন কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্যের বশীভূত হইবেন না। সর্ব্বকার্য্যে আবশ্যক শুচিতা অবলম্বন করিয়াও, তিনি 'শুচিবাই' বা 'ছুঁৎরোগ'গ্রস্ত হইবেন না। সুখান্বেষী হইয়াও তিনি কোন প্রকার ব্যসনাসক্ত হইবেন না। অক্রোধী, বিনয়ী ও অনুদ্ধত হইয়াও, সাধক তেজস্বী ও দৃঢ়চেতা হইবেন এবং মিথ্যাপনয়নে ও সত্যরক্ষণে সর্ব্বদা সৎসাহসের উদ্দীপনা করিবেন। তিনি পার্থিব কোন কারণে সত্যগোপন ও মিথ্যারটনের প্রবৃত্তি পোষণ করিবেন না।

চরিত্রনিয়ামক সদুপদেশমালা নিম্নলিখিত শ্লোকে সংক্ষিপ্তভাবে সন্নিবদ্ধ আছে। কর্ম্মযোগসাধক এই সিদ্ধিদ মন্ত্র হৃদয়ে গ্রথিত করিয়া, জীবনপথ-পর্য্যটনে সর্ব্বদা ইহার স্মরণ করিবেন :—

ধৃতিঃ ক্ষমা শমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণম্॥ ৯২

মনুসংহিতা, ষষ্ঠ অধ্যায়।

ধৃতি (সন্তোষ), ক্ষমা (শক্তি সত্ত্বেও অপকারীর প্রত্যপকার না করা), শম (অন্তরিন্দ্রিয়ের নিয়মন), অস্তেয় (পরদ্রব্য হরণ না করা), শৌচ (মৃজ্জলাদি দ্বারা দেহ শুদ্ধি), ইন্দ্রিয়নিগ্রহ (বাহ্যেন্দ্রিয় নিচয়ের দমন), ধী (প্রতিপক্ষবাদ ও সংশয়াদির নিরাকরণ পূর্ব্বক সম্যক্ জ্ঞান লাভ), বিদ্যা (আত্মজ্ঞান), সত্য ও অক্রোধ এই দশটী ধর্ম্মের লক্ষণ।

কর্ম্মযোগসাধক অনলস ও নিষ্ঠাবান্ হইবেন এবং অবকাশকালও বৃথা ক্ষেপণ করিবেন না। যাবতীয় বৈধ কার্য্যসাধনের অবিরোধে অবসর উপস্থিত হইলে, সাধক তাহা ঈশ্বরচিন্তা ও প্রাকৃতিক রহস্যাস্বাদনে নিয়োজিত করিবেন। মধ্যে মধ্যে নির্জ্জন স্থানে গিয়া, ঈশ্বরচিন্তা করিলে, চিত্তপ্রসাদন জন্মে। চিত্তবিক্ষেপ বা মনশ্চাঞ্চল্য নিবারণ জন্য, ঈশ্বরচিন্তায় চিত্তকে অভ্যস্ত করা আবশ্যক। ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা॥ ঈশ্বরপ্রণিধানেও অর্থাৎ একাগ্রভাবে ঈশ্বরে চিত্ত সমর্পণ করিয়া রাখিলেও, সমাধি ও সমাধিফল লব্ধ হয়। তস্য বাচকঃ প্রণবঃ॥ ঈশ্বরের বাচক শব্দ প্রণব অর্থাৎ ওঁ। তজ্জপস্তদর্থ ভাবনম্॥ যোগী অনন্যচিত্তে ঐ বাচক শব্দের জপ্ ও উহার অর্থের ভাবনা বা চিন্তন করিবেন এবং তাহাতেই ঈশ্বরপ্রণিধান সাধিত হয়। ততঃ প্রত্যক্ চেতনাধিগমোপ্যন্তরায়াভাবশ্চ॥ প্রণবজপ ও প্রণবার্থ-ভাবনা দ্বারা যোগান্তরায় বা যোগবিঘ্নের অভাব এবং প্রত্যক্ চৈতন্যের বা প্রত্যগাত্মাভিধেয় অবিদ্যাশালী জীবাত্মার অধিগম বা স্বরূপের জ্ঞান হয়। [মধ্যভাগ, পাতঞ্জলদর্শন দ্রষ্টব্য]। অকারেণ জগৎপাতা সংহর্ত্তা স্যাদুকারতঃ। মকারেণ জগৎস্রষ্টা প্রণবার্থ উদাহৃতঃ॥ ৩২॥ মহানির্ব্বাণ তন্ত্র, তৃতীয়োল্লাস। ওঁ=অ+উ+ম। অ=জগৎপাতা। উ=জগতের সংহর্ত্তা। ম=জগৎস্রষ্টা। জগৎ ব্রহ্ম হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে, ব্রহ্মাবলম্বনে অবস্থিতি করিতেছে এবং ব্রহ্মেই বিলীন হইবে। অতএব, ওঁ এই সাঙ্কেতিক শব্দ ব্রহ্মের বাচক। এজন্য, মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে 'ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম' বাক্য ব্রহ্মনির্ব্বাণপন্থীগণের মূলমন্ত্র স্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছে। ওঁকারত্যাগে, এই মহামন্ত্রের অবশিষ্টাংশের অর্থ এইরূপ :—সচ্ছব্দেন সদাস্থায়ি চিচ্চৈতন্যং প্রকীর্ত্তিতম্॥ ৩৩॥ একমদ্বৈতমীশানি বৃহত্বাদ্ ব্রহ্মগীয়তে। মন্ত্রার্থঃ কথিতো দেবি সাধকাভীষ্ট সিদ্ধিদঃ॥ ৩৪॥ ঐ। সৎ=সদাস্থায়ী। চিৎ=চৈতন্য। একম্=অদ্বৈতম্, অদ্বয় বা অদ্বিতীয়। বৃহত্ব হেতু ব্রহ্ম কথিত হন। যাঁহার বাচক প্রণব, সেই অসীম ব্রহ্ম নিত্য, চৈতন্য বা জ্ঞানস্বরূপ এবং অদ্বিতীয়। আবার,—তারেণ তারহীনেন প্রত্যেকং সকলং পদম্। যুগ্ম যুগ্ম ক্রমেণাপি মন্ত্রোঽয়ং বিবিধোভবেৎ॥ ৩৮॥ ঐ। পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রের প্রত্যেক পদ, সকল পদ বা যুগ্ম যুগ্ম পদ তার বা ওঁকারযুক্ত ও প্রণববিহীন হইয়া বিবিধ মন্ত্র হয়। যথাঃ—ওঁ সৎ, ওঁ চিৎ, ওঁ একম্, ওঁ ব্রহ্ম ; সৎ, চিৎ, একম্, ব্রহ্ম। ওঁ সচ্চিদেকংব্রহ্ম ; সচ্চিদেকং ব্রহ্ম। ওঁ সদ্ব্রহ্ম, ওঁ চিদ্ব্রহ্ম, ওঁ একংব্রহ্ম, ওঁ সচ্চিৎ,

ওঁ চিদেকম্; সদ্ব্রহ্ম, চিদ্ব্রহ্ম, একংব্রহ্ম, সচ্চিৎ, চিদেকম্। সাধক এই সকল মন্ত্রের যে কোন একটী কিম্বা কেবল ওঁকার জপ করিবেন এবং তৎসহ ব্রহ্মার্থ-ভাবনপর হইবেন। ব্রহ্ম অখণ্ড। সুতরাং, ব্রহ্মবোধক যে কোন শব্দের জপে, ব্রহ্মধ্যান সাধিত হয়। অপিচ, ব্রহ্মার্থভাবনায়, ব্রহ্মে চিত্ত অধিকতর সমাহিত হয়।

অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।
ভূত ভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ॥ ৩
অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতং।
অধিযজ্ঞো ঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাংবর॥ ৪
অন্তকালে চ মামেব স্মরন্ মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥ ৫
যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরং।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাব ভাবিতঃ॥ ৬
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিত মনোবুদ্ধির্ম্মামেবৈষ্যস্যসংশয়॥ ৭
অভ্যাসযোগ-যুক্তেন চেতসানান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্॥ ৮
কবিংপুরাণমনুশাসিতার-
মণোরণীয়াং সমনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্ব্বস্যধাতারমচিন্ত্যরূপ-
মাদিত্যবর্ণংতমসঃ পরস্তাৎ॥ ৯
প্রয়াণকালে মনসাঽচলেন
ভক্ত্যাযুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্ম ধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্
সতংপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যং॥ ১০
যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি
বিশন্তি যদ্ যতয়ো বীতরাগঃ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি
তৎ তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে॥ ১১

সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্দ্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণং ॥ ১২
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্,মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ১৩
অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ॥ ১৪
মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতং।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥ ১৫

গীতা; ৮ম অধ্যায়।

যিনি অক্ষর, তিনিই পরমব্রহ্ম নামে অভিহিত হন এবং স্বভাবই আধ্যাত্মস্বরূপ কথিত হইয়া থাকে। দেবোদ্দেশে যে বিসর্গ বা দ্রব্যবিতরণ রূপ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, তাহা প্রাণিকুলের উদ্ভবকর এবং তাহাই কর্ম্ম সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে। হে দেহধারীশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন! যত কিছু ক্ষর বা বিনশ্বর বস্তু আছে, তৎসমস্তই অধিভূত। পুরুষ অধিদৈব এবং আমিই সেই অধিযজ্ঞ পুরুষ, যিনি জীবাত্মারূপে সর্ব্বদেহে বিরাজ করেন। যিনি মৃত্যুকালে আমাকে স্মরণ করিয়া দেহত্যাগ করেন, মরণান্তে তিনি আমারই স্বরূপ প্রাপ্ত হন; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। হে কৌন্তেয়! যে যে ভাব ভাবিতে ভাবিতে তনুত্যাগ করে, সে সেই ভাবই পাইয়া থাকে। অতএব, তুমি সর্ব্ব সময়ে আমার স্মরণ ও যুদ্ধ বা স্বধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে থাক। আমাতে মনবুদ্ধি সমর্পণ করিলে, তুমি যে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই। হে পার্থ! ভক্তিযোগ সহকারে অনন্য চিত্তে নিয়ত পরম পুরুষের চিন্তা করা অভ্যাস করিলে, সেই দিব্য পুরুষকেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। সর্ব্বজ্ঞ, অনাদি, সকলের নিয়ন্তা, সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্ম, সর্ব্ববিধাতা, অচিন্ত্য, সূর্য্যের ন্যায় দীপ্যমান্ ও প্রকৃতির অতীত দিব্য পরম পুরুষে মরণ কালে ভক্তিমান্ হইয়া, যিনি যোগবলে ভ্রূদ্বয় মধ্যে প্রাণ স্থাপন পূর্ব্বক, অচল মনে তাঁহার চিন্তা করেন, তিনি তাঁহাকেই প্রাপ্ত হন। বেদবিদ্গণ যে অক্ষর পুরুষের মহিমা কীর্ত্তন করেন, সংসারানুরাগশূন্য যতিগণ যাঁহাকে পাইবার জন্য ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করেন, আমি তোমাকে তাঁহার বিষয়ে সার উপদেশ প্রদান করিতেছি। বাহ্যেন্দ্রিয় সকলের সংযম, হৃদয় মধ্যে মনের নিরোধ ও ভ্রূযুগলাভ্যন্তরে প্রাণবায়ুর স্থাপন দ্বারা আত্মস্থৈর্য্যে অধিষ্ঠিত হইয়া, যিনি মচ্চিন্তায় ওঁ এই ব্রহ্মাত্মক একাক্ষর জপ

করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন, তিনি পরমাগতি প্রাপ্ত হন। যিনি অনন্যচিত্ত হইয়া সতত আমাকে স্মরণ করেন, আমি তাদৃশ নিত্যযুক্ত যোগীর পক্ষে সুলভ। মহাত্মাগণ আমাকে প্রাপ্ত হইয়াই পরম সংসিদ্ধি লাভ করেন এবং দুঃখালয় ও অনিত্য পুনর্জন্ম আর তাঁহাদের হয় না।

অথবা, কুলদেবতার্চ্চনাভ্যাস প্রযুক্ত, যাঁহারা ধৈর্য্য সহকারে উক্তরূপ অর্থ-ভাবনায় যত্নবান্ হইতে চাহেননা, তাঁহারা নিবিষ্ট মনে স্বস্ব বীজমন্ত্র জপ করিবেন এবং তাহাতেই তাঁহাদের ঈশ্বরারাধনা করা হইবে।

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥ ১১

গীতা, ৪র্থ অধ্যায়।

হে পার্থ! যাঁহারা যে ভাবে আমাকে ভজনা করেন, আমি তাঁহাদিগকে সেই ভাবেই অনুগ্রহ করিয়া থাকি। মনুষ্য সকল যেভাবেই ভজনা করুক না কেন, সকলে আমারই ভজনামার্গ অবলম্বন করিয়া থাকে।

যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধি পূর্ব্বকম্॥ ২৩

গীতা, ৯ম অধ্যায়।

হে কৌন্তেয়! যাঁহারা শ্রদ্ধাভক্তির সহিত অন্য দেবতার আরাধনা করেন, তাঁহারা অবিধিমতে আমারই সেবা করিয়া থাকেন। ভজনের বৈধতা বা অবৈধতা ঈশ্বরের প্রীতি বা অপ্রীতির হেতু বিবেচ্য হইতে পারেনা। মানব শ্রদ্ধা ও ভক্তি-যোগেই ভগবানের প্রসন্নতা লাভ করিতে সমর্থ হয়। বিধি, বর্ণ প্রভৃতি প্রকৃতির। ঈশ্বর প্রকৃতির অতীত। অজ্ঞানতানিবন্ধন কর্ম্মের বিধি ও মনুষ্যের বর্ণ বিচারিত হয়। ঈশ্বরে মন সম্পূর্ণ সমর্পিত হইলে, যখন মানসিক অন্ধকার বিদুরিত হইয়া যায়, তখন বিধিবর্ণবিচারও স্বতঃই লুপ্ত হয়।

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়াসৃষ্টং গুণ কর্ম্ম বিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্॥ ১৩
ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি নমে কর্ম্মফলে স্পৃহা। ১৪

গীতা, ৪র্থ অধ্যায়।

গুণ ও কর্ম্মের বিভাগানুসারে, আমি চারি বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছি। স্রষ্টা হইলেও, আমাকে অকর্ত্তা ও অব্যয় বলিয়াই জানিও। কর্ম্মের সহিত আমার

সংশ্রব নাই; কর্ম্মফলে আমার স্পৃহাও নাই। গুণকর্ম্মাত্মিকা প্রকৃতি ঈশ্বর-সংকল্পপরিচালিতা হইয়া সৃষ্টিকার্য্য নির্ব্বাহ করেন, ইহাই তাৎপর্য্য।

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তিতু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥ ২৯
অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্য ভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতোহি সঃ॥ ৩০
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥ ৩১
মাং হি পার্থ ব্যাপাশ্রিত্য যেঽপিস্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥ ৩২
কিংপুনর্ব্রাহ্মণাঃপুণ্যাঃ ভক্তারাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমংপ্রাপ্য ভজস্বমাম্॥ ৩৩

গীতা, ৯ম অধ্যায়।

আমি সকল প্রাণীর পক্ষেই সমান। আমার কেহ দ্বেষ্য বা প্রিয় নাই। যিনি যেরূপ ভক্তি সহকারে আমার ভজনা করেন, আমি তাঁহাকে সেইরূপেই অনুগ্রহ করিয়া থাকি। অত্যন্ত দুরাচার ব্যক্তিও যদি অনন্যচিত্তে আমার উপাসনা করে, তাহা হইলে, সে নিশ্চয়ই সাধু পদবীতে আরোহণ করিবে। কেন না, তাহার প্রয়াস অত্যন্ত সাধু। শীঘ্রই ধর্ম্মাত্মা হইয়া, সে পুরুষ নিত্যশান্তি লাভ করিবে। হে কৌন্তেয়! তুমি নিশ্চিত জানিবে যে, আমার ভক্ত কখনই বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। পাপজন্মা হউক, স্ত্রী হউক, বৈশ্য হউক, শূদ্র হউক কিম্বা নিকৃষ্টকর্ম্মা ও অধমগণ্য অপর যে কেহ হউক, আমার আশ্রয় গ্রহণ করিলে, তাহাদের সকলেই শ্রেষ্ঠ গতি লাভের অধিকারী হয়। পুণ্যশীল ব্রাহ্মণ ও ভক্তিমান্ রাজর্ষিগণের কথা আর কি বলিব? অতএব, হে অর্জ্জুন! এই দুঃখপূর্ণ অনিত্য লোকে জন্মগ্রহণ করিয়া, তুমি আমার আরাধনা কর।

ভগবদারাধন ও প্রকৃতিপূজন, এতদুভয়ই কর্ম্মযোগসাধকের তুল্য কর্ত্তব্য। *

* চেত্যাচিত্যোর্ন তৃতীয়ম্॥ ৪০॥ শাণ্ডিল্যসূত্রম্। অচেতন প্রকৃতি ও চিন্ময় ব্রহ্ম, এতদুভয়ের তৃতীয় পদার্থ নাই। জ্ঞাতৃত্ব ও জ্ঞেয়ত্ব রূপে সকল পদার্থই ব্রহ্ম ও প্রকৃতিস্বরূপ। ব্রহ্ম ব্যতীত সচেতন পদার্থ জ্ঞাতা এবং প্রকৃতি ব্যতীত অচেতন পদার্থ মাত্রই জ্ঞেয়। জ্ঞাতা

বিশুদ্ধ চিত্তে প্রকৃতির বহিরভ্যন্তর পর্য্যবেক্ষণে নিসর্গার্চ্চন সমাহিত হয় এবং সাধক, যথাশক্তি, স্বভাবের উপাসনা করিতে বিমুখ হইবেন না। প্রাকৃতিক বস্তু-নিচয়ের দর্শন ও সংজ্ঞাবগম দ্বারা প্রকৃতির বহির্ভাগ এবং দৃষ্ট পদার্থের অন্তর্নিহিত গুণাগুণ বিজাননে প্রকৃতির অভ্যন্তর ভাগ পর্য্যবেক্ষণ করা হয়। বহুবিধ চেতন, অচেতন ও উদ্ভিজ্জ পদার্থের সমাবেশ নিবন্ধন, জগৎ লৌকিক দৃষ্টিতে ভেদপূর্ণ, বিচিত্র ও অসমঞ্জস প্রতীয়মান হয়। লৌকিকগণ সৃষ্টিকৌশলানুধাবনে যত্নগ্রহণ করে না। কিন্তু পরীক্ষকগণ অন্বীক্ষা যোগে বিশ্ববস্তুমালার সমন্বয়গ্রন্থনসূত্র অবলোকন করেন। যাহারা স্বভাবতঃ অল্পবুদ্ধিমান্ এবং শিক্ষা প্রভাবেও বুদ্ধির মার্জ্জন করে না, তাহারাই সাধারণ বা লৌকিক। স্বাভাবিক বুদ্ধি অধিক থাকাতেও, যাঁহারা শিক্ষাবলে বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন করিয়া, তর্কানুযায়ী প্রমাণ দ্বারা অর্থপরীক্ষা করেন, তাঁহারা পরীক্ষক। অন্বীক্ষা=অনু (পশ্চাৎ)+ঈক্ষা (দর্শন)। এক প্রকারে জানিয়া, পশ্চাৎ অন্য প্রকারে বিশেষ করিয়া জানা বা যাহা দেখা কিম্বা শুনা গেল, তাহা যথার্থ কিনা বুঝিয়া দেখাই অন্বীক্ষা। [মধ্যভাগ, ন্যায়দর্শন দ্রষ্টব্য]। ঈশ্বরকোটি অবতারগণ উজ্জ্বল নিষ্কলঙ্ক বুদ্ধি সহকারে মানবাদি রূপে ভূতলে অবতীর্ণ হন। তাঁহাদের বুদ্ধির মার্জ্জন করিতে হয় না। লোকশিক্ষার্থ তাঁহারা বুদ্ধিমার্জ্জন প্রদর্শন করেন মাত্র। কিন্তু, জীবকোটিভুক্ত মানবগণ যত বুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া জন্মগ্রহণ করুক না কেন, তাহাদের বুদ্ধি অজ্ঞান-কালিমায় সমাচ্ছন্ন থাকে এবং মার্জ্জন ব্যতিরেকে সে কালিমার অপসারণ হয় না। কুশিক্ষায় যেমন বুদ্ধিমালিন্য পরিবর্দ্ধিত হয়, সুশিক্ষায় তেমনি তাহা অপনীত হয়। অতএব, সুশিক্ষাই বুদ্ধির মার্জ্জনোপকরণ। ধর্ম্মহীন শিক্ষা কুশিক্ষা। যে শিক্ষা ধর্ম্মানুমোদিত, তাহাই সুশিক্ষা। অপশিক্ষা প্রভাবে পার্থিব বাসনাভিভূত হইয়া, মনুষ্যগণ অনুক্ষণ অধর্ম্ম্য কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকে এবং স্বার্থান্ধতা প্রযুক্ত বস্তুর স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে না। ধর্ম্মশিক্ষাবলে, ঐহিককামনাশূন্য কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা মানবমন যখন পবিত্র হয়, তখনই তাহাতে বস্তুতত্ত্ব যথার্থরূপে সমুদ্ভাসিত হয়। ঈদৃশ মানসিক অবস্থায়, মানব অন্বীক্ষাপটু পরীক্ষক হইয়া, প্রকৃতির বহিরভ্যন্তর সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। ধর্ম্মবিশেষপ্রসূতাৎ

ও জ্ঞেয় এই দুইটী পদার্থ ব্যতিরেকে, জগতে আর কিছুই নাই। সুতরাং, প্রকৃতি ও ব্রহ্ম ব্যতীত, জগতে তৃতীয় পদার্থ লক্ষিত হয় না।

দ্রব্যগুণকর্ম্মসামান্যবিশেষসমবায়ানাং পদার্থানাং সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্যাভ্যাং তত্ত্বজ্ঞানাৎ নিঃ শ্রেয়সম্॥ কণাদ সূত্র। ধর্ম্মবিশেষ=নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম বা নিষ্কাম কর্ম্মার্জ্জিত ধর্ম্ম। নিবৃত্তিমার্গে নিষ্কাম কর্ম্মাচরণ দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব হওয়া যায়। শুদ্ধসত্ত্ব হইলে, দ্রব, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়, এই ষট্ পদার্থের সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য, অর্থাৎ, কোন্ ধর্ম্ম কোন্ কোন্ পদার্থের সমান ধর্ম্ম এবং কোন্ ধর্ম্ম কোন্ কোন্ পদার্থের বিরুদ্ধ ধর্ম্ম, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। সাধক তখন আত্মস্বরূপানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন এবং মনোবৃত্তি অন্তর্মুখী করিয়া, আত্মযাথার্থ্যমননক্ষম হন। নিদিধ্যাসনাবলম্বন হলে, অনন্তর, আত্মার স্বরূপ তাঁহার মানসপ্রত্যক্ষে ভাসমান হয় এবং পূর্ব্বাভ্যস্ত মিথ্যাজ্ঞান ও সংস্কার সকল বিনষ্ট হওয়ায়, তিনি দুঃখবিমুক্ত হন। কতিপয় সুনিপুণ ব্যাখ্যাকার সুসঙ্গত ভাবে, ঈশ্বরের প্রসন্নতা লাভই 'ধর্ম্মবিশেষ' পদের অর্থ-নিষ্পাদন করিয়াছেন। কারণ, ধর্ম্মাচরণ দ্বারাই ঈশ্বরের প্রসন্নতা লাভ করা যায় এবং ঈশ্বর প্রসাদ লাভ করিতে পারিলে, জগতের কোন বস্তুই অবিদিত থাকে না। [মধ্যভাগ, বৈশেষিক দর্শন দ্রষ্টব্য]। কর্ম্মযোগসাধক ধর্ম্মনিষ্ঠা সহকারে প্রকৃতিগাত্রে সত্যানুসন্ধানতৎপর হইবেন এবং ভগবৎকৃপায়, নিসর্গের অনেক তত্ত্ব তাঁহার নয়নপথবর্ত্তী হইবে। সাধক জৈবহিত্য ধর্ম্মের পালন জন্য, মনোমধ্যে কোনরূপ পার্থিব ইচ্ছার উদয় হইতে না দিয়া, স্বদৃষ্ট বিষয় সকল শুদ্ধ ভাবে ব্যক্ত করিবেন। বস্তুতঃ, পুরাকালে বিশ্বমঙ্গলচিন্তানিরত ধর্ম্মপ্রাণ ভারতীয় মনীষীগণ ধ্যানপরিজ্ঞাত প্রাকৃতিক তত্ত্বরাজী এইরূপে ব্যক্ত করিতেন এবং তাহাতে মনোবিজ্ঞান, চরিত্রনীতি বিজ্ঞান, জীবতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, জ্যোতিষ, পদার্থবিদ্যা, ইতিহাস, ভূগোল, রসায়ন, গণিত, স্বাস্থ্যনীতি, সাহিত্য, ব্যাকরণ, প্রভৃতি বহু বিশুদ্ধ শাস্ত্রের আবির্ভাব হওয়ায়, ভারতবর্ষে, তৎকালে, ব্যবহারিক বিদ্যার সমধিক শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইত। ধর্ম্মহীন মানবগণ বিবিধ ঐহিক বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া, কেবল যে বস্তুতত্ত্ব গ্রহণ করিতে অসমর্থ হয়, তাহা নহে; পরন্তু বস্তুবিষয়ক নানা অলীক উপাখ্যানের সৃজন ও রটন করিয়া তাহারা অজ্ঞানমার্গের বিস্তার সাধন করে। কারণ, অজ্ঞানের যে আবরণ ও বিক্ষেপ নাম্নী দুইটী শক্তি আছে, তাহাদের আবির্ভাবযৌগপদ্য স্বতঃসিদ্ধ। [মধ্যভাগ, বেদান্ত দর্শন দ্রষ্টব্য]। যুগপর্য্যায়ে ধর্ম্মবলাপচয়ের অনুপাতে যত বিদ্যামালিন্য বর্দ্ধিত হইতেছে, মোহবশতঃ, মানবগণ ততই সভ্যতাগর্ব্বে স্ফীত ও আত্মশ্লাঘামদে উন্মত্ত হইয়া উঠিতেছে। [আদ্যভাগ, চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়

এবং মধ্যভাগ, প্রথম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]। অবিদ্যাপ্রভাবের প্রাবল্য নিবন্ধন, বর্ত্তমান সময়ে শ্রবণ ও তৎসম্পর্কীয় মনন বিশেষ সতর্কতা সহকারে নিষ্পাদন-যোগ্য হইয়াছে। যে সকল পুস্তক প্রকৃত পক্ষে ঈশ্বর-চিন্তন ও প্রাকৃতিক রহস্যোদ্ঘাটন বিষয়ে সাহায্য প্রদান করিতে পারে, কেবল সেই সকল পুস্তকের অধ্যয়ন বা পাঠাকর্ণন ও অর্থগ্রহ করিয়া, কর্ম্মযোগসাধক ব্যক্তিগত জীবনে শ্রবণ ও মনন নিষ্পন্ন করিবেন। ভাষাবিদ্বেষ মানসিক সঙ্কীর্ণতার পরিচায়ক। উত্তম পুস্তক আয়ত্তিযোগ্য যে কোন ভাষাতেই লিখিতহ উক, তাহা সম্পূর্ণ আদরণীয়।

কর্ম্মযোগসাধকের পারিবারিক জীবনযাপনবিধি।

যাহাতে নিজ চরিত্র স্বপরিবারভুক্ত ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক আদর্শস্বরূপ অনুকৃত হয় বা ভবিষ্যতে হইতে পারে, কর্ম্মযোগসাধক তাদৃক্ যত্ন গ্রহণ করিবেন।

সাধক পিতামাতাকে প্রত্যক্ষ দেবতাজ্ঞানে পূজা করিবেন, পরিবারগত অন্য গুরুজনে শ্রদ্ধাবান্ হইবেন এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভগিনী ও স্ত্রী পুত্র কন্যাগণের সমাদর ও শিক্ষাধান করিবেন।

অবলা বলিয়া, রমণীগণের অবজ্ঞা করা ধর্ম্মবিগর্হিত। গৃহকামিনীগণ যাহাতে সম্পূর্ণ পারিবারিক স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতে পারেন, সাধক তদ্বিষয়ে কোন প্রকার শৈথিল্য প্রদর্শন করিবেন না।

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্রদেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ। ৫৬
শোচন্তি জাময়ো যত্র বিনশ্যত্যাশু তৎকুলম্।
ন শোচন্তিতু যত্রৈতা বর্দ্ধতে তদ্ধি সর্ব্বদা॥ ৫৭

মনুসংহিতা, ৩য় অধ্যায়।

যে কুলে নারীগণের সমাদর আছে, দেবতারা সেই কুলের প্রতি প্রসন্ন থাকেন। যে পরিবারে স্ত্রীলোকের পূজা নাই, সেই পরিবারে যাগাদি ক্রিয়াকাণ্ড বিফল হয়। যে পরিবার মধ্যে স্ত্রীলোকগণ সর্ব্বদা দুঃখিত থাকেন, সে পরিবার আশু বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যে পরিবারে স্ত্রীলোকের কোন দুঃখ নাই, সে পরিবার সর্ব্বসময়ে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে। তথাপি, কর্ম্মযোগসাধক গৃহকামিনীগণের কোন বিষয়ে স্বাতন্ত্র্যাবলম্বন অনুমোদন না করিয়া, তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা উপযুক্ত পরিদর্শনাধীনে রাখিবেন। যেহেতু, প্রাকৃতিক বিধানে স্ত্রীজাতি অল্প-

বলবুদ্ধিসম্পন্না ও সতত পুরুষরক্ষণীয়া, সুতরাং, অনর্গল স্ত্রীস্বাধীনতায় অনেক অনর্থের উদ্ভব হইতে পারে।

বালয়া বা যুবত্যাবা বৃদ্ধয়াবাপি যোষিতা।
ন স্বাতন্ত্র্যেণ কর্ত্তব্যং কিঞ্চিৎ কার্য্যং গৃহেষ্বপি॥ ১৪৭
বাল্যে পিতুর্বশে তিষ্ঠেৎ পাণিগ্রাহস্ত যৌবনে।
পুত্রাণাং ভর্ত্তরি প্রেতে ন ভজেৎ স্ত্রী স্বতন্ত্রতাম্॥ ১৪৮

মনুসংহিতা, পঞ্চম অধ্যায়।

কি বালিকা, কি যুবতী, কি বৃদ্ধা, কোন স্ত্রীলোকেরই গৃহে থাকিয়া, স্বতন্ত্র ভাবে কোন কার্য্য করা উচিত নহে। স্ত্রীলোক বাল্যে পিতৃবশে, যৌবনে স্বামীরবশে, স্বামী মরিয়া গেলে, পুত্রগণের বশে থাকিবে; কিন্তু কখন স্বতন্ত্রতাবলম্বন করিবেনা।

অস্বতন্ত্রাঃ স্ত্রিয়ঃ কার্য্যাঃ পুরুষৈঃ স্বৈর্দ্দিবানিশম্।
বিষয়েষু চ সজ্জন্তঃ সংস্থাপ্যা আত্মনো বশে॥ ২
পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে
রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি॥ ৩

মনুসংহিতা, ৯ম অধ্যায়।

ভর্ত্তা প্রভৃতি স্বজনগণ স্ত্রীজাতিকে দিবারাত্রিমধ্যে কোন সময়ে স্বাধীনাবস্থায় অবস্থিতি করিতে দিবেন না; বরং অনিষিদ্ধ রূপ রসাদি বিষয়ে নিয়ত প্রসক্ত করতঃ তাহাদিগকে সতত স্ববশে সংস্থাপন করিবেন। স্ত্রীজাতি কৌমারাবস্থায় পিতা কর্ত্তৃক, যৌবনে ভর্ত্তাকর্ত্তৃক এবং স্থবিরাবস্থায় পুত্র কর্ত্তৃক রক্ষণীয়া। ইহারা স্বাতন্ত্র্যলাভে অধিকারিণী নহে।

কর্ম্মযোগসাধক নিজপরিণীতা স্ত্রীকে ধর্ম্মচর্য্যায় সাহায্যকারিণী ধর্ম্মপত্নীস্বরূপা অবলোকন করিবেন। যে শরীর দ্বারা ধর্ম্মাচরণ নিষ্পন্ন হয়, বিশুদ্ধ ভোজ্যপেয়াদিযোগে তাহার স্থিতি ও স্বাস্থ্যসংরক্ষণ অত্যাবশ্যক। স্ত্রী উপযুক্ত খাদ্যপানীয় প্রস্তুত করিয়া দিয়া এবং বিবিধ সেবাদ্বারা স্বামীর দেহমনের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করেন এবং স্বামী তাহাতে ধর্ম্মাচরণে কৃতকার্য্য হন। অতএব, স্ত্রী স্বামীর ধর্ম্ম্য কর্ম্ম নিষ্পাদনে সাহায্যকারিণী। আবার, যেহেতু, এইরূপ সাহায্য পাইবার জন্যই, ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া, স্ত্রীকে বিবাহ করা হয়, সুতরাং, বিবাহিতা স্ত্রী ধর্ম্মপত্নী। ইহা হইতে, বনিতার প্রতি স্বামীর

যেরূপ ব্যবহার নিষ্পাদন করিতে হইবে, তাহার সমাধান হয়। যিনি ধর্ম্ম্য-কর্ম্ম-সাধনে সহায়তা করেন, তাদৃশী সহধর্ম্মিণী প্রিয়া ও ভার্য্যা। স্ত্রী সর্ব্বেব আদরণীয়া ও পোষণীয়া। বাক্যে বা ব্যবহারে স্বামী স্ত্রীর প্রতি কখন রূঢ়তা প্রদর্শন করিবেন না; প্রত্যুত, মিষ্টালাপন ও কোমলাচরণ দ্বারা সতত তাঁহার মনোরঞ্জন করিবেন। যাহাতে স্ত্রী সুস্থ শরীরে নিজকর্ত্তব্যতানুসরণ করিতে পারেন, তজ্জন্য, স্বামী তাঁহার সমুচিত ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ করিবেন। ভার্য্যায়া ভরণাদ্ভর্ত্তা পালনাচ্চ পতিঃ স্মৃতঃ। স্বামী ভার্য্যার ভরণ ও পালন করেন বলিয়া, তিনি যথাক্রমে, ভর্ত্তা ও পতি কথিত হন। যাহাতে ভার্য্যার ভরণপোষণাদি ন্যায্যভাবে নিষ্পন্ন হয়, কর্ম্মযোগ-সাধক তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিবেন। যাহা ন্যায্য তাহাই ধর্ম্মসঙ্গত। চরমোদ্দেশ্য স্থির রাখিয়া তৎপ্রাপ্তিকল্পে শৃঙ্খলানুযায়ী উপায় সকলের অবলম্বন করিলে, ন্যায্য কার্য্য করা হয়। চরমোদ্দেশ্যভ্রষ্ট হইয়া এবং উপায়কেই চরমোদ্দেশ্য স্বরূপ অবধারণ করিয়া, ক্রিয়ানুষ্ঠান করিলে, ধর্ম্মবিগর্হিত অন্যায় কার্য্য করা হয়। স্থূলতঃ, ধর্ম্ম্যকর্ম্মসাধনে স্ত্রীর সাহায্যপ্রাপ্তি এস্থলে চরমোদ্দেশ্য পরিগণ্য। স্ত্রীর দেহ মন ভাল না থাকিলে, এ উদ্দেশ্য সফল হয়না। সুতরাং, ভার্য্যার বাহ্যাভ্যন্তরিক শরীরের স্বাস্থ্যসংরক্ষণ উদ্দেশ্যপ্রাপ্তির উপায়। উপযুক্ত ভরণপোষণে স্ত্রীর দেহ মন ভাল থাকে। সুতরাং, ইহা ভার্য্যার শারীরিক স্বাস্থ্যাধানের উপায়। যতক্ষণ চরমোদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সফল না হয়, ততক্ষণ, কার্য্যসূত্র ঠিক রাখিবার জন্য, উচ্চবর্ত্তী উপায়কে নিম্নবর্ত্তী উপায়ের উদ্দেশ্য স্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে। প্রাত্যহিক ধর্ম্ম্যাচরণে স্ত্রীর সহায়তা লাভের জন্য, তাহার দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্য অক্ষুণ্ণ রাখা আবশ্যক এবং এতদাবশ্যকতায় তাহার উপযুক্ত ভরণ পোষণ করা আবশ্যক। এস্থলে চরমোদ্দেশ্যের সাফল্য, তাহার উপায় এবং তদুপায়ের উপায় সমস্তই দৈনন্দিন বলিয়া, স্ত্রীর শারীরিক স্বাস্থ্যের বিষয় ধৃত চরমোদ্দেশ্য প্রাপ্তির উপায় হইলেও, ভার্য্যার ভরণপোষণনির্ব্বাহ রূপ উপায়ের নিয়ত উদ্দেশ্য বিবেচ্য। কিন্তু, তথাপি, ইহা কখন মানবজীবনের বাস্তব চরমোদ্দেশ্যীভূত হইতে পারে না। ধর্ম্মার্জ্জনই মনুষ্যজীবনের একমাত্র মঙ্গলময় চরম উদ্দেশ্য। যাহারা স্ত্রীর দৈহিক ও মানসিক স্বাচ্ছন্দ্যবিধানকে জীবনের চরমোদ্দেশ্য পরিগণনা করিয়া, তাহার উপায়ভূত নারীভরণপোষণাড়ম্বরে অনুক্ষণ ব্যস্ত থাকে, তাহারা অধর্ম্মাচারী স্ত্রৈণ কাপুরুষ। কামান্ধ হইয়া, ইহারা প্রকৃত স্বাচ্ছন্দ্যের স্বরূপ অনুভব করিতে পারে না এবং বৈলাসিক অশনবসনক্রীড়ণকাদিযোগে নারীপ্রীতির বর্দ্ধন করিবার দুরাশায়

তত্তৎ উপকরণে বনিতার সমর্চ্চন করে। ইহাদের কার্য্যে ভার্য্যাগণের লালসাবেগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং তাদৃশ বেগবতী আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করাইবার জন্য তাহারা স্বামীগণকে অনুযুক্ত করে। ঈদৃশ ক্ষেত্রে, স্বামীস্ত্রী মধ্যে কেহই শান্তিরসাস্বাদন করিতে পারে না। প্রত্যুত, উভয়ই তীব্র বাসনাবিষে জর্জ্জরিত হয়। ধর্ম্মপ্রভাবের খর্ব্বতা নিবন্ধন, অধুনা, এইরূপ দুষিত দাম্পত্যভাব প্রায় প্রতি গৃহে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। [আত্মভাগ, চতুর্থ অধ্যায়ের শেষাংশ দ্রষ্টব্য]। কর্ম্মযোগসাধক সরল অশনবসনভূষণে স্ত্রীকে অভ্যস্ত করাইবেন এবং পাতিব্রত্য শিক্ষাপ্রদান করিয়া, তাঁহাকে গৃহকর্ম্মে সুনিপুণা করিবেন। বিবাহ-অঙ্গীকারের সম্পূর্ণ পালন করিবার সৎসংকল্পের নাম পাতিব্রত্য। ইহা নারী জাতির চারিত্রিক গুণ বা ধর্ম্মবিশেষ। পাতিব্রত্য গুণে ললনা গণের মানসিক মলিনতা বিদূরিত হয়। এজন্য, পতিব্রতা রমণী সতী ও সাধ্বী পদবাচ্যা। সতীনারী এরূপ নির্ম্মলস্বভাবা যে, তিনি কখন কুভাবে পরপুরুষের স্পর্শন বা চিন্তন করেন না। বিবাহ-অঙ্গীকারের স্মৃতি সতত অন্তরে জাগরূক থাকায়, পতিপরায়ণা কামিনী কখন বিলাসসম্ভোগের ভাবনা করেন না এবং নিস্পৃহান্তঃকরণে ও নিরালস্যে স্বামীগৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকেন। সাধ্বী স্ত্রী স্বামার ধর্ম্ম্যাচরণে সহায়তা করিয়া, স্বয়ং ধর্ম্মার্জ্জন করেন। ভার্য্যা গৃহকার্য্যের নিষ্পত্তি করেন বলিয়া, তিনি গৃহিণী উক্ত হন। ভার্য্যাভাবে গৃহকর্ম্ম নিষ্পন্ন হয় না। যে গৃহে কর্ম্মনিষ্পত্তি হয় না, তাহা অরণ্য বা শ্মশান সদৃশ। এজন্য, ঔপচারিক ভাবে, গৃহিণীকেই গৃহ বলা হয়। ন গৃহং গৃহমিত্যাহু গৃহিণী গৃহমুচ্যতে। সুনিয়মে গৃহকার্য্যের নিষ্পত্তি-করণই ধর্ম্মসঙ্গত। উচ্ছৃঙ্খল ভাবে গৃহকার্য্যসাধনে, ধর্ম্মবিগর্হিত পাতকাচরণ করা হয়। ইহাতে যে কেবল পারিবারিক অনিষ্ট সাধিত হয়, তাহা নহে ; পরন্তু, এতদসম্ভূত অপকার সমাজ ও অন্যান্য আশ্রমকেও স্পর্শ করে। কারণ, অঙ্গীভূত প্রত্যেক পরিবারের নিকট সমাজের ধর্ম্মতঃ যাহা প্রাপ্য, কদাচারসম্পন্ন পরিবারের নিকট সমাজ তাহা প্রাপ্ত হয় না। আবার, প্রাকৃতিক ব্যবস্থায়, ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস, এই চতুরাশ্রম * মধ্যে, দ্বিতীয়ই শ্রেষ্ঠ উপাধি লাভ করিয়াছে।

---

* বস্তুতঃ, বর্ত্তমান সময়ে, গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাস ভিন্ন অপর কোন আশ্রমের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয় না।

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমোনাস্তি বানপ্রস্থোপি ন প্রিয়ে।
গার্হস্থ্যো ভৈক্ষুকশ্চৈব আশ্রমৌ দ্বৌ কলিযুগে ॥ ৮ ॥
মহানির্ব্বাণতন্ত্র, অষ্টমোল্লাস।

চতুর্ণামাশ্রমাণাংহি গার্হস্থ্যং শ্রেষ্ঠমাশ্রমম্। স্থিতি ও পুষ্টির জন্য, অপর তিন আশ্রম গার্হস্থ্যের উপরই নির্ভর করে।

সর্ব্বেষামপি চৈতেষাং বেদস্মৃতি বিধানতঃ।
গৃহস্থ উচ্যতে শ্রেষ্ঠঃ স ত্রীনেতান্ বিভর্ত্তিহি ॥ ৮৯

মনুসংহিতা, ষষ্ঠ অধ্যায়।

এই ব্রহ্মচর্য্যাদি চতুরাশ্রমী মধ্যে, বেদ এবং স্মৃতির বিধানানুযায়ী, গৃহস্থকেই মনু প্রভৃতি ঋষিগণ শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কেননা তিনিই বিশেষ-রূপে অপর তিন আশ্রমের ভরণ করেন। যে গৃহস্থের গৃহে ধর্ম্মাচারের পরিবর্ত্তে কেবল পাপাচার অনুষ্ঠিত হয়, সে গৃহস্থের নিকট কোন আশ্রমই কোন উপকার প্রাপ্ত হয় না। গৃহকার্য্যের সুনিষ্পত্তি ভার্য্যার কর্ম্মকুশলতাসাপেক্ষ এবং কর্ম্ম-কৌশল পাতিব্রত্যসাপেক্ষ। পতিব্রতা রমণী পুণ্যময়ী গৃহলক্ষ্মী স্বরূপিণী। কারণ, তিনি ধর্ম্মসঙ্গত ভাবে গৃহ কর্ম্মের সমাধান করিয়া, পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় শ্রীবৃদ্ধিসাধন এবং সার্ব্বজনীন মঙ্গল নিষ্পাদন করেন।

কর্ম্মযোগসাধক স্বয়ং ও ভার্য্যাদিসাহায্যে, অল্পবয়স্ক পুত্র কন্যা ও পরিবার-গত অন্যান্য স্নেহভাজনগণকে ন্যায্য খাদ্যবস্ত্রে পালিত এবং তৎসহকারে তাহাদিগকে সুনীতি ও সদাচারে শিক্ষিত করিবেন। এইরূপে তাহাদিগকে উচিত যত্ন ও স্নেহ করা হয়। কেননা, ইহাই তাহাদের পক্ষে মঙ্গলজনক। মায়াবদ্ধ হইয়া উচ্ছৃঙ্খলভাবে বালকবালিকাগণের প্রতি অনুচিত স্নেহ প্রদর্শন করিলে, তাহারা দুর্ব্বিনীত, অহঙ্কারী ও যথেচ্ছাচারী হইয়া উঠে এবং যাবজ্জীবন অধর্ম্মাচরণ করিতে কুণ্ঠিত হয় না। গৃহ নরনারীর আদি শিক্ষাস্থল এবং আদি শিক্ষা মনুষ্যজীবনে সর্ব্বপ্রথমে যে প্রভাব বিস্তার করে, বিরুদ্ধ বাহ্যশিক্ষা সহজে তাহা বিনষ্ট করিতে পারে না। যাহারা বাল্যকালে গৃহে সুনীতি ও সদাচারে অভ্যস্ত হয়, তাহারা কুসংসর্গে পতিত হইলেও, শীঘ্র তাহাদের চরিত্রবিপর্য্যয় সংঘটিত হয় না। সাধক স্বপরিবারভুক্ত বালকবালিকাগণকে ব্যবহারিক বিদ্যাধ্যয়নের জন্য পাঠাগারে দিয়াও, গৃহে তাহাদের পারিবারিক ও সামাজিক সংহতি, বিনয়, সৌজন্য, দয়া, সহানুভূতি, সত্য, কর্ম্মপটুতা, প্রভৃতি ধর্ম্মশিক্ষা-প্রাপ্তির ব্যবস্থা করিবেন। একবিংশ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত বালকগণের এবং বিবাহ না হওয়া পর্য্যন্ত বালিকাগণের, ঐরূপ শিক্ষা নিয়মিতভাবে সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। বালিকাগণের পক্ষে গৃহকর্ম্মশিক্ষা বিশেষ ধর্ম্মশিক্ষা বিবেচ্য। অপিচ, সমাজে

বিশুদ্ধ সংসর্গ অধুনা যেরূপ দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে, তাহাতে গৃহমধ্যে বাল্য, যৌবন প্রভৃতি অবস্থানির্ব্বিশেষে ধর্ম্মচর্চ্চা করা সকলেরই শুভকর। সাধক পারিবারিক জনগণসহ একত্র মিলিত হইয়া, গৃহে এরূপ ধর্ম্মালোচনা করিবেন। শিশুগণ-সম্বন্ধেও, সাধক বাক্যে ও ব্যবহারে শ্লীলতার অতিক্রম করিবেন না। পুত্রাদি স্বজনগণ শিক্ষাপ্রভাবে ধন, মান, খ্যাতি, প্রতিপত্তি প্রভৃতির অর্জ্জন করিবে, এতদুদ্দেশ্যে কর্ম্মযোগসাধক তাহাদের শিক্ষাধান করিবেন না। তাহারা জ্ঞান লাভ করিয়া, ধর্ম্মার্জ্জনে কৃতকার্য্য হইবে, কেবল তজ্জন্যই, তিনি তাহাদিগকে শিক্ষিত করিবেন। ঐহিক ঋদ্ধি পারিবারিক উন্নতি বিধান করিতে পারে না। ধর্ম্মসম্পদ্ যোগেই পরিবারের শ্রীবৃদ্ধি সমাহিত হয়। যাহাতে নিজকার্য্যে ও পরিবারগত লোক সকলের কার্য্যে কুলধর্ম্মের বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম না হয়, তাহাই কর্ম্মযোগসাধকের পারিবারিক জীবনের প্রধান লক্ষ্য বিষয় এবং তদবলম্বনে সাবধানে কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। 'আমার এবং মৎপরিজনগণের আচরণে যেন কখন পুণ্য ব্যতীত পাপের উদ্গম না হয়,' কর্ম্মযোগ-সাধক সতত ঈশ্বরসমীপে এই প্রার্থনা করিবেন।

পিতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, প্রভৃতি উপযুক্ত গুরুজনগণের অভাবে, কর্ম্মযোগসাধক স্বয়ং পরিবারের কর্তৃত্ব ভার গ্রহণ করিবেন। স্বকীয় শারীরিক অপটুতায়, তিনি কর্ম্মদক্ষ বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্র বা পরিবারগত অপর কোন পুরুষ আত্মীয়কে উক্তপদে বৃত করিবেন। শিশু, স্ত্রীলোক কিম্বা বহুজন পরিবারের কর্ত্তা হইলে, পারিবারিক বিশৃঙ্খলা ঘটে এবং তাহাতে ধর্ম্ম্যাচরণের বিঘ্ন জন্মে। যাহাতে এরূপ না হয়, সাধক তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

কর্ম্মযোগসাধক নিজ আর্থিক অবস্থানুযায়ী সর্ব্বদিক্ পর্য্যালোচনা করিয়া, পারিবারিক ভরণপোষণব্যয় সমাধান করিবেন। বরং শাকান্নভোজন ও জীর্ণবস্ত্রপরিধান বিধেয়; তথাপি ঋণ বা অন্যায়ভাবে অর্থার্জ্জন করিয়া, বৈলাসিক গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করা উচিত নহে। ঐহিকবাসনাবিহ্বল দুর্ব্বলচেতা লোকায়তিকগণ স্ত্রীপুত্রাদির মায়ায় বা লোকনিন্দাভয়ে বা আত্মগরিমা প্রদর্শনজন্য স্বস্ব অবস্থাতিক্রমে আড়ম্বরিক ক্রিয়ানুষ্ঠান করে। ঋণকৃত বা অবৈধ উপায়ে উপার্জ্জিত অর্থে, তাহারা বিলাসিতা সহকারে, পারিবারিক ভোগ নিষ্পাদন করে। উত্তমর্ণকর্তৃক উপদ্রুত ও অন্যায়াচরণজন্য দণ্ডিত হইয়াও, তাহারা অনুতপ্ত হয় না; প্রত্যুত একই ব্যবহারের নিয়ত পুনরভিনয় করে। ঈদৃশী

দশাই ধর্ম্মহীন আত্মম্ভরি লোকায়তিকগণের চরিত্রসম্মত। কারণ, ঈশ্বর ও পরলোকে বিশ্বাস না করিয়া, তাহারা পৃথিবীকেই একমাত্র নিত্যভুবন স্বরূপ বিবেচনা করে এবং ন্যায়ান্যায় বিচার না করিয়া, আজীবন রাক্ষসের ন্যায় উদর-পূরণে ও ইন্দ্রিয়সেবায় ব্যগ্র হয়। [মধ্যভাগ, প্রথম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]। ঈশ্বর ও পরলোকপ্রত্যয়নে মনুষ্যপদবাচ্য হওয়া যায় এবং ধর্ম্ম মানবমাত্রেরই অবশ্য প্রতিপাল্য। স্বয়ং ও স্বজনগণের সমষ্টীভূত পরিবারের সকল লোকের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করা ধর্ম্মসঙ্গত ; সুতরাং ইহা ধর্ম্ম্যাচরণ। কিন্তু ইহাই মানবের একমাত্র ধর্ম্ম্যাচরণ নহে। এতৎসহ আরও অনেক ধর্ম্ম্য কর্ম্ম মনুষ্যের জন্য বিহিত আছে। সর্ব্বাচরণ অব্যাহত রাখিয়া, ক্রিয়ানুষ্ঠান করিলে, ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে প্রতিপালিত হয়। পরিবারপ্রতিপালনে বিষমানুপাতিক ভাবে অর্থ ব্যয় করিলে, অন্যান্য ধর্ম্ম্যচর্য্যার ব্যাঘাত হয়। আবার, যে কোন ধর্ম্ম্যচর্য্যাই হউক, তজ্জন্য অন্যায়রূপে অর্থসংগ্রহ করা পাপ। সুতরাং আপন অবস্থায় যেরূপ সংকুলন হয়, সেইরূপে সকল ধর্ম্ম্যচর্য্যারই নিষ্পাদন করা বিধেয়। পরিবারপ্রতিপালন যাবতীয় ধর্ম্ম্যচর্য্যা মধ্যে বৃহত্তম হইলেও, সাধনীয় অন্যান্য ধর্ম্ম্যাচরণের বিলোপ বা অনাদর করা অমঙ্গলজনক। অপিচ, পরিবারপালন প্রথমস্থানীয় ধর্ম্ম্যাচরণ হইলেও, ইহা ধর্ম্মার্জনের উপায়মাত্র। ইহা মানবজীবনের চরমোদ্দেশ্য নহে।

সাধক অবস্থা ও আবশ্যকতার সামঞ্জস্যে, বিনা আড়ম্বরে, আবাস গৃহাদির নির্ম্মাণ ও সংস্কার করিবেন এবং যথাসম্ভব, বাসবাটীতে সদাব্যবহার্য্য গুল্মৌষধি ও সুগন্ধি পুষ্পবৃক্ষাদির রোপণ ও রক্ষা করিবেন।

কর্ম্মযোগসাধক নিজ সামর্থ্যানুসারে, দ্বারস্থ দীন ভিক্ষুককে ভিক্ষাদান, অভ্যাগত অতিথির আতিথ্যসৎকার এবং গৃহাগত আত্মীয় কুটুম্বের সমাদর করিবেন। শারীরিক অপটুতা বা অন্য কোন সঙ্গত কারণে, ভিক্ষাবৃত্তি আশ্রয় করা ভিন্ন যাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের গত্যন্তর নাই, তাহারাই ভিক্ষাদানের উপযুক্ত পাত্র। অপরাপর কর্ম্ম অপেক্ষা ভিক্ষা করা অল্পায়াসসাধ্য বিবেচনা করিয়া, যাহারা ভিক্ষাব্যবসায় অবলম্বন এবং ভিক্ষালব্ধ বস্তুযোগে স্বস্বগৃহে বৈলাসিক জীবনযাপন করে, তাহাদিগকে ভিক্ষা দিলে, আলস্য ও বিলাসিতার প্রশ্রয় দেওয়া হয়। কার্য্যোপলক্ষে পথভ্রমণ করিতে করিতে যাঁহাদের অনিবার্য্যরূপে কিয়ৎকালের জন্য পরগৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, তাঁহারাই যথার্থ অতিথি এবং তাঁহাদের সেবা পুণ্যজনক। প্রতারণা পূর্ব্বক পরান্নে

বিশুদ্ধ সংসর্গ অধুনা যেরূপ দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে, তাহাতে গৃহমধ্যে বাল্য, যৌবন প্রভৃতি অবস্থানির্ব্বিশেষে ধর্ম্মচর্চ্চা করা সকলেরই শুভকর। সাধক পারিবারিক জনগণসহ একত্র মিলিত হইয়া, গৃহে এরূপ ধর্ম্মালোচনা করিবেন। শিশুগণ-সমক্ষেও, সাধক বাক্যে ও ব্যবহারে শ্লীলতার অতিক্রম করিবেন না। পুত্রাদি স্বজনগণ শিক্ষাপ্রভাবে ধন, মান, খ্যাতি, প্রতিপত্তি প্রভৃতির অর্জ্জন করিবে, এতদুদ্দেশ্যে কর্ম্মযোগসাধক তাহাদের শিক্ষাধান করিবেন না। তাহারা জ্ঞান লাভ করিয়া, ধর্ম্মার্জ্জনে কৃতকার্য্য হইবে, কেবল তজ্জন্যই, তিনি তাহাদিগকে শিক্ষিত করিবেন। ঐহিক ঋদ্ধি পারিবারিক উন্নতি বিধান করিতে পারে না। ধর্ম্মসম্পদ্ যোগেই পরিবারের শ্রীবৃদ্ধি সমাহিত হয়। যাহাতে নিজকার্য্যে ও পরিবারগত লোক সকলের কার্য্যে কুলধর্ম্মের বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম না হয়, তাহাই কর্ম্মযোগসাধকের পারিবারিক জীবনের প্রধান লক্ষ্য বিষয় এবং তদবলম্বনে সাবধানে কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। 'আমার এবং মৎপরিজনগণের আচরণে যেন কখন পুণ্য ব্যতীত পাপের উদয়ন না হয়,' কর্ম্মযোগ-সাধক সতত ঈশ্বরসমীপে এই প্রার্থনা করিবেন।

পিতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, প্রভৃতি উপযুক্ত গুরুজনগণের অভাবে, কর্ম্মযোগসাধক স্বয়ং পরিবারের কর্ত্তৃত্ব ভার গ্রহণ করিবেন। স্বকীয় শারীরিক অপটুতায়, তিনি কর্ম্মদক্ষ বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্র বা পরিবারগত অপর কোন পুরুষ আত্মীয়কে উক্তপদে বৃত করিবেন। শিশু, স্ত্রীলোক কিম্বা বহুজন পরিবারের কর্ত্তা হইলে, পারিবারিক বিশৃঙ্খলা ঘটে এবং তাহাতে ধর্ম্মাচরণের বিঘ্ন জন্মে। যাহাতে এরূপ না হয়, সাধক তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

কর্ম্মযোগসাধক নিজ আর্থিক অবস্থানুযায়ী সর্ব্বদিক্ পর্য্যালোচনা করিয়া, পারিবারিক ভরণপোষণব্যয় সমাধান করিবেন। বরং শাকান্নভোজন ও জীর্ণবস্ত্রপরিধান বিধেয়; তথাপি ঋণ বা অন্যায়ভাবে অর্থার্জ্জন করিয়া, বৈলাসিক গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করা উচিত নহে। ঐহিকবাসনাবিহ্বল দুর্ব্বলচেতা লোকায়তিকগণ স্ত্রীপুত্রাদির মায়ায় বা লোকনিন্দাভয়ে বা আত্মগরিমা প্রদর্শনজন্য স্বস্ব অবস্থাতিক্রমে আড়ম্বরিক ক্রিয়ানুষ্ঠান করে। ঋণকৃত বা অবৈধ উপায়ে উপার্জ্জিত অর্থে, তাহারা বিলাসিতা সহকারে, পারিবারিক ভোগ নিষ্পাদন করে। উত্তমর্ণকর্ত্তৃক উপদ্রুত ও অন্যায়াচরণজন্য দণ্ডিত হইয়াও, তাহারা অনুতপ্ত হয় না; প্রত্যুত একই ব্যবহারের নিয়ত পুনরভিনয় করে। ঈদৃশী

দশাই ধর্ম্মহীন আত্মম্ভরি লোকায়তিকগণের চরিত্রসম্মত। কারণ, ঈশ্বর ও পরলোকে বিশ্বাস না করিয়া, তাহারা পৃথিবীকেই একমাত্র নিত্যভুবন স্বরূপ বিবেচনা করে এবং ন্যায়ান্যায় বিচার না করিয়া, আজীবন রাক্ষসের ন্যায় উদর-পূরণে ও ইন্দ্রিয়সেবায় ব্যগ্র হয়। [মধ্যভাগ, প্রথম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]। ঈশ্বর ও পরলোকপ্রত্যয়নে মনুষ্যপদবাচ্য হওয়া যায় এবং ধর্ম্ম মানবমাত্রেরই অবশ্য প্রতিপাল্য। স্বয়ং ও স্বজনগণের সমষ্টীভূত পরিবারের সকল লোকের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করা ধর্ম্মসঙ্গত ; সুতরাং ইহা ধর্ম্ম্যাচরণ। কিন্তু ইহাই মানবের একমাত্র ধর্ম্ম্যাচরণ নহে। এতৎসহ আরও অনেক ধর্ম্ম্য কর্ম্ম মনুষ্যের জন্য বিহিত আছে। সর্ব্বাচরণ অব্যাহত রাখিয়া, ক্রিয়ানুষ্ঠান করিলে, ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে প্রতিপালিত হয়। পরিবার প্রতিপালনে বিষমানুপাতিক ভাবে অর্থ ব্যয় করিলে, অন্যান্য ধর্ম্ম্যচর্য্যার ব্যাঘাত হয়। আবার, যে কোন ধর্ম্ম্যচর্য্যাই হউক, তজ্জন্য অন্যায়রূপে অর্থসংগ্রহ করা পাপ। সুতরাং আপন অবস্থায় যেরূপ সংকুলন হয়, সেইরূপে সকল ধর্ম্ম্যচর্য্যারই নিষ্পাদন করা বিধেয়। পরিবারপ্রতিপালন যাবতীয় ধর্ম্ম্যচর্য্যা মধ্যে বৃহত্তম হইলেও, সাধনীয় অন্যান্য ধর্ম্ম্যাচরণের বিলোপ বা অনাদর করা অমঙ্গলজনক। অপিচ, পরিবারপালন প্রথমস্থানীয় ধর্ম্ম্যাচরণ হইলেও, ইহা ধর্ম্মার্জনের উপায়মাত্র। ইহা মানবজীবনের চরমোদ্দেশ্য নহে।

সাধক অবস্থা ও আবশ্যকতার সামঞ্জস্যে, বিনা আড়ম্বরে, আবাস গৃহাদির নির্ম্মাণ ও সংস্কার করিবেন এবং যথাসম্ভব, বাসবাটীতে সদাব্যবহার্য্য গুল্মৌষধি ও সুগন্ধি পুষ্পবৃক্ষাদির রোপণ ও রক্ষা করিবেন।

কর্ম্মযোগসাধক নিজ সামর্থ্যানুসারে, দ্বারস্থ দীন ভিক্ষুককে ভিক্ষাদান, অভ্যাগত অতিথির আতিথ্যসৎকার এবং গৃহাগত আত্মীয় কুটুম্বের সমাদর করিবেন। শারীরিক অপটুতা বা অন্য কোন সঙ্গত কারণে, ভিক্ষাবৃত্তি আশ্রয় করা ভিন্ন যাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের গত্যন্তর নাই, তাহারাই ভিক্ষাদানের উপযুক্ত পাত্র। অপরাপর কর্ম্ম অপেক্ষা ভিক্ষা করা অল্পায়াসসাধ্য বিবেচনা করিয়া, যাহারা ভিক্ষাব্যবসায় অবলম্বন এবং ভিক্ষালব্ধ বস্তুযোগে স্বস্বগৃহে বৈলাসিক জীবনযাপন করে, তাহাদিগকে ভিক্ষা দিলে, আলস্য ও বিলাসিতার প্রশ্রয় দেওয়া হয়। কার্য্যোপলক্ষে পথভ্রমণ করিতে করিতে যাঁহাদের অনিবার্য্যরূপে কিয়ৎকালের জন্য পরগৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, তাঁহারাই যথার্থ অতিথি এবং তাঁহাদের সেবা পুণ্যজনক। প্রতারণা পূর্ব্বক পরান্নে

পুষ্ট হইবার আশায়, যাহারা অতিথির ছদ্মবেশ ধারণ করে, তাহাদিগকে আপ্যায়িত করা উচিত নহে। উৎসবে বা বিপদে সহানুভূতিপ্রদর্শন কিম্বা কার্য্যবিশেষের উদ্ধরণ কল্পে অথবা আমন্ত্রণ সূত্রে, যে সকল আত্মীয় কুটুম্ব গৃহে আগত ও অবস্থিত হন, তাঁহারা সর্ব্বথা আদরণীয়। আত্মীয়তাভাণে ঔদরিকতা চরিতার্থ করিবার বাসনা প্রচ্ছন্ন রাখিয়া, যাহারা গৃহে আগমন ও তথায় অলসভাবে কালক্ষেপণ করে, তাহাদিগকে পোষণ করা অবিধেয়।

আর্থিক ও পারিবারিক অবস্থানুমত হইলে, কর্ম্মযোগসাধক অন্নদানাদি দ্বারা স্বগৃহে দরিদ্রপালন করিবেন। অন্নদান এবং তদপেক্ষা জ্ঞানদান অতীব পুণ্যজনক কার্য্য। পুরাকালে ঋষিগণ স্ব স্ব আশ্রমে বহুসংখ্যক ছাত্রকে অন্নদান করিয়া, তাহাদের অধ্যাপন করিতেন। কালস্রোতে ক্রমশঃ বিশীর্ণ ও মলিন হইতে হইতে, এই পবিত্র পদ্ধতি এক্ষণে বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। অধুনা, ভারতবর্ষের বিভিন্নস্থানে অত্যল্পসংখ্যক পণ্ডিতই আহার্য্য দিয়া, শিষ্যগণকে নিজ নিজ গৃহচতুষ্পাঠীতে শিক্ষাদান করিয়া থাকেন এবং অল্পসংখ্যক শিষ্যই শিক্ষালাভ করিবার জন্য ইঁহাদের নিকট গমন করে। সামাজিক জীবনের সুকার্য্য স্বরূপ, কোন কোন ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি সংস্কৃত চতুষ্পাঠীর স্থাপনা দ্বারা ছাত্রগণের আহার্য্য ও শিক্ষাপ্রাপ্তির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, সত্য। কিন্তু, এরূপ টোলের সংখ্যাও বিরল। পরন্তু, গৃহচতুষ্পাঠীতে ছাত্রগণ যেরূপ সরস ব্যবহার প্রাপ্ত হয়, আধুনিক ভাবাপন্ন এই সকল সামাজিক টোলে, তাহারা তাহা পায়না। যাহা হউক, কালবৈলক্ষণ্য সত্ত্বেও, বর্ত্তমান সময়ে পারিবারিক জীবনে অন্ন ও জ্ঞানদান কর্ম্ম প্রকারান্তরে নিষ্পন্ন করা যায়। এরূপ অনেক সচ্চরিত্র বালক আছে, যাহারা জ্ঞানলিপ্সু হইয়াও, দারিদ্র্যনিবন্ধন অভীপ্সিত বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতে পারেনা। অন্ন ও শিক্ষাবেতনের অভাবে, অথবা কেবল অন্নাভাবে, বহু দুঃস্থ ছাত্রের পাঠাভ্যাসপথ রুদ্ধ হয়। সামর্থ্যানুযায়ী, ঈদৃশ বিদ্যার্থীগণের এক বা ততোধিক জনকে গৃহে রাখিয়া, তাহার বা তাহাদের বিদ্যাশিক্ষাপথ মুক্ত করিয়া দিলে, অন্নদান ও গৌণভাবে জ্ঞানদান কার্য্য নিষ্পাদিত হয়। মুখ্যভাবে, স্বয়ং জ্ঞানদান করা অত্যুৎকৃষ্ট কার্য্য। বিদ্যাশিক্ষাপ্রাপ্তি বিষয়ে সাহায্য করা তন্নিম্নবর্ত্তী কর্ম্ম হইলেও, ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। অন্ন ও জ্ঞানদানাপেক্ষা, কেবল অন্নদান সহজসাধ্য। কিন্তু, স্থানপাত্র গণনায়, শেষোক্ত কার্য্যই অধুনা অধিকতর ব্যাপনশীল। শিক্ষাক্ষেত্র

ব্যতীত, অন্য কোন স্থানে বিদ্যার্থীগণের সমাগম হয়না। কিন্তু, অন্নাভাব-ক্লিষ্ট, অথচ, ন্যায্যকার্য্যকরণেচ্ছু সংব্যক্তি অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায় এবং এই সকল লোকের সংখ্যা প্রকৃত বিদ্যার্থীগণের সংখ্যা অপেক্ষা অনেক অধিক। ফলতঃ, উভয় কর্ম্মই প্রভূত যত্ন, আয়াস ও অর্থব্যয়সাপেক্ষ। নিজ বাসস্থান, আবাসগৃহ, আর্থিকদশা, ও পারিবারিক ব্যক্তিবর্গের শ্রম গ্রহণ-সামর্থ্যের সঙ্গতি ক্রমে, উভয় বা একতর কর্ম্ম সমাধানযোগ্য বিবেচিত হইলে, কর্ম্মযোগসাধক হৃষ্টচিত্তে স্বভবনে মনোনীত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া, তৎসূত্রে আত্মীয়পর নির্ব্বিশেষে দরিদ্রপালন করিবেন।

যাহাতে আকস্মিক বিঘ্নঘটনে ধর্ম্ম্যচর্য্যার গতিরোধ না হয়, কিম্বা সাধ্বী বনিতা অথবা বাধ্য বা অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রাদিসম্বন্ধে, যাহাতে নিজাত্যয়ে তাহারা আসন্ন কষ্টে পতিত না হয়, তজ্জন্য, কর্ম্মযোগসাধক অবস্থানুসারে ও অন্যান্য ধর্ম্ম্য কর্ম্মের অবিরোধে, কিঞ্চিৎ অর্থ সঞ্চয় করিবেন। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন কারণে, তিনি অর্থসঞ্চয় বা তাহার প্রবৃত্তিপোষণ করিবেন না। ধর্ম্ম্যাচরণ অপ্রতিহত রাখিবার চেষ্টা ধর্ম্ম্যচর্য্যারই প্রকার বিশেষ। স্বকীয় মরণে ধর্ম্মনিরত দারাসুত বা অপরিণতবুদ্ধি আত্মীয়গণ যাহাতে অর্থাভাবে আশু বিপদাপন্ন না হয়, জীবিতাবস্থায়, যথাশক্তি, তাহার উপায় অবলম্বন করাও ধর্ম্ম-সঙ্গত। ধর্ম্মসম্মতভাবে ধনাহরণ করিয়া, ধর্ম্ম্যচর্য্যায় তাহার নিয়োগ করিলে, অর্থের সদুপার্জ্জন ও সদ্ব্যয় নিষ্পন্ন হয়। অর্থমায়ায় অর্থার্জ্জন ও অর্থসঞ্চয় করা ধর্ম্মবিগর্হিত। ধর্ম্মবিরুদ্ধ কর্ম্মের ফল কখন শুভকর নহে। কৃপণগণ অসদুপায়ে রাশি রাশি অর্থার্জ্জন করিয়া, আত্মভোগপ্রত্যাখ্যানে তাহার সঞ্চয় করে। তাহারা কালগ্রাসে পতিত হইলে, তাহাদের উত্তরাধিকারী ও অন্যান্য ব্যক্তিগণ ঐ সঞ্চিত ধনমূলে উচ্ছৃঙ্খলভাবে কুপ্রবৃত্তির পরিচালনা করিয়া, বিবিধ পাপানুষ্ঠান ও দেশমধ্যে দারুণ অশান্তির সমুৎপাদন করে। কৃপণগণ ব্যয়কুণ্ঠ হইলেও, তাহাদের অধর্ম্মসংশ্লিষ্ট অর্থ অন্য কর্ত্তৃক এইরূপে অসৎকার্য্যে ব্যয়িত হয়। প্রাকৃতিক ব্যবস্থায়, পাপসংকল্পান্বিত ধন কখন পুণ্যকার্য্যে বিনিযোজিত হয় না। সুতরাং কর্ম্মযোগসাধক কেবল কথিত উদ্দেশ্যে ধনসঞ্চয় করিতে পারেন। আবার, উদ্দেশ্য মহৎ হইলেও, অবস্থাতিক্রমে ধনসঞ্চয় করা এবং অবস্থার অনতিক্রমে অধিক ধনসঞ্চয় করা, উভয়ই ধর্ম্মহানিকর। অতএব, অবস্থা ও উদ্দেশ্যের সাঙ্গত্যে, কিঞ্চিৎ অর্থসঞ্চয় করাই সাধকের কর্ত্তব্য।

পারিবারিক সম্পদ্‌বিপদে সাধক অপ্রকৃতিস্থ হইবেন না। ধর্ম্মবলশূন্য মানব আপনার বা পুত্রাদি আত্মীয়গণের ধনপদাদিলাভে যেমন অবৈধ পুলকোন্মত্ত হইয়া, স্বানুষ্ঠিত আড়ম্বরিক উৎসবে নৃত্য করে, নিজ ব্যাধি বা তাহাদের রোগবিয়োগে, তেমনি দুঃখ ও শোকে মুহ্যমান্ হয়। পরিবারভুক্ত কোন ব্যক্তির ন্যায্য অর্জ্জনে পারিবারিক শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইলে, কর্ম্মযোগসাধক তাহা ঈশ্বরের অনুগ্রহ বিবেচনা করিয়া, ভগবানের প্রতি কৃতজ্ঞ হইবেন। পরিবারস্থ কেহ পীড়াগ্রস্ত হইলে, সাধক বিচলিত না হইয়া, রোগের উপযুক্ত চিকিৎসা এবং রোগীর সমুচিত শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিবেন। অন্য কোন বিপৎপাতে, সাধক যথাশক্তি, বিহিত প্রতিকারের চেষ্টা করিবেন। পরিবারগত স্বজন কালবশে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইলেও, সাধক তাহাতে মোহাবিষ্ট ও হতবুদ্ধি হইবেন না। প্রকৃতির দৃঢ় শাসন অলঙ্ঘনীয়—এই পবিত্র সত্যের সুচিন্তাবলে, আত্মীয়জনের চিরবিচ্ছেদজনিত শোকের পরিহার এবং অন্তঃকরণে সান্ত্বনার উদ্বোধন করিয়া, তিনি সময়োচিত কর্ত্তব্য কার্য্যে মনোনিবেশ করিবেন। আমার পুত্র, আমার কন্যা, আমার স্ত্রী, আমার প্রিয়জন ইত্যাদিরূপ ভাবনা করিতে করিতে, পুত্রাদি বস্তুতে এমন আসক্তি জন্মে যে তাহারা দীর্ঘজীবী হইয়া আজীবন আমার আনন্দবর্দ্ধন করুক, এইরূপ কামনার উদয় হয়। পুত্রাদির মৃত্যুতে সে কামনার ব্যাঘাত হইলে, ক্রোধোৎপত্তি হইয়া থাকে এবং ক্রোধবশে মানব মোহগ্রস্ত হয়। স্মৃতিনাশ করাই মোহের কার্য্য এবং যাহার স্মৃতি বিনষ্ট হয়, তাহার বুদ্ধিও লুপ্ত হয়। হতবুদ্ধি মানব অচিরে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। [প্রথম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]। বস্তুতঃ, ধর্ম্মবলহীন, অবশেন্দ্রিয়, বিষয়ানুধ্যায়ী মনুষ্যগণ ঈদৃশী দশার অধিকারভুক্ত। স্ব স্ব অভ্যাসদোষে, আত্মীয়বিয়োগে ইহারা এরূপ মোহাভিভূত ও বিকৃতমস্তিষ্ক হয় যে, প্রলাপবচনে ভগবানের নিন্দাবাদ এবং সন্দেহসূত্রে প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণের তিরস্কার করে। ঈশ্বর ও প্রকৃতিনিন্দুক অধার্ম্মিকগণ কখন ভগবানের প্রসন্নতা লাভ করিতে পারেনা এবং যাহারা জগদীশ্বরের অনুগ্রহে বঞ্চিত, তাহারাই নিরয়গামী হইয়া, বিনাশপ্রাপ্ত হয়। ধর্ম্মপথবিচরণকারী কর্ম্মযোগসাধক ইহাদের জঘন্য আচরণের দৃষ্টান্তে অধিকতর সতর্ক হইবেন এবং দৃঢ়তার সহিত ন্যায্যকার্য্যের সমাধান করিয়া, পুণ্য বা ভগবৎপ্রীতির অর্জ্জন করিবেন।

কৰ্ম্মযোগসাধকের সামাজিক জীবনযাপন বিধি।

আত্মবৎ সৰ্ব্বভূতেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ।
মাতৃবৎ পরদারেষু যঃ পশ্যতি সঃ পণ্ডিতঃ॥

কৰ্ম্মযোগসাধক সামাজিক জীবনযাপনে, মহামতি চাণক্যের এই বিশুদ্ধনীতি সৰ্ব্বদাই অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিবেন। বস্তুতঃ, যিনি সৰ্ব্বজীবকে আপনার ন্যায়, পরদ্রব্যকে লোষ্ট্রের ন্যায় এবং পরস্ত্রীকে মাতার ন্যায় দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ পণ্ডিত।

প্রতিবেশী, সাম্পর্কিক, কার্য্যসূত্রে সংশ্লিষ্ট, প্রভৃতি যাবতীয় পরিচিত ব্যক্তির প্রতি সাধক সদ্ব্যবহার ও পাত্রানুযায়ী অকপট শিষ্টাচার প্রদর্শন করিবেন। তিনি অজ্ঞাত জনের প্রতিও অভদ্রাচরণ করিবেন না কিম্বা সন্দেহবশে, কাহার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিবেন না। যতক্ষণ, কার্য্যতঃ, অন্যরূপ দৃষ্ট না হয়, ততক্ষণ তিনি সকল মনুষ্যকেই সুহৃদ্ স্বরূপ পরিগণনা করিবেন। সাধক ন্যায্যভাবে অনিষ্টাচরণের প্রতিকারচেষ্টা করিবেন; কিন্তু প্রতিহিংসাবশে অনিষ্টকারীর নির্য্যাতনপর হইবেন না। পরস্বাপহরণ ও পারদার্য্য কৰ্ম্মযোগসাধকের একান্ত পরিহার্য্য।

পরশ্রীকাতরতা ও পরাবজ্ঞা, উভয়ই দোষাবহ। ধৰ্ম্মহীন ব্যক্তিগণ অন্যের সুখসম্পদ্ দর্শনে, তৎপ্রতি ঈর্ষাবান্ হইয়া, তদন্যের কুৎসাবাদ ও অনিষ্টসাধনে প্রবৃত্ত হয় কিম্বা অপরের দুঃখক্রুটী দেখিয়া, তদপরকে ঘৃণা করে। কৰ্ম্মযোগসাধক কখন ঈদৃশ কুক্রিয়াশীল মানবগণের দৃষ্টান্তানুকরণ করিবেন না। তিনি অন্যের ঐশ্বর্য্যে সুখী, অন্যের পুণ্যে সন্তুষ্ট, অপরের দুঃখে দয়ান্বিত ও অপরের পাপে উপেক্ষাবান্ হইবেন। মৈত্রীকরুণা মুদিতোপেক্ষাণাং সুখদুঃখ পুণ্যাপুণ্য বিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিত্ত প্রসাদনম্॥ সুখসম্ভোগাপন্ন প্রাণীবিষয়ে মৈত্রী, দুঃখপ্রপীড়িত প্রাণীবিষয়ে করুণা, পুণ্যশীলগণের বিষয়ে মুদিতা এবং পাপশীলগণের বিষয়ে উপেক্ষা ভাবনা করা কৰ্ত্তব্য। এই ভাবনা চতুষ্টয় চিত্তপ্রসাদনের অনুকূল। [মধ্যভাগ, পাতঞ্জল দর্শন দ্রষ্টব্য]।

কৰ্ম্মযোগসাধক স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, অপ্রিয় সত্যভাষণ করিবেন না অথবা অপরের বিবাদনিষ্পত্তি কিম্বা কোন বৈষয়িক ব্যাপারে মাধ্যস্থ

বা সাক্ষ্যদান করিতে যাইবেন না। তোষামোদ বা প্রিয়ানৃত বাক্য সাধকের সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়।

সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়ান্ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।
প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ব্রূয়াদেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥ ১৩৮

মনুসংহিতা, ৪র্থ অধ্যায়।

সত্য কথা বলা যেমন উচিত, প্রিয় কথা বলাও তেমনি উচিত। কিন্তু, যাহা সত্য হইয়াও, লোকের মর্ম্মে বেদনা প্রদান করে, সেরূপ কথা সহসা বলা উচিত নহে। আর চাটু অর্থাৎ লোকপ্রীতিকর, অথচ, মিথ্যা বাক্য কখনই বলা উচিত নয়। ইহাই বেদোক্ত সনাতন ধর্ম্ম। দুরাচার ব্যক্তিগণ কেবল যে চাটুপটু তাহা নহে; পরন্তু, তাহারা অন্ধ, খঞ্জ প্রভৃতি দুঃস্থজনগণকে রূঢ়ভাবে অন্ধখঞ্জাদি সম্বোধন এবং তদ্দ্বারা তাহাদের মনে যাতনা প্রদান করিয়া, নির্দ্দয় আমোদ উপভোগ করে। ঈদৃশ অধর্ম্ম্যাচরণ সাধক পুরুষের সর্ব্বৈব পরিত্যজ্য। ন্যায্যভাবে বিবাদের মীমাংসা ও মাধ্যস্থকরণ এবং সত্য সাক্ষ্যদানেও অনেক বিপত্তি আছে। প্রথমতঃ, এই সকল কার্য্যে কালক্ষেপ করিতে হইলে, ধর্ম্ম্যচর্য্যার সময়াভাব ঘটে। দ্বিতীয়তঃ, এই সমস্ত ব্যাপারে, অপ্রিয় সত্যভাষণ ভিন্ন গত্যন্তর নাই। কেননা, সত্য ব্যক্ত হইলেই, কোন না কোন পক্ষ তাহাতে মর্ম্মপীড়া প্রাপ্ত হয়। সুতরাং, সাধক পুরুষ এ সকল বিষয় হইতে দূরে থাকিবার চেষ্টা করিবেন। তবে, রাজা বা কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ কিম্বা অন্য কোন অনিবার্য্য কারণে, যখন বাধ্য হইয়া, এরূপ কোন কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে হয়, তখন, পক্ষগণের প্রীত্যপ্রীতি-নির্ব্বিশেষে, কেবল সত্যের প্রতি দৃঢ় লক্ষ্য রাখিয়া, সাধক স্কন্ধাপতিত ক্রিয়ার নির্ব্বাহ করিবেন।

সর্ব্ববিধ সংযম মধ্যে, বাক্যসংযম কর্ম্মযোগানুমত সামাজিক ব্যবহারে অধিকতম প্রয়োজনীয়। কেননা, পারস্পরিক বাক্যবিনিময় ব্যতিরেকে, জনগণ মধ্যে কোন প্রকাশ্য ব্যবহার নিষ্পন্ন হইতে পারে না। ভাষাদ্বারা, মানব নিজ মনোভাব ব্যক্ত করে। কিন্তু, বাক্যের অত্যধিক বিস্তৃতি ও অত্যল্প বিস্তৃতি, উভয়ই দোষাবহ। কারণ, উভয়স্থলেই মনোভাবের যথার্থ বিকাশ হয় না। অতি বিস্তৃত বা অতি রঞ্জিত বাক্যে যেমন বক্তার অভিসন্ধি সংগ্রহ করা যায় না, অল্প বিস্তৃত বা অতি সংক্ষিপ্ত বাক্যে, তেমনি উক্ত বস্তুর অর্থবোধ হয় না। [আদ্যভাগ, তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য]। তথাপি, এতদুভয় মধ্যে প্রথমটাই অধিকতর

বিপত্তিকর। সাধারণতঃ, অতি সংক্ষিপ্ত বাক্যের অর্থবোধ করিতে না পারিয়া, মনুষ্য সেই স্থানেই নিরস্ত হয়। কিন্তু, অতি বিস্তৃত বাক্যের অর্থ সংগ্রহ করিতে গিয়া, মানব বুদ্ধিবিকার বশতঃ, তাহার বিপরীত ভাব গ্রহণ করে। অতি সংক্ষিপ্ত বাক্য যে কখন বিরুদ্ধ অর্থে গৃহীত হয় না, তাহা নহে। কিন্তু তাদৃশ ঘটনা, অপরের তুলনায়, বিরল। সরল ও ন্যায্যভাবে বাক্যবিন্যাস করিয়া, সত্য প্রকাশ করা যায় এবং ইহারই নাম বাক্যসংযম। যেখানে সত্যগোপন ও মিথ্যারটনের আবশ্যকতা হয়, সেইখানেই মানব অতি রঞ্জিত বা অতি সংক্ষিপ্ত বাক্যের আশ্রয় গ্রহণ করে। অন্ধ অজ্ঞানের অদ্ভুত কল্পনা। চাটুকারগণ প্রকাশ্য ভাবে, ধনপ্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির বৃথা স্তুতিবাদ ও তদ্দ্বারা অর্থবস্ত্র-মিষ্টান্নাদির অর্জ্জন করে বলিয়া, সমাজে নিন্দনীয় হয়। আর প্রতারকগণ কার্য্য বা ব্যবসায়ের আবরণে, অসার মিষ্টবাক্য ও বিজ্ঞাপনের আড়ম্বরে লোকের মনোহরণ ও লোকবঞ্চনায় সিদ্ধকাম হয় বলিয়া, সমাজে কর্ম্মদক্ষ ও সম্মানার্হ বিবেচিত হয়। কর্ম্মযোগসাধনে, উভয় আচরণই তুল্য অসংযত ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ স্বরূপ পরিত্যাজ্য। আবার, রাজধর্ম্মানুরোধে, উচ্চ রাজনৈতিকগণ সালঙ্কার বাক্য বিস্তারে সত্যগোপন ও মানবের মনোরঞ্জন করিয়া স্বস্ব স্বার্থসিদ্ধি করিয়া থাকেন। এমন কি, ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের মুখ হইতেও 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ' বাক্য বিনিঃসৃত হওয়া দৃষ্ট হয়। রাজধর্ম্মানুমোদিত হইলেও, যে পবিত্র ধর্ম্মে কর্ম্মযোগসাধনপদ্ধতি নিয়মিত হয়, ঈদৃশ অপরিচ্ছন্ন বাক্যোচ্চারণ তৎসম্মত নহে। যাহাতে নিজ মনোভাব সহজে অপরের মনো গ্রাহ্য হয়, সাধক সেইরূপে লোকের সহিত বাক্যালাপ করিবেন। বাক্যকথনে তিনি কোন প্রকার ছল (মধ্যভাগ, ন্যায় দর্শন দ্রষ্টব্য) অবলম্বন করিবেন না। যে কার্য্যে বাগ্‌বিস্তার বা বাক্‌সংক্ষেপে সত্যের অপলাপ কিম্বা কপটভাষণ করিতে হয়, সে কার্য্যও কর্ম্মযোগসাধকের বর্জ্জনীয়। সাধক আত্মীয়পর ও শত্রুমিত্রনির্ব্বিশেষে সত্যবাদী ও স্পষ্টভাষী হইবেন।

কর্ম্মযোগসাধক ধর্ম্মের অবিরোধে স্ববৃত্তির পরিচালনা করিবেন। অধুনা অনেক কৃত্রিম বৃত্তির উদ্ভব হইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ, প্রধান দুই একটীর উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রচলিত ব্যবহারের বিধানানুযায়ী মানবগণ ব্যবহারদর্শী হইয়া বিচারালয়ে বাদী বা প্রতিবাদীপক্ষ সমর্থনসূত্রে ব্যবহার বিষয়ে বিচারকগণকে সাহায্যদান ও তদ্দ্বারা জীবিকার্জ্জন করেন। পুরাকালে প্রাচ্য

কি প্রতীচ্য, কোন দেশেই এরূপ প্রথার প্রচলন ছিল না। অতি পুরাতনযুগে ভারতবর্ষে ব্যবহারবিদ্ বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ বিচারকগণকে বিবাদনিষ্পত্তি বিষয়ে ব্যবহারোপদেশ প্রদান করিতেন সত্য ; কিন্তু, তজ্জন্য তাঁহারা পারিশ্রমিকরূপে বা অন্য কোন প্রকারে কোন অর্থগ্রহণ করিতেন না। অমিশ্র হিন্দু রাজত্ব কালের শেষসীমা পর্য্যন্ত এই সুপদ্ধতি ভারতবর্ষে বিদ্যমান্ ছিল। [আদ্যভাগ, চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। রোমনগরের পৌরাণিক ব্যবহারদর্শীগণও (Juris Consultus) একইবিধ আচরণ নিষ্পাদন করিয়া, মহত্ত্বের পরিচয় প্রদান করিতেন। ইংলণ্ড দেশেও, মধ্যযুগ পর্য্যন্ত, সচ্চরিত্র, উদ্যমশীল, ব্যবহারজ্ঞ পুরুষগণ বিনা অর্থে বিপন্ন অভিযুক্তগণের উদ্ধার সাধন করিয়া, উত্তম কীর্ত্তি লাভ করিতেন এবং তজ্জন্য তাঁহারা নাইট্ (knight) উপাধিতে ভূষিত হইতেন। কালক্রমে, পাশ্চাত্যদেশীয় ব্যবহারবিৎগণ বিচারালয়ে বাদী বা প্রতিবাদীর পক্ষসমর্থনে, তাহাদের নিকট হইতে অর্থগ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন এবং তাহাতে উক্ত কার্য্য জীবিকা ও ব্যবসায়ে পরিণত হয়। এই কৃত্রিম বৃত্তি এক্ষণে, বিবিধ আকারে পৃথিবীর সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। আজীবস্বরূপ, শিক্ষকতাও স্বাভাবিক নহে। জ্ঞানদান পুণ্যকর্ম্ম এবং শিক্ষাদান বিনিময়ে জীবিকার্জ্জন করা ভারতবর্ষে বিশেষরূপে অবগণিত হইত। গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন জন্য, শিষ্যগণ পাঠসমাপনান্তে গুরুকে যে দক্ষিণা প্রদান করিত, তাহা এত অকিঞ্চিৎকর যে, তাহাতে জীবিকাধানের কোন সম্ভাবনা থাকিত না। অধিকাংশ স্থলেই, আম্র, কদলী, এমনকি, হরিতকী প্রভৃতি ফল গুরুদক্ষিণা প্রদত্ত হইত। অবস্থাপন্ন ছাত্রগণ, ক্বচিৎ, সামান্য মুদ্রা বা খাদ্যশস্য যোগে গুরুকে দক্ষিণা দিত। মহদন্তঃকরণ শিক্ষাগুরুগণ ছাত্রদত্ত দক্ষিণার আর্থিক মূল্যপ্রতি কখন দৃষ্টিক্ষেপ করিতেন না এবং শিষ্যগণের ভক্তিনিদর্শন স্বরূপ, সকল দক্ষিণাই তাঁহারা সমপুলকিতচিত্তে গ্রহণ করিতেন। বৈদেশিক রাজত্বের সূত্রপাত হইতে, শিক্ষাদানকার্য্য ভারতভূমিতে বৃত্তিরূপে গৃহীত হয়। এতদ্ব্যতীত, আরও অনেক কৃত্রিম জীবিকা, সময়প্রভাবে, ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। আবার ধর্ম্মবিপ্লবজবৃত্তিবিপরিবর্ত্তনে, অনেকেই এক্ষণে পুরুষক্রমাগত বৃত্তি ত্যাগ করিয়া, এরূপ উপজীব্যান্তর আশ্রয় করিয়াছেন, যাহা অন্যের পক্ষে স্বাভাবিক হইলেও, ইঁহাদের পক্ষে কৃত্রিম। কালচক্রে, বহুজনই বর্ত্তমান

সময়ে কৃত্রিম বৃত্তির অনুসরণ করিতে ব্যগ্র বা বাধ্য হইতেছেন। কর্ম্ম-যোগসাধকের বৃত্তি স্বাভাবিকই হউক, আর কৃত্রিমই হউক, তিনি তাহাতে থাকিয়াই ধর্ম্মাদেশ প্রতিপালন করিবার সম্যক্ চেষ্টা করিবেন। সময়-প্রচলিত যে সকল জঘন্য বৃত্তিতে ধর্ম্মাদেশ পালন করা অসম্ভব, সাধক সে সমস্ত বৃত্তি আদৌ গ্রহণ করিবেন না, কিম্বা পূর্ব্বে গ্রহণ করিয়া থাকিলেও পরিত্যাগ করিবেন। দৃষ্টান্তরূপে, কয়েকটী জীবিকা ও তাহাদের প্রত্যেকে যেরূপ আচরণ নিষ্পাদন করিতে হইবে, তাহার বিবরণপ্রদান সম্পূর্ণ প্রাসঙ্গিক।

সাধক দীক্ষাগুরু বা পুরোহিত হইলে, তিনি দীক্ষাদান ও যাজন কার্য্যে সম্যক ব্যুৎপত্তি ও অভিজ্ঞতা লাভ করিবেন। জ্ঞানবান্ ও কর্ম্মদক্ষ হইয়াও তিনি অভিমান বা কাপট্যমূলে, কর্ম্মক্ষেত্রে ক্ষিপ্রকারী বা দীর্ঘসূত্রী হইবেন না এবং ন্যায্যভাবে করণীয় কার্য্যের সমাধান করিবেন। ব্যক্তিগত ভাবে সদাশয় ও আদর্শ চরিত্রবান্ হইয়া, তিনি শিষ্য বা যজমানগণের প্রতি প্রীতিমান্ হইবেন এবং সর্ব্বদা তাহাদের ধর্ম্মমঙ্গলকামনা ও তাহাদের সহিত সদ্ব্যবহার করিবেন। তিনি লোভবশে অধিক লাভপ্রত্যাশী হইবেন না এবং শিষ্য বা যজমানগণের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত দ্রব্যে পরিতুষ্ট হইবেন।

সাধক ভূম্যধিকারী হইলে, তিনি প্রজাহিতবিধানে তৎপর থাকিবেন। দুষ্ট প্রজার দমন, শিষ্ট প্রজার পালন, প্রজাগণের নিকট হইতে বৈধকরগ্রহণ, অন্যায়রূপে তাহাদের অর্থশোষণবর্জ্জন, ভূমির উর্ব্বরতাবর্দ্ধন, দুর্ভিক্ষ, জলপ্লাবন, অগ্নিদাহ প্রভৃতি বিপদে অর্থশস্যাদি দ্বারা প্রজাগণকে সাহায্যকরণ—সমস্তই লোকহিতকর পুণ্যকার্য্য এবং সাধক নিজ বৃত্তিসুযোগে হৃষ্টচিত্তে এই সকল মহৎ কর্ম্মের সাধন করিয়া, ধর্ম্মার্জ্জন করিবেন। যাহাতে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ও কর্ম্মপ্রবাহ ক্ষীণতাপ্রাপ্ত না হইয়া, উত্তরোত্তর পুষ্টিলাভ করে, তজ্জন্য, তিনি ধর্ম্মপ্রবণ, ক্রিয়াকুশল ও উদারচেতা ব্যক্তিগণকে কর্ম্মচারী ও পরামর্শদাতা নিযুক্ত করিবেন।

কৃত্রিমাকৃত্রিম বহুবিধ ব্যবসায় এক্ষণে সমাজে সমুচিত বিবেচিত হয়। তন্মধ্যে যাহাই কর্ম্মযোগসাধকের বৃত্তি হউক না কেন, তিনি তাহাতেই যথার্থ সাধুতা অবলম্বন করিবেন। Honesty is the best policy—সাধুতা কার্য্যসিদ্ধির সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়, এই মন্ত্রণায় ব্যবসায়ানুষ্ঠান করা ধর্ম্মসঙ্গত নহে। কেননা, ঐহিক বাসনাই এরূপ মন্ত্রণা প্রদান করে। ইহ জগতে অর্থাদি লাভের

যে আশা হৃদয়ে সমুত্থিত হয়, বাহ্যসৌজন্যপ্রদর্শনে লোকের মনোহরণ করিয়া, ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে পারিলে, তাহা চরিতার্থ হয়। ঈদৃশ সৌজন্য কখন আন্তরিক বা যথার্থ হইতে পারে না। লাভক্ষতি গণনা না করিয়া, ব্যবসায়ে অকপট সাধুতা বা অকৃত্রিম সৌজন্য আশ্রয় করা ধর্ম্মপরামর্শ। বণিক্ বিশুদ্ধ তৌলে উচিত মূল্যে ন্যায্য পণ্য বিনিময় করিবেন। অবৈধ লাভবান্ হইবার আশায়, তিনি কখন মূল্যের হারের অপলাপ ও পণ্যের গুণাতিরঞ্জন বা কৃত্রিমতা বিধান করিবেন না। চিকিৎসক রোগীর রোগ পরীক্ষা ও নির্ণয় করিবেন এবং উপযুক্ত ঔষধ বা প্রতিকারের ব্যবস্থা করিয়া, ন্যায্য পারিশ্রমিক বা ঔষধমূল্য গ্রহণ করিবেন। কর্ত্তব্য কার্য্য না করিয়া বা তাহাতে অবহেলা করিয়া, তিনি কখন ফক্কিকাযোগে অর্থাদায় করিবেন না। রোগনির্ণয় বা তৎপ্রতিকার নিজ সাধনায়ত্ত না হইলে, ভিষক্ তাহা স্পষ্ট বাক্যে ব্যক্ত করিবেন। অর্থ বা অভিনন্দন কামনায়, তিনি কখন আত্মাসামর্থ্য গোপন কিম্বা অসত্যরূপে রোগের জটিল্য ও ভয়ঙ্কর্য্য ব্যাখ্যান করিয়া, রোগী বা তৎপক্ষীয় লোকের মনে আতঙ্কোৎপাদন করিবেন না। অর্থগ্রহণে বা অনুরোধবশে, কাহাকে কোন মিথ্যা ঘোষণাপত্র (certificate) প্রদান করা চিকিৎসাব্যবসায়ীর সম্পূর্ণ অকর্ত্তব্য। ব্যবহারজীবী মক্কেলগণকে ব্যবহারসঙ্গত সৎ পরামর্শ দান এবং কার্য্যগত শ্রমানুপাতে তাহাদের নিকট হইতে বেতন গ্রহণ করিবেন। অর্থ-গৃধ্নুতাবশে অতিরিক্ত ও ভবিষ্যৎলাভপ্রত্যাশী হইয়া, তিনি মক্কেলগণকে বৃথা আশায় উদ্দীপিত বা কুপরামর্শ দিয়া, তাহাদিগকে বিবাদে উত্তেজিত করিবেন না কিম্বা অন্যায়রূপে মক্কেলসংগ্রহে চেষ্টিত হইবেন না। ব্যবহারজীবী তাঁহার মক্কেলের জন্য সাক্ষীকে শিক্ষাদান বা সত্যাপলাপ ও মিথ্যাভাষণ দ্বারা বিচারকের চক্ষে ধূলিনিক্ষেপ করিবার চেষ্টা করিবেন না। বিপক্ষের নিকট হইতে গোপনে অর্থগ্রহণ করিয়া, তিনি নিজ মক্কেলের অনিষ্ট সাধন করিবেন না। বিশ্বাস-ঘাতকতা মহাপাপ, ইহা তিনি সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিবেন। ব্যবহারজীবী, জ্ঞানতঃ, মিথ্যা মোকদ্দমা গ্রহণ করিবেন না, কিম্বা গৃহীত মোকদ্দমা মিথ্যা জানিতে পারিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা পরিত্যাগ করিবেন। এইরূপ প্রত্যেক উল্লেখ-যোগ্য ব্যবসায়ে ধর্ম্মনীতি নিচয়ের নির্দ্দেশ আছে। বৃত্তিব্যবসায় কৃত্রিম হইলেও, তাহারা স্বাভাবিক বৃত্তিব্যবসায়ের অনুকরণে গঠিত। সুতরাং তাহাতেও ধর্ম্মনীতি পালনীয়। কর্ম্মযোগসাধক বৃত্তিস্বরূপ যে ব্যবসায় অবলম্বন করিবেন,

তন্নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম্যনিয়মাবলী সমস্তই তিনি দৃঢ় নিষ্ঠাসহকারে প্রতিপালন করিবেন। ব্যবসায়াত্মক ও অন্যান্য বহুকার্য্যে, অধুনা, এরূপ মলিনতা প্রবেশ লাভ করিয়াছে যে, তৎসকলে সম্পূর্ণরূপে ধর্ম্মপথানুবর্ত্তী হওয়া দুঃসাধ্য। কেননা, সেরূপ করিতে গেলে, ন্যায্য গ্রাসাচ্ছাদনেরও সংস্থান হয় না। এ আপত্তিতে যথেষ্ট সারবত্তা আছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু, এতদুত্তরে এস্থলে কেবল এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, সাধকের পক্ষে শাকান্নে উদরপূরণ বা বৃত্তিত্যাগ বরং বিধেয়, তথাপি ধর্ম্মভ্রষ্ট হওয়া উচিত নহে।

কর্ম্মযোগসাধক কৃষক হইলে, তিনি মনোযোগ, পরিশ্রম ও দক্ষতা সহকারে কৃষিকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন। সুচারুরূপে কৃষিকার্য্যের নিষ্পত্তি করিতে হইলে, ক্ষেত্রে উপযুক্ত সারপ্রদান, সময়ানুযায়ী ভূমির চাষপরিপাটী ও বর্ষণাভাবে তাহাতে পর্য্যাপ্ত জলসেচন করা আবশ্যক। আলস্যপরতন্ত্র হইয়া, এই সকল কার্য্যে অবহেলা করিলে, ধর্ম্মবিগর্হিত আচরণ করা হয়। সাধক কৃষক অধিক লাভের প্রত্যাশায়, খাদ্য ও জীবনযাত্রানির্ব্বাহে সকৃৎ ব্যবহার্য্য শস্যের পরিবর্ত্তে, ভূমিতে আবশ্যকাতিরিক্ত পণ্যোৎপাদন কিম্বা জমির সীমানা লইয়া, অপরের সহিত কলহ করিবেন না। তিনি ভূম্যধিকারীর ন্যায্যপ্রাপ্য কর নিয়মিতরূপে পরিশোধ করিবেন।

সেবাকার্য্যে প্রভুভক্তি ধর্ম্মানুমোদিত হইলেও, ধর্ম্মোল্লঙ্ঘনে তাহার পরিচালনা করা বিধেয় নহে। সৎ প্রভুর আদেশপালনে ধর্ম্মবিরোধ উপস্থিত হয় না। কারণ, তিনি কখন ভৃত্যকে ধর্ম্মবিরুদ্ধ কর্ম্ম করিতে আদেশ করেন না। সুতরাং, সৎপ্রভুকে সম্পূর্ণ ধর্ম্মসঙ্গতভাবে ভক্তি করা যায়। দুষ্ট প্রভুর আজ্ঞাসাধনেই ধর্ম্মবিসংবাদ সংঘটিত হয়। দুষ্ট প্রভু ভৃত্যকে মন্দকার্য্য করিতে আজ্ঞা দেয় এবং ভৃত্য ধার্ম্মিক হইলে, তিনি হয় কৌশল ক্রমে আদিষ্ট ক্রিয়ার অনুষ্ঠান না করিয়াও প্রভুর কোপদৃষ্টিপাত রোধ করেন, না হয়, তাদৃশ অধার্ম্মিক প্রভুর কার্য্য চিরতরে পরিত্যাগ করেন। এই সুদৃষ্টান্ত সেবক সাধকের সতত অনুকরণীয়। শাসক, ব্যবস্থাপক, সেনাপতি, বিচারক, পরিদর্শক, চিকিৎসক, শান্তিরক্ষক, শিক্ষক, লেখক, সৈনিক, প্রহরী, প্রভৃতি মধ্যে যে প্রকারের সেবকই হউন, কর্ম্মযোগপন্থী হইলে, তিনি ধর্ম্মবলিদানে প্রভুর মনস্তুষ্টি বিধান করিবেন না। সেবক সাধক নিজ বৃত্তিগত কার্য্যে ন্যায্যতাপরিহার বা শ্রমলাঘবের চেষ্টা না করিয়া, যথাশক্তি, সতর্কতা ও শৃঙ্খলা সহকারে, তাহার সমাধান করিবেন। বৃত্তি-

সূত্রে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তির প্রতিই তিনি ভদ্রাচরণ ও সত্য ব্যবহার নিষ্পাদন করিবেন। তিনি কখন উৎকোচ গ্রহণ, পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন বা বিনা কারণে কাহার কোন অসুবিধার সৃজন করিবেন না। সাধক শিক্ষক হইলে, তাঁহার যাবতীয় ব্যবহার অধিকতর পরিচ্ছন্ন হওয়া আবশ্যক। কেননা, বিদ্যার্থীগণ পাঠাভ্যাস সহকারে, শিক্ষকের চরিত্রানুকরণ করে। যাহাতে স্বকীয় আচরণে বিন্দুমাত্র দাম্ভিকতা, কৃত্রিমতা ও কপটতা প্রকাশ না পায়, শিক্ষক সাধক তদ্বিষয়ে প্রকৃষ্ট যত্নগ্রহণ করিবেন।

বিনামূল্যে প্রসন্নমনে বস্তু বিতরণ করার নাম দান। দান অতিশয় মহৎ কর্ম্ম হইলেও, যথার্থভাবে অনুষ্ঠিত না হইলে, ইহা ধর্ম্মসঙ্গত হয় না।

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রেচ তদ্দানং সাত্ত্বিকংস্মৃতম্॥ ২০
যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্॥ ২১
অদেশ কালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসংকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতম্॥ ২২

গীতা, ১৭শ অধ্যায়।

কোনরূপ উপকার প্রাপ্ত না হইয়া, দান করা কর্ত্তব্য, কেবল এই বোধে, দেশকাল-পাত্রবিবেচনায় যে দান করা হয়, তাহাই সাত্ত্বিক দান। প্রত্যুপকারপ্রাপ্তিবাসনায় অথবা পুণ্যাদি ফলকামনায়, দুঃখিত চিত্তে যে দান করা হয়, তাহা রাজসিক দান। অশুচি স্থানে, অপাত্রে, তিরস্কার ও অবজ্ঞা সহকারে, যে দান করা হয়, তাহা তামসিক দান কথিত হয়। ত্রিবিধ অনুষ্ঠান মধ্যে, সাত্ত্বিক দানই যথার্থ ও ধর্ম্মানুমোদিত এবং কর্ম্মযোগসাধকের আচরণীয়। ঈশ্বরপ্রীতি বা পুণ্যফল-কামনা ঐহিক বাসনা মধ্যে পরিগণনীয় না হইলেও, রাজসিক দানে প্রত্যুপকার-প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা দাতার অন্তঃকরণে লুক্কায়িত থাকে এবং অশান্ত মনে বস্তুর উৎসর্জ্জন করা হয়। ইহা ধর্ম্মবিরুদ্ধ। মান, খ্যাতি, স্তুতি, প্রভৃতি দ্রব্য-প্রাপণাশাপ্রণোদিত দর্পমূলক তামসিক দান সম্পূর্ণ ধর্ম্মবিগর্হিত। কর্ম্মযোগ-সাধক সামাজিক জীবনে, অবস্থা ও সুবিধানুযায়ী, দানব্রতোদ্‌যাপন করিয়া, প্রকৃত অভাবগ্রস্ত জনগণের অভাব মোচন করিবেন। এই পবিত্র কার্য্যে মহাভারতের পুণ্যময় প্রসিদ্ধ নীতিবাক্য তাঁহার অনুসরণযোগ্য :—

দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয় মা প্রযচ্ছেশ্বরে ধনম্।
ব্যাধিতস্যৌষধং পথ্যং নীরুজস্য কিমৌষধৈঃ ॥

হে কৌন্তেয়! দরিদ্রগণকে ভরণ কর। যাহারা ঐশ্বর্য্যশালী, তাহাদিগকে ধনদান করিও না। ঔষধ পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তিরই উপযোগী। যে নীরোগ, তাহার ঔষধের আবশ্যকতা কি? দানের সৌকর্য্যসাধন জন্য, এই মহাশ্লোকগত দরিদ্র, ধন, ব্যাধিত ও ঔষধ শব্দচতুষ্টয়ের দর্শনসম্মত উদার অর্থ গ্রহণ করা বিধেয়। অর্থযোগে প্রয়োজনীয় দ্রব্যজাত প্রাপ্ত হওয়া যায়। এজন্য, সাধারণতঃ, অর্থহীন ব্যক্তি দরিদ্র অভিহিত হয়। কেন না, যাহার অর্থ নাই, তাহার আবশ্যক দ্রব্যাদিপ্রাপ্তির সুযোগ নাই এবং তজ্জন্য তাদৃশ ব্যক্তি সতত আবশ্যক দ্রব্যের অভাব অনুভব করে। কিন্তু, সময় বিশেষে, স্বকীয় ত্রুটী ব্যতিরেকেও, অর্থবান্ ব্যক্তির আবশ্যক পদার্থের অভাবঘটন হয়। দেশে, বিদেশে, গৃহে, পথে বা অন্য কোন স্থানে, অর্থসম্পন্ন মানবেরও ঐরূপ বিপদ উপস্থিত হয় বা হইতে পারে, যাহাতে তিনি প্রভূত অর্থ দিতে প্রস্তুত থাকিলেও, আবশ্যক বস্তুর সংমিলন করিতে পারেন না এবং তজ্জন্য অভাবকাতর হন। অর্থ-হীন ব্যক্তিগণের ন্যায় সতত অভাব অনুভব করিতে না হইলেও, অর্থবান্ ব্যক্তিগণের সময় বিশেষে যে অভাব বোধ করিতে হয়, তাহা, বস্তুতঃ, প্রথমোক্ত অভাব হইতে অভিন্ন। যেহেতু, আবশ্যক দ্রব্যবিহীনতায় ভদভাববোধোৎপত্তি হয় এবং অর্থহীন ও অর্থবান্ সকলেরই সেরূপ অভাব অনুভব করিতে হয়, অতএব, দরিদ্র শব্দের 'অর্থহীন' অর্থ পর্য্যাপ্ত নহে এবং উহার 'আবশ্যকদ্রব্যাভাবগ্রস্ত' অর্থ নিষ্পাদন করাই সঙ্গত। যে ব্যক্তির যে আবশ্যক দ্রব্যের অভাব আছে, তাহাকে সেই দ্রব্য প্রদান করিলে, তাহার অভাবমোচন হয়। দরিদ্র শব্দে যদি অভাবগ্রস্ত জনকে বুঝায়, তাহা হইলে, ধন শব্দে, তাহার যে আবশ্যক দ্রব্যের অভাব আছে, সেই দ্রব্যকে বুঝাইবে। কেন না, অভাবমোচনেই ধন বা অর্থের সার্থক্য পরিজ্ঞাত হয়। ব্যাধি যে কেবল বাহ্যশরীরে হয়, তাহা নহে। আভ্যন্তরিক শরীরেরও বহু বা বহুতর ব্যাধি আছে। * কামনাদংশনে ক্ষিপ্ত

---

* কাম ক্রোধাদয়ঃ শান্তি দান্ত্যাদ্যা লিঙ্গদেহগাঃ। স্বরাদ্ধয়েপি বাধন্তে প্রাপ্ত্যপ্রাপ্ত্যা নরং-ক্রমাৎ ॥ ১৩৪ ॥ পঞ্চদশী, ৭ম পরিচ্ছেদ। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য এবং শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান, শ্রদ্ধা—এ সমস্তই লিঙ্গশরীরবর্ত্তী জ্বর। কারণ, ইহারা সকলেই স্বাভিমত বিষয়ের প্রাপ্ত্যপ্রাপ্তি দ্বারা জীবের ক্লেশের কারণ হয় এবং তাহাতে সূক্ষ্ম শরীর জীর্ণ হয়।

হতবুদ্ধি ব্যক্তিগণ, বিলাসিতাপ্রভাবে, অনাবশ্যক দ্রব্যে আসক্ত হয় এবং তদপ্রাপ্তিতে তাহার অভাব কল্পনা করে। বিলাসিতা চরিতার্থ করিবার দুরাশায়, ইহারা বাহ্যদারিদ্র্যভাণে দাতার শরণাপন্ন হইতে পারে। এরূপ স্থলে, দাতা নিজ সামর্থ্যানুযায়ী, ধর্ম্মোপদেশরূপ ঔষধ দান করিয়া, তাহাদের মানসিক বিকারের শান্তি করিবেন। কারণ, আর্থিক ভাবে দরিদ্র না হইলেও, ইহারা পরমার্থিক ভাবে অত্যন্ত দরিদ্র এবং দানের পাত্র। অতএব, বাহ্যাভ্যন্তরিক শরীরভেদে, ব্যাধি যেমন, মুখ্যতঃ, দ্বিবিধ, তাহাদের ঔষধও সেইরূপ, প্রধানতঃ, দুই প্রকার। সাধারণ ক্ষেত্রে, দান ক্রিয়ায় দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনা করিতে হইলে, কর্ম্মযোগসাধক এই সকল বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন। যে কার্য্য ব্যক্তিগত রুচি ও চরিত্রসাপেক্ষ, তাহাতে নির্দ্দিষ্ট নিয়ম বিধিবদ্ধ করা অসম্ভব। দানকর্ম্মের সৌষ্ঠব দাতার সুবিবেচনাধীন। যে স্থলে দানের শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা আছে, তাদৃশ বিশেষ ক্ষেত্রেও, দাতার সুবিচার ব্যতীত, দানকার্য্য উত্তমরূপে নির্ব্বাহিত হইতে পারে না। সর্ব্বধর্ম্মেই, সামাজিক অনুষ্ঠান বিশেষে, জ্ঞানী সৎব্যক্তিগণকে উৎকৃষ্ট দ্রব্যসম্ভার যোগে পূজা করিবার পদ্ধতি আছে। এ প্রথা যে অত্যন্ত পবিত্র, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। জ্ঞানীগণ ঈশ্বর ও প্রকৃতিবিষয়ক উচ্চ চিন্তায় অনুক্ষণ রত থাকায়, ব্যবহার্য্য দ্রব্যসংগ্রহে মনোনিবেশ করিতে পারেন না। অথচ, শরীর রক্ষার্থ তাঁহাদের তাদৃশ দ্রব্যের আবশ্যকতা সমুত্থিত হয়। যাঁহারা ঈশ্বর ও প্রকৃতিতত্ত্ব ব্যক্ত করিয়া, জগতের হিত সাধন করেন, তাঁহাদিগকে আবশ্যক বস্তুজাত প্রদান করা, বস্তুতঃ, অতীব পুণ্যজনক কার্য্য এবং তজ্জন্যই যাবতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে ইহা অনুজ্ঞা স্বরূপ ব্যবস্থিত হইয়াছে। কিন্তু জ্ঞানহীন অসৎব্যক্তিগণ উৎকৃষ্ট দ্রব্যপ্রাপ্তিলালসায়, আড়ম্বর সহকারে, পণ্ডিত-সজ্জায় সজ্জিত হয়। সুতরাং, দান কর্ম্মে দাতার বিশেষ সতর্ক হওয়া আবশ্যক। অন্যথায়, তাঁহার অনুষ্ঠিত কর্ম্ম প্রতারণাদিগ্ধ হইয়া, সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইবে। অজ্ঞান বিস্তারের অনুপাতে, প্রতারক ও প্রতারিত, উভয়ের সংখ্যাই ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। কেননা উভয় পক্ষই আড়ম্বরপ্রিয় এবং একদিকে মানবগণ যত সজ্জাবিন্যাস করিয়া, প্রতারকশ্রেণীভুক্ত হইতেছে, অন্যদিকে জনসাধারণ তত তাহাদিগের দ্বারা প্রতারিত হইয়া, পাপানুষ্ঠানের সাম্পূর্ণ্য ও সমাপ্তিবিধান করিতেছে। কর্ম্মযোগসাধক অজ্ঞ মনুষ্যগণের ন্যায় মোহস্রোতে পতিত হইবেন না। দান না করা বরং ভাল, তথাপি দান কর্ম্মে প্রতারিত হওয়া উচিত নহে।

হিন্দুধর্ম্মে অনেক সামাজিক কর্ম্মে ব্রাহ্মণগণকে দান করার ব্যবস্থা শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ শব্দ যে জ্ঞানী অর্থ বহন করে, শাস্ত্রই তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছে।

জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাৎ দ্বিজ উচ্যতে।
বেদপাঠাৎ ভবেৎ বিপ্রঃ ব্রহ্মজ্ঞানাতীতি ব্রাহ্মণঃ॥

সকল মনুষ্যই শূদ্রস্বরূপ জন্মগ্রহণ করে। মানব সংস্কার যোগে দ্বিজকথিত ও বেদপাঠ বা বিদ্যাভ্যাস দ্বারা বিপ্র হন। যিনি ব্রহ্মবিৎ বা ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন তিনিই ব্রাহ্মণ।

যথা কাষ্ঠময়ো হস্তী যথা চর্ম্মময়ো মৃগঃ।
যশ্চ বিপ্রোনধীয়ানস্ত্রয়স্তে নাম বিভ্রতি॥ ১৫৭
যথা ষণ্ডোহফলঃ স্ত্রীষু যথা গৌর্গবিচাফলা।
যথা চাজ্ঞেহফলং দানং তথাবিপ্রোহনৃচোহফলঃ॥ ১৫৮

মনুসংহিতা, ২য় অধ্যায়।

কাষ্ঠনির্ম্মিত হস্তী যেমন, চর্ম্মনির্ম্মিত মৃগ যেমন, বেদহীন বিপ্রও ঠিক সেইরূপ। ইহারা তিন জনেই কেবল নামমাত্র ধারণ করে। ক্লীবের স্ত্রীসহবাস যেমন নিষ্ফল, গাভীতে গাভীতে সঙ্গম যেমন অফলোপধায়ক, পাগলকে দান যেমন বিফল, সেইরূপ বেদাধ্যয়নহীন বিপ্র কোন কার্য্যের নয়।

জ্ঞানোৎকৃষ্টায় দেয়ানি কব্যানিচ হবীংষিচ।
নহি হস্তাবসৃগ্দিগ্ধৌ রুধিরেণৈব শুধ্যতঃ॥ ১৩২

মনুসংহিতা, ৩য় অধ্যায়।

জ্ঞানোৎকৃষ্টজনকে কব্য (পিতৃলোকোদ্দেশে দেয় দ্রব্য) ও হব্য (দেবোদ্দেশে দেয় দ্রব্য) প্রভৃতি বস্তু প্রদান করা বিধেয়। রক্তাক্ত হস্ত রক্তে প্রক্ষালিত হইলে, যেমন বিশোধিত হয় না, সেইরূপ, মূর্খ পাপী লোকদিগকে ভোজন করাইলে, পাপীর পাপ কখন বিদূরিত হয় না। অতএব, সাধারণ ও বিশেষ যাবতীয় ক্ষেত্রে, সতর্কতা সহকারে সাত্ত্বিক দান আচরণ করাই সাধকের কর্ত্তব্য।

সামাজিক কর্ম্মকাণ্ডে ভোজন করা ও ভোজন করান সম্বন্ধে যেরূপ আচার সাধকের অবলম্বনীয়, তাহা উল্লিখিত বিবরণ হইতে অনুভব করা যায়। সামারৌহিক ক্রিয়ায়, কেবল যে বহু রাজস ও তামস প্রকৃতির লোকের সমাগম হয়, তাহা নহে; পরন্তু, তাহাতে ভোজন সময়ের স্থিরতা ও ভোজ্যপেয়াদির বিশুদ্ধি রক্ষিত থাকে না। এরূপ স্থলে অপরিহার্য্য নিমন্ত্রণ উপস্থিত হইলে,

নিমন্ত্রণকারীর বাটীতে গিয়া, ভোজন ভিন্ন অন্য কার্য্যব্যবহারনিষ্পাদনে নিমন্ত্রণ রক্ষা করাই উচিত। শরীর ও মনের স্বাস্থ্য ভঙ্গ করিয়া, নিমন্ত্রণসূত্রে পরগৃহে ভোজন করা অনুচিত। স্বগৃহে সামাজিক কার্য্যোপলক্ষে, কোনরূপ আড়ম্বর না করিয়া, সাধ্যানুযায়ী, সচ্চরিত্র ব্যক্তিবর্গকে নিমন্ত্রণ পূর্ব্বক বিশুদ্ধ ভাবে ভোজন করাইলে, ন্যায্য কর্ম্ম করা হয়।

তীর্থযাত্রা বা সামাজিক অনুষ্ঠান, যাহাই উপলক্ষ হউক, কর্ম্মযোগসাধক রক্ষকহীন অবস্থায় পারিবারিক রমণীগণকে প্রবাসে বা পরনিকেতনে প্রেরণ করিবেন না। স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃ অবলা ও পুরুষরক্ষণীয়া। উপযুক্ত সহচরের অভাবে, ভিন্ন স্থানে স্ত্রীলোক বিপদাপন্ন হইলে, অভিভাবকের কর্ত্তব্যক্রটী বা ধর্ম্মহানি হয়। যে স্থান সুপরিচিত নহে, তাহা নিকটবর্ত্তী হইলেও, বিশ্বস্ত সঙ্গীসমভিব্যাহার ব্যতীত, গৃহললনাগণকে তথায় যাইতে দেওয়া অনুচিত।

পুরুষপরম্পরায় পারিবারিক ধর্ম্মগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, কর্ম্মযোগসাধক আচারবিদ্যাবিনয়াদিসম্পন্ন উৎকৃষ্ট কুলনিচয়ের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ সংস্থাপন করিবেন।

উত্তমৈরুত্তমৈর্নিত্যং সম্বন্ধানাচরেৎ সহ।
নিনীষুঃ কুলমুৎকর্ষমধমানধমাং স্ত্যজেৎ॥ ২৪৪

মনুসংহিতা, ৪র্থ অধ্যায়।

আপন কুলের উৎকর্ষ সাধন করিবার জন্য, বিদ্যা ও আচারাদি বিশিষ্ট উত্তম উত্তম কুলের সহিত সর্ব্বদা পুত্র কন্যাদির বিবাহসূত্রে সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিবে এবং অধম অধম কুল সকলের সহিত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিবে। জন্মতঃ, পুত্রকন্যা পিতামাতার স্বভাব প্রাপ্ত হয়। জনকজননী সৎস্বভাবান্বিত না হইলে, সন্তানগণও সৎ প্রকৃতিবান্ হইতে পারে না। ধর্ম্মানুসারে সন্তানোৎপাদন করিবার জন্য, পুরুষ স্ত্রীর সহিত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়। সুতরাং, বিবাহ-সংস্কারেই ভবিষ্য পুরুষের মঙ্গল বা অমঙ্গলের সূত্রপাত হয়। বিবাহসংস্কারে উত্তম পুরুষ উত্তমা স্ত্রীর সহিত সংযুক্ত হইলে, তাহাদের সন্তানগণও উত্তম হইবে। বিবাহসংস্কারসংযুক্ত পক্ষদ্বয়ের উভয় বা একতর অনুত্তম হইলে, তাহাদের সন্তানগণও অল্পাধিক অনুত্তম হইবে। অতএব বিবাহসংস্কার সর্ব্বথা বিশুদ্ধভাবে সম্পাদিত হওয়া আবশ্যক। বিদ্যা ও আচারসম্পন্ন পরিবারের বালকবালিকাগণ শিক্ষাপ্রভাবে, জ্ঞান ও চরিত্রোৎকর্ষ লাভ করে। তাদৃশ পরিবার হইতে বধূ

আনয়ন এবং তাদৃশ পরিবারগত পাত্রে কন্যাদান ধর্ম্মসঙ্গত। বাহ্যরূপলাবণ্য ও ধনতৃষ্ণায় বৈবাহিক ক্রিয়ানুষ্ঠান করা ধর্ম্ম বিগর্হিত ও অমঙ্গলকর। পুত্রকন্যার বিবাহে, বধূ, কন্যা বা জামাতাকে সাধ্যানুযায়ী অর্থালঙ্কারাদি প্রদান করা ন্যায্য, কিন্তু, পণগ্রহণ করা সম্পূর্ণ অন্যায় ও নীচাশয়তার পরিচায়ক। অর্থ যাবতীয় অনর্থের মূল। অর্থগৃধ্নু ও অর্থানুরাগী মানবগণ মোহবশতঃ বিবাহ ব্যাপারে পাত্রপাত্রীর কুলশীল ও আভ্যন্তরিক সদ্গুণের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করা উচিত বিবেচনা করে না এবং উচ্ছৃঙ্খল ভাবে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া, সামাজিক ধর্ম্মাবনতি সাধন করে।

সাধারণের ব্যবহার নিমিত্ত জলাশয়, রথ্যা ও সেতু নির্ম্মাণ, পথপার্শ্বে বৃক্ষরোপণ ও পান্থশালাস্থাপন এবং অবৈতনিক বিদ্যালয় ও দাতব্য চিকিৎসালয়-প্রতিষ্ঠা, সমস্তই, প্রকৃষ্ট পুণ্যজনক কার্য্য। অবস্থাসম্মত হইলে, সাধক ধর্ম্মার্থে ইহাদের এক বা ততোধিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া, ঈশ্বরপ্রীতির অর্জ্জন করিবেন।

কর্ম্মযোগসাধকের জাতীয় জীবনযাপনবিধি।

জাতীয় ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা ভগবদ্ভক্তির পরিচায়ক। ঐশ প্রভাবসমন্বিতা প্রকৃতির বিধানে, যে মানব জন্মসূত্রে যে জাতির আশ্রয়বহ হইয়াছে, সে মানব নিষ্ঠা সহকারে সেই জাতির রীতি নীতি প্রতি-পালন করিলে, তাহার ঈশ্বরাদেশ মান্য করা হয়। অধুনা, ধর্ম্ম ও দেশ গণনায় জাতি বিচারিত হওয়া নিবন্ধন, হিন্দুজাতি, মুসলমান জাতি, খৃষ্টীয়ান্ জাতি, বাঙ্গালী জাতি, বিহারী জাতি, উড়িয়া জাতি প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার নিষ্পাদিত ও প্রচলিত হইয়াছে। কথিত ও লিখিত ভাষায়, দেশ ও ধর্ম্মগত জাতির মিশ্রণে, বাঙ্গালী হিন্দু, বিহারী মুসলমান, উড়িয়া খৃষ্টীয়ান্, ইত্যাদি রূপ শব্দেরও প্রয়োগ হয়। পরস্পর তুলনায় অধিকব্যাপী জাতি 'ব্যাপক' এবং অল্পব্যাপী জাতি 'ব্যাপ্য' পদবাচ্য। ব্যাপ্য ব্যাপকের তুলনায়, জাতিবিশেষ বা অবান্তর জাতি। [মধ্যভাগ, বৈশেষিক দর্শন দ্রষ্টব্য]। দেশগত জাতির ব্যাপ্তি একদেশেই পর্য্যবসিত হয়। কিন্তু, ধর্ম্মগত জাতি অনেক দেশ ব্যাপিয়া থাকে। যাহাদের জন্ম ও বাসভূমি বঙ্গদেশ, তাহারাই বাঙ্গালী; কিন্তু, বাঙ্গালী ব্যতীত, বিহারী, উড়িয়া, দ্রাবিড়ী, মহারাষ্ট্রীয়, গুজরাটী, প্রভৃতি অনেক হিন্দু আছে। অতএব, হিন্দুত্ব অধিকব্যাপী ও বাঙ্গালিত্ব অল্পব্যাপী এবং পারস্প-

রিক তুলনায়, প্রথমটী ব্যাপক ও দ্বিতীয়টী ব্যাপ্য। কেবল ইহাই নহে। হিন্দুত্বের তুলনায়, বাঙ্গালিত্ব জাতিবিশেষ বা অবান্তর জাতি। অন্যান্য দেশ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধেও এইরূপ। ধর্ম্মগত জাতির তুলনায়, দেশগত জাতি যেমন ব্যাপ্য ও অবান্তর জাতি, মানবত্ব জাতির তুলনায়, ধর্ম্মগত জাতিও, সেইরূপ, ব্যাপ্য ও জাতিবিশেষ। মানবত্ব জাতি সমস্ত মনুষ্যকেই আশ্রয় করিয়া আছে। কিন্তু, হিন্দুত্ব, মুসলমানত্ব, খৃষ্টীয়ানত্ব প্রভৃতি জাতির প্রত্যেকেই নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক মানবে সমবেত। সুতরাং, ধর্ম্মগত জাতির তুলনায়, মানবত্ব জাতি অধিকব্যাপী ও ব্যাপক। বস্তুতঃ, মনুষ্যত্ব গণনায়, মানবগণ মধ্যে কোন জাতীয় পার্থক্য নাই। ধর্ম্মগত ও দেশগত জাতি যোগেই, মনুষ্যের জাতীয় বৈভিন্ন্য সমাহিত হইয়াছে। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টীয়ান্ পরস্পর বিভিন্ন। বাঙ্গালী, বিহারী, উড়িয়া পরস্পর বিভিন্ন। তথাপি, কৃত্রিম উপায়ে বা ঐহিক কামনামূলক কায়িক চেষ্টায়, অবান্তর জাতির উচ্ছেদ বা অপলাপসাধন এবং তদ্দ্বারা জাতীয় ঐক্যবিধানকরণ অসম্ভব। জাতি নৈসর্গিক নিত্য পদার্থ এবং তাহা কৃত্রিম উপায়ে বিনষ্ট বা অপহ্নুত হয় না। যাহা নিত্য ও অনেকে সমবেত বা সমবায়সম্বন্ধে অবস্থিত, তাহাই জাতি। নিত্য সম্বন্ধ বা সম্যক্ মিলনই সমবায়। কোন সময়ে এক শৃগাল খাদ্যান্বেষণে রজকগৃহে গিয়া, নীলজলপূর্ণ বৃহৎ পাত্রে পতিত ও নীলবর্ণরঞ্জিত হইয়াছিল। অতি কষ্টে আত্মত্রাণ করিয়া, সে যখন বনমধ্যে প্রবেশ করিল, তখন অন্যান্য পশুগণ তাহার অদ্ভুতত্ব দর্শনে তাহাকে চিনিতে না পারিয়া, ভয়ে ইতস্ততঃ পলায়নপর হইল। সুযোগ বুঝিয়া, শৃগালবর তাহাদিগকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া কহিল, তোমাদের ভয় নাই। ব্রহ্মা আমাকে তোমাদের রাজা করিয়া, এখানে পাঠাইয়াছেন। তোমাদের রক্ষার জন্যই আমি এই বনে আসিয়াছি। অদ্য হইতে তোমরা কর স্বরূপ আমাকে নিয়মিত রূপে খাদ্য প্রদান করিবে। পশুগণ আশ্বস্ত হইয়া, শৃগালকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিল এবং রাজাজ্ঞা প্রতিপালন করিতে লাগিল। কিন্তু, অনতিদীর্ঘকাল মধ্যে, একদিবস শৃগাল গণের রব আকর্ণন করিয়া, কৃত্রিম পশুরাজ অতর্কিত ভাবে হর্ষভরে গান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। নিকটস্থ পশুগণ স্বর দ্বারা ছদ্মবেশী শৃগালকে চিনিতে পারিয়া, তাহার প্রাণ সংহার করিল। ইহা উপাখ্যান হইলেও, শিক্ষাপ্রদ। পশুত্ব জাতির তুলনায়, সিংহত্ব, শৃগালত্ব প্রভৃতি ব্যাপ্য ও অবান্তর জাতি। শৃগাল নিজ জাতীয় ভাব গোপন করিয়া, আপনাকে সিংহরূপে পরিচিত করিবার বাঞ্ছা করিয়াছিল। কিন্তু সুযোগ ও

চেষ্টা সত্ত্বেও সে সিদ্ধকাম হইতে পারে নাই। যদিও শৃগাল ও সিংহ, উভয়ই পশু, তথাপি শৃগালত্বগোপন ও সিংহত্বানুকরণ করিয়া, শৃগাল কখন সিংহ হইতে পারে না কিম্বা সিংহও তাদৃশ চেষ্টাদ্বারা কখন শৃগাল হইতে পারে না। ব্যাপ্য বা ব্যাপক যে জাতিই হউক, তাহা অনেকে সমবায় সম্বন্ধে (In intimate relation) অবস্থিতি করিয়া, তাহাদের সমানত্ব বিধান করে। এজন্য, জাতির অপর নাম সামান্য। সুতরাং, জাতীয়ভাব জাত্যশ্রয় প্রাণীগণের মজ্জাগত। জাতীয়ভাব জাতীয় আচারব্যবহারে প্রতিফলিত হয় অথবা জাতীয় আচার ব্যবহার জাতীয় ভাবের বাহ্যাকার। শৃগালত্ব সকল শৃগালে সমবেত থাকিয়া, তাহাদের সমতা পাদন করে। আচার ব্যবহারে সকল শৃগালই সমান। পশুত্ব সকল পশুতেই সমবেত থাকিয়া, তাহাদের সাম্য সম্পাদন করে। শৃগাল, কুক্কুর, গো, মেষ, সিংহ ব্যাঘ্র, প্রভৃতি যাবতীয় পশুই পাশবিক আচরণ নিষ্পাদন করে। ধর্ম্মনিষ্ঠায় বিবেকস্ফূরণ হয় এবং বিবেকোদ্রেকে সমতায় পার্থক্য ও পার্থক্যে সমতা অনুভব করা যায়। বাঙ্গালীত্ব গণনায়, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টীয়ান্ প্রভৃতি সকল বাঙ্গালীই সমান। হিন্দুত্ব গণনায়, বাঙ্গালী, বিহারী, উড়িয়া, প্রভৃতি সমস্ত হিন্দুই সমান। আবার, মানবত্ব গণনায়, পৃথিবীস্থ বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী এবং বিভিন্ন দেশবাসা যাবতীয় মনুষ্যই সমান। ধর্ম্মবিশ্বাসহীন মানবগণ প্রকৃতিব্যবস্থিত জাতীয় সাম্যবৈষম্যের মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করিতে না পারিয়া, ঐহিক বাসনাবশে, জাতীয় ভাবাপলাপ ও বিজাতীয় ভাবানুকরণে ব্যগ্র হয়, কিম্বা, পরস্পর পরস্পরের প্রতি জাতীয় বিদ্বেষ পোষণ ও তদ্বিস্ফারণে দেশময় কলহবহ্নির প্রজ্বালন করে। যেহেতু, সাম্যবিভিন্নতায় সৃষ্টিপোষণ জন্য, প্রকৃতি কর্ত্তৃক জাতিবস্তু গঠিত ও ধরাধামে তাহা প্রত্যুপ্ত হইয়াছে, অতএব, নিজ জাতীয়ত্ব রক্ষা করাই জীবের কর্ত্তব্য ও মঙ্গলকর। বাঙ্গালী বাঙ্গালীর ন্যায় জীবনযাত্রানির্ব্বাহ করিয়া, স্বাচ্ছন্দ্যলাভ করেন। বুদ্ধিবিকৃতিবশতঃ, জীবনযাপনে যদি তিনি বিজাতীয় ভাবগ্রহণ করেন, তাহাহইলে, তাঁহার স্বস্তিহানি হইবে। তিনি ইহা স্বীকার করুন আর নাই করুন, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। অশনে, বসনে, ভূষণে, ভাষায়, চলনে, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে, সর্ব্ববিষয়ে, বাঙ্গালীর সম্পূর্ণ বাঙ্গালী থাকাই উচিত। কেন না, তাহাই তাঁহার প্রকৃতিসম্মত পদ্ধতি এবং ভিন্ন জাতীয় ভাব তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। অন্যান্য দেশগত জাতি সম্বন্ধেও এইরূপ। হিন্দু প্রভৃতি সকল জাতীয় মানবেরই অকপট ভাবে আপন আপন ধর্ম্মাচারব্যবহার প্রতি-

পালন করিয়া, সম্পূর্ণরূপে নিজ নিজ ধর্ম্মগত জাতীয় ভাব রক্ষা করা বিধেয়। যে ব্যক্তি কিছু হিন্দু, কিছু মুসলমান ও কিছু খৃষ্টীয়ান্, সে ব্যক্তি কিম্ভূতকিমাকার অনির্ব্বাচ্য কোন কিছু। কেন না, সে যে কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী কিরূপ পদার্থ, তাহার নির্দ্দেশ করা যায় না। ঈদৃশ লোকের মতিস্থিরতা নাই এবং এরূপ জীব অপ্রকৃতিস্থ। অপ্রকৃতিস্থ মনুষ্যের কোন ধর্ম্মেই আস্থা থাকে না। ধর্ম্মাবলম্বনশূন্য মানব ও পশুমধ্যে কোন পার্থক্য নাই। কারণ, চরিত্রগত ভাবে, উভয়েই স্বেচ্ছাচারী ও উচ্ছৃঙ্খলজীবনযাপনপ্রয়াসী। ধর্ম্মই সর্ব্বপ্রাণী মধ্যে মানবের বিশেষত্ব দ্যোতনা ও শ্রেষ্ঠত্ব বিধান করে। মানবেতর কোন প্রাণীরই ধর্ম্ম (Religion) নাই। যাহারা মনুষ্য হইয়াও ধর্ম্মবিমুখ, তাহারা নরাকৃতিধারী পশুমাত্র। [মধ্যভাগ, প্রথম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]। যেমন উপনদী ও নদী সকলের সলিলসংবহনে সাগরের পূর্ণতানিষ্পত্তি হয়, সেইরূপ, মনুষ্যগণের দেশ ও ধর্ম্মগত জাতীয় আচারব্যবহারপালনে, মানবত্বের সাম্পূর্ণ্য সমাধান হয়। তরণি যেমন উপনদী ও নদীযোগে সমুদ্রে উপনীত হয়, মানব, সেইরূপ, দেশ ও ধর্ম্মগত জাতীয় আচরণ পালন দ্বারা সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারেন। চরিত্রগত ভাবে নির্দ্দোষ বা সম্পূর্ণ মনুষ্য স্বরূপ, কোন জীবকোটিজন ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করে না। মানব নিজ স্বভাবনিহিত যে দোষ সহকারে ভূমিষ্ঠ হয়, তাহার ভবিষ্য সু বা কু আচরণে, তাহা ক্ষালিত বা বর্দ্ধিত হয়। সদাচরণ মূলে দোষক্ষালন করিতে করিতে, মানব নির্দ্দোষ বা সম্পূর্ণ ব্যক্তি হইতে পারেন। দেশ ও ধর্ম্মভেদে সদাচরণ সাধন করিবার যে বিবিধ পদ্ধতি প্রকৃতি কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহাই বিভিন্ন জাতীয় আচার ব্যবহারে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। নিসর্গের ঈদৃশ ব্যবস্থা যে কুশলময়, তাহা অনায়াসেই উপলব্ধি করা যায়। নৌকাযোগে সাগরযাত্রী ভারতীয় লোকের ভারতীয় উপনদী ও নদী সকল দিয়া সমুদ্রে যাইতে হয় এবং তাহাই তাহার পক্ষে শুভকর। চীন দেশীয় উপনদ্যাদি যোগে সমুদ্রযাত্রা তাহার পক্ষে অশুভকর এবং, হয়ত, অসম্ভব। সুতরাং নিজ দেশ ও স্বধর্ম্মগত জাতীয় আচারব্যবহারের প্রতিপালন দ্বারা সাম্পূর্ণ্যে উপনীত হইবার চেষ্টা করিলে, নৈসর্গিক ভাবস্রোতের অনুকূলে গমন করা হয় এবং সিদ্ধকাম হওয়া যায়। যেহেতু, প্রকৃতি দেবী দেশ ও ধর্ম্মগত জাতি সূত্রে, বিভিন্ন মানবের জন্য, সাম্পূর্ণ্যে উপনীত হইবার বিভিন্ন আচরণ-মার্গ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, অতএব, এক জাতীয় লোকের অপর জাতীয়

মানবগণের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন বা তাহাদের জাতীয় আচারানুষ্ঠানের অবগণন করা ন্যায়বিগর্হিত। ভক্তিসহকারে নিজ জাতীয় আচার ব্যবহার পালন করা, বিজাতীয় আচারানুকরণে বিরত থাকা এবং ভিন্নজাতীয় মনুষ্য বা তাহার জাতীয় আচার ব্যবহারের অবধীরণ না করা—এ তিনই মানবের তুল্য কর্ত্তব্য।

মানবীয় 'বর্ণ' যে 'জাতি' পদার্থ হইতে অভিন্ন, মানবজগতে এক আশ্রয়-নাশে বর্ণের আশ্রয়ান্তরগ্রহণে তাহা উপলব্ধ হয়। গুণকর্ম্মের বিভাগ বা ধর্ম্মাচর্য্যার উৎকর্ষাপকর্ষে, প্রকৃতি কর্ত্তৃক মনুষ্যের চারিবর্ণ বিনির্ম্মিত হইয়াছে। এক আশ্রয়নাশে, তৎসহ, অবিনশ্বর জাতির বিনাশ হয় না। প্রত্যুত, ইহা আশ্রয়ান্তর গ্রহণ করে। মানবেতর প্রাণীগণ মধ্যে ধর্ম্ম বা ধর্ম্মাচরণ নাই। সুতরাং, তাহাদের মধ্যে ধর্ম্মলোপে বা ধর্ম্মাচরণোৎকর্ষে, কোন অবান্তর জাতির আশ্রয়নাশ বা আশ্রয়ান্তর গ্রহণেরও সম্ভাবনা নাই। কিন্তু, মানবজগতে যদি কোন ব্রাহ্মণসংজ্ঞিত ব্যক্তি শূদ্রাচারী এবং শূদ্রসংজ্ঞিত ব্যক্তি ব্রাহ্মণাচারী হন, তাহা হইলে, প্রথম ব্যক্তি ব্রাহ্মণত্বের আশ্রয় না থাকিয়া শূদ্রত্বের আশ্রয় এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি শূদ্রত্বের আশ্রয় না থাকিয়া ব্রাহ্মণত্বের আশ্রয় হইবেন, অর্থাৎ, ব্রাহ্মণত্ব জাতি দ্বিতীয়কে এবং শূদ্রত্ব জাতি প্রথমকে আশ্রয় করিবে। ওতপ্রোত ভাবে, সকল বর্ণ ও ধর্ম্মগত জাতি সম্বন্ধেই এইরূপ। মৃত্যুপ্রক্রিয়ায় আশ্রয়নাশ এবং তজ্জন্য জাতির অপরাশ্রয়গ্রহণ সর্ব্বজীবসাধারণ। ধর্ম্মাচারভ্রষ্ট ও কদাচারসম্পন্ন বহু ব্যক্তি জাতি, জাত্যশ্রয়, বর্ণাশ্রম প্রভৃতির মর্ম্মানভিজ্ঞ হইয়াও, অহঙ্কারবশে, কেবল বাহ্যাড়ম্বরিক লক্ষণে আপনাদের বিপ্রত্বঘোষণা ও অন্যান্য জাতীয় লোকের অবগণনা করেন। এমন কি, ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ আপন আপন কল্পিত সম্মান অব্যাহত রাখিবার দুরাশায়, কোন কোন উচ্চ বর্ণের বিনাশ প্রাপ্ত হওয়ার বিষয়ও, গর্ব্বসহকারে প্রকটন করেন। ইহাদের বুঝা উচিত, পরা, অপরা বা পরাপর যে প্রকারের জাতিই হউক, তাহাদের কেহই মনুষ্যের ন্যায় মরণশীল নহে। স্থূল, ভ্রান্ত ও বিকৃত নয়নে বর্ণাধার প্রতিফলিত না হইলেও, নিত্য বর্ণ মনুষ্যকে আশ্রয় করিয়াই বিরাজ করে। কোন নির্দ্দিষ্ট বর্ণের আশ্রয়ীভূত মনুষ্য এখানে না থাকে, সেখানে আছে; কোন না কোন স্থানে সেরূপ মানুষ নিশ্চয়ই আছে। কোন নির্দ্দিষ্ট বর্ণের আধারভূত মনুষ্যকে একজন দেখিতে না পাউক, আর একজন পাইবে; সেরূপ মনুষ্য কোন না কোন ব্যক্তির চক্ষুতে নিশ্চয়ই পতিত হইবে। যাঁহারা দেখিতে জানেন, তাঁহারা শুধু ভারতে কেন,

ইংল্যাণ্ড, এমেরিকা, জাপান প্রভৃতি স্থানেও অনেক ব্রাহ্মণ, অনেক ক্ষত্রিয় ও অনেক বৈশ্য নয়নগোচর করেন। শূদ্রের ত কথাই নাই। স্থূল দৃষ্টিতে জাতির আশ্রয় সতত প্রত্যক্ষ করা যায় না বলিয়াই, পণ্ডিতগণ আশ্রয়হীন জাতির অস্তিত্ব কল্পনাসাধ্য বলিয়া গিয়াছেন। অসূয়াহীন হইয়া ক্ষণকাল চিন্তা করিলেই, একথার সত্যতা উপলব্ধি করা যায়। বহুকাল পূর্ব্বে মাদাগাস্কর (Madagascar) ও মরিসস্ (Mauritius) দ্বীপে দোদো (Dodo) জাতীয় পক্ষীকুল নিবসতি করিত। এক্ষণে তত্তৎস্থলে বা কুত্রাপি ঐ পক্ষী দৃষ্টিগোচরিত না হইলেও, আশ্রয়হীন দোদো জাতি মানবের সূক্ষ্মকল্পনানিরূঢ় হইয়া আছে। মনুষ্যের বর্ণসম্বন্ধে অতদূর সূক্ষ্মকল্পনা করিবারও আবশ্যকতা নাই। কেন না, মনুষ্যগণ অদ্যাপি সশরীরে স্ব স্ব গুণানুযায়ী ধরাধামে কর্ম্মনির্ব্বাহ করিতেছে। যাঁহারা মনুষ্যের গুণবিচার করিতে পারেন, তাঁহারাই কোন্ মনুষ্য কোন্ বর্ণের আশ্রয়, তাহা নির্ণয় করিতে পারেন এবং কর্ম্মভূমি ভারতবর্ষে ক্ষত্রিয়ত্ব বা বৈশ্যত্বের আশ্রয়ীভূত মনুষ্যদল তাঁহাদের নয়নপথবর্ত্তী হইলেও, ধর্ম্মবর্জ্জিত অজ্ঞানান্ধ জনগণের ঈর্ষাহত নেত্রে ইহাদের অস্তিত্ব উপলব্ধ হয় না। [মধ্যভাগ, বৈশেষিক দর্শন দ্রষ্টব্য]।

প্রদর্শিত সঙ্কেতানুযায়ী, ধীর ভাবে সৃষ্টিকৌশল অনুধাবন করিয়া, কর্ম্মযোগসাধক স্বকীয় সমষ্টি জাতীয়তার রক্ষা ও জাতীয় শ্রীবৃদ্ধির সাধন করিবেন। জাতীয় গৌরবরক্ষণে মানবের অসমর্থতা তাহার কাপুরুষতার পরিচায়ক এবং কাপুরুষতা ধর্ম্মহীনতার লক্ষণ। ধর্ম্মহীন কাপুরুষগণ আভিজাত্যের আবরণে বিবিধ প্রবঞ্চনা, প্রতারণা, পরনির্য্যাতন, পরস্বাপহরণ, পারদার্য্য, মাদকদ্রব্যসেবা, বারাঙ্গনাবিহার, অগম্যাগমন, ভ্রূণহত্যা প্রভৃতি ভীষণ পাতকাচরণ করিয়াও, লোকসকাশে দর্পভরে স্ব স্ব আভিজাত্যের ব্যাখ্যান করে। এই সকল জাতিবিদ্রোহী দাম্ভিক জীবের অধর্ম্মাচরণে যে ধর্ম্মহানি ও জাত্যবনতি বিশেষরূপে সমাহিত হয়, তাহা সর্ব্ববিদিত। কর্ম্মযোগসাধক ইহাদের আচরণে নিতরাং বিরক্ত হইয়াও, ইহাদের প্রতি বিদ্বেষপোষণ করিবেন না এবং নিরুদ্বেগে স্বকার্য্যসাধন করিবেন। ধর্ম্মপথে সাধকের অগ্রসর হওয়াই ঈশ্বরের অভিপ্রেত। ইহাদের বিদ্রূপচীৎকারে, সাধক কোন ক্রমে গন্তব্য পথানুসরণে পশ্চাৎপদ হইবেন না। জাতীয় সদাচার, জাতীয় সুসংস্কার—সমস্তই সাধকের একান্ত প্রতিপাল্য। যদি, কালচক্রে, কোন বিজাতীয় কুসংস্কার সমাজে প্রবেশলাভ করিয়া থাকে, কিম্বা, জাতীয় কোন সুসংস্কার বিস্মৃতির যবনিকান্তরালে আত্মগোপন

করিয়া থাকে, সাধক সর্ব্বপ্রযত্নে প্রথমের পরিহার ও দ্বিতীয়ের উদ্ধারসাধনে বদ্ধপরিকর হইবেন।

শাস্ত্রনিকর ও মহাপুরুষগণ কর্ম্মযোগসাধকের জীবনযাপনপ্রণালী সম্বন্ধে যেরূপ উপদেশ করেন, তাহাই সময়োপযোগী ভাবে উক্ত প্রকারে বর্ণিত হইল। পোষক শাস্ত্রবচন অনেক স্থলে প্রদত্ত হইয়াছে। সমষ্টিভাবে, নিম্নোদ্ধৃত বাক্যাবলী হইতে সমস্ত বিষয়ের আপ্ততা উপলব্ধ হইবে।

ব্রহ্মনির্ব্বাণান্বেষীগণের কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে :—

অস্মিন্‌ধর্ম্মে মহেশি স্যাৎ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
পরোপকারনিরতো নির্ব্বিকারঃ সদাশয়ঃ ॥ ৯৯
মাৎসর্য্যহীনোঽদম্ভী চ দয়াবান্ শুদ্ধমানসঃ।
মাতাপিত্রোঃ প্রীতিকারীতয়োঃ সেবনতৎপরঃ ॥ ১০০
ব্রহ্মশ্রোতা ব্রহ্মমন্তা ব্রহ্মান্বেষণমানসঃ।
যতাত্মা দৃঢ়বুদ্ধিঃ স্যাৎ সাক্ষাদ্‌ব্রহ্মেতিভাবয়ন্ ॥ ১০১
ন মিথ্যা ভাষণং কুর্য্যান্ন পরানিষ্টচিন্তনম্।
পরস্ত্রীগমনঞ্চৈব ব্রহ্মমন্ত্রী বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ১০২
তৎসদিতি বদেদ্দেবি প্রারম্ভে সর্ব্বকর্ম্মণাম্।
ব্রহ্মার্পণমস্তু বাক্যং পানভোজন কর্ম্মণোঃ ॥ ১০৩
যেনোপায়েন মর্ত্ত্যানাং লোকযাত্রা প্রসিদ্ধতি।
তদেব কার্য্যং ব্রহ্মজ্ঞৈরিদং ধর্ম্মং সনাতনম্ ॥ ১০৪

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র, তৃতীয়োল্লাস।

কলিযুগে সত্যাচরণই মানবের তপ :—

কলের্দ্দোষসমূহস্য মহানেকোগুণঃ প্রিয়ে।
সত্যপ্রতিজ্ঞ কৌলানাং শ্রেয়ঃ সঙ্কল্পমাত্রতঃ ॥ ৬৮
প্রকটেঽত্র কলৌদেবি সর্ব্বে ধর্ম্মাশ্চ দুর্ব্বলাঃ।
স্থাস্যত্যেকং সত্যমাত্রং তস্মাৎ সত্যময়ো ভবেৎ ॥ ৭৩
সত্যধর্ম্মং সমাশ্রিত্য যৎকর্ম্ম কুরুতে নরঃ।
তদেব সফলংকর্ম্ম সত্যং জানীহি সুব্রতে ॥ ৭৪
নহি সত্যাৎ পরোধর্ম্মো ন পাপমনৃতাৎপরম্।
তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা মর্ত্ত্যঃ সত্যমেকং সমাশ্রয়েৎ ॥ ৭৫

সত্যহীনা বৃথা পূজা সত্যহীনো বৃথা জপঃ।
সত্যহীনং তপোব্যর্থমূষরে বপনং যথা ॥ ৭৬
সত্যরূপং পরংব্রহ্ম সত্যংহি পরমংতপঃ।
সত্যমূলাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ সত্যাৎ পরতরো নহি॥ ৭৭
কৃতে ধর্ম্মশ্চতুষ্পাদঃ ত্রেতায়াং পাদহীনকঃ।
দ্বিপাদোদ্বাপরে দেবি পাদমাত্রং কলৌযুগে ॥ ৮১
তত্রাপি সত্যং বলবৎতপঃ খঞ্জং দয়াপি চ।
সত্যপাদে কৃতে লোপে ধর্ম্মলোপঃ প্রজায়তে॥ ৮২

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র, চতুর্থোল্লাস।

গৃহস্থগণের সর্ব্বাঙ্গীন কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে :—

উচ্চারে * মৈথুনে চৈব প্রস্রাবে দন্তধাবনে।
স্নানে ভোজনকালে চ ষট্‌সু মৌনং সমাচরেৎ ॥

গার্হস্থ্যং প্রথমং ধর্ম্মাং সর্ব্বেষাং মনুজন্মনাং।
তদেব কথয়াম্যাদৌ শৃণু কৌলিনি তত্ত্বতঃ ॥ ২২
ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃস্যাৎ ব্রহ্মজ্ঞানপরায়ণঃ।
যদ্যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ ॥ ২৩
ন মিথ্যা ভাষণং কুর্য্যাৎ ন চ শাঠ্যং † সমাচরেৎ।
দেবতাতিথিপূজাসু গৃহস্থো নিরতো ভবেৎ ॥ ২৪
মাতরং পিতরঞ্চৈব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতাং।
মত্বা গৃহী নিষেবেত সদা সর্ব্ব প্রযত্নতঃ ॥ ২৫
তুষ্টায়াং মাতরি শিবে তুষ্টে পিতরি পার্ব্বতি।
তব প্রীতির্ভবেদ্দেবি পরব্রহ্ম প্রসীদতি ॥ ২৬
ত্বমাদ্যে জগতাং মাতা পিতা ব্রহ্ম পরাৎপরং।
যুবয়োঃ প্রীণনং যস্মাৎ তস্মাৎ কিংগৃহিণান্তপঃ ॥ ২৭
আসনং শয়নং বস্ত্রং পানম্ভোজনমেব চ।
তত্তৎ সময়মাজ্ঞায় মাত্রে পিত্রে নিয়োজয়েৎ ॥ ২৮

* উচ্চারে—মলত্যাগে। উচ্চার=মল, বিষ্ঠা।
† শাঠ্যম্=অনার্জবম্। আর্জব (ঋজু+অ), ঋজুতা, সরলতা।

শ্রাবয়েন্মৃদুলাং বাণীং সর্ব্বদা প্রিয়মাচরেৎ।
পিত্রোরাজ্ঞানুসারীস্যাৎ সৎপুত্রঃ কুলপাবনঃ॥ ২৯
ঔদ্ধত্যং পরিহাসঞ্চ তর্জ্জনং পরিভাষণং।
পিত্রোরগ্রে ন কুর্ব্বীত যদীচ্ছেদাত্মনোহিতং॥ ৩০
মাতরং পিতরং বীক্ষ্য নত্বোত্তিষ্ঠেৎ সসম্ভ্রমঃ।
বিনাজ্ঞয়া নোপবিশেৎ সংস্থিতঃ পিতৃশাসনে॥ ৩১

বিদ্যাধন মদোন্মত্তঃ যঃ কুর্য্যাৎ পিতৃহেলনং।
স যাতি নরকং ঘোরং সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ॥ ৩২
মাতরং পিতরং পুত্রং দারানতিথি সোদরান্।
হিত্বা গৃহী ন ভুঞ্জীয়াৎ প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈরপি॥ ৩৩
বঞ্চয়িত্বা গুরূন্ বন্ধূন্ যো ভুঙ্‌ক্তে স্বোদরম্ভরঃ।
ইহৈব লোকে গর্হ্যোসৌ পরত্র নারকী ভবেৎ॥ ৩৪

গৃহস্থো গোপয়েদ্দারান্ বিদ্যামভ্যাসয়েৎসুতান্।
পোষয়েৎ স্বজনান্ বন্ধূনেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥ ৩৫
জনন্যা বর্দ্ধিতো দেহো জনকেন প্রযোজিতঃ।
স্বজনৈঃ শিক্ষিতঃ প্রীত্যা সোধমস্তান্ পরিত্যজেৎ॥ ৩৬
এষামর্থে মহেশানি কৃত্বা কষ্ট শতান্যপি।
প্রীণয়েৎ সততং শক্ত্যা ধর্ম্মোহেষ সনাতনঃ॥ ৩৭

স ধন্যঃ পুরুষো লোকে স কৃতী পরমার্থবিৎ।
ব্রহ্মনিষ্ঠঃ সত্যসন্ধো যো ভবেদ্ভুবি মানবঃ॥ ৩৮
ন ভার্য্যাস্তাড়য়েৎ ক্বাপি মাতৃবৎ পালয়েৎসদা।
ন ত্যজেৎ ঘোর কষ্টেপি যদি সাধ্বী পতিব্রতা॥ ৩৯
স্থিতেষু স্বীয়দারেষু স্ত্রিয়মন্যাং ন সংস্পৃশেৎ।
দুষ্টেন চেতসা বিদ্বানন্যথা নারকী ভবেৎ॥ ৪০

বিরলে শয়নং বাসং ত্যজেৎ প্রাজ্ঞঃ পরস্ত্রিয়া।
অযুক্তভাষণঞ্চৈব স্ত্রিয়ং সৌর্য্যন্ন দর্শয়েৎ॥ ৪১
ধনেন বাসসা প্রেম্না শ্রদ্ধয়ামৃত ভাষণৈঃ।
সততং তোষয়েদ্দারান্ নাপ্রিয়ং কচিদাচরেৎ॥ ৪২

উৎসবে লোকযাত্রায়াং তীর্থেম্বন্য নিকেতনে ।
ন পত্নীং প্রেষয়েৎ প্রাজ্ঞঃ পুত্রামাত্যবিবর্জ্জিতাং ॥ ৪৩
যস্মিন্নরে মহেশানি তুষ্টাভার্য্যা পতিব্রতা ।
সর্ব্বোধর্ম্মঃ কৃতস্তেন ভবতীপ্রিয় এব সঃ ॥ ৪৪
চতুর্ব্বষাবধি সুতান্ লালয়েৎ পালয়েৎ পিতা ।
ততঃ ষোড়শ পর্য্যন্তং গুণান্ বিদ্যাঞ্চ শিক্ষয়েৎ ॥ ৪৫
বিংশত্যব্দাধিকান্ পুত্রান্ প্রেরয়েদ্ গৃহকর্ম্মসু ।
ততস্তাংস্তুল্যভাবেন মত্বা স্নেহং প্রদর্শয়েৎ ॥ ৪৬
কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ ।
দেয়া বরায় বিদুষে ধনরত্ন সমন্বিতা ॥ ৪৭
এবং ক্রমেণ ভ্রাতৃংশ্চ স্বস্য ভ্রাতৃ সুতানপি ।
জ্ঞাতীন্ মিত্রাণি ভৃত্যাংশ্চ পালয়েত্তোষয়েদ্গৃহী ॥ ৪৮
ততঃ স্বধর্ম্ম নিরতানেকগ্রামনিবাসিনঃ ।
অভ্যাগতানুদাসীনান্ * গৃহস্থঃ পরিপালয়েৎ ॥ ৪৯
যদ্যেবং নাচরেদ্দেবি গৃহস্থো বিভবে সতি ।
পশুরেব স বিজ্ঞেয়ঃ সপাপী লোকগর্হিতঃ ॥ ৫০
নিদ্রালস্যং দেহযত্নং কেশবিন্যাসমেব চ ।
আসক্তিমশনেবস্ত্রে নাতিরিক্তং সমাচরেৎ ॥ ৫১
যুক্তাহারো যুক্তনিদ্রো মিতবাঙ্মিতমৈথুনঃ ।
স্বচ্ছো † নম্রঃ শুচির্দ্দক্ষো যুক্তঃ ‡ স্যাৎ সর্ব্বকর্ম্মসু ॥ ৫২
শূরঃ শত্রৌ বিনীতঃ স্যাৎ বান্ধবে গুরুসন্নিধৌ ।
জুগুপ্সিতান্ নমন্যেত নাবমন্যেত মানিনঃ ॥ ৫৩
সৌহার্দ্দং ব্যবহারাংশ্চ প্রবৃত্তিং প্রকৃতিং নৃণাং ।
সহবাসেন তর্কৈশ্চ বিদিত্বা বিশ্বসেত্ততঃ ॥ ৫৪
ত্রসেদ্দ্বেষ্টুরপি ক্ষুদ্রাৎ সময়ং বীক্ষ্য বুদ্ধিমান্ ।
প্রদর্শয়েদাত্মভাবান্নৈব ধর্ম্মং বিলঙ্ঘয়েৎ ॥ ৫৫
স্বীয়ং যশঃ পৌরুষঞ্চ গুপ্তয়ে কথিতঞ্চ যৎ ।
কৃতং যদুপকারায় ধর্ম্মজ্ঞো ন প্রকাশয়েৎ ॥ ৫৬

* উদাসীনান্—মিত্রামিত্র ভিন্না । † স্বচ্ছঃ—কপটাদিশূন্যঃ । ‡ যুক্তঃ—উদ্যোগবান্ ।

জুগুপ্সিত প্রবৃত্তৌ চ নিশ্চিতেঽপি পরাজয়ে।
গুরুণা লঘুনা চাপি যশস্বী ন বিবাদয়েৎ॥ ৫৭
বিদ্যাধন যশোধর্ম্মান্ যতমান উপার্জ্জয়েৎ।
ব্যসনঞ্চাসতাং সঙ্গং মিথ্যা দ্রোহং পরিত্যজেৎ॥ ৫৮
অবস্থানুগতাশ্চেষ্টাঃ সময়ানুগতাঃ ক্রিয়াঃ।
তস্মাদবস্থাং সময়ং বীক্ষ্য কর্ম্ম সমাচরেৎ॥ ৫৯
যোগক্ষেমরতো দক্ষো ধার্ম্মিকঃ প্রিয়বান্ধবঃ।
মিতবাঙ্ মিতহাসঃ স্যান্মান্যাগ্রেতুবিশেষতঃ॥ ৬০
জিতেন্দ্রিয়ঃ প্রসন্নাত্মা সুচিন্ত্যঃ স্যাদ্দৃঢ়ব্রতঃ।
অপ্রমত্তো দীর্ঘদর্শী মাত্রাস্পর্শান্ * বিচারয়েৎ॥ ৬১
সত্যং মৃদু প্রিয়ং ধীরো বাক্যং হিতকরং বদেৎ।
আত্মোৎকর্ষস্তথানিন্দাং পরেষাং পরিবর্জ্জয়েৎ॥ ৬২
জলাশয়াশ্চ বৃক্ষাশ্চ বিশ্রামগৃহমধ্বনি।
সেতুঃ প্রতিষ্ঠিতো যেন তেন লোকত্রয়ং জিতং॥ ৬৩
সন্তুষ্টৌ পিতরৌ যস্মিন্নুরক্তাঃ সুহৃদগণাঃ।
গায়ন্তি যদ্যশো লোকাস্তেন লোকত্রয়ং জিতম্॥ ৬৪
সত্যমেব ব্রতং যস্য দয়া দীনেষু সর্ব্বথা।
কামক্রোধৌ বশে যস্য তেন লোকত্রয়ং জিতং॥ ৬৫
বিরক্তঃ পরদারেষু নিস্পৃহঃ পরবস্তুষু।
দম্ভমাৎসর্য্যহীনো যস্তেন লোকত্রয়ং জিতং॥ ৬৬
ন বিভেতি রণাদ্যোবৈ সংগ্রামেপ্যপরাঙ্ মুখঃ।
ধর্ম্মযুদ্ধে মৃতোবাপি তেন লোকত্রয়ং জিতং॥ ৬৭
অসংশয়াত্মা সুশ্রদ্ধঃ শাস্তবাচার তৎপরঃ।
মচ্ছাসনে স্থিতোযশ্চ তেন লোকত্রয়ং জিতং॥ ৬৮
জ্ঞানিনা লোকযাত্রায়ৈ সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিনা।
ক্রিয়ন্তে যেন কর্ম্মাণি তেন লোকত্রয়ং জিতং॥ ৬৯
শৌচন্তু দ্বিবিধন্দেবি বাহ্যাভ্যন্তর ভেদতঃ।
ব্রহ্মণ্যাত্মার্পণং যত্তৎ শৌচমান্তরিকং স্মৃতং॥ ৭০

* মাত্রাস্পর্শান্—মীয়ন্তে বিষয়া এভাভিরিতি মাত্রা ইন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ, তাসাং স্পর্শান্।

অদ্ভির্বা ভস্মনাবাপি মলানামপকর্ষণং।
দেহশুদ্ধির্ভবেদ্ যেন বহিঃ শৌচং তদুচ্যতে॥ ৭১
গঙ্গানদ্যো হ্রদাবাপ্যস্তথা কূপাশ্চ ক্ষুল্লকাঃ *।
সর্ব্বপবিত্র জননং স্বর্ণদী ক্রমতঃ প্রিয়ে॥ ৭২
ভস্মাত্র যাজ্ঞিকং শ্রেষ্ঠং মৃৎস্নাতু মলবর্জ্জিতা।
বাসে'হজিন তৃণাদীনি মৃদ্বজ্জানীহি সুব্রতে॥ ৭৩
কিমত্র বহুনোক্তেন শৌচাশৌচবিধৌ শিবে।
মনঃপূতং ভবেদ্ যেন গৃহস্থস্তত্তদাচরেৎ॥ ৭৪
নিদ্রান্তে মৈথুনস্যান্তে ত্যাগান্তে মলমূত্রয়োঃ।
ভোজনান্তে মলে স্পৃষ্টে বহিঃ শৌচং বিধীয়তে॥ ৭৫
সন্ধ্যাত্রৈকালিকী কার্য্যা বৈদিকী তান্ত্রিকী ক্রমাৎ।
উপাসনায়াভেদেন পূজাং কুর্য্যাদ্ যথাবিধি॥ ৭৬

মহানির্ব্বাণতন্ত্র, অষ্টমোল্লাস।

সন্তোষ ও সাধুসঙ্গমাদি সম্বন্ধে :—

যথা সম্ভবয়া বৃত্ত্যা লোক শাস্ত্রাবিরুদ্ধয়া।
সন্তোষং সন্তুষ্টমনা ভোগগন্ধং পরিত্যজেৎ॥ ১৬
যথাসম্ভবমুদ্যোগাদনুদ্বিগ্নতয়া স্বয়া।
সাধুসঙ্গম সচ্ছাস্ত্রপরতাং প্রথমং শ্রয়েৎ॥ ১৭
যথা প্রাপ্তার্থ সন্তুষ্টো যোগর্হিতমুপেক্ষতে।
সাধুসঙ্গম সচ্ছাস্ত্রপরঃ শীঘ্রং স মুচ্যতে॥ ১৮

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, উৎপত্তি প্রকরণ, ষষ্ঠসর্গ।

যাহাতে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহিত হইতে পারে, লোক ও শাস্ত্রের অবিরোধিনী তাদৃশী বৃত্তি অবলম্বন করিয়া, সন্তোষ লাভ করিবে এবং সন্তুষ্ট মনে ভোগবাসনা পরিত্যাগ করিবে। যথাসম্ভব উদ্যোগ ও অনুদ্বিগ্নতা সহকারে, প্রথমে সাধুসঙ্গম ও সচ্ছাস্ত্র-পরতা আশ্রয় করিতে হইবে। যিনি যথা প্রাপ্ত অর্থে সন্তুষ্ট থাকেন এবং গর্হিত বিষয় সকলের উপেক্ষা করেন, তিনি সাধুসঙ্গম ও সচ্ছাস্ত্রপর হইলে, শীঘ্রই মুক্তি লাভ করিতে পারেন।

* ক্ষুল্লকাঃ—স্বল্পজলাশয়াঃ।

সংক্ষেপতঃ, ধর্ম্মার্জ্জনই মানবজীবনের চরমোদ্দেশ্য এবং ঐহিকবাসনাবর্জ্জিত হইয়া কর্ম্ম করাই তৎসিদ্ধির উপায়। ধর্ম্মার্জ্জনমূলক কর্ম্মে, স্থলবিশেষে, অর্থ, যশ, প্রভৃতি পার্থিববস্তুও আনুষঙ্গিকরূপে অর্জ্জিত হয়, সত্য। কিন্তু, ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ তত্তৎপ্রাপ্তি কামনায় ধর্ম্ম্যকর্ম্মে প্রবৃত্ত হন না। তাঁহারা নিস্পৃহভাবে ক্রিয়ানুষ্ঠান করিলেও, ঈশ্বর তাঁহাদিগকে ঐ সকল দ্রব্য প্রদান করেন এবং তাঁহারাও কৃতজ্ঞ চিত্তে ভগবদ্দত্ত পার্থিব বস্তুর সদ্ব্যবহার নিষ্পাদন করেন। মনুষ্য ধরাধামে শ্রেষ্ঠ জীবাভিমানী হইলেও, মর্ত্ত্য জগৎ যেরূপ পরিবর্ত্তনশীল ও ভিন্নরুচি প্রাণীমালায় সমাকীর্ণ, তাহাতে মানব কর্ত্তৃক ধর্ম্ম্যকর্ম্মসাধন-বিষয়ক বিশুদ্ধ নিয়ম গঠিত হওয়া অসম্ভব। কর্ম্মযোগসাধনের যে অপৌরুষেয় মন্ত্র প্রকৃতিপুস্তকে লিখিত আছে, জ্ঞানীগণ তাহা পাঠ ও তাহার অর্থবোধ করিতে পারেন এবং বস্তুতঃ, তাঁহারা তাহা করিয়াও গিয়াছেন। এমন কি, লোকমঙ্গলার্থ, তাঁহারা স্ববিদিত বিষয় সকল ব্যক্তও করিয়া গিয়াছেন। কর্ম্মযোগসাধক মন্ত্রদ্রষ্টা মহাজনগণের আপ্তবাক্যনিচয়ের শাসনাধীন থাকিয়া, কর্ম্মক্ষেত্রে ক্রিয়ানুষ্ঠান করিলেই, ধর্ম্ম তাঁহার লভ্য হইবে। ধর্ম্মই মানবের চরমসহায় ও পরমবন্ধু। ঐহিক সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ ইহজগতে সাহায্যদান করিতে পারে। কিন্তু, ইহপর, উভয় লোকেই, ধর্ম্ম মনুষ্যের পোষক ও রক্ষক।

ধর্ম্মং শনৈঃ সঞ্চিনুয়াদ্বল্মীকমিব পুত্তিকাঃ।
পরলোক সহায়ার্থং সর্ব্বভূতান্যপীড়য়ন্॥ ২৩৮
নামূত্রহি সহায়ার্থং পিতামাতা চ তিষ্ঠতঃ।
ন পুত্রদারং ন জ্ঞাতি র্ধর্ম্মস্তিষ্ঠতি কেবলঃ॥ ২৩৯
একঃ প্রজায়তে জন্তুরেক এব প্রলীয়তে।
একোঽনুভুঙ্ক্তে সুকৃতমেক এব চ দুষ্কৃতম্॥ ২৪০
মৃতং শরীর মুৎসৃজ্য কাষ্ঠ লোষ্ট সমং ক্ষিতৌ।
বিমুখাবান্ধবা যান্তি ধর্ম্মস্তমনুগচ্ছতি॥ ২৪১
তস্মাদ্ধর্ম্মং সহায়ার্থং নিত্যং সঞ্চিনুয়াচ্ছনৈঃ।
ধর্ম্মেন হি সহায়েন তমস্তরতি দুস্তরম্॥ ২৪২

মনুসংহিতা, চতুর্থ অধ্যায়।

পুত্তিকাগণ যেমন ক্রমে ক্রমে আপনাদের বল্মীক প্রস্তুত করে, পারলৌকিক সহায়তার জন্য, সেইরূপ, কাহাকেও পীড়া না দিয়া, অল্পে অল্পে ধর্ম্মসঞ্চয় করিবে।

পরলোকে সহায়তা করিবার জন্য, পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, জ্ঞাতি, কেহই সেখানে থাকে না। কেবল, একমাত্র ধর্ম্মই, সহায়তা করিবার জন্য, তথায় অবস্থিতি করেন। জীব একাকী জন্মগ্রহণ করে, একাকী লয় প্রাপ্ত হয়, এবং একাকীই আপন সুকৃত ও দুষ্কৃতের ফলভোগ করে। জীবের মৃতশরীরকে কাষ্ঠলোষ্টের ন্যায় ভূমিতলে পরিত্যাগ করিয়া, তাহার ঐহিক বান্ধবগণ যখন বিমুখ হইয়া, গৃহে গমন করে, তখন, কেবল ধর্ম্মই সেই জীবের অনুগমন করিয়া থাকেন। অতএব, সহায়ার্থ, প্রতিদিন অল্পে অল্পে ধর্ম্মসঞ্চয় করা কর্ত্তব্য। ধর্ম্মসাহায্যে, দুস্তর নরকাদি হইতে নিস্তার প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ঐহিক বাসনা উপেক্ষা করা দুঃসাধ্য হইলেও, তাহা মানবের অসাধ্য নহে। অর্জ্জুন ভগবানকে নিবেদন করিতেছেন :—

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ং।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করং॥ ৩৪

গীতা, ষষ্ঠ অধ্যায়।

হে কৃষ্ণ! মন অতি চঞ্চল, উন্মত্তবৎ, বলবান্ এবং দৃঢ়। তাহাকে দমন করা আমি বায়ুবন্ধনের ন্যায় দুরূহ মনে করি। ভগবান্ উত্তরে কহিতেছেন :—

অসংশয়ং মহাবাহো মনোদুর্নিগ্রহং চলং।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণচ গৃহ্যতে॥ ৩৫
অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ॥ ৩৬॥ ঐ।

হে মহাবাহো! মন যে অতি চঞ্চল ও দুর্দ্দমনীয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু, অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা তাহাকে বশীভূত করা যায়। অসংযতচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে যোগ আয়ত্ত করা কখন সম্ভবপর নহে। জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণই যত্ন দ্বারা যোগসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন। বস্তুতঃ, মনোবৃত্তিনিরোধই যোগ। বৃত্তয়ঃ পঞ্চতয্যঃ ক্লিষ্টাক্লিষ্টাঃ॥ মনের পাঁচটা বৃত্তি ক্লিষ্ট ও অক্লিষ্ট, এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ॥ অভ্যাস ও বৈরাগ্যদ্বারা তাহাদের নিরোধ করিতে হয়। তত্র স্থিতৌ যত্নোঽভ্যাসঃ। বৃত্তিরহিত চিত্তের স্বরূপ পরিণামের নাম স্থিতি। তদ্বিষয়ক যত্ন বা উৎসাহ, অর্থাৎ, স্থিতিসংরক্ষণ বিষয়ে ক্রমিক প্রয়াস ও অধ্যবসায়ই অভ্যাস। দৃষ্টানুশ্রবিক বিষয় বিতৃষ্ণস্য বশীকার সংজ্ঞা বৈরাগ্যম্। তৎপরং খ্যাতেগুর্ণ বৈতৃষ্ণ্যম্॥ লৌকিক ধনাদি

এবং শাস্ত্রীয় স্বর্গাদি বিষয়ে যে বিতৃষ্ণা জন্মে, তাহা বশীকারসংজ্ঞিত। যাঁহার প্রকৃতিপুরুষদর্শন হয়, তাঁহার প্রকৃতিবিতৃষ্ণা জন্মে। প্রকৃতিবিতৃষ্ণাই পরবৈরাগ্য নামে প্রখ্যাত। [মধ্যভাগ, পাতঞ্জল দর্শন দ্রষ্টব্য]। নৈসর্গিক নিয়মানুসারে, যে বস্তু যত উত্তম, তাহা তত আয়াসলভ্য। ধর্ম্ম ও ঈশ্বরপ্রসাদ অপেক্ষা উত্তম বস্তু আর কি আছে? এই দুই পরম বস্তু লাভ করিতে গেলে যে অত্যধিক আয়াস স্বীকার করিতে হইবে, তাহা স্বতঃসিদ্ধ। যোগসাধন যে কেন এত ক্লেশকর, তাহা ইহা হইতে অনুভব করা যায়। যোগসাধন বহুদূরের কথা, যে কার্য্য কিঞ্চিৎ অধ্যবসায়সাপেক্ষ, চঞ্চলমনা ব্যক্তিগণ তাহাও সাধন করিতে পারে না। অভ্যাস বা বৈরাগ্যোৎপাদন করিবার প্রবৃত্তি ইহাদের অন্তরে আদৌ জাগরূক হয় না। ইহারা কখন উচ্চ বিষয়িণী চিন্তার পরিচালনা করে না এবং আহারবিহারনিদ্রামৈথুনপ্রিয়তাবশে, অনুদিন তত্তৎসম্পর্কীয় কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়া, ধর্ম্মহীন পশুজীবন যাপন করে। আসুরভাবাপন্ন এই সকল দুরাচার নরাধমগণ যোগসাধনব্যাপারকে প্রলাপবাক্য বা স্বপ্নবৎ বিবেচনা করিয়া, তদ্বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা নিষ্পাদন করে। ফলতঃ, ইহাদের মতে, যোগানুষ্ঠান বিড়ম্বনা মাত্র। সদুদ্যম ও অধ্যবসায়শীল ব্যক্তিগণ ইহাদের কথায় কর্ণপাত করিবেন না. কিম্বা, যোগের কষ্টনিষ্পাদ্যতাচিন্তায় অবসাদগ্রস্ত হইয়া, তাঁহারা যোগপথারোহণ ও তাহাতে ভ্রমণ করিতে বিমুখ হইবেন না। বস্তুতঃ, এই বৃহৎ বিষয়ের সুমীমাংসার জন্যই, পরমোপাদেয় গীতা শাস্ত্রের আবির্ভাব হইয়াছে। যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াও, অবসাদক্লিন্ন অর্জ্জুন যখন যুদ্ধ করিবেন না বলিয়া ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ করিলেন, তখন, ভগবান্ তাঁহাকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য কহিলেন :—

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন ॥ ২
ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃপার্থ নৈতৎত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥ ৩

গীতা, ২য় অধ্যায়।

হে অর্জ্জুন! এই বিষম সময়ে তোমার অনার্য্যজনোচিত, অস্বর্গ্য ও অকীর্ত্তিকর মোহ উপস্থিত হইল কেন? হে পার্থ! ক্লীবের ভাবে আবিষ্ট হইও না। ইহা তোমার উপযুক্ত নহে। পরন্তপ! ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্ব্বল্য পরিত্যাগ করিয়া,

উত্থিত হও। অতঃপর, অর্জ্জুনের অনুরোধে বহুজ্ঞানোপদেশ করিয়া, ভগবান্ পুনরপি তাঁহাকে কহিলেন :—তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৭ ॥ ঐ। অতএব, হে কৌন্তেয়! যুদ্ধ করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া, গাত্রোত্থান কর। অর্থাৎ, জীবনসংগ্রামে ধর্ম্মের জন্য, কর্ত্তব্যের জন্য, ঈশ্বরপ্রীতির জন্য, যুদ্ধ করিতে কৃতসংকল্প হওয়াই বীরোচিত। ভয়, নৈরাশ্য, সন্দেহ, প্রভৃতি অসৎপ্রবৃত্তি পদদলিত করিয়া, কেবল ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া, বীরপুরুষ সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন এবং উজ্জ্বল পুরুষকারযোগে ধর্ম্মযুদ্ধ বা কর্ম্মযোগসাধন করিবেন। ঈশ্বরসৈনিক ধর্ম্মযুদ্ধে নিজকৃত কার্য্যের জন্য কোন ঐহিক ফলাকাঙ্ক্ষা করিবেন না এবং যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য বলিয়াই, তিনি যুদ্ধ করিবেন।

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফল হেতু র্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্ব কর্ম্মণি ॥ ৪৭

গীতা, ২য় অধ্যায়।

কর্ম্মে তোমার অধিকার আছে; কিন্তু কর্ম্মফললাভে তোমার অধিকার নাই। ফলকামনায় কর্ম্মে প্রবৃত্তি এবং কর্ম্মপরিত্যাগে প্রীতি তোমার যেন না হয়। তাঁহার হৃদয়বেদিকায় ঈশ্বরপ্রেমের যে পূত বহ্নি অনুক্ষণ প্রজ্জ্বলিত আছে, তাহাতেই তিনি স্বানুষ্ঠিত যাবতীয় কর্ম্ম আহুতি প্রদান করিবেন।

ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্ম্মমোভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥ ৩০

গীতা, ৩য় অধ্যায়।

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গংত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥ ১০

গীতা, ৫ম অধ্যায়।

আমাতেই সকল কর্ম্ম সমর্পণ করিয়া এবং নিষ্কাম, নির্ম্মম ও বিগতশোক হইয়া, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। যেমন পদ্মপত্রে জল সংলগ্ন হয় না, সেইরূপ, যিনি আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক, ব্রহ্মে কর্ম্মার্পণ করিয়াছেন, তিনি পাপে লিপ্ত হন না। ঈশ্বরে চিত্ত স্থির রাখিয়া, কর্ম্মযোগ-সাধক ঈশ্বরবিদ্রোহীগণের বিদ্রূপ, শঠতা ও নিষ্ঠুরতা অকাতর্য্যে সহ্য করিবেন। কারণ, যোগসাধকের পরীক্ষার জন্যই, ঈশ্বর ইহাদের মধ্য দিয়া, তাঁহার সমীপে নির্য্যাতন উপস্থিত করেন। দারিদ্র্য, ব্যাধি, স্বজনবিচ্ছেদ, প্রভৃতিও পরীক্ষাসূচক। এই সমস্ত বিষয়ে মনোবল অক্ষুণ্ন

রাখিয়া, যাঁহারা ধর্ম্মাচরণ নির্ব্বাহ করিতে পারেন, তাঁহারাই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ভগবান্ স্বয়ং তাদৃশ মহাজনগণের পালনভার গ্রহণ করেন :—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমংবহাম্যহং ॥ ২২

গীতা, ৯ম অধ্যায়।

যাঁহারা সর্ব্ববিধ বাসনার পরিহার করিয়া, অনন্যচিত্তে আমার উপাসনা করেন, আমাতে নিত্যযুক্ত সেই সকল পুরুষকে আমি আবশ্যক দ্রব্যাদি প্রদান করিয়া থাকি এবং তাঁহাদের পালনভারও আমি গ্রহণ করি। অতএব কর্ম্মযোগ-সাধকের ভগ্নোদ্যম বা নিরুৎসাহ হইবার কারণ নাই। অপিচ, অধ্যবসায় সঞ্চার কল্লে, তিনি বশিষ্ঠদেবের পরামর্শানুবর্ত্তী হইবেন।

প্রত্যহং প্রত্যবেক্ষেত দেহং নশ্বর মাত্মনঃ।
সংত্যজেৎ পশুভিস্তুল্যং শ্রয়েৎ সৎপুরুষোচিতং। ১৬

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, মুমুক্ষু ব্যবহার প্রকরণ, ৫ম সর্গ।

প্রত্যহ আপনার বিনশ্বর দেহ অবলোকন করিবে। পশুদের সহিত আপনার যে অংশে সাদৃশ্য আছে, তাহা পরিত্যাগ করিবে এবং সৎপুরুষোচিত সাধুসঙ্গ ও প্রশস্ত শাস্ত্রাদির অনুশীলন করিবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

জ্ঞানযোগ।

'এততেও জীবের চৈতন্য হয় না' বাক্যান্তর্গত চৈতন্য শব্দ জ্ঞানার্থক এবং চলিত ভাষায়, এই বাক্য, প্রায়শঃ, ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যদিও সমস্ত বাক্যের সম্যক্ তাৎপর্য্যগ্রহে মনোযোগী না হইয়া, লোকে ইহার ব্যবহার করে, তথাপি, ইহা এমন একটী মহাবাক্য যে, ইহার তাৎপর্য্যগ্রহে মনোযোগী হওয়া মনুষ্যের পক্ষে মঙ্গলকর। বাবু দেনায় ডুবিয়া আছেন; তবু আরও দেনা করিয়া; পূজার বাজারে আপনার জন্য, স্ত্রীপুত্রাদির জন্য এবং অপর কাহার কাহার

জন্য, ভাল কাপড়, ভাল জামা, ভাল জুতা ইত্যাদি কিনিতেছেন। চাকর আসিয়া বলিল, মুদির দোকানে আর ধারে জিনিষ দিতে চাহিতেছে না; অনেক বাকী পড়িয়াছে। বাবু অমনি চাকরের হাতে পাঁচটী টাকা দিয়া বলিলেন, যা এই দিয়ে দোকানদারের মুখ বন্ধ ক'রে আয়। কাপড়ের দোকানে ও জুতার দোকানে গিয়াও, বাবুর অনেক অনেক কড়া কথা শুনিতে হইল। কিন্তু, বাবু সব যায়গায়ই, কিছু নগদে ও কিছু ধারে কার্য্যশেষ ও মানরক্ষা করিয়া আসিলেন। দরজি জামার মাপ লইবার জন্য, বাবুর বাড়ীতে আসিয়া বলিল, হুজুর! গেল বছর আর তার আগের বছরের দরুণ অনেক পাওনা হয়েছে। যে রকম বাজার পড়েছে, তাতে আর ধারে কারবার করা চলে না। সব জিনিসই বেজায় আক্রা। বাবু দরজির হাতে দশটা টাকা দিয়া বলিলেন, বাস্ রহমান্, আর কথা বলোনা। কতদিন থেকে আমার কাজ কচ্ছো, মনে আছে? ভাখ, সেখেনে যেও, যে রকম জ্যাকেটের কথা বলে, ক'রে দিও। দরজি বাবুর বাড়ী হইতে বাহির হইয়া, রাস্তায় তাহার সমব্যবসায়ী অপর এক ব্যক্তির সহিত চলিতে চলিতে বলিতে লাগিল, কি করি, ব্যবসার খাতিরে পুরোণো খদ্দের ছাড়তেও পারিনে! কাপড়টা চোপড়টায় যা কিছু পাওয়া যায়। দরজির ন্যায়, অপর দোকানদারেরাও পুরাণ খরিদ্দার বলিয়া, বাবুকে ছাড়িতে পারেনা। পূজার ছুটির পর কাছারী খুলিলে, একদিন সকালে এক ডিক্রীদার এক পিয়াদা সহ বাবুর বাটীতে প্রবেশ করিল। বাবু তখন বারাণ্ডায় পাচারি কচ্ছিলেন। পিয়াদা একখানি গ্রেপ্তারি পরওয়ানা বাবুকে দেখাইয়া বলিল, দেখুন, এই সামান্য ৭৫৲ পঁচাত্তর টাকার ডিক্রী শোধ করে দিচ্ছেন না। আপনাকে আদালতে ধ'রে নিয়ে যাবার হুকুম আছে। বাবু টাকা যোগাড় করিয়া দিবার অছিলায় সরিয়া পড়িবার চেষ্টা করিতেছিলেন; কিন্তু, পিয়াদা চাদর দিয়া তাঁহার দুই হাত একত্র করিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। বাবুর কয়েকটী বন্ধু বা ইয়ার সেই সময় রাস্তা দিয়া যাইতেছিল। বাবু তাহাদিগকে নিকটে যাইবার জন্য ইসারাও করিলেন। কিন্তু, তাহারা কেহই বাবুর নিকটে গেলনা। বিধু চাটুর্য্যে একজন দূর প্রতিবেশী; তাহার সহিত বাবুর তত মিশামিশি ছিল না। যাহা হউক, সেই ব্যক্তি কোন প্রকারে কুড়ি টাকা যোগাড় করিয়া আনিয়া বাবুকে দিল। বাবু বহু অনুনয় বিনয় সহকারে ঐ টাকা ডিক্রীদারকে দিয়া, সে যাত্রা নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। কিন্তু,

নিষ্কৃতি পাওয়ার পর দিবস হইতেই তিনি যে বাবু সেই বাবু। ঔদরিক বাঁরম্বার উদরপীড়ায় কাতর হইয়াও, অপরিমিত ভোজনে বিরত হয় না। কৃপণের ধন নানা প্রকারে নষ্ট হয়। তাহা দেখিয়াও, কৃপণগণ আবশ্যক ভোগে বিরত থাকিয়া, অর্থ সঞ্চয় করে। মাতাল মদ খাইয়া রাস্তায় বা নৰ্দ্দামায় পড়ে, পাহারাওয়ালার ব্যাটনের গুতা খায়, দণ্ডভোগ করে, তথাপি মদ খাওয়া ছাড়ে না। বারাঙ্গনা রাক্ষসীর ন্যায়, মানুষকে আপন ফাঁদে ফেলিয়া, তাহার অর্থ-শোষণ ও জঘন্য বাক্যে তাহাকে তিরস্কার করে। গণিকাসংসর্গে লোকে ঘৃণিত রোগে আক্রান্ত হয়। তথাপি, মানুষ বেশ্যালয়ে যাইতে ছাড়ে না। উপর্য্যুপরি লাঞ্ছিত হইয়া বা অপরকে তদ্রূপ হইতে দেখিয়াও, মনুষ্য পরদারাসক্ত হয় এবং চৌর্য্য ও শঠতা করে। স্ত্রৈণ পুরুষ দুষ্টাভার্য্যা কর্ত্তৃক বারম্বার উৎপীড়িত হইয়াও, তাহার চরিত্র শোধনে যত্নগ্রহণ করে না। দুর্ব্বলচেতা মানব মূর্খ বা দুর্ব্বিনীত পুত্রের ভূরি নিন্দাবাদ আকর্ণন করিয়াও, তাহার দোষ দেখিতে পায় না। মামলাবিবাদে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও, লোকে মামলাবিবাদ করিতে ছাড়ে না। বহু অযুতপতি থাকিতেও সহস্রপতিগণ ধনগর্ব্বে, অনেক উচ্চপদস্থ ব্যক্তি থাকিতেও নিম্নপদস্থ ব্যক্তিগণ পদগর্ব্বে এবং বড় বড় পণ্ডিত আছেন বা ছিলেন জানিয়াও, পাণ্ডিত্যাভিমানীগণ বিদ্যাগর্ব্বে স্ফীত হয়। কাল নিমেষ মধ্যে রূপ, যৌবন, স্বজন প্রভৃতি হরণ করিয়া লয়। তথাপি, লোকে এই সকল বস্তুর দর্পে ধরাকে শরা সদৃশ অবলোকন করে। প্রতি দিবসই মানব মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াও, জীবিত ব্যক্তিগণ চিরকাল জীবিত থাকিয়া, ঐহিক সুখ ভোগ করিবার আশা করে। মানবেতর প্রাণীগণের ত কথাই নাই। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, সকলেই যন্ত্রণাদায়ক কার্য্যে পুনঃ পুনঃ ব্যাপৃত হয়।

জীবের চৈতন্য না হওয়া যে তৎপক্ষে অপবাদকর, তাহা সর্ব্ববাদীসম্মত। জীবের চৈতন্য না হওয়া যদি তাহার পক্ষে কুৎসাকর হয়, তাহা হইলে জীবের চৈতন্য হওয়া তৎপক্ষে, নিশ্চয়ই, প্রশংসাজনক। কেননা, হওয়া ও না হওয়া পরস্পর বিপরীত এবং প্রশংসা নিন্দার বিপরীত। বিপরীত বস্তুদ্বয়ের উভয়কেই প্রত্যক্ষ না করিলে, তাহাদের বৈপরীত্য অনুভব করা যায় না। মানব যখন জীবের চৈতন্য না হওয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছে ও করিতেছে, তখন তাহার চৈতন্য হওয়াও প্রত্যক্ষ করিয়াছে ও করিতেছে। অন্যথায়, 'এততেও জীবের চৈতন্য হয় না,'

বাক্যের আবির্ভাব হইত না। বস্তুতঃ, অনেক জীবের যেমন 'এত:তও' চৈতন্য হয় না, তেমনি আবার কোন কোন প্রাণীর অল্পে বা বেশীতে চৈতন্য হয়। যাহা হউক, মানবের চৈতন্য হওয়া বা না হওয়াই এ প্রসঙ্গের প্রধান বিচার্য্য বিষয়। সাধারণতঃ বিষাদাদি প্রযুক্ত, মানবহৃদয়ে বিদ্যুৎস্ফুরণের ন্যায় যে ক্ষণিক চৈতন্যোদয় হয়, তাহা উল্লেখযোগ্য নহে। কেননা, পরক্ষণেই তাহা বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং তাহার কোন কার্য্যকারিতা পরিদৃষ্ট হয় না। কিন্তু, দর্শন, শ্রবণ বা শিক্ষাপ্রভাবে কোন কোন ব্যক্তির এরূপ জ্ঞানোদ্রেক হয়, যাহা অল্পাধিক স্থিতিশীল থাকিয়া, তাঁহাদের জীবনের কার্য্যপদ্ধতি সুভাবে নিয়ামিত করে। কথায় বলে এবং দেখা যায়, যাঁহাদের জ্ঞান হইয়াছে, তাঁহারাই বুঝিয়া কাজ করিতে পারেন। যাহারা অজ্ঞান, তাহারা বুঝিয়া কাজ করিতে পারে না। বুঝিয়া কাজ করিতে পারিলেই জীবনে শান্তি ভোগ করা যায়। অজ্ঞানপ্রণোদিত কর্ম্ম মাত্রই বিষম বিপত্তির জনক। এই সকল চিন্তাই জ্ঞান-যোগের সূত্রপাত করে। কেননা, এই সমস্ত চিন্তা হইতেই, জ্ঞান কি বস্তু, অজ্ঞানই বা কি, কিরূপে চিত্তে জ্ঞানোদয় হয়, প্রভৃতি পবিত্র বিষয় নিসংশয়িত রূপে জানিবার ইচ্ছা হয়। জ্ঞানাজ্ঞানের স্বরূপাবগম ও জ্ঞানোদ্রেকে মনঃ সংযোগ করার নামই জ্ঞানযোগ।

মানবগণ ধর্ম্মাধিকারসীমাভুক্ত। ধর্ম্মাদেশপালনে মঙ্গলাবির্ভাব হয়। সুতরাং ধর্ম্মের আজ্ঞা প্রতিপালন করা মানব মাত্রেরই কর্ত্তব্য। কিন্তু, অজ্ঞতা নিবন্ধন, সকল মনুষ্য সমানভাবে ধর্ম্মাচরণ নিষ্পাদন করিতে পারে না। জ্ঞানো-দ্রেকের তারতম্যানুপাতে, ক্রমোৎকৃষ্ট ধর্ম্মাচর্য্যার সাধন করিয়া, মানব অনুরূপ সিদ্ধিলাভ বা শান্তিভোগে সমর্থ হন। ইহাই প্রকৃতি কর্ত্তৃক মনুষ্যের বর্ণবিভাগ-করণের কারণ এবং ঈশ্বরনিয়ন্ত্রিতা প্রকৃতির কৃত এই বর্ণবিভাগই নিম্নলিখিত রূপে রূপকে ব্যক্ত হইয়াছে :—

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়তঃ॥

যজুর্ব্বেদ, ৩১ অধ্যায়, ১১ মন্ত্র।

ব্রাহ্মণ ঈশ্বরের মুখসদৃশ, ক্ষত্রিয় তাঁহার বাহুতুল্য, বৈশ্য তাঁহার উরু স্বরূপ এবং শূদ্র তাঁহার পদদ্বয় হইতে সম্ভূত হইয়াছে। ঈশ্বর জীবের ন্যায় মুখহস্তপদবিশিষ্ট নহেন। এজন্য, শতপথ ব্রাহ্মণে এই মন্ত্রের এইরূপ ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে :—

"যস্মাদেতে মুখ্যা স্তস্মান্ মুখতোহসৃজ্যন্ত" ইত্যাদি। যেহেতু, ইহারা মুখ্য, অতএব ইহাদের মুখ হইতে উৎপত্তি হওয়ার বিবৃতি সঙ্গত হইয়াছে। কেননা, মুখ যেমন সর্ব্বাঙ্গ মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ পূর্ণবিদ্যা এবং উত্তম গুণকর্ম্মস্বভাবান্বিত হইলে, মনুষ্য ব্রাহ্মণ পদবাচ্য হন। ধর্ম্মোৎকর্ষে যেমন প্রত্যেক ব্যক্তি উচ্চশ্রেণীতে উন্নীত হইতে পারেন, ধর্ম্মাবনতিতে, সেইরূপ, প্রত্যেক মনুষ্যের নিম্নশ্রেণীতে অধোগমন করিতে হয় :—

ধর্ম্মচর্য্যয়া জঘন্যোবর্ণঃ পূর্ব্বং পূর্ব্বং বর্ণমাপদ্যতে জাতি পরিবৃত্তৌ।
অধর্ম্মচর্য্যয়া পূর্ব্বো বর্ণো জঘন্যং জঘন্যং বর্ণমাপদ্যতে জাতি পরিবৃত্তৌ॥
আপস্তম্ব সূত্র।

ধর্ম্মাচরণদ্বারা জঘন্য বা নিকৃষ্ট বর্ণ্য ব্যক্তি, যোগ্যতানুযায়ী, ক্রমোৎকৃষ্ট বর্ণসকল প্রাপ্ত হয়। আবার অধর্ম্মাচরণ দ্বারা পূর্ব্ব বা উত্তম বর্ণবান্ ব্যক্তি, যোগ্যতানুযায়ী, ক্রমনিকৃষ্ট বর্ণসকল প্রাপ্ত হয়। ইহাই জাতি পরিবর্ত্তনের নিয়ম।

শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতিশূদ্রতাম্।
ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্তু বিদ্যাদ্বৈশ্যাত্তথৈব চ॥ ৬৫
মনুসংহিতা, দশম অধ্যায়।

শূদ্র ব্রাহ্মণতা, (ক্ষত্রিয়তা বা বৈশ্যতা) প্রাপ্ত হয়। ব্রাহ্মণ শূদ্রতা, (বৈশ্যতা বা ক্ষত্রিয়তা) প্রাপ্ত হয়। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সম্বন্ধেও এইরূপ। অর্থাৎ, ধর্ম্মোন্নতি বা ধর্ম্মাবনতি নিবন্ধন, যে যে বর্ণের যোগ্য হয়, সে সেই বর্ণের আশ্রয় হইবে। পুরাকালে ধর্ম্ম ও জ্ঞানোন্নতি সাধন করিয়া, চণ্ডালকুলজাত মাতঙ্গ, অজ্ঞাতকুল জাবাল এবং ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ ও মহর্ষি হইয়াছিলেন। আর এক্ষণে ধর্ম্ম ও জ্ঞানের অবনতি সাধন করিয়া, আমরা যাহা হইয়াছি ও হইতেছি, তাহা ধর্ম্মাধিকার-সীমাবহির্ভূত পশুপক্ষ্যাদিরও অত্যন্ত প্রত্যক্ষযোগ্য। হিতকামী ব্যক্তির জ্ঞানাজ্ঞানের স্বরূপাবগম ও জ্ঞানোদ্রেকে মনঃসংযোগ করণের যে কতদূর আবশ্যকতা, তাহা ইহা হইতে উপলব্ধ হয়।

চিন্ময় নিত্য পরমানন্দ প্রকৃতির অতীত হইয়াও, নির্লিপ্তভাবে প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া আছেন। সূর্য্য যেমন বিশ্বের যাবতীয় বস্তুর জন্যই আলোক প্রদান করে, ঈশ্বরও, সেইরূপ, সকল মনুষ্যের জন্যই বেদের প্রকটন করিয়াছেন :—

যথেমাং বাচং কল্যাণী মাবদানি জনেভ্যঃ।
ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাং শূদ্রায় চার্য্যায় চ স্বায় চারণায় ॥

যজুর্ব্বেদ, ২৬ অধ্যায়, ২ মন্ত্র।

[ইমাং—এই। বাচং—ঋগ্বেদাদি চারি বেদের বাণী। কল্যাণীং—মঙ্গলদায়িনী। আবদানি—উপদেশ করিতেছি। অর্য্যায়, অর্য্য=বৈশ্য। স্বায়, স্ব=নিজভৃত্য ও স্ত্রীলোক। অরণায়, অরণ=অতিশূদ্র।]. যেমন আমি কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র, কি নিজভৃত্য ও স্ত্রীলোক, কি অতিশূদ্র—সকল মনুষ্যের জন্য এই কল্যাণী বেদবাণী উপদেশ করিতেছি, (তুমিও সেইরূপ অনুষ্ঠান করিবে)। কিন্তু, সৃষ্টিপোষণ ও সাংসারিক শান্তিরক্ষণ নৈমিত্তিকর্তায়, প্রকৃতির অদৃশ্য হস্ত-কৌশলে যোগ্যতানুযায়ী গুণান্বিত হইয়া, বিশ্ববস্তুনিচয় অসংখ্য শ্রেণীতে বিভক্ত ও বিভিন্ন অধিকারসম্পন্ন বা অধিকারচ্যুত হয়। প্রাকৃতিক ব্যবস্থায়, সকল বস্তু বা কোন কোন বস্তু যেমন সমভাবে বা আদৌ সূর্য্যকিরণ গ্রহণ করিতে পারেনা, সকল মনুষ্য বা কোন কোন মনুষ্য, সেইরূপ সমভাবে বা আদৌ বেদ-বাক্যের অর্থ গ্রহণ করিতে পারেনা। এজন্য, শ্রেণী বা জাতি ভেদে, বেদপাঠ বিষয়ে মানবের বিভিন্ন অধিকার থাকা বা কোন অধিকার না থাকার নিয়মও প্রকৃতির অনুমোদনে বিরচিত হইয়াছে। সাধারণতঃ, স্ত্রীজাতি ও শূদ্রবর্গ চঞ্চলমনা, অলস, দাম্ভিক এবং বেদপাঠে ও বেদবাক্যার্থগ্রহণে অসমর্থ। মানবের যে কুলেই জন্ম হউক, বেদাধ্যয়নহীন বা জ্ঞানচর্চ্চাবর্জ্জিত ব্যক্তি মাত্রই শূদ্র। স্ত্রী ও শূদ্র পাণ্ডিত্যাভিমানপরিতৃপ্তির জন্য কপটভাবে বেদপাঠ এবং বিপরীতভাবে বেদবাক্যের অর্থ-গ্রহণ করিয়া, সংসারে দারুণ বিশৃঙ্খলার সৃজন করিতে পারে। এজন্য, ইহাদের বেদপাঠ নিষিদ্ধ হইয়াছে। স্ত্রী শূদ্রৌ নাধীয়াতামিতি শ্রুতেঃ—স্ত্রী ও শূদ্র বেদপাঠ করিবেনা। কিন্তু, জ্ঞানার্জ্জনযোগে শান্তিলাভ করাই যাঁহার একমাত্র স্পৃহা—এতদ্ব্যতীত যাঁহার আর কোন কামনা নাই—তিনি স্ত্রীই হউন আর শূদ্রকুলে জাতই হউন, তাঁহার বেদপাঠ বিষয়ে, যজুর্ব্বেদোক্ত ঈশ্বরভাষণের সমক্ষে, পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি বা অন্য কোন নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। ঈশ্বরা-ভিমুখে গমনশীল ব্যক্তির গতিরোধ করিবার সামর্থ্য প্রকৃতির নাই। পরন্তু, জ্ঞানলিপ্সাবতী স্ত্রীর বেদপাঠ বিষয়ে অন্যান্য বেদোক্ত প্রমাণও আছে:—

ব্রহ্মচর্য্যেণ কন্যা ৩ যুবানং বিন্দতে পতিম্ ॥

অথর্ব্ববেদ, ১১কাঃ ২৪প্রঃ ৩অঃ, ১৮ মন্ত্র।

(পুরুষের ন্যায়). কুমারীও ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানে বেদাদি শাস্ত্র পাঠ এবং পূর্ণ বিদ্যা ও উত্তম শিক্ষা লাভ করিয়া, বিদ্বান্ এবং যুবাপুরুষকে পতি প্রাপ্ত হয় ইমং মন্ত্রং পত্নী পঠেৎ—শ্রৌত সূত্র। যজ্ঞসময়ে স্ত্রী এই মন্ত্র পাঠ করিবে পূর্ব্বে বেদাদি শাস্ত্র পঠিত না থাকিলে স্বর সহিত মন্ত্রোচ্চারণ এবং সংস্কৃত ভাষণ করা অসম্ভব। গার্গী, খনা, লীলাবতী, প্রভৃতি ভারতের প্রাতঃস্মরণীয়া ললনাগণ নিষ্ঠা সহকারে জ্ঞানচর্চা করিয়া, যেরূপ আত্মোন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, তৎ সংবাদ আমরা অদ্যাপিও কিয়ৎ পরিমাণে প্রাপ্ত হই।

জ্ঞান যে কি বস্তু, প্রথমে প্রত্যক্ষ প্রমালোচনায় তাহা অপেক্ষাকৃত সহজে বোধগম্য করা যায়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পঞ্চ বাহ্যেন্দ্রিয় দ্বারা মনে বস্তুর উপলব্ধি করণ জ্ঞান নামে অভিহিত হয়। জাগ্রৎভাবে যাহাদের চৈতন্য বা চেতনা আছে, অর্থাৎ, যাহারা জীবপদবাচ্য, তাহারাই মন ও ঐ সকল ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট। এতদ্ব্যতীত, জীবের হস্তপদাদি কর্ম্মসাধক অঙ্গরাজিও আছে এবং অঙ্গসংঘাতই শরীর উক্ত হয়। শরীর যে বস্তুতঃ জড়পদার্থ, চৈতন্যাভাবে তাহা প্রকৃষ্টরূপে পরিলক্ষিত হয়। মৃত জীবের দেহ ইহার উদাহরণ। অতএব জীবের জীবদ্দশায়, চৈতন্যপ্রভাবেই তাহার শরীরগত অঙ্গনিচয় চেতনায়মান ও আপন আপন কার্য্যসাধনে সমর্থ হয়। চিৎ এবং জ্ঞা, উভয় ধাতুই জানা অর্থ বহন করে। ফলতঃ চেতনপদার্থ বা জীবেরই উৎকৃষ্ট অনুভবশক্তি আছে। এ জন্য, ভাষায় চৈতন্য ও জ্ঞান পরস্পর পরস্পরের প্রতিশব্দ রূপে ব্যবহৃত হয়। চৈতন্য কি তবে শারীরিক গুণ এবং প্রতি শরীরে উদ্ভূত হইয়া, তৎসহ বিনষ্ট হয়? চার্ব্বাক এই মতই পোষণ করিয়া গিয়াছেন এবং লোকায়তিকগণও সেইরূপ করেন। পৃথিব্যাদীনি ভূতানি চত্বারি তত্ত্বানি, তেভ্য এব দেহাকার পরিণতেভ্যঃ কিণ্বাদিভ্যো মদশক্তিবৎ চৈতন্যমুপজায়তে। তেষু বিনষ্টেষু সৎষু স্বয়ং বিনশ্যতি। [মধ্যভাগ, প্রথম পরিচ্ছেদ, চার্ব্বাকমত দ্রষ্টব্য]। মৃত্তিকা, জল, তেজঃ ও বায়ু এই চারি পদার্থ। যেমন কিণ্ব নামক মদ্যবীজ ও অন্যান্য দ্রব্যযোগে মদ্য প্রস্তুত হয়, এবং রাসায়নিক নিয়মে তাহাতে মাদকতা শক্তির উদ্ভব হয়, অথবা খদির-গুবাকচূর্ণসংযুক্ত তাম্বুল সেবনে যেমন মত্ততার আবেশ হয়, অথচ, স্বতন্ত্রভাবে ইহাদের কাহারও মাদকতা নাই, সেইরূপ উল্লিখিত মৌলিক জড়পদার্থ চতুষ্টয় হইতে তাহাদের সংযোগে, দেহ ও তাহাতে চৈতন্যের উৎপত্তি হয়। এ সমস্ত বিনষ্ট হইলে, তৎসহ চৈতন্যেরও বিনাশ হয়। কিন্তু বহু পূর্ব্বে এ মতের

ভ্রান্তি প্রদর্শিত ও ইহা নিরাকৃত হইয়াছে। বস্তুতঃ আধুনিক ব্যবহারজীবীগণের অনেকে যেমন দুরভিসন্ধিমূলে বিচারালয়ে বাতিল নজির প্রদর্শন করেন, চার্ব্বাকও সেইরূপ অজ্ঞলোকের মনোহরণ করিবার জন্য, ভ্রান্ত ও নিরাকৃত মতাবলী লইয়া, তাঁহার তথাকথিত দর্শনের সৃজন করিয়াছেন। [মধ্যভাগ, তৃতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]। ন সাংসিদ্ধিকং চৈতন্যং প্রত্যেকাদৃষ্টেঃ॥ পৃথক্কৃত অবস্থায় কোনভূতে চৈতন্য থাকা প্রমাণিত হয়না ; সুতরাং, চৈতন্য ভূতসংঘাতাত্মক দেহের সাংসিদ্ধিক ধর্ম্ম বা গুণ নহে। প্রপঞ্চ মরণাদ্য ভাবশ্চ॥ যতক্ষণ বস্তু থাকে, ততক্ষণ তাহার স্বভাবও বর্ত্তমান থাকে। চৈতন্য দেহের স্বভাব হইলে, মরণাদি অচেতন অবস্থার অভাব হইত এবং মৃত্যুতে দেহ চৈতন্যহীন হইতনা। মদশক্তি বচ্চেৎ প্রত্যেক পরিদৃষ্টে সাংহত্যে তদুদ্ভবঃ॥ চৈতন্য মদশক্তির ন্যায় আবির্ভূত হয়না বা তাদৃশ আগন্তুক গুণ নহে। যে যে আধারে যে যে গুণ সূক্ষ্মরূপে অবস্থিতি করে, তত্তৎ আধারের সংঘাতে সেই সেই গুণের প্রব্যক্তি হয়। গুড়, তণ্ডুল, প্রভৃতি মদ্যবীজে মাদকতা শক্তি থাকা পরীক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু ভূতে চৈতন্য থাকা প্রমাণিত হয় না। কার্য্যগুণমাত্রই কারণ জন্য। ভূতরূপ কারণে চৈতন্যের অসদ্ভাব অবধারিত আছে। সুতরাং, ভূত সংঘাতোৎপন্ন দেহে, ভূতসংঘাতপ্রভাবে, চৈতন্যের আবির্ভাব অবধারণ করা অযৌক্তিক। হরিদ্রাচূর্ণ সংযোগজ লৌহিত্য অভিনব বা আগন্তুক গুণ নহে। হরিদ্রাগত অব্যক্ত লৌহিত্য চূর্ণসংযোগে ব্যক্ত হয় মাত্র। [মধ্যভাগ, সাংখ্যদর্শন দ্রষ্টব্য] অতএব, চৈতন্য শারীরিক গুণ নহে এবং ইহা শরীরে উদ্ভূত হইয়া শরীরসহ বিনষ্ট হয় না। অপিচ, বুদ্ধিবৃত্তিকে জ্ঞান বিবেচনা করা যে ঔপচারিক, তাহাও ইহা হইতে অনায়াসে উপলব্ধ হয়। জড় বুদ্ধিবৃত্তি চৈতন্যমণ্ডিত হইয়া, বস্তু প্রকাশে সমর্থ হয়। অন্যথায় ইহা স্বয়ং কিছুই করিতে পারে না। বুদ্ধিবৃত্তি জ্ঞান বা চৈতন্যযোগে বস্তুপ্রকাশ করে বলিয়া, লোকে আরোপ ক্রমে বুদ্ধিবৃত্তকেই জ্ঞান বলে।

জ্ঞান বা চৈতন্য যে ভৌতিক পদার্থ নহে, উল্লিখিত বিবরণ তাহা পর্য্যাপ্ত রূপে প্রমাণ করে। জ্ঞানের অভৌতিকত্ব প্রথমশিক্ষার্থীগণের মনোগ্রাহ্য করিবার জন্য, বৈশেষিক, ন্যায় ও মীমাংসা দর্শনে জ্ঞান ও সুখ আত্মার গুণস্বরূপ উক্ত হইয়াছে। 'জ্ঞান আত্মার গুণ' এই বাক্য দ্বারা, জ্ঞান যে ভৌতিক বস্তু নহে, তাহা বোধগম্য করা যায়। কিন্তু, ক্রমশঃ, শিক্ষার্থীগণের মনে নিম্নোক্তরূপ ভাবনার সঞ্চার হয়। গুণ দ্রব্যাশ্রিত এবং বাহ্যেন্দ্রিয়গ্রাহ্য দ্রব্যাশ্রয়ে গুণের সত্তা

অনুভব করা যায়। যদিও কণাদ আত্মাকে দ্রব্য ও জ্ঞানের আশ্রয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তথাপি আত্মা ও জ্ঞান, উভয়ই, অবহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য। সুতরাং, যাহাদের আত্মদর্শন না হইয়াছে, তাহাদেব পক্ষে জ্ঞানকে আত্মার গুণস্বরূপ বোধগম্য করা সুকঠিন। কাপিল সাংখ্য ঈদৃশী ভাবনাপন্ন শিক্ষার্থীগণের উপযুক্ত। জ্ঞান আত্মা বা পুরুষের গুণ নহে; পুরুষই চৈতন্য। যে নিত্য চৈতন্য পুর বা শরীরে শয়ন করিয়া আছেন এবং তাহাতেই প্রতীত হন, তিনিই পুরুষপদবাচ্য। ইহাই সাংখ্যসমাচার এবং উক্তরূপ ভাবনাগ্রস্ত শিক্ষার্থীগণ এ সংবাদে নিশ্চিন্ত হন। কিন্তু, সাংখ্যদর্শন অধ্যয়ন করিতে করিতে, অবশেষে তাঁহাদের মনে আর এক চিন্তার আবির্ভাব হয়। বিবর্ত্তবাদ অপেক্ষা বিকারবাদ সহজবোধ্য। সাংখ্যদর্শনে বিকারবাদযোগে প্রকৃতির ক্রমপরিণামভূত কার্য্যাবলী সুন্দররূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে এবং ইহাতে প্রকৃতির অচেতনত্ব ও কার্য্যকারণের অনন্যত্বও স্বীকৃত হইয়াছে। তথাপি, বিকারবাদের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্যই, যেন, এই মহাতেজস্বী দর্শন প্রকৃতিতে চৈতন্যের অধিষ্ঠাতৃত্ব স্বীকার না করিয়া, বহু পুরুষের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করিয়াছে। পরাক্রমশীল সাংখ্য গম্ভীরভাবে ঘোষণা করে, চেতন পুরুষের বিনা অধিষ্ঠানে, অচেতন প্রকৃতির যাবতীয় কার্য্য আপনা হইতেই নিষ্পন্ন হয়। পুরুষ কেবল প্রাকৃতিক ব্যাপারের সাক্ষী বা দ্রষ্টা। সৃষ্টিকর্ত্তা নিত্যেশ্বরের অঙ্গীকৃতি অযৌক্তিক ও অনাবশ্যক। এমতে, সাংখ্য দর্শন স্থল বিশেষে সুবোধ্য এবং স্থলবিশেষে দুর্ব্বোধ্য। চৈতন্যের অধিষ্ঠাতৃত্ব ব্যতিরেকে, অচেতন প্রকৃতির ক্রিয়ানির্ব্বাহ হওয়ার ধারণা করা অত্যন্ত কঠিন। অনুমান প্রত্যক্ষপূর্ব্ব। যে বস্তু প্রত্যক্ষ করা হয় নাই, তৎসম্বন্ধে অনুমান করা যায় না। চৈতন্যের প্রবর্ত্তন ব্যতিরেকে, অচেতন কর্ত্তৃক কোন ক্রিয়ার নিষ্পত্তি হইতে দেখা যায় না। কুঠার আপনা হইতে কাষ্ঠ ছেদন করেনা। যাহারা কুঠার ব্যবহার করিতে জানে বা পারে, তাহাদের কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়াই, কুঠারাস্ত্র কাষ্ঠছেদন কার্য্য সাধন করে। সুতরাং চৈতন্যের বিনা প্রবর্ত্তনে প্রকৃতির ক্রিয়ানির্ব্বাহ হওয়ার তত্ত্ব অনুমান যোগে বুঝিবার উপায় নাই। ধেনু বদ্ধৎসায়—বৎসের জন্য গাভীর দুগ্ধ যেমন স্বয়ং স্রবিত হয়, সেইরূপ কোন যত্নের অপেক্ষা না করিয়া, প্রাকৃতিক ক্ষরণ সকল পুরুষের জন্য স্বতঃ প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে; অচেতনত্বেপি ক্ষীরবচ্চেষ্টিতং প্রধানস্য—দুগ্ধ যেমন দধিরূপে পরিণত হয়, সেইরূপ, পুরুষপ্রযত্ন ব্যতিরেকে, অচেতন প্রকৃতির

মহত্ত্বাদি পরিণাম হইয়া থাকে; ইত্যাদি দৃষ্টান্ত সাংখ্য দর্শনে আছে, সত্য। কিন্তু, ইহা হইতে সাংখ্য মতের প্রতিকূল উপপত্তিও হইতে পারে। এই সকল প্রাকৃতিক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া, বরং, ইহাই অনুমান করা যায় যে, প্রকৃতির স্বরূপের অভিজ্ঞ এমন এক সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ অদ্বিতীয়, অসীম মহাচৈতন্য প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিতেছেন, যাঁহার প্রবর্ত্তনে অচেতন প্রকৃতি তাহার যাবতীয় ক্রিয়ার সমাধান করিতেছে।* অথকিং, বেদান্ত দর্শন শিক্ষার্থীগণকে এইরূপই উপদেশ করে। ব্রহ্ম প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা ও প্রবর্ত্তয়িতা এবং জগৎ-কারণ। ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ, অখণ্ড, একরস্ ও অদ্বয়। ব্রহ্ম নিত্য জ্ঞানানন্দময়। জ্ঞানেই আনন্দ বা সুখ। যেখানে জ্ঞান, সেইখানেই সুখ। সুখকে জ্ঞান হইতে বিশ্লেষিত করা যায় না। চিরবিদ্যমান্ ব্রহ্ম সর্ব্বসময়ে পূর্ণ জ্ঞানানন্দ। ব্রহ্ম নিত্যত্ব, জ্ঞান ও আনন্দের সমবায়; এজন্য তিনি অখণ্ড ও একরস। নিত্যত্ব, জ্ঞান ও আনন্দ ভেদে ব্রহ্মের খণ্ডবিভাগ করা যায় না, কিম্বা তিনি তাদৃশ খণ্ডবিভাজ্য নহেন। এমতে, এই তিন বস্তুকে তিন বিভিন্ন রস স্বরূপ কল্পনা করিয়া, ব্রহ্মের তিন বিভিন্ন খণ্ডকে তাহাদের আনুক্রমিক আধার নির্দ্দেশ করা যায় না। যে একরস নিত্যত্ব, জ্ঞান ও আনন্দের সমাহারভূত, তাহাই অখণ্ড ব্রহ্মের সর্ব্বত্র বিরাজমান্। স্থূলভাবে অখণ্ড একরস ব্রহ্ম সৈন্ধবপিণ্ড সহ উপমিত হন। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম একমাত্র; তাঁহার দ্বিতীয় নাই। অতএব, তিনি অদ্বয়। এইরূপে ক্রমোৎকৃষ্ট পর্য্যালোচনে, জ্ঞান বা চৈতন্য যে পরমাত্মা বা ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বস্তু, তাহা স্থিরীকৃত হইয়াছে। সমষ্টি অজ্ঞানে উপহিত ব্রহ্ম বা মহত্তত্ত্বোপরক্ত চৈতন্যই সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বনিয়ন্তা, অব্যক্ত বা সর্ব্বকার্য্যের বীজ অন্তর্যামী, জগৎ-কারণ, ঈশ্বর প্রভৃতি নামে অভিহিত হন।

অজ্ঞান এমন অসার বস্তু যে, জ্ঞানসংশ্রব ব্যতিরেকে ইহার অনুভব বা বর্ণনা করা যায় না। ফলতঃ, ইহার নাম হইতেই এবিষয় উপলব্ধ হয়। তথাপি, ইহার যে অস্তিত্ব আছে, তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। লোকে বলে, অমুক অজ্ঞান, কিছু জানে না, বুঝে না। জ্ঞান হইলে, লোকে বস্তু জানিতে ও বুঝিতে পারে। সুতরাং

* ন প্রাণি বুদ্ধিভ্যোঽসম্ভবাং ॥ ৮৮ ॥ শাণ্ডিল্য সূত্রম্। ঈশ্বর স্বীকার না করিলে, কোন্ ব্যক্তি দেবর্ষি প্রভৃতির সৃজন করিয়াছেন, ভূতসৃষ্টিই বা কাহার কর্ম্ম, ইত্যাদি বিষয়ের ধারণা করা যায় না। এজন্য, ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার বুদ্ধিমানগণের অনুমোদিত।

জ্ঞানোদয়ে অজ্ঞানের তিরোধান হয় এবং তখন অজ্ঞানের অলীকত্ব ও ভ্রম প্রতীত হয়। ইহা হইতে আরও উপলব্ধি করা যায়, অজ্ঞান জ্ঞানের আবরক স্বরূপ থাকিয়া জীবের বিস্ময় ও বিভ্রমোৎপাদন করে। এমতে, অজ্ঞান কুহকিনী মায়া বা বিস্মৃতিস্বরূপ। যেহেতু, জ্ঞানাবির্ভাবে অজ্ঞানের তিরোভাব হয়, অতএব অজ্ঞান কার্যাতঃ জ্ঞানবিরোধী। অজ্ঞান জ্ঞানের বিপরীত। জ্ঞান চৈতন্য স্বরূপ; পক্ষান্তরে অজ্ঞান অচেতন। অজ্ঞান জ্ঞানের অভাব নহে। কারণ, চৈতন্য, বুদ্ধিবৃত্তি বা আত্মার গুণ, যে অর্থেই জ্ঞান শব্দ ব্যবহৃত হউক, জ্ঞানের কখন নিরন্বয় অভাব হয় না। সুতরাং, অজ্ঞান শূন্যবৎ অভাব বা অবস্তু নহে। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম 'একোস্মি বহুঃস্যাম্'—এক আছি বহু হইব সংকল্প করিলে, তৎসংকল্প সিদ্ধির জন্য, অজ্ঞানের আবির্ভাব হয়। অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ। ততো বৈ সদজায়ত। তদাত্মানং স্বয়মকুরুত। তস্মাত্তৎ সুকৃত মুচ্যত ইতি॥ তৈত্তিরীয়োপনিষদ্, ২য় বল্লী, ৭ অনুবাক। সেই পরব্রহ্ম অগ্রে 'অসৎ' বা অব্যাকৃত নামরূপ ছিলেন। তাহার পর 'সৎ' অর্থাৎ ব্যাকৃত নামরূপ হইলেন। তিনি স্বয়ং আত্মস্বরূপকে সৃজন করিলেন। এজন্য তাঁহাকে সুকৃত বলা যায়। তদৈক্ষত বহুঃস্যাং প্রজায়েয়েতি। সোঽকাময়ত বহুঃস্যাং প্রজায়েয়েতি। ঐ, ৬ষ্ঠ অনুবাক। পরব্রহ্ম আপনার ইচ্ছাবশতঃ বহুরূপ হইয়াছেন। অজ্ঞান ব্রহ্মোপরি বিশ্বরূপ বিস্তার করিয়া ব্রহ্মের বহুত্ব প্রদর্শন করিতেছে। অজ্ঞানাচ্ছন্নদৃষ্টি জীব নানা পরিবর্ত্তনশীল ও বহুভেদপূর্ণ অসার জগৎকেই দেখিতে পায়। কিন্তু, তদন্তরালে যে এক পরম ব্রহ্ম স্থিরভাবে ও সত্যরূপে অবস্থিতি করিতেছেন, তাহা সে দেখিতে পায় না। অজ্ঞানপ্রসূত নশ্বর বিশ্ব অজ্ঞানাপেক্ষাও অসার এবং অজ্ঞানের জন্যই জীবের রজ্জুতে সর্পভ্রম হওয়ার ন্যায়, ব্রহ্মে জগৎ ভ্রম হইতেছে। অজ্ঞানবিজৃম্ভিত বিশ্বের যাবতীয় বস্তুই সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মক। সুতরাং, অজ্ঞানও যে উক্ত ত্রিগুণাত্মক, তাহা ইহা হইতে নিঃসংশয়ে অনুমান করা যায়। সত্ত্বরজস্তমোগুণান্বিত অজ্ঞানের জগদ্বিসর্পণ রূপ কুহক প্রদর্শনে, ব্রহ্মের বহু হইবার সংকল্প সাধিত হইতেছে।

অজামেকাং লোহিত শুক্লকৃষ্ণাং
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ।
অজোহ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে
জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ॥ ৫।
শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্, ৪র্থ অধ্যায়।

রজসত্ত্বতমোগুণা জন্মরহিতা যে অদ্বিতীয়া প্রকৃতি উক্ত ত্রিগুণাত্মক বিবিধ কার্য্যজাতের সৃষ্টি করেন, বদ্ধপুরুষাখ্য এক অজ তাঁহার সুখদুঃখাদি ধর্ম্মকে আপন ধর্ম্ম বিবেচনা করিয়া, তাঁহার সেবা করে ; পরন্তু, মুক্ত পুরুষাখ্য অপর অজ তাঁহাকে ভোগ করিয়া এবং তাঁহার নিজ স্বরূপ উত্তমরূপে বিদিত হইয়া, তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন। ভৃত্যকার্য্যের দোষ গুণ যেমন প্রভুতে উপচারিত হয়, ঈশ্বরসংকল্পসাধক অজ্ঞানের কার্য্যের দোষগুণ, সেইরূপ, ঈশ্বরে আরোপিত হয়। পরস্পর সন্নিহিত বস্তুদ্বয়ের একটী নৈজগুণ অপরটীতে আরোপিত করিলে, প্রথম দ্বিতীয়ের উপাধি কথিত এবং দ্বিতীয় প্রথমে উপহিত হয়। জবাপুষ্প স্ফটিকের নিকট থাকিয়া, আপন লৌহিত্য স্ফটিকে আরোপিত করে। এজন্য লোকে জবাপুষ্পকে স্ফটিকের উপাধিস্বরূপ নির্দ্দেশ করে এবং স্ফটিক জবাপুষ্পে উপহিত হয়। অজ্ঞাননিহিত সত্ত্বরজস্তমোগুণত্রয়ের সাম্যভাবে সৃষ্টিকার্য্য হইতে পারে না। যতকাল সৃষ্টিকার্য্যে অজ্ঞানের ব্যষ্টি না হয়, ততকাল অজ্ঞান সমষ্টি অজ্ঞান স্বরূপ বিভাবিত এবং প্রধান বা মূল প্রকৃতি নামে অভিহিত হয়। সমষ্টি অজ্ঞান বা মূল প্রকৃতিই ঈশ্বরের উপাধি। কারণ, সৃষ্টিপ্রথমে সমষ্টি অজ্ঞানের গুণত্রয়ের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সত্ত্বগুণ ঈশ্বরে আরোপিত হয় এবং এমতে ঈশ্বর সমষ্টি অজ্ঞান বা মূলপ্রকৃতিতে উপহিত হন। সমষ্টি অজ্ঞানের গর্ভে সমস্ত জ্ঞানই আছে এবং তদুপহিত চৈতন্য তাহাকে জানিতেছেন। অতএব, তিনি সর্ব্বজ্ঞ। পরন্তু, সমষ্টি ও ব্যষ্টি উপাধি ভেদে, উপহিত চৈতন্য যথাক্রমে উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট পরিগণিত হন। ঈশ্বরের উপাধি সমষ্টি অজ্ঞান যাবতীয় জন্য বস্তুর কারণ। এজন্য ইহা ঈশ্বরের কারণ শরীর। ইহাতে আনন্দের প্রাচুর্য্য আছে এবং ইহা কোষের ন্যায় আচ্ছাদক। এজন্য ইহা আনন্দময় কোষ নামে অভিহিত হয়।

ঈশ্বরগত মহত্তত্ত্ব নামক অবিভক্ত অজ্ঞানের রজঃ ও তমঃ অংশ প্রবৃদ্ধ হইয়া, তাহাই দেহ, ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ, প্রভৃতি জীবগত ব্যষ্টি অজ্ঞান রূপে বহু হইয়াছে। ব্যষ্টি অজ্ঞানই নিকৃষ্টের অর্থাৎ অসর্ব্বজ্ঞ ও অল্পশক্তিমান্ জীবের উপাধি। ইহাতে যে জীবচৈতন্য প্রতিবিম্বিত হইতেছে, তাহা অল্পজ্ঞ। অল্পজ্ঞতাহেতু, ইহাকে অনাশ্বরত্বাদি গুণবিশিষ্ট প্রাজ্ঞ (প্রায়েণ অজ্ঞ, যে প্রায় কিছুই জানেনা) বলা যায়। অহঙ্কারাদি রজস্তমোমিশ্রিত হওয়ায়, তাহাদের প্রকাশশক্তি অল্প এবং তদুপহিত চৈতন্য বা জীব অল্পজ্ঞ। এই ব্যষ্টি অজ্ঞানরূপ উপাধি জীবের কারণ শরীর। কেননা, ইহাই জীবের অহঙ্কারাদির আদি কারণ। ইহা

কোষের ন্যায় আচ্ছাদক এবং ইহাতে আনন্দপ্রাচুর্য্য আছে। অতএব, ইহা আনন্দময় কোষ।

তমোগুণবহুল ও বিক্ষেপশক্তিযুক্ত অজ্ঞানে উপহিত চৈতন্য হইতে আকাশাদি ক্রমে পঞ্চ সূক্ষ্মভূত বা তন্মাত্র এবং পঞ্চ তন্মাত্র হইতে জীবের সূক্ষ্ম শরীর ও স্থূলভূত পঞ্চক উৎপন্ন হইয়াছে। সূক্ষ্ম বা লিঙ্গশরীর বুদ্ধি, মন, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় ও শরীরস্থ পঞ্চবায়ুর সংযোগে গঠিত। বুদ্ধি ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সমষ্টি বিজ্ঞানময় কোষ, মন ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সমষ্টি মনোময় কোষ এবং পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চবায়ুর সমষ্টি প্রাণময় কোষ নামে অভিহিত হয়। অতএব জীবের সূক্ষ্মশরীর এই ত্রিকোষবিশিষ্ট। এক ও বহুবুদ্ধির বিষয়ীভূততায়, সূক্ষ্মশরীর যথা-ক্রমে সমষ্টি ও ব্যষ্টি স্বরূপ পরিগণিত হয়। স্থাবরজঙ্গম যাবতীয় প্রাণীর সূক্ষ্ম-শরীর সূত্রাত্মা বা হিরণ্যগর্ভের বুদ্ধির বিষয়। এমতে ইহা সমষ্টি। প্রত্যেক জীবের সূক্ষ্মশরীর তাহার নিজ বুদ্ধির বিষয়। এমতে, ইহা ব্যষ্টি বা বিভিন্ন জীবের বোধ্য। সমষ্টিসূক্ষ্মশরীরোপহিত চৈতন্য সূত্রের ন্যায় প্রত্যেকে অনুস্যূত বলিয়া সূত্রাত্মা এবং জ্ঞান-ইচ্ছা-ক্রিয়া-শক্তিসমন্বিত বলিয়া হিরণ্যগর্ভ ও প্রাণ নামে অভিহিত হন। ব্যষ্টি সূক্ষ্মশরীরে উপহিত চৈতন্যের নাম তৈজস। কারণ কেবল তেজোময় অন্তঃকরণই তাঁহার উপাধি।

স্থূলভূত পঞ্চক হইতে, ক্রমোপরি বর্ত্তমান পৃথিবীলোক, অন্তরীক্ষলোক স্বর্গলোক, মহঃলোক, জনলোক, তপলোক ও সত্যলোক এবং ক্রমনিম্ন বর্ত্তমান অতল, বিতল, ভূতল, রসাতল, তলাতল, মহাতল ও পাতাল উৎপন্ন হইয়াছে। এই চতুর্দ্দশ ভুবনসমন্বিত বিশ্বই ব্রহ্মাণ্ড। আবার জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জগণের স্থূলশরীর এবং তাহাদের ভোগোপযোগী অন্নপানাদি বস্তুসম্ভারও স্থূলীকৃত পঞ্চমহাভূতজাত। অভেদ ও ভেদবুদ্ধির বিষয় ক্রমে, স্থূলশরীরও সমষ্টি ও ব্যষ্টি স্বরূপ পরিকল্পিত হয়। সমষ্টি স্থূলশরীরে উপহিত চৈতন্য সর্ব্বদেহাভিমানী এবং বিবিধ প্রকারে বিরাজমান্ বলিয়া ইনি বৈশ্বানর ও বিরাট নামে অভিহিত হন। বিরাটাভিমানী চিদাত্মার উপাধীভূত সমষ্টি স্থূলশরীর অন্নবিকার এবং স্থূল বা বিস্পষ্ট ভোগের আয়তন। এজন্য, ইহা অন্নময়কোষ ও জাগ্রৎ নামে অভিহিত হয়। ব্যষ্টি বা পৃথক্ পৃথক্ স্থূল শরীরে উপহিত চৈতন্য স্থূল শরীরে প্রবিষ্ট থাকিয়াও সূক্ষ্ম শরীরের অভিমান ত্যাগ করেন না। এজন্য, ইনি বিশ্বনামে অভিহিত হন। ব্যষ্টি স্থূলশরীরও অন্নময় কোষ ও জাগ্রৎ পদবাচ্য।

এইরূপে পরম ব্রহ্ম এক মহাপ্রপঞ্চের ব্যষ্টীভূত স্থূলসূক্ষ্মকারণ শরীরপ্রপঞ্চে উপহিত হইয়া, বৈশ্বানর, বিশ্ব, হিরণ্যগর্ভ, তৈজস, ঈশ্বর ও প্রাজ্ঞনামে অভিহিত এবং বিভিন্ন চৈতন্য স্বরূপ পরিগণিত হন। বস্তুতঃ, এ সমস্তই এক অভিন্ন চৈতন্য। অখণ্ড একরস ব্রহ্মের কোন পরিবর্ত্তন বা ভেদ ভাব নাই। তিনি চিরসত্য এবং কখন স্বরূপচ্যুত হন না। মিথ্যা অজ্ঞানেরই সর্ব্বসময়ে রূপবৈলক্ষণ্য ও বিভেদ সংঘটিত হয় এবং অজ্ঞান তাহার নিজ পরিবর্ত্তন ও ভেদভাব তাঁহাতে আরোপ করে। ব্রহ্মকে নিমিত্ত করিয়া, তৎসান্নিধ্যে, অজ্ঞান এইরূপে অলীক জগতের রচনা করিয়াছে। সুতরাং, ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত কারণ। আবার, পরমাত্মার সন্নিধান বশতঃই, তদীয় মায়া শরীরের বিকৃতি ও তাহাতে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। এমতে, গৌণভাবে, ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণও গণ্য হইতে পারেন। অতএব ব্রহ্ম বিশ্বের নিমিত্ত ও চরম কারণ।

যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ
যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি।
যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি
তথাঽক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্ ॥ ৭ ॥

মুণ্ডকোপনিষৎ, ১ম মুঃ, ১ম খণ্ড।

যেমন উর্ণনাভি জাল সৃষ্টি করে ও সংগৃহিত করে, যেমন পৃথিবীতে শস্যাদি সমুৎপন্ন হয়, যেমন প্রত্যেক পুরুষের শরীর হইতে কেশলোম সঞ্জাত হয়, সেই রূপ অক্ষর হইতে এই বিশ্ব সমুদ্ভূত হইয়াছে। যেখানে কারণ স্বরূপচ্যুত না হইয়া, কার্য্যোৎপন্ন করে, সেখানে তৎকার্য্য বা জন্য বস্তু বিবর্ত্ত এবং তাদৃশ কারণ বিবর্ত্তাধিষ্ঠাননামে অভিহিত হয়। রজ্জুতে সর্পভ্রম স্থলে, রজ্জু স্বরূপে অবস্থিতি করিতে থাকিলেও তাহাকে সর্প বলিয়া মনে হয়। চিদাত্মারূপ অধিষ্ঠানে জগৎ বিবর্ত্তিত হইতেছে; জন্মিতেছেনা। ব্রহ্ম প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া আছেন বলিয়াই, জগতের অস্তিত্ব উপলব্ধ হইতেছে। বিবর্ত্তবাদ বোধগম্য করা কষ্টসাধ্য। এজন্য, সাংখ্য তাহা ও সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রত্যাখ্যান করতঃ, প্রকৃতিকে জগতের আদি কারণ ধরিয়া, বিকারবাদ যোগে সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। জ্ঞান ও অজ্ঞানের সম্বন্ধ এবং অজ্ঞানের পরিহার প্রণালী অপেক্ষাকৃত সহজে বুদ্ধ্যারূঢ় করিতে হইলে, কোন কোন স্থলে সাংখ্য দর্শনের সাহায্য গ্রহণ করা আবশ্যক। বৈদান্তিক

অদ্বৈতবাদের যে যে অংশ নীরস ও কঠিন, সাংখ্যীয় প্রলেপযোগে তত্তৎ সরস ও প্রাঞ্জল হইতে পারে। বেদান্তসাংখ্যমিশ্রণে এক নূতন বিশিষ্টাদ্বৈতবাদরূপ পরিবীক্ষণের সৃজন করিয়া, তদ্‌যোগে জ্ঞানমার্গে বিচরণ করাই স্বল্পদৃষ্টি মানবের পক্ষে সুবিধাজনক। কারণ স্বরূপচ্যুত হইয়া যে কার্য্য জন্মায়, তাহা বিকার্য্য ও পরিণাম এবং তাদৃশ কারণের নাম বিকারী, পরিণামী বা উপাদান। বিকার্য্য দধি বিকারী দুগ্ধের পরিণাম। অজ্ঞান বা প্রকৃতিই ঈশ্বরের মায়াশরীর এবং তাহাই বিকারী বা পরিণামী ও উপাদান। অজ্ঞান বা প্রকৃতিরই বুদ্ধ্যাদি রূপে ক্রমপরিণাম হইয়াছে। সান্নিধ্যহেতু, চিদাত্মা কেবল জগতের নিমিত্ত কারণ। প্রকৃতিই জগতের উপাদান কারণ।* সাংখ্যীয় পুরুষকে বৈদান্তিক জীবাত্মা পরিগণণা করিয়া, অতঃপর, বেদান্তসাংখ্যমিশ্রণের ভাবস্রোত একই খাতে প্রবাহিত করা যায়। জীব ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইলেও, সে অজ্ঞানের আবরণ-শক্তিমূলে স্বকীয় ব্রহ্মভাব ও নির্দুঃখতা বোধগম্য করিতে পারে না এবং অজ্ঞানের বিক্ষেপশক্তিবশে স্বাবৃত আত্মাতে ভ্রমময় জগতের কল্পনা করিয়া আপনাকে সুখদুঃখাদির ভোক্তা ও জন্মমরণবান্ প্রাণীস্বরূপ বিবেচনা করে। নির্ব্বিকার কেবল পুরুষ অবিবেকপ্রভাবে আপনাকে প্রকৃতিবদ্ধ সংসারী জীব গণনা করিয়া আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক দুঃখ ভোগ করেন। পুরুষ ত্রিগুণাতীত। সুতরাং, তিনি অপরিণামী ও কেবল বা কৈবল্যযুক্ত। দুঃখত্রয়ের অত্যন্ত অভাব কৈবল্য। দুঃখ গুণ। যিনি গুণাতীত, তাঁহার আবার দুঃখ কি ? তিনি ত কেবল। প্রকৃতিপুরুষের অভেদজ্ঞানই অবিবেক এবং ইহাই দুঃখহেতু। চৈতন্যপুরুষ অচেতন প্রকৃতি ও তাহার কার্য্যাদিকে আপনি ও আপনার কার্য্যাদি বিবেচনা করিয়া সাংসারিক দুঃখ ভোগ করেন। পুরুষের সংসারিত্ব অবিবেক-মূলক। অজ্ঞাননাশে, জীব ব্রহ্মাণ্ডের অলীকত্ব ও সত্য ব্রহ্মসহ নিজৈক্য অনুভব করিতে পারেন। তরতি শোকমাত্মবিৎ—আত্মজ্ঞ ব্যক্তিই অজ্ঞানকল্পিত শোক বা দুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হন। ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি—ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি ব্রহ্মস্বরূপই হন। অবিবেকাপগমে, পুরুষের সংসারিত্ব অপগত হয় এবং তিনি প্রকৃতিবিমুক্ত হইয়া, যে কেবল সেই কেবল হন।

---

* মিথোঽপেক্ষণাদুভয়ম্॥ ৩৯॥ শাণ্ডিল্যসূত্রম্। পরস্পরাপেক্ষিত্ব নিবন্ধন, ব্রহ্ম ও প্রকৃতি উভয়ই জগতের কারণ।

জ্ঞেয় বিষয়ের গুরুত্বানুপাতিক। পূর্ণ চৈতন্য, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশাস্ত্রযোনি ব্রহ্মবিজ্ঞাননে সর্ব্ববিষয়ক অজ্ঞানের ব্যাপাদন অপেক্ষা গুরুতর বা তত্তুল্য বিষয় আর কিছুই নাই। এই অতুলনীয় ও অপরিমেয় গুরুত্ববিশিষ্ট বিষয়ের শ্রবণমননে যে প্রযত্ন গ্রহণ করিতে হয়, তাহার পরিমাণাবধারণ করা যায় না। পরন্তু, জ্ঞানযোগসাধনে শ্রবণমনন প্রথমাবস্থার কার্য্যমাত্র। ব্রহ্মবস্তুর স্বরূপ নির্দ্ধারণে, অতঃপর, মননকে নিদিধ্যাসনে ও নিদিধ্যাসনকে সমাধিতে পর্য্যবসিত করিতে হয়। জন্মজন্মান্তর-ক্রমে, কত জন্মের সাধনে যে মানব অজ্ঞানমুক্ত হইয়া, ব্রহ্মে মিলিত হইতে পারেন, তাহা নির্ণয় করা অসাধ্য। তবে, প্রতি জন্মের সাধনা যে মানবকে চরম লক্ষ্যপানে অগ্রসর হইতে সাহায্য করে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বালোচিত দার্শনিক বিবরণ নিবিষ্টান্তঃকরণে শ্রবণ করিলে ব্রহ্মাভিমুখ এবং পরে প্রশান্তচিত্তে তৎ সম্বন্ধে আলোচনা করিলে, জ্ঞানপথে অগ্রসর হওয়া যায়। তত্ত্বমসি। তৎ=সমষ্টি অজ্ঞান বা মায়োপহিত চৈতন্য বা ঈশ্বর। ত্বম্=ব্যষ্টি অজ্ঞান বা অবিদ্যোপহিত চৈতন্য বা জীব। উপাধি ও উপহিত ভাব বর্জ্জন করিলে, চৈতন্য মাত্রই অবশিষ্ট থাকেন। পরব্রহ্ম নিত্য জ্ঞানানন্দ স্বরূপ। জীবাত্মাও তদ্রূপ। অতএব জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে অভিন্ন। ইত্থং বাক্যেস্তদর্থানুসন্ধানং শ্রবণং ভবেৎ। যুক্ত্যা সম্ভাবি তত্ত্বানুসন্ধানং মননন্তু তৎ॥ ৪৮। পঞ্চদশী, প্রথম পরিচ্ছেদ। এই প্রকার বেদান্তবিচার দ্বারা মহাবাক্যের * অর্থ অনুসন্ধান করাকে পরব্রহ্মবিষয়ক শ্রবণ বলা যায়। বেদান্তবিচারে, সম্ভাবিত পরব্রহ্মের নিত্য জ্ঞানানন্দ স্বরূপ নিশ্চিত হইলে, যুক্তি দ্বারা সর্ব্বদা তাঁহার তত্ত্বানুসন্ধান করাকে পরব্রহ্মবিষয়ক মনন বলা যায়।

ঋচো অক্ষরে পরমেব্যোমন্যস্মিন্ দেবা অধিবিশ্বে নিষেদুঃ।
যস্তন্নবেদ কিমৃচা করিষ্যতি য ইত্তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে॥

ঋগ্বেদ, মঃ ১। সূঃ ১৬৪, মঃ ৩৯।

ঋচো অক্ষরে, অর্থাৎ, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের শিক্ষাসময়ে এই মন্ত্রের অর্থ লিখিত হইয়াছে। যিনি সকল দিব্য গুণ, কর্ম্ম, স্বভাব ও বিদ্যাযুক্ত, যাঁহাতে পৃথিবী, সূর্য্য প্রভৃতি লোক সংস্থিত আছে, যিনি আকাশের ন্যায় ব্যাপক এবং দেবগণেরও দেবতা,

* চারি বেদোক্ত চারি প্রধান মহাবাক্য :—(১) প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম, ঋগ্বেদীয় ঐতরেয়োপনিষৎ। (২) অহং ব্রহ্মাস্মি, যজুর্ব্বেদীয় বৃহদারণ্যকোপনিষৎ। (৩) তত্ত্বমসি, সামবেদীয় ছান্দোগ্যোপনিষৎ। (৪) অয়মাত্মা ব্রহ্ম, অথর্ব্ববেদীয় মাণ্ডুক্যোপনিষৎ।

যে মনুষ্য সেই পরমেশ্বরকে জানেনা ও তাঁহার ধ্যান করে না, সে মন্দমতি নাস্তিক সর্ব্বদা দুঃখসাগরে নিমগ্ন হয়। অতএব, সতত তাঁহাকে জানিলে ও তাঁহার ধ্যান করিলে, মানব সুখ ও শান্তি আস্বাদন করিতে পারে।

ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব যদি বা দধে যদি বা ন।
যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ৎসো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ॥
তম আসীত্তমসা গূঢ়মগ্রে প্রকেতং সলিলং সর্ব্বমা ইদম্।
তুচ্ছেনাভ্বপিহিতং যদাসীত্তপসস্তন্মহিনা জায়তৈকম্॥

ঋগ্বেদ, মঃ ১০। সূঃ ১২৯, মং ৭।৩॥

[অঙ্গ=মনুষ্য]। হে মনুষ্য! যাঁহা হইতে বিবিধ সৃষ্টি প্রকাশিত হইয়াছে, যিনি ধারণ এবং প্রলয় করেন, যিনি এই জগতের স্বামী, ব্যাপকত্ব হেতু, যাঁহা হইতে এবং যাঁহাতে নিখিল ব্রহ্মাণ্ড উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয় প্রাপ্ত হয়, তিনিই পরমাত্মা এবং তাঁহাকে তুমি জান। তুমি অপরকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিও না। সৃষ্টিপূর্ব্বে, সমস্ত জগৎ অন্ধকারসমাচ্ছন্ন নৈশ গগনের ন্যায় তুচ্ছ ও অজ্ঞেয় ছিল। পরমেশ্বরই, অতঃপর, স্বীয় সামর্থ্য দ্বারা ইহাকে কারণরূপ হইতে কার্য্যরূপ করিয়াছেন।

পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভাব্যম্।
উতামৃতত্ব স্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি॥ ২। যজুঃ, অঃ ৩১।

হে মানবগণ! যিনি সর্ব্ব বিষয়ে পূর্ণ, নাশরহিত কারণ এবং পৃথিব্যাদি জড় ও জীব হইতে উৎকৃষ্ট, সেই পরম পুরুষই ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান্ জগৎ সকলের বিরচন করিয়াছেন।

যতো বা ইমানিভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি।
যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্মেতি॥

তৈত্তিরীয়োপনিষদ্, ৩ বল্লী, ১ অনুবাক।

যাঁহা হইতে এই সর্ব্ব জীব জন্ম প্রাপ্ত হইয়াছে, জন্ম প্রাপ্ত হইয়া যাঁহা দ্বারা ইহারা জীবিত রহিয়াছে, এবং লয় কালে যাঁহাতে গিয়া এ সমস্ত বিলীন হইবে, তাঁহাকে জানিতে চেষ্টা কর—তিনিই ব্রহ্ম।

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্ত নিধনান্যেব তত্র কা পরিবেদনা॥২৮।

গীতা, ২য় অধ্যায়।

হে ভারত! ভূত সকল আদৌ অব্যক্ত ছিল, মধ্যে তাহারা ব্যক্ত হইয়াছে, বিনাশে আবার তাহারা অব্যক্ত ভাবই প্রাপ্ত হইবে। তবে তজ্জন্য শোকের কারণ কি?

আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন–
মাশ্চর্য্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥ ২৯। ঐ।

এই আত্মাকে কেহ কেহ আশ্চর্য্যবৎ দর্শন করেন, কেহ বা আশ্চর্য্যবৎ বর্ণন করেন এবং কেহ কেহ ইহাকে আশ্চর্য্যবৎ শ্রবণ করেন। কিন্তু ইহাদের কেহই, তত্ত্বতঃ, আত্মাকে জ্ঞাত হইতে পারেন না। ফলতঃ, জীবগত অবিদ্যার সম্পূর্ণ বিনাশ না হইলে, আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায় না।

বিদ্যাং চা ঽবিদ্যাং চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুংতীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে ॥ ১৪
যজুঃ, অঃ ৪০। ঈশোপনিষৎ, ১৪।

যিনি বিদ্যা ও অবিদ্যাকে স্বরূপতঃ বিদিত হইতে পারেন, তিনি জ্ঞান সাহায্যে অবিদ্যাজনিত মৃত্যু উত্তীর্ণ হইয়া অমরত্ব লাভ করেন।

জীবগত ব্যষ্টি অজ্ঞান বহুরূপে জীবের ক্লেশের কারণ স্বরূপ হইয়াছে। অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ ক্লেশাঃ ॥ অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ, এই পাঁচটী সংসারে ক্লেশের কারণ স্বরূপ বলিয়া, ইহারা ক্লেশ সংজ্ঞায় সন্নিবিষ্ট। অনিত্যাশুচিদুঃখানাত্মসু নিত্যশুচিসুখাত্মখ্যাতিরবিদ্যা ॥ অনিত্যবস্তুকে নিত্য, অশুচি পদার্থকে শুচি, দুঃখকে সুখ এবং অনাত্মাকে আত্মা বোধ করাই অবিদ্যা। দৃক্‌দর্শনশক্ত্যোরেকাত্মতাভিমানোঽস্মিতা ॥ দৃক্‌শক্তি = চিতিশক্তি বা পুরুষ। দর্শনশক্তি = বুদ্ধিতত্ত্ব। এতদুভয়ের অভেদাধ্যাস নিবন্ধন, অহং বা আমি ইত্যাকার অভিমান অস্মিতা (Egoism)। সুখানুশয়ী রাগঃ ॥ সুখাভিজ্ঞ পুরুষ অনুভূতপূর্ব্ব সুখ স্মরণ করিয়া, পুনরায় সুখপ্রদ বিষয়ে তৃষ্ণাযুক্ত হয়। ঈদৃশ তৃষ্ণা বা আসক্তি রাগ পদবাচ্য। দুঃখানুশয়ী দ্বেষঃ ॥ দুঃখাভিজ্ঞ পুরুষ পূর্ব্বানুভূত দুঃখ স্মরণ করিয়া, দুঃখপ্রদ বিষয়ের বর্জ্জনাভিলাষী হয়। ঈদৃশ অভিলাষ দ্বেষ নামক চতুর্থ ক্লেশ। স্বরসবাহী বিদুষোপি তথারূঢ়োঽভিনিবেশঃ ॥ দৃষ্ট কারণ ব্যতিরেকেও, কেবল পূর্ব্বজন্মানুভূত

মরণদুঃখের সূক্ষ্ম সংস্কার বশতঃ, জীবের অন্তরে মরণভয় বিশেষ ভাবে রূঢ় রহিয়াছে। এজন্য, জীব প্রতি মুহূর্ত্তেই, 'আমি যেন না মরি,' 'আমার যেন শরীরবিয়োগ না হয়,' এইরূপ প্রার্থনা করে। এই সভয় প্রার্থনা বা বাঁচিবার আকাঙ্ক্ষা অভিনিবেশ নামক পঞ্চম ক্লেশ (Tenacity for mundane existence)। [মধ্যভাগ, পাতঞ্জল দর্শন দ্রষ্টব্য]।

মানব আপনাকে চেতন পদার্থ বলিয়া জানে এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীবস্বরূপ অভিহিত করে। তথাপি, অবিদ্যাপ্রভাবে, মনুষ্য, সাধারণতঃ, অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ ও বিজ্ঞানময় কোষ বা তাহাদের সমষ্টিকেই আত্মা বলিয়া বিভাবনা করে। প্রধানতঃ, স্থূল শরীরকেই লোকে আত্মা বলিয়া অবধারিত করে। কেহ কেহ, যেন অতর্কিত ভাবে, হয় প্রাণ নচেৎ মনকে আত্মা বলে। বিদ্যাভিমানী ব্যক্তিগণ, গর্ব্বভরে, বুদ্ধিবৃত্তিকেই আত্মা বলিয়া ঘোষণা করেন। ফলতঃ, অযাথার্থ্যে, স্থূল শরীরকে আত্মা বলা বা সূক্ষ্মশরীরের যে কোন অংশকে আত্মা বলা সমান উক্তি। উভয় বাক্যই অযথার্থ। স্থূল শরীরকে আত্মা না বলিয়া সূক্ষ্ম শরীর বা তাহার অংশ বিশেষকে আত্মা বলিলে আত্মার স্বরূপবিষয়ক ভ্রান্তির সংশোধন হয় না। মানবাজ্ঞতার কুফল প্রদর্শন জন্য, স্থূলশরীরগত দেহাত্মবোধের আলোচনা করাই সুবিধাজনক। দেহাত্মবোধই যাবতীয় অনর্থের মূল। আত্মা, বস্তুতঃ, নিত্য। স্থূল শরীর যে অনিত্য, তাহা মানব প্রতিদিনই প্রত্যক্ষ করিতেছে। স্থূল শরীরকে আত্মা বিবেচনা করা মনুষ্যের দারুণ ভ্রান্তি। বাহ্য দেহ অন্নবিকার। বিকৃত অন্ন পূতিগন্ধময়, বীভৎসদৃশ্য ও ন্যক্কারজনক। দেহের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, তাহাও তদ্রূপ প্রতিপন্ন হয়। চর্ম্ম, মাংস, রক্ত, হাড়, নাড়ি, ভুঁড়ির সমষ্টীভূত শরীর মল, মূত্র, পুরীষ প্রভৃতি ঘৃণিত দ্রব্যের আশ্রয়। দেহাত্মবোধনিবন্ধন, ঈদৃশ অপবিত্র বস্তুকে মানব পরম পবিত্রবৎ নয়নগোচর করে। দেহ দুঃখময়। ইহা জরা, ব্যাধি প্রভৃতি কর্ত্তৃক উপদ্রুত ও পীড়িত হয়। তথাপি, দেহকেই লোকে সুখনিলয় গণনা করে। আড়ম্বরসহকারে অশন, বসন, ভূষণাদি যোগে নিজ শরীর ও স্ত্রীপুত্রাদির শরীরের সমার্চ্চন করিবার জন্য, মানব ধন ও প্রতিপত্ত্যাদি ধনসাধক বস্তু নিচয়ের অন্বেষণে ব্যগ্র হয় এবং কাপট্য, শঠতা, তোষামোদ ও নিষ্ঠুরতা মূলে তৎসকলের অর্জ্জন করে। শরীরপূজায় যে যত সফলকাম হয়, সে তত অধিক গর্ব্বানুভব ও আপনাকে বুদ্ধিমান্ বিবেচনা করে।

বিদ্যাভিমানী বুদ্ধিবৃত্তিকে আত্মা বিঘোষিত করিয়াও, স্থূল শরীরের অভিমান ত্যাগ করিতে পারেন না। তিনিও শরীরকে আত্মা হইতে অভিন্ন বোধ করিয়া তাহার আরাধনায় রত থাকেন। অধিকন্তু, তিনি আপনাকে বিদ্বান্ গণ্য করেন বলিয়া, তাঁহার দাম্ভিকতার পরিমাণ আরও অতিরিক্ত। অবিদ্যাগ্রস্ত মানব সুখদুঃখের স্বরূপ বুঝিতে পারে না। তথাপি, নিজ ভ্রান্ত বুদ্ধিতে যাহা দেহের পক্ষে সুখপ্রদ বা দুঃখপ্রদ বিবেচিত হয়, তাহার প্রাপ্তি বা বর্জ্জন কল্পে, মনুষ্য প্রভূত আয়াস স্বীকার করে। দেহাত্মবুদ্ধিপ্রযুক্ত, লোকে মরণভয়ে সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকে। মৃত্যুতে দেহরূপ আত্মার বিনাশ হইবে ভাবিয়া, লোকে ত্রাসিত হয়। এমন কি, অর্জ্জুন যখন কুরুক্ষেত্র সমরাঙ্গনে বিষাদগ্রস্ত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার অন্তরেও এই বিভ্রম প্রকারান্তরে উদিত হইয়াছিল এবং ভগবান্ বহু উপদেশ দিয়া, তাঁহার ভ্রমাপনোদন করিয়াছিলেন। অর্জ্জুন যে স্বয়ং মরণ ভয়ে ভীত হইয়াছিলেন, তাহা নহে। তিনি গুরু, আত্মীয় ও সম্পর্কীয় জনগণের দেহনাশ করিয়া, তাঁহাদিগকে বিনাশ করিবেন, এইরূপ বিবেচনা করিয়াছিলেন। অর্জ্জুন বলিলেন—

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন।
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন॥ ৪

গুরূন হত্বা হি মহানুভাবান্
শ্রেয়োভোক্তুং ভৈক্ষমপীহলোকে।
হত্বার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব
ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধির প্রদিগ্ধান্॥ ৫

ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নোগরীয়ো
যদ্বাজয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ।
যানেব হত্বা ন জিজীবিষাম
স্তেঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ॥ ৬

গীতা, ২য় অধ্যায়।

হে অরাতিনিসূদন মধুসূদন! পূজনীয় ভীষ্ম ও দ্রোণকে আমি যুদ্ধস্থলে কিরূপে অস্ত্রাঘাত করিব? গুরু ও মহানুভবগণকে বধ করিয়া রাজ্য লাভ করা অপেক্ষা ইহলোকে ভিক্ষা দ্বারা দিনপাত করা শ্রেয়ঃ। গুরু হত্যা করিলে, কামনারূপ ভোগ্য বিষয়ে তাঁহাদের শোণিতাক্ত অর্থই ভোগ করিতে হইবে।

এই যুদ্ধে জয়পরাজয়ের মধ্যে কোন্‌টী যে মঙ্গলকর, তাহা বুঝা কঠিন। যাহাদিগকে হত্যা করিয়া আমরা জীবিত থাকিতে পারি না, সেই ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণই আমাদের সম্মুখে অবস্থান করিতেছে। ভগবান্ উপদেশ করিলেন :—

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূ ন গতাসূংশ্চ নানু শোচন্তি পণ্ডিতাঃ॥ ১১
নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥ ১৬
অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
বিনাশ মব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি॥ ১৭
অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত॥ ১৮
য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥ ১৯
নজায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ
নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজোনিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥ ২০ *
বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্।
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্॥ ২১
বাসাংসিজীর্ণানি যথা বিহায়
নবানিগৃহ্লাতি নরোঽপরানি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥ ২২

---

* কঠোপনিষদ্, প্রথম অধ্যায়, দ্বিতীয় বল্লী, ১৮ শ্রুতি। পরবর্ত্তী শ্রুতি :—

হন্তাচেন্মন্যতে হন্তং হতশ্চেন্মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি নহন্যতে। ১৯।

নিহন্তা যদি মনে করে আমি এই জীবকে হনন করিব, নিহত যদি আপনাকে হত বিবেচনা করে, তাহারা উভয়েই ভ্রান্ত।

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
নচৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥ ২৩
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এবচ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥ ২৪
অব্যক্তোয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানু শোচিতুমর্হসি॥ ২৫

ঐ।

তুমি পণ্ডিতের ন্যায় বাক্য বলিয়াও, অশোচ্যগণের জন্য নিরর্থক শোক করিতেছ। কিন্তু, তুমি নিশ্চিত জানিবে যে, প্রকৃত পণ্ডিতগণ কি জীবিত, কি মৃত, কাহারও জন্য শোক করেন না। যাহা অসৎ বা অনিত্য, তাহা কখন চিরস্থায়ী হয় না। আর যাহা সৎ বা নিত্য, তাহার অভাবও কখন হয় না। তত্ত্বদর্শীগণ এইরূপে নিত্যানিত্য উভয় পদার্থের তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছেন। যিনি সর্ব্বব্যাপী এবং আত্মারূপে সর্ব্বভূতে বিরাজ করিতেছেন, তিনি অবিনাশী। কেহই সেই অব্যয়ের বিনাশ সাধন করিতে পারে না। সেই অনাশী ও অপরিমেয় আত্মার এই সকল দেহই অন্তবান বা নশ্বর উক্ত হয়। অতএব, হে ভারত! যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। যে আত্মাকে হত্যাকারী বলিয়া জানে, কিম্বা, আত্মা হত হন এইরূপ বিশ্বাস করে. সে কিছুই জানেনা। কেননা, আত্মা কাহাকে হত্যা করেন না বা কাহার কর্ত্তৃক হত হন না। আত্মার জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, তিন কালেই আত্মার বিদ্যমানতা আছে। আত্মা অজ, নিত্য, শাশ্বত ও পুরাণ পুরুষ। শরীরনাশে আত্মার বিনাশ হয়না। হে পার্থ! যে পুরুষ আত্মাকে অবিনাশী, নিত্য, অজ ও অব্যয় বলিয়া জানেন, তিনি কিরূপে অপরকে হত্যা করিবেন বা করাইবেন? মনুষ্য যেমন জীর্ণ বাস পরিত্যাগ করিয়া. নববস্ত্র পরিধান করে, দেহী আত্মাও, সেইরূপ, জীর্ণতনু ত্যাগ করিয়া, নূতন শরীর ধারণ করিয়া থাকেন! শস্ত্র সকল ইহাকে ছেদন করিতে পারেনা। পাবক ইহাকে দগ্ধ করিতে পারেনা। সলিল ইহাকে আর্দ্র করিতে পারেনা, কিম্বা, বায়ু ইহাকে শুষ্ক করিতে পারে না। ইনি অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য, নিত্য, সর্ব্বগত, স্থির, অচল এবং সনাতন। ইনি অব্যক্ত, অচিন্ত্য ও অবিকার্য্য অভিহিত হন। অতএব, এই সকল বিদিত হইয়া, তুমি আর শোকাবিষ্ট হইওনা।

বস্তুতঃ, আত্মতত্ত্বানভিজ্ঞ মানব অবিদ্যাদিবশে, আসুরভাবাপন্ন হয়।

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
নশৌচং নাপিচাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে ॥ ৭
অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহেতুকম্ ॥ ৮
এতাং দৃষ্টি মষ্টভ্য নষ্টাত্মানোল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ ॥ ৯
কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমান মদান্বিতাঃ।
মোহাদ গৃহীত্বা সদ্‌গ্রাহান্ প্রবর্ত্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ ॥ ১০
চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তমুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ ॥ ১১
আশাপাশশতৈর্ব্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থ সঞ্চয়ান্ ॥ ১২
ইদমদ্য ময়া লব্ধমিদং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্ ॥ ১৩
অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্সুখী ॥ ১৪
আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশোময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্যে ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ ॥ ১৫
অনেক চিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কাম ভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ ॥ ১৬
আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমান মদান্বিতাঃ।
যজন্তে নাম যজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধি পূর্ব্বকম্ ॥ ১৭
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপর দেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ ॥ ১৮
তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ॥ ১৯
আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্ ॥ ২০

ত্রিবিধং নরক স্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভ স্তস্মাদেতত্রয়ং ত্যজেৎ ॥ ২১
এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈ স্ত্রিভির্নরঃ।
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাংগতিম্ ॥ ২২
যঃ শাস্ত্রবিধি মুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥ ২৩
তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণ স্তে কার্য্যাকার্য্য ব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি ॥ ২৪

গীতা, ১৬ শ অধ্যায়।

অসুরস্বভাবজনগণের ধর্ম্মে প্রবৃত্তি নাই এবং অধর্ম্মেও নিবৃত্তি নাই। তাহাদের সত্য নাই, শৌচ নাই এবং আচারও নাই। তাহারা বলে—জগৎ অসত্য, অপ্রতিষ্ঠ বা ধর্ম্মাধর্ম্মব্যবস্থাবর্জ্জিত ও অনীশ্বর এবং স্ত্রীপুরুষের কামহেতু, তাহাদের পরস্পর সহযোগে, ইহা উৎপন্ন হইয়াছে—বিশ্বোৎপত্তির আর কোন কারণ নাই। নষ্টাত্মা, অল্পবুদ্ধি ও উগ্রকর্ম্মা লোকসকল, উক্ত দৃষ্টান্তানুসারে, জগতের অহিতের হেতুভুত হইয়া, প্রাণিকুলের বিনাশসাধন করে। দম্ভমানমদান্বিত, অশুচিব্রা- এই সকল পাষণ্ডগণ দুষ্পূরণীয় কামনাকে আশ্রয় করিয়া, মোহবশে, ক্ষুদ্রদেবতাবৃন্দের আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়। মরণই চরম এবং ভোগসুখই পুরুষার্থ, এইরূপ স্থিরধারণা করিয়া, শত আশাপাশে বদ্ধ ও কামক্রোধে আসক্ত হইয়া, ইহারা কামভোগের জন্য অন্যায় রূপে ধনার্জ্জনের চেষ্টা করে। আমি অদ্য এই ধনলাভ করিয়া মনোরথ পূর্ণ করিলাম, এই ধন আমার আছে, এবং ভবিষ্যতে ইহা আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে, এই শত্রু আমাকর্ত্তৃক হত হইয়াছে, অপরাপর বৈরীবর্গকেও আমি বিনাশ করিব, আমিই ঈশ্বর, আমি ভোগী, আমি সিদ্ধ, বলবান্, সুখী, ধনাঢ্য ও কুলীন, আমার সমান আর কে আছে? আমি যজ্ঞ ও দান করিব, আমোদ করিব— ইত্যাদি কল্পনাকারী, অজ্ঞানবিমোহিত, চিত্তবিভ্রান্ত, মোহজালসমাবৃত, কামভোগে আসক্ত ও অভিলাষী আসুরগণ অশুচি নামক নরকে পতিত হয়। আত্মশ্লাঘাপর, অবিনয়ী, ধনমানমদোন্মত্ত, আসুরভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ অবিধিপূর্ব্বক, কেবল নামে যজ্ঞ করিয়া, দম্ভ প্রকাশ করে। আসুর পুরুষেরা অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধাদির বশীভুত হইয়া, আত্মারূপে তাহাদের ও অন্যের দেহবর্ত্তী আমার প্রতি দ্বেষ প্রকাশ করিয়া থাকে। মৎবিদ্বেষকারী, ক্রূর, নরাধম, অবিরত অশুভকর্ম্মরত

অসুর দিন' আমি জন্মমরণধর্ম্মশীল সংসারের আসুর যোনিতে নিয়ত নিক্ষেপ করিয়া থাকি। হে কৌন্তেয়! মূঢ়ব্যক্তিগণ জন্মজন্ম আসুর যোনি প্রাপ্ত হইয়া এবং অবিবেকপ্রযুক্ত আমাকে প্রাপ্ত না হইয়া, ক্রমাধিক অধোগতি পাইতে থাকে। কাম, ক্রোধ ও লোভ, এইতিনটি নরকের দ্বার এবং জীবের অধোগতির কারণ। অতএব, এই তিনটীকে পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। হে কৌন্তেয়! নরকের এই তিন দ্বার পরিহার করিলেই, জীব শ্রেয়ঃ ও মুক্তিলাভ করিতে পারে। যে শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক যথেচ্ছাচারী হইয়া কার্য্য করে, সে সিদ্ধি, সুখ বা উত্তমগতি, কিছুই প্রাপ্ত হয়না। শাস্ত্রবিধানোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠান করাই কর্ত্তব্য।

সৃষ্টজগৎ দৈবাসুরভেদে দ্বিভাবে রঞ্জিত। [আদ্য ভাগ, তৃতীয়াধ্যায়ের শেষাংশ দ্রষ্টব্য]। দ্বৌ ভূত সর্গৌ লোকে ঽস্মিন্ দৈব আসুর এবচ। ৬ গীতা, ষোড়শ অধ্যায়। দৈব ভাবাবলম্বী ব্যক্তিগণ দৈবী সম্পদ্ সম্ভারের অর্জ্জন করেন। আসুরভাবগ্রস্ত লোক সকল আসুরী সম্পদ্ প্রাপ্ত হয়।

অভয়ং সত্ত্ব সংশুদ্ধি জ্ঞানযোগ ব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায় স্তপ আর্জ্জবম্॥ ১
অহিংসাসত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তির পৈশুনম্।
দয়াভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলম্॥ ২
তেজঃক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতি মানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবী মভিজাতস্য ভারত॥ ৩
দম্ভোদর্পো ঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্য মেবচ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্॥ ৪
দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরীমতা। ৫

গীতা, ১৬শ অধ্যায়।

হে ভারত! অভয়, চিত্তশুদ্ধি, জ্ঞানযোগে অবস্থিতি, দান, দম, যজ্ঞ, বেদাধ্যয়ন, তপ, সারল্য, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ঔদার্য্য, শান্তি, অনিন্দা, সর্ব্বভূতে দয়া, নির্লোভতা, মৃদুতা, লজ্জা, অচাপল্য, তেজ, ক্ষমা, ধৈর্য্য, শৌচ, অদ্রোহ, অমানিতা, এই সমস্ত দৈবী সম্পদ্। আর, হে পার্থ! দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা অজ্ঞানতা—এ সকল আসুরী সম্পদ্! দৈবী সম্পদ্ মোক্ষের এবং আসুরী সম্পদ্ বন্ধনের হেতু। দৈবভাববিশিষ্ট ব্যক্তি গণ দৈবী সম্পদ্ যোগে অজ্ঞানমুক্ত হন। প্রত্যুত, আসুরগণ দম্ভাদিবশে, ক্রমাধিক অজ্ঞানাবদ্ধ হয়। এই দুই

শ্রেণীর মনুষ্যের প্রকৃতিগত পার্থক্যের সূক্ষ্মতর কারণানুসন্ধান করিলে দেখাযায়, প্রথমোক্ত শ্রেণীর মানবগণ সাত্ত্বিক ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন এবং শেষোক্ত শ্রেণীর লোকেরা রজঃ বা তমোগুণপরিচালিত হইয়া, সংসারে বিচরণ করে। বুদ্ধিবৃত্তি সত্ত্বগুণান্বিত হইয়া নির্ম্মল হইলে, তাহাতে চিচ্ছায়া সুস্পষ্টরূপে পতিত হয়। রজস্তমোগুণজড়িত বুদ্ধিবৃত্তিতে চৈতন্য অস্পষ্ট ভাবে প্রতিবিম্বিত হয়। চিৎপ্রতিবিম্বনের অনুপাতেই বুদ্ধিবৃত্তিতে জ্ঞানসঞ্চার হইয়া থাকে। এজন্য, প্রথমোক্ত শ্রেণীর মানবগণ স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন এবং সদ্-গুণাবলীর আবাসভূত। পক্ষান্তরে, শেষোক্ত শ্রেণীর মনুষ্যগণ চঞ্চলমনা ও যাবতীয় দোষের আশ্রয়।

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতি সম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্॥ ৫
তত্র সত্ত্ব নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখ সঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞান সঙ্গেন চানঘ॥ ৬
রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।
তন্নি বধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনাম্॥ ৭
তমস্ত্ব জ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্য নিদ্রাভিস্ত ন্নিবধ্নাতি ভারত॥ ৮
সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্ম্মণি ভারত।
জ্ঞানমাবৃত্যতু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত॥ ৯
রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা॥ ১০
সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যা দ্বি বৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত॥ ১১
লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্ম্মণাম শমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ॥ ১২
অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহএবচ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন॥ ১৩

গীতা, ১৪শ অধ্যায়।

হে মহাবাহো! প্রকৃতি হইতেই সত্ত্বরজস্তমোগুণত্রয় উদ্ভূত হইয়া থাকে এবং

ইহারাই অব্যয় জীবাত্মাকে দেহমধ্যে নিবদ্ধ করিয়া রাখে। হে অনঘ! এই গুণত্রয়ের মধ্যে, সত্ত্ব গুণ নির্ম্মল, সপ্রকাশ ও অনাময় বা উপদ্রবাদিরহিত; এজন্য ইহা সুখ ও জ্ঞানসঙ্গ দ্বারা জীবাত্মাকে বদ্ধ রাখে। হে কৌন্তেয়! রাগাত্মক রজো গুণকে তৃষ্ণা, সঙ্গ ও অনুরাগের হেতুভূত জানিও; ইহা দেহীকে কর্ম্মসঙ্গদ্বারা বদ্ধ করে। জীব সত্ত্বগুণে সুখী, রজোগুণে কর্ম্মাসক্ত এবং তমোগুণে অজ্ঞানাচ্ছন্ন ও ভ্রমপ্রমাদে পতিত হয়। এই তিন গুণের প্রত্যেকেই অপর দুইটাকে অভিভূত করিয়া, কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে সমর্থ হয়। এই দেহের সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারে যখন জ্ঞানের প্রকাশ হয়, তখনই বুঝিবে যে, সত্ত্বগুণ বিবৃদ্ধ হইয়াছে। হে ভরতর্ষভ! রজোগুণের বৃদ্ধি হইলে, লোভ, প্রবৃত্তি, কর্ম্মারম্ভ, অশম ও স্পৃহাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। হে কুরুনন্দন! যখন জীবসকলের তমোগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তখন তাহারা বিবেচনাহীন, প্রবৃত্তিরহিত এবং প্রমাদ ও মোহে অভিভূত হয়। কর্ম্মানুষ্ঠানে জীবকুলের কর্তৃত্ব নাই—তাহারা প্রকৃতিনিয়োজিত হইয়া, যন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে মাত্র, ইহা অনুভব করিয়া, প্রথমোক্ত শ্রেণীর ব্যক্তিগণ নৈস্পৃহ বা ঔদাসীন্যাবলম্বন ও জ্ঞানালোকে আত্মতত্ত্বাবলোকন করিবার চেষ্টা করেন। অজ্ঞানবিমূঢ় দেহাত্মাভিমানী শেষোক্ত শ্রেণীর মনুষ্যগণ অহঙ্কারবশে আপনাদিগকেই কর্ম্মকর্ত্তা বিনিশ্চয় করে।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥ ২৭
তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ।
গুণাগুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে॥ ২৮

গীতা, ৩য় অধ্যায়।

প্রকৃতি সত্ত্বাদি গুণযোগে মানবগণকে সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করে। কিন্তু, অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা আপনাকেই কর্ম্মকর্ত্তা গণনা করিয়া, অভিমানে স্ফীত হয়। হে মহাবাহো! যিনি গুণকর্ম্ম হইতে আত্মার বিভাগ পরিজ্ঞাত আছেন, তাদৃশ তত্ত্ববিৎ মহাজন "ইন্দ্রিয় সমূহই স্ব স্ব বিষয়ে আসক্ত হয়, আমি হইনা" এরূপ বিবেচনা করিয়া, প্রকৃতিজাত গুণ ও ইন্দ্রিয়নিচয়দ্বারা কর্ম্ম সাধন করেন এবং তাহাতে নিজকর্ত্তৃত্বাভিমান বোধ করেন না।

সৃষ্টিগত বিপুল ভাবদ্বয়ের অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা পর্য্যালোচনা করিলে, তাহাদের পরস্পরাপেক্ষিতা উপলব্ধি করা যায়। আসুরভাবগ্রস্ত জনগণ দৈবভাব-

সমন্বিত ব্যক্তিবর্গের দৃষ্টান্তে আত্মতত্ত্বানুসন্ধিৎসু হইতে পারে। অজ্ঞানবিসর্গিত ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বস্তুই সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মক। সুতরাং অসুরস্বভাব লোক-সকলও সত্ত্বগুণবিবর্জ্জিত নহে। অবিদ্যাপ্রভাবে, ইহদের অন্তর্নিহিত সত্ত্ব রজস্তমঃ দ্বারা অভিভূত ও নিষ্প্রভ হইয়া আছে মাত্র। দেহাত্মবিশ্বাস মূলে, অনুক্ষণ রাজসিক ও তামসিক কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও, ইহারা কিঞ্চিৎ শান্ত থাকা কালে, আমার বুদ্ধি, আমার মন, আমার শরীর, অমুকের অহঙ্কার, ইত্যাদি বাক্যের প্রয়োগ করে। এই সকল বাক্য দেহাদি হইতে আত্মার বিভিন্নতা সূচনা করে এবং সত্ত্বগুণই মানুষকে ঈদৃশ বাক্যাবলীর ব্যবহার করায়। বিনা চেষ্টায় সত্ত্বের যে ক্ষণিক জাগরণ হয়, চেষ্টাদ্বারা তাহা স্থায়ী করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ, বাহ্যাভ্যন্তরিক ক্রিয়াযোগে সত্ত্বের সুষুপ্তিভঙ্গ ও তাহাকে কার্য্যক্ষম করা যায়। আহারবিহারনিদ্রামৈথুনবিষয়ে রাজসিকতা ও তামসিকতার বর্জ্জন এবং মনে সর্ব্বদা সুচিন্তার পোষণ করিলেই, চিত্তে সত্ত্বসমুদ্রেক হয়। জ্ঞানবৈরাগ্য জাগরূক সত্ত্বকেই সমাশ্রয় করে। জ্ঞানবৈরাগ্যই অজ্ঞান বিনাশনের মহাস্ত্র। যে অজ্ঞান আত্মবিস্মৃতি সমুৎপাদন করে, তাহার ব্যাপাদনে, আত্মতত্ত্ব স্বতঃই প্রত্যক্ষীকৃত হয়। অজ্ঞান দুঃখ; জ্ঞান সুখ। যে ব্যক্তি যত অজ্ঞানমুক্ত হন, তিনি তত আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক দুঃখবিমুক্ত হইয়া, সুখী হন। দৈবভাবাপন্ন সজ্জনগণ ইহার দৃষ্টান্ত। আবার আসুরভাবগ্রস্ত মনুষ্য গণের দৃষ্টান্তে, দৈবীসম্পদ্‌বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করিতে পারেন। মনের সাত্ত্বিক ভাবকে রাজসিক ও তামসিক ভাবে অভিভূত হইতে দেওয়া কোনক্রমে সঙ্গত নহে। রজস্তমোগুণ মনের চাঞ্চল্য ও মালিন্য বৃদ্ধি করে। অস্থির ও মলিন মনে দৈবীসম্পদ্‌ অবস্থিতি করিতে পারে না। ঈদৃশ মন আসুরীসম্পদের নিলয়স্বরূপ হয়। মনুষ্যগণ রজস্তমোগুণ প্রভাবে বিবিধ অন্যায়াচরণ করিয়া আপনারা দুঃখভোগ ও অপরের অশান্তি সমুৎপাদন করে। আসুর-ভাবগ্রস্ত দুরাচারগণ ইহার দৃষ্টান্ত। বিশ্বব্যাপী অজ্ঞানের অন্তরালে যে এক সংকল্পশরীর মহাচৈতন্য প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজ করিতেছেন, তাহা এইরূপে অনুভব করা যায়। যেখানে অজ্ঞান, সেইখানেই জ্ঞান। অজ্ঞানের মধ্যেই জ্ঞান। অজ্ঞানকে অপসারিত করিতে পারিলেই জ্ঞানলাভ করা যায়। রূপৈঃ সপ্তভিরেবতু বধ্নাত্যাত্মানমাত্মনা প্রকৃতিঃ। সৈবচ পুরুষার্থং প্রতি বিমোচয়ত্যেকরূপেণ॥ ৬৩, কারিকা। বুদ্ধ্যাকারে পরিণতা প্রকৃতি আপনার ধর্ম্ম, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, অধর্ম্ম,

অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য, এই সাতপ্রকার রূপে পুরুষকে বদ্ধ বা সুখদুঃখ-ভোগী করেন এবং একমাত্র জ্ঞানরূপে পুরুষকে মুক্ত বা ভোগবর্জ্জিত করেন। প্রকৃতিই বন্ধনকর্ত্রী এবং প্রকৃতিই বিবেকদাত্রী। [মধ্যভাগ, দশম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]।

চিত্তে সত্ত্বগুণপ্রভাব স্থায়ী হইলে, আত্মবিষয়ক যাবতীয় ভ্রান্ত ধারণা অপগত ও যথার্থ ধারণা প্রস্ফুটিত হয়। মানব তখন আপনাকে চৈতন্যস্বরূপ বোধগম্য করিয়া, অজ্ঞানবিমুক্ত হইবার চেষ্টা করেন। নিত্যানিত্যবিচারে পরমাত্মার সত্যতা ও জন্য পদার্থের অলীকতাবগম অজ্ঞানমোচনের উপায়। ব্রহ্ম অবিনশ্বর ও নির্ব্বিকার; অতএব তিনি সত্য। অজ্ঞানসম্ভূত জগতের প্রত্যেক বস্তুই নশ্বর ও পরিবর্ত্তনশীল। অতএব জগৎ মিথ্যা। জীবের সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীর অজ্ঞানকৃত এবং বিনাশী। অবিনাশী জীব কল্পকাল তরে সূক্ষ্মশরীর এবং কর্ম্মফলে পুনঃপুনঃ স্থূলদেহ সমাশ্রয় করে। পুরুষ প্রকৃতি বা তজ্জাত বস্তু হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। অজ্ঞান তাহার স্বকীয় অসংখ্য বিভিন্ন আবরণে এক অদ্বয় মহাচৈতন্যের যে আভাস ধারণ করে, তাহাই জীব। অতএব, জীব কূটস্থ চৈতন্যেরই আভাস এবং চিরনির্ম্মল নিত্য সত্য পরব্রহ্মই জীবের স্বরূপ। তথাপি, দেহাবাসে বদ্ধ ও জাগতিক দ্রব্যনিচয়ে সমাসক্ত থাকিয়া, জীব যে মিথ্যার উপাসনায় নিরত হয়, তাহা তাহার দারুণ ভ্রান্তি এবং অবিদ্যাই এ ভীষণ ভ্রমশক্রর জননী। মিথ্যাজগতের সংশ্রব পরিত্যাগ করিয়া, সত্যব্রহ্মে মিলিত হওয়াই মানবের পরম পুরুষার্থ। কিন্তু, জগদ্ব্যাপী অজ্ঞান ভেদ করিয়া, ব্রহ্মে মিলিত হওয়া সহজ বা স্বল্পকালসাধ্য নহে। ঈশ্বরসংকল্পে, প্রকৃতি ব্রহ্মনিলয়গমনের যে আরোহণী নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহার ধাপদল অবলম্বন ও সাবধানে অতিক্রম করিয়া, ব্রহ্মধামে উপনীত হওয়া যায়। ইহা প্রভূত আয়াস, কৌশল ও সময়সাধ্য। নৈসর্গিক ব্যবস্থায়, যে সকল জন্য পদার্থের সংশ্রবে জীবন অতিবাহিত করিতে হয়, তাহাদের বিচারজনিত জ্ঞানে, অজ্ঞানের স্তরমালার ক্রমোচ্ছেদ করিতে হয়। পাঞ্চভৌতিক অনিত্য স্থূলদেহে, সংসারী "আমি" আমার সূক্ষ্মশরীর সহ আবদ্ধ আছি। 'আমি' বস্তুতঃ নিত্য ও গুণাতীত হইলেও, জীবিতকাল পর্য্যন্ত নিজ বাহ্যাভ্যন্তরিক দেহ, পরিবার, সমাজ, দেশ ও বিদেশগত জনগণ এবং জগতের অন্যান্য বস্তু সহ, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি-মূলক কার্য্যসম্ভারে আমার সাংসারিক ব্যবহার নিষ্পাদন করিতে হইবে। রজো-

সমন্বিত ব্যক্তিবর্গের দৃষ্টান্তে আত্মতত্ত্বানুসন্ধিৎসু হইতে পারে। অজ্ঞানবিসর্পিত ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বস্তুই সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মক। সুতরাং অসুরস্বভাব লোক-সকলও সত্ত্বগুণবিবর্জ্জিত নহে। অবিদ্যাপ্রভাবে, ইহদের অন্তর্নিহিত সত্ত্ব রজস্তমঃ দ্বারা অভিভূত ও নিষ্প্রভ হইয়া আছে মাত্র। দেহাত্মবিশ্বাস মূলে, অনুক্ষণ রাজসিক ও তামসিক কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও, ইহারা কিঞ্চিৎ শান্ত থাকা কালে, আমার বুদ্ধি, আমার মন, আমার শরীর, অমুকের অহঙ্কার, ইত্যাদি বাক্যের প্রয়োগ করে। এই সকল বাক্য দেহাদি হইতে আত্মার বিভিন্নতা সূচনা করে এবং সত্ত্বগুণই মানুষকে ঈদৃশ বাক্যাবলীর ব্যবহার করায়। বিনা চেষ্টায় সত্ত্বের যে ক্ষণিক জাগরণ হয়, চেষ্টাদ্বারা তাহা স্থায়ী করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ, বাহ্যাভ্যন্তরিক ক্রিয়াযোগে সত্ত্বের সুষুপ্তিভঙ্গ ও তাহাকে কার্য্যক্ষম করা যায়। আহারবিহারনিদ্রামৈথুনবিষয়ে রাজসিকতা ও তামসিকতার বর্জ্জন এবং মনে সর্ব্বদা সুচিন্তার পোষণ করিলেই, চিত্তে সত্ত্বসমুদ্রেক হয়। জ্ঞানবৈরাগ্য জাগরূক সত্ত্বকেই সমাশ্রয় করে। জ্ঞানবৈরাগ্যই অজ্ঞান বিনাশনের মহাস্ত্র। যে অজ্ঞান আত্মবিস্মৃতি সমুৎপাদন করে, তাহার ব্যাপাদনে, আত্মতত্ত্ব স্বতঃই প্রত্যক্ষীকৃত হয়। অজ্ঞান দুঃখ; জ্ঞান সুখ। যে ব্যক্তি যত অজ্ঞানমুক্ত হন, তিনি তত আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক দুঃখবিমুক্ত হইয়া, সুখী হন। দৈবভাবাপন্ন সজ্জনগণ ইহার দৃষ্টান্ত। আবার আসুরভাবগ্রস্ত মনুষ্যগণের দৃষ্টান্তে, দৈবীসম্পদ্‌বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করিতে পারেন। মনের সাত্ত্বিক ভাবকে রাজসিক ও তামসিক ভাবে অভিভূত হইতে দেওয়া কোনক্রমে সঙ্গত নহে। রজস্তমোগুণ মনের চাঞ্চল্য ও মালিন্য বৃদ্ধি করে। অস্থির ও মলিন মনে দৈবীসম্পদ্ অবস্থিতি করিতে পারে না। ঈদৃশ মন আসুরীসম্পদের নিলয়স্বরূপ হয়। মনুষ্যগণ রজস্তমোগুণ প্রভাবে বিবিধ অন্যায়াচরণ করিয়া আপনারা দুঃখভোগ ও অপরের অশান্তি সমুৎপাদন করে। আসুর-ভাবগ্রস্ত দুরাচারগণ ইহার দৃষ্টান্ত। বিশ্বব্যাপী অজ্ঞানের অন্তরালে যে এক সংকল্পশরীর মহাচৈতন্য প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজ করিতেছেন, তাহা এইরূপে অনুভব করা যায়। যেখানে অজ্ঞান, সেইখানেই জ্ঞান। অজ্ঞানের মধ্যেই জ্ঞান। অজ্ঞানকে অপসারিত করিতে পারিলেই জ্ঞানলাভ করা যায়। রূপৈঃ সপ্তভিরেবতু বধ্নাত্যাত্মানমাত্মনা প্রকৃতিঃ। সৈবচ পুরুষার্থং প্রতি বিমোচয়ত্যেকরূপেণ ॥ ৬৩, কারিকা। বুদ্ধ্যাকারে পরিণতা প্রকৃতি আপনার ধর্ম্ম, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, অধর্ম্ম,

অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য, এই সাতপ্রকার রূপে পুরুষকে বদ্ধ বা সুখদুঃখ-ভোগী করেন এবং একমাত্র জ্ঞানরূপে পুরুষকে মুক্ত বা ভোগবর্জ্জিত করেন। প্রকৃতিই বন্ধনকর্ত্রী এবং প্রকৃতিই বিবেকদাত্রী। [মধ্যভাগ, দশম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]।

চিত্তে সত্ত্বগুণপ্রভাব স্থায়ী হইলে, আত্মবিষয়ক যাবতীয় ভ্রান্ত ধারণা অপগত ও যথার্থ ধারণা প্রস্ফুটিত হয়। মানব তখন আপনাকে চৈতন্যস্বরূপ বোধগম্য করিয়া, অজ্ঞানবিমুক্ত হইবার চেষ্টা করেন। নিত্যানিত্যবিচারে পরমাত্মার সত্যতা ও জন্য পদার্থের অলীকতাবগম অজ্ঞানমোচনের উপায়। ব্রহ্ম অবিনশ্বর ও নির্ব্বিকার ; অতএব তিনি সত্য। অজ্ঞানসম্ভূত জগতের প্রত্যেক বস্তুই নশ্বর ও পরিবর্ত্তনশীল। অতএব জগৎ মিথ্যা। জীবের সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীর অজ্ঞানকৃত এবং বিনাশী। অবিনাশী জীব কল্পকাল তরে সূক্ষ্মশরীর এবং কর্ম্মফলে পুনঃপুনঃ স্থূলদেহ সমাশ্রয় করে। পুরুষ প্রকৃতি বা তজ্জাত বস্তু হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। অজ্ঞান তাহার স্বকীয় অসংখ্য বিভিন্ন আবরণে এক অদ্বয় মহাচৈতন্যের যে আভাস ধারণ করে, তাহাই জীব। অতএব, জীব কূটস্থ চৈতন্যেরই আভাস এবং চিরনির্ম্মল নিত্য সত্য পরব্রহ্মই জীবের স্বরূপ। তথাপি, দেহাবাসে বদ্ধ ও জাগতিক দ্রব্যনিচয়ে সমাসক্ত থাকিয়া, জীব যে মিথ্যার উপাসনায় নিরত হয়, তাহা তাহার দারুণ ভ্রান্তি এবং অবিদ্যাই এ ভীষণ ভ্রমশক্রর জননী। মিথ্যাজগতের সংশ্রব পরিত্যাগ করিয়া, সত্যব্রহ্মে মিলিত হওয়াই মানবের পরম পুরুষার্থ। কিন্তু, জগদ্ব্যাপী অজ্ঞান ভেদ করিয়া, ব্রহ্মে মিলিত হওয়া সহজ বা স্বল্পকালসাধ্য নহে। ঈশ্বরসংকল্পে, প্রকৃতি ব্রহ্মনিলয়গমনের যে আরোহণা নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহার ধাপদল অবলম্বন ও সাবধানে অতিক্রম করিয়া, ব্রহ্মধামে উপনীত হওয়া যায়। ইহা প্রভূত আয়াস, কৌশল ও সময়সাধ্য। নৈসর্গিক ব্যবস্থায়, যে সকল জন্য পদার্থের সংশ্রবে জীবন অতিবাহিত করিতে হয়, তাহাদের বিচারজনিত জ্ঞানে, অজ্ঞানের স্তরমালার ক্রমোচ্ছেদ করিতে হয়। পাঞ্চভৌতিক অনিত্য স্থূলদেহে, সংসারী "আমি" আমার সূক্ষ্মশরীর সহ আবদ্ধ আছি। 'আমি' বস্তুতঃ নিত্য ও গুণাতীত হইলেও, জীবিতকাল পর্য্যন্ত. নিজ বাহ্যাভ্যন্তরিক দেহ, পরিবার, সমাজ, দেশ ও বিদেশগত জনগণ এবং জগতের অন্যান্য বস্তু সহ, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি-মূলক কার্য্যসম্ভারে আমার সাংসারিক ব্যবহার নিষ্পাদন করিতে হইবে। রজো-

গুণ কর্ম্মপ্রবৃত্তির সঞ্চারক। কিন্তু, ইহাকে উচ্ছৃঙ্খল হইতে দিলে, ইহা অনিবার্য্য রাগ ও তৃষ্ণার উদ্রেক করে এবং তাহাতে কার্য্যবিঘ্ন ঘটে। রজোগুণকে জ্ঞানাত্মক সত্ত্বের অধীনতায় কার্য্য করিতে দিলে, সুভাবে কার্য্যনিষ্পত্তি হইতে পারে। অলস তামোগুণ নিবৃত্তিমূলক কর্ম্মের সাধন হইলেও, ইহার যথেচ্ছাচারিতা বাঞ্ছনীয় নহে। কেননা, ইহা মোহ ও প্রমাদকর। সুতরাং ইহাও যাহাতে সত্ত্বাদেশে কার্য্য করে, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। সত্ত্বের আধিপত্য ও রজস্তমের দাস্য যে মনের ধাতু, তাদৃশ মন লইয়া সাংসারিক ব্যাপার নির্ব্বাহ করিলে, জ্ঞান-যোগে কার্য্য করা হয়। যেহেতু, ঈদৃশ মনে বুদ্ধিবৃত্তি জ্ঞানোদ্দীপ্ত হইয়া বিরাজ করে এবং ইহাতে কামাদি প্রবৃত্তিনিচয় বিনষ্ট বা এরূপ নিস্তেজ হয়, যে তাহারা আর নবাঙ্কুরিত হইতে পারে না। সত্ত্ব হইতে জ্ঞান, রজঃ হইতে কাম, ক্রোধ ও লোভ এবং তমঃ হইতে মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য উৎপন্ন হয়। এজন্য যে মনে সত্ত্বের প্রাধান্য আছে, তাহাতে জ্ঞানের প্রাবল্য আছে এবং তাহা কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্যে বিচলিত হয় না।

বেদমনূচ্যাচার্য্যোঽন্তেবাসিনমনুশাস্তি। সত্যং বদ। ধর্ম্মংচর। স্বাধ্যায়ান্মা-প্রমদঃ। আচার্য্যায় প্রিয়ং ধনমাহৃত্য প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ।

সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্ ধর্ম্মান্ন প্রমদিতব্যম্। কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্। ভূত্যৈ ন প্রমদিতব্যম্। স্বাধ্যায় প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্। দেবপিতৃকার্য্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্। মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব। আচার্য্য দেবোভব। অতিথি দেবো ভব।

যান্যনবদ্যানি কর্ম্মাণি তানি সেবিতব্যানি নোইতরাণি। যান্যস্মাকং সুচরিতানি তানি ত্বয়োপাস্যানি নো ইতরাণি। যে কে চাস্মচ্ছ্রেয়াংসো ব্রাহ্মণাস্তেষাং ত্বয়াসনেন প্রশ্বসিতব্যম্। শ্রদ্ধয়া দেয়ম্। অশ্রদ্ধয়া দেয়ম্। শ্রিয়া দেয়ম্। হ্রিয়া দেয়ম্। ভিয়া দেয়ম্। সংবিদা দেয়ম্।

অথ যদি তে কর্ম্মবিচিকিৎসা বা বৃত্তবিচিকিৎসা বা স্যাৎ॥ যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সম্মর্শিনো যুক্তা অযুক্তা অলূক্ষা ধর্ম্মকামাঃ স্যুর্যথাতে তত্রবর্ত্তেরন্। তথা তত্র বর্ত্তেথাঃ। এষ আদেশ এষ উপদেশ এষা বেদোপনিষৎ। এতদনুশাসনম্। এবমুপাসিতব্যম্। এবমুচৈতদুপাস্যম্।

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, ১ম বল্লী, ১১ অনুবাক।

আচার্য্য শিষ্যকে বেদশিক্ষা দিয়া অনুশাসন করিতেছেন :—সত্য কহিবে।

ধর্ম্মপালন করিবে। জ্ঞানোপার্জ্জন হইতে কখন বিরত হইবেনা। আচার্য্যকে প্রিয়ধন দান করিয়া, দারপরিগ্রহ ও সন্তানোৎপাদন করিবে। প্রমাদবশতঃ কখন সত্য, ধর্ম্ম, মঙ্গল, কর্ম্মকৌশল, জ্ঞানদানার্জ্জন ও দেবপিতৃকার্য্যে পরাঙ্মুখ হইবেনা। মাতা, পিতা, আচার্য্য ও অতিথি ইহারা সকলেই দেবতা, ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিবে। যে সমস্ত কর্ম্ম অনিন্দনীয়, তাহারই অনুষ্ঠান করিবে। তদিতর কোন কার্য্য করিবেনা। আমাদের যে সকল সুচরিত বা ন্যায্যাচরণ আছে, তাহারই অনুকরণ করিবে, তদ্ভিন্ন আমাদের কোন দোষভাগ গ্রহণ করিবেনা। আমাদের মধ্যে যাঁহারা বিদ্বান্ ও ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ, তাঁহাদের নিকটই উপবেশন করিবে এবং তাঁহাদিগকেই বিশ্বাস করিবে। সময়ানুযায়ী শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, শোভা, লজ্জা, ভয় কিম্বা প্রতিজ্ঞাপ্রযুক্ত লোকের দান করিতে হয়। যদি অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম বা চরিত্র বিষয়ে তোমার কোন সংশয় উপস্থিত হয়, তাহা হইলে, তুমি ধর্ম্মনিষ্ঠ, অপক্ষপাতী, বিচারশীল জ্ঞানীগণের আচরিত মার্গ অবলম্বন করিবে— তাদৃশ জ্ঞানীগণ যোগীই হউন আর অযোগীই হউন। ইহাই আদেশ, ইহাই উপদেশ, ইহাই বেদ, ইহাই উপনিষদ্ এবং ইহাই অনুশাসন। সকলেরই এইরূপ আচরণ নিষ্পন্ন করা উচিত এবং তুমিও তাহা করিবে।

মিথ্যা যে সত্যবিরোধী বা সত্যের বিপরীত, তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। চলিত ভাষায় মিথ্যাশব্দ নানা অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। লিখিত ভাষায়, অসত্য, বৃথা, বিফল, অনর্থক বা নিরর্থক, অনিত্য, কৃত্রিম, ক্ষণস্থায়ী, বিকারশীল প্রভৃতি অর্থে ইহার প্রয়োগ হয়। যে ব্যক্তি বুদ্ধির অল্পতা বা শারীরিক অপটুতা নিবন্ধন মনুষ্যের ন্যায় কার্য্যাদি করিতে পারেনা, তাহাকে লোকে মিথ্যা মানুষ বলে। ভ্রান্তি বা যাহা কিছু দোষাবহ, তাহাও মিথ্যা উক্ত হয়। অতএব, জ্ঞানবিরোধী অজ্ঞানের যেমন বহুরূপ আছে, সত্যবিরোধী মিথ্যারও সেইরূপ অনেক মূর্ত্তি আছে। অজ্ঞান যেমন বিভিন্নাকারে জ্ঞানের উপাধীভূত হইয়া, জ্ঞানবহুত্ব প্রদর্শন করে, মিথ্যাও, সেইরূপ, বহুপ্রকারে সত্যের আবরক স্বরূপ হইয়া, সত্যের অনেকত্ব বিধান করে। লোকে বলে এ বস্তুর জ্ঞান, সে বস্তুর জ্ঞান, এ বিষয়ের সত্যতা, ও বিষয়ের সত্যতা, ইহা সত্য, উহা সত্য। বিভিন্ন বস্তু হইতে যে জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহা যেমন এক, বিভিন্ন বিষয় হইতে যে সত্যতা উপলব্ধি করা যায়, তাহাও সেইরূপ এক। অজ্ঞান ব্রহ্মসংকল্পাশ্রয়ে জগতের সৃজন করিয়াছে। তেজোময় সূর্য্য হইতে যেমন কিরণ বিনির্গত হয়, সংকল্পময় ব্রহ্ম হইতে তেমনি

বিশাল ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টির সংকল্প বিনিঃসৃত হইয়াছে। মিহিরমরীচি যেমন অসংখ্য অংশুতন্তুসমাকীর্ণ, ঈশ্বরসংকল্পও, সেইরূপ, সৃষ্টির অগণ্য সঙ্কেতসমন্বিত। নিকৃষ্টের তুলনায়, উৎকৃষ্টের অবস্থান ঊর্দ্ধে পরিকল্পিত হয়। সূর্য্য পৃথিবীর ঊর্দ্ধে অবস্থিত এবং সূর্য্যকিরণ নিম্নাভিমুখে ক্রমাধিক তন্তুজাল বিকীর্ণ করিয়া পৃথিবীতে পতিত হয়, লোকে এইরূপ ধারণা করে। অনাদি, সর্ব্বাতীত, জগৎ-কারণ, পুরুষোত্তম ব্রহ্মের অবস্থান সদৃশ বা তদপেক্ষা উচ্চতর অবস্থান আর কোন বস্তুর থাকা সম্ভাবিত নহে। সূর্য্যরশ্মি যেরূপে ভূমণ্ডলে পতিত হয়, সৃষ্টি-পূর্ব্বে ব্রহ্মসংকল্প ঠিক সেইরূপে প্রকৃতিতে আপতিত হইয়াছিল। ঐশ সংকল্প অজ্ঞানে পতিত হইলে, অজ্ঞান তদবলম্বনে নিম্নাভিমুখে স্তরপর্য্যায়ে ক্রমাধিক মায়াবিস্তার করিয়া, বিশ্বের গঠন করিয়াছে।

মম যোনির্মহদ্ ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্ব ভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥ ৩
সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহংবীজপ্রদঃ পিতা ॥ ৪

গীতা, ১৪শ অধ্যায়।

হে ভারত! মহদ্ব্রহ্ম বা প্রকৃতি আমার যোনি স্বরূপা। তাহাতেই সৃষ্টিবীজ নিক্ষেপ পূর্ব্বক, আমি গর্ভাধান করিয়া থাকি এবং তজ্জন্যই, ভূতগণ সহ এই চরাচর বিশ্বের উদ্ভব হইয়া থাকে। হে কৌন্তেয়! সমস্ত যোনিতে যে সকল প্রাণী সমুৎপন্ন হয়, প্রকৃতিই তাহাদের মাতৃস্থানীয়া এবং আমিই তাহাদের বীজ-প্রদ পিতা। এ স্থলে, বীজ সংকল্প ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। সংকল্পময়ের সংকল্প জীবশুক্রের সহিত উপমিত হইয়াছে। বৃক্ষ যেমন কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা, প্রভৃতির ক্রমবিকাশভূত, ঈশ্বরের সৃষ্টিসংকল্পও, সেইরূপ প্রকৃতির প্রতি ব্রহ্মাণ্ডের ক্রমাভিব্যক্তিকরণের আদেশস্বরূপ। কিন্তু, বৃক্ষ ভূমি ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়; পক্ষান্তরে, সৃষ্টিসংকল্প ব্রহ্মবিনিঃসৃত হইয়া, নিম্নে আগত হইয়াছে। এই পার্থক্য হেতু, ব্রহ্মসংকল্প ঊর্দ্ধমূল অধঃশাখ বৃক্ষের সহিত তুলিত হইতে পারে।

ঊর্দ্ধমূলোঽবাক্ শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ।
তদেব শুক্রন্তদ্ ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে ॥
তস্মিঁল্লোকাশ্রিতাঃ সর্ব্বেতদুনাত্যেতি কশ্চন।
এতদ্বৈতৎ ॥১॥ কঠোপনিষদ্, ২য় অধ্যায়, ৩য় বল্লী ॥

যে সনাতন পুরুষ অশ্বথ বৃক্ষের ন্যায় চলদল, কিন্তু, ঊর্দ্ধমূল এবং অধঃশাখ, তিনিই জ্যোতিষ্মান্, তিনিই ব্রহ্ম, তাঁহাকেই অমর বলা যায়। সর্ব্বলোক তাঁহাতেই আশ্রিত, তাঁহার অতীত কেহ নহে। ইহাই সে আত্মা। ঈদৃশ সংকল্পাবলম্বনে, প্রকৃতি মহদাদি নিজাঙ্গবিকৃতিযোগে সংসারের ক্রমবিরচন নিষ্পাদন করিয়াছে বলিয়া, সংসারও ঊর্দ্ধমূল অধঃশাখ অশ্বথ তরুর সহিত উপমিত হয়। অতএব, ঈশ্বরসংকল্প মায়াপরিবৃত হইয়া, বিশ্বের সর্ব্বত্র অধিষ্ঠান করিতেছে। ঈশ্বরসংকল্প নিত্য, অপরিবর্ত্তনীয় ও একরূপ। প্রত্যুত, তদুপরিস্থিত মায়া বা অবিদ্যাবরণে জাগতিক বস্তুরূপে যে সকল দৃশ্য অনবরত প্রকটিত হইতেছে, তৎসমস্তই অস্থায়ী, ধ্বংসশীল, বিকারপ্রবণ ও বিচিত্র। সুতরাং, ঈশ্বরসংকল্প সত্য এবং বিশ্বাভিহিত কুহক দৃশ্য অলীক। কিন্তু, রজস্তমোগুণবশে, মানবগণ ব্রহ্মাণ্ডের ঐন্দ্রজালিক বাহ্যদৃশ্যে এরূপ আসক্ত ও মোহিত থাকে যে, মায়ার মিথ্যা কার্য্য পরম্পরার রহস্যোদ্ভেদ করিয়া, তাহারা আভ্যন্তরীণ সত্য 'ঈশ্বরসংকল্প' দৃষ্টিগোচর করিবার চেষ্টা করে না; কিম্বা, ঘটনাক্রমে, ক্ষণিক সত্ত্বসমুদ্রেকে ব্রহ্মসংকল্প তাহাদের দৃষ্টিগোচরিত হইলেও, পরক্ষণেই তাহারা তাহা বিস্মৃত হয়। হৃদয়ে সত্ত্বপ্রভাব বদ্ধমূল করিতে পারিলেই, সংসারে মিথ্যাবর্জ্জন ও সত্যসমাশ্রয় করা যায়।

ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ॥ ১
অধশ্চোর্দ্ধং প্রসৃতাস্তস্য শাখা
গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয় প্রবালাঃ।
অধশ্চমূলান্যনুসন্ততানি
কর্ম্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে॥ ২
ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে
নান্তো ন চাদির্ন চ সংপ্রতিষ্ঠা।
অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূল—
মসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েণ ছিত্বা॥ ৩
ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং। ৪

গীতা, ১৫শ অধ্যায়।

এই সংসার ঊর্দ্ধমূল অধঃশাখ অশ্বথ বৃক্ষ সদৃশ। ইহার মূল বা পরমপুরুষ ঊর্দ্ধদিকে এবং ইহার শাখানিচয় বা ব্রহ্মাদি ভূত সকল অধোদিকে সংস্থাপিত।

বেদ সকল ইহার পত্র। যিনি সংসারকে এইরূপ জানেন, তিনিই বেদবিৎ। সংসারবিটপীর শাখা ঊর্দ্ধে দেবলোকরূপে এবং অধোদেশে পশ্বাদি ইতরপ্রাণী-রূপে বিস্তৃত। সত্ত্বাদি গুণত্রয় ইহার প্রবর্দ্ধক বস্তু; শব্দাদি বিষয় সকল ইহার পল্লব। ইহার মূল স্বরূপ নারলৌকিক উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট বাসনানিচয় ঊর্দ্ধ ও অধো-দিকে বিস্তৃত হইয়া, পুণ্য ও পাপ সকলের প্রকটন করিতেছে। ইহলোক-স্থিত প্রাণিগণ সংসারাশ্বত্থতরুর স্বরূপ কিছুমাত্র অবগত নহে। কোথায় ইহার আদি, কোথায় মধ্য, কোথায় অন্ত, ইহার স্থিতিই বা কোথায়, তাহা তাহারা জানেনা। তীব্রবৈরাগ্যরূপ তীক্ষ্ণধার অস্ত্রদ্বারা দৃঢ়বদ্ধমূল সংসারাশ্বত্থকে ছেদন করিয়া, ইহার তত্ত্ববস্তু ব্রহ্মকে জানিতে হইবে। ফলতঃ, সাত্ত্বিক উদ্যম ও অধ্যবসায় সহকারে পুরুষকারচালনা বা ঐহিক বাসনাবিসর্জ্জনে ধর্ম্ম্য কর্ম্মের নিয়ত অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে, ব্রহ্মাণ্ডবিকীর্ণ অলীক অজ্ঞানাবৃত সত্য ঐশ সংকল্প অনুভব করিবার উপায় নাই।

সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত অথ খলু ক্রতুময়ঃ পুরুষো যথা ক্রতুরস্মিল্লোঁকে পুরুষো ভবতি তথেতঃপ্রেত্য ভবতি স ক্রতুং কুর্ব্বীত॥ ১॥

ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৩য় প্রপাঠক, ১৪শ খণ্ড।

এ জগৎ সমস্তই ব্রহ্ম; নিখিল বিশ্বই ব্রহ্ম। ইহা ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে, ব্রহ্মেই অবস্থিত রহিয়াছে এবং ব্রহ্মেই বিলীন হইবে। সংযত হইয়া তাঁহার উপাসনা করিবে। পুরুষ কর্ম্মময়। পুরুষ ইহলোকে যেরূপ কর্ম্ম করে, পরলোকে সেইরূপ ফলভোগ করিয়া থাকে। অতএব, ধর্ম্মানুষ্ঠান কর। ঈশ্বরপ্রীতিকর কার্য্যসাধনেই ঈশ্বরের উপাসনা করা হয়। মিথ্যা অজ্ঞান সত্য জ্ঞানের বিরোধী ও আবরক। আদৌ, ইহা মানবের দিব্যদৃষ্টি নিরুদ্ধ এবং সৎকর্ম্মের সুফল নয়নপথের অন্তরিত করে। তথাপি, সাধকের হতাশ ও হীনোৎসাহ হইবার হেতু নাই। কারণ, সনাতন সত্যজ্ঞানের জয় এবং অস্থায়ী মিথ্যা অজ্ঞানের পরাজয় সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে অবধারিত আছে। সত্যজ্ঞানের আবির্ভাব মাত্র, মিথ্যা অজ্ঞান পৃষ্ঠপ্রদর্শন ও অন্তর্ধান করে। ঐশ সংকল্প বিদিত হইতে পারিলেই, সাধু তাহার মহিমা ও মিথ্যা অজ্ঞানের হেয়ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

ঈশ্বরসংকল্পানুযায়ী সাংসারিক ব্যবহারনিষ্পাদনে, মিথ্যাবর্জ্জন ও সত্যাবলম্বন স্বতঃই নিষ্পন্ন হয় এবং ঈশ্বর সংকল্পের অনুধাবনেই সংকল্পময় ব্রহ্মে উপনীত হওয়া যায়। স্থূলদেহ অনিত্য। শরীরাসক্তি মূলে, আড়ম্বরসহকারে, বসনভূষণাদিযোগে

ইহার প্রসাধন করা বৃথা। যতদিন ইহাতে আবদ্ধ থাকা যায়, ততদিন, যাহাতে জ্ঞানার্জ্জনের বিঘ্ন না হয়, তজ্জন্য, ইহার সুস্থতাপাদন ও স্বাস্থ্যসংরক্ষণ ঈশ্বরের অভিপ্রেত। অতএব, যাহাতে শরীর সুস্থ থাকে এবং দৃঢ় ও বলিষ্ঠ হয়, তাদৃশ কর্ম্মানুষ্ঠানে সত্যাচরণ করা হয়। মৃত্যুযোগে স্থূলশরীরের ধ্বংস অনিবার্য্য ঐশ্বরিক বিধান। সুতরাং, নিজের মৃত্যু হইবে, এই চিন্তায় ভীত এবং আত্মীয়স্বজনগণের মৃত্যুতে শোকাভিভূত হইয়া, কষ্টভোগ করা নিরর্থক। স্ত্রীপুত্রাদি পারিবারিক জনগণের আধ্যাত্মিক উপকারসাধন ভগবদ্‌বাঞ্ছিত। পরিজনবর্গের ধর্ম্ম ও চরিত্রোন্নতিমূলক কার্য্যদ্বারা তাহাদের প্রতি সত্য ব্যবহার করা হয়। মায়াবশে, বিবিধ ভোগ্যবস্তু যোগে তাহাদের মনোরঞ্জন করিতে থাকিলে, তাহাদের ঐহিক ভোগাভিলাষ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও ক্রমাধিক চরিত্রাবনতি সংঘটিত হয়।

মাতা শত্রুঃ পিতা বৈরী যেন বালো ন পাঠিতঃ।
ন শোভতে সভামধ্যে হংসমধ্যে বকোযথা॥ চাণক্যনীতি।

যে পিতামাতা সন্তানের সুশিক্ষার জন্য যত্নগ্রহণ করেন না, তাঁহারা সন্তানের বিষম শত্রু। কেননা, তাঁহারা নিজ আচরণে সন্তানের অপকারসাধন করেন। হংসমধ্যে বক যেমন কুৎসিত প্রতীয়মান হয়, বিদ্বজ্জনগণসভায় মনুষ্যের অশিক্ষিত সন্তানও সেইরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

সামৃতৈঃ পাণিভির্ঘন্তি গুরবো ন বিষোক্ষিতৈঃ।
লালনাশ্রয়িণো দোষাস্তাড়নাশ্রয়িণো গুণাঃ॥
ব্যাকরণমহাভাষ্য, অঃ ৮।১।৮।

পিতা, মাতা ও আচার্য্য সন্তান অথবা শিষ্যকে তাড়না করিলে বুঝিতে হইবে যে, তাঁহারা তাহাদিগকে স্বহস্তে অমৃতপান করাইতেছেন এবং লালন করিলে বুঝিতে হইবে যে তাঁহারা তাহাদিগকে নষ্ট ও ভ্রষ্ট করিতেছেন। কারণ, সন্তান ও শিষ্য তাড়ন হইতে গুণযুক্ত এবং লালন হইতে দোষযুক্ত হয়। যাহাতে পারিবারিক ব্যক্তিবর্গের অনিষ্টসাধিত হয়, তাহা করা বিফল। যেরূপে পারিবারিক শান্তিভোগ করা যায়, তাহা ঈশ্বর কর্তৃক যৌথপরিবারে সঙ্কেতিত হইয়াছে। মানবগণ যে সম্পর্কসূত্র ছিন্ন করিয়া, পরস্পর পৃথক্ ভাবে বাস করে, তাহা তাহাদের ভ্রান্তি। কায়মনোবাক্যে সকলের সহিত সদ্ব্যবহার করা ঈশ্বরাভিমত। সাত্ত্বিক সেবা, দান, ক্ষমা, শুশ্রূষা, সৌজন্য, শিষ্টাচার, শ্রদ্ধা, প্রীতি, দয়া, বিনয়, ন্যায়পরতা, জীবের মঙ্গলচিন্তা, সত্য ও প্রিয়ভাষণ, প্রভৃতি যোগে উক্তরূপ সদ্ব্যবহার নিষ্পন্ন হয়।

সুতরাং, সাত্ত্বিক ভাবে সেবাদির অনুষ্ঠান করিলে সত্যকার্য্য করা হয়। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ বা মাৎসর্য্যবশে, মনুষ্য অপরের প্রতি কায়িক, বাচিক ও মানসিক অসৎ ব্যবহার নিষ্পাদন করে। চৌর্য্য, লুণ্ঠন, নরহত্যা, প্রহার, প্রতারণা, বেশ্যাসঙ্গ, পারদার্য্য, ঘৃণিত অঙ্গভঙ্গি, তোষামোদ, কটূক্তি, বঞ্চনবাদ, অনৃতকথন, বাক্যাস্ফালন, পরের অনিষ্টচিন্তন, প্রভৃতি পাপরাশি উল্লিখিত প্রবৃত্তিনিচয় মূলে, মানব কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হয় এবং এবম্বিধ যাবতীয় অনুষ্ঠান প্রভূত দোষাবহ। সৃষ্ট পদার্থবিচারে স্রষ্টা ও সৃষ্টিতত্ত্ব বিদিত হওয়া ঈশ্বরানুমত। ব্রহ্মের স্বরূপ ও সর্গ-রহস্য জানিবার জন্য একাগ্রমনে প্রকৃতির গাত্রানুসন্ধান ও প্রাকৃতিকবস্তুসম্ভারের ব্যবহার করাই সত্যকার্য্য। যাহারা ঈশ্বরবিস্মরণে, নৈসর্গিকদ্রব্যজাতকে ক্রীড়নক স্বরূপ ব্যবহার করে এবং মোহপযুক্ত ধন, প্রতিপত্তি বা আকাশকুসুমচিন্তায় অনুক্ষণ ব্যাপৃত থাকে, তাহাদের সমস্ত কার্য্যই মিথ্যা। ইত্যাদিরূপে ঈশ্বরসংকল্পানুসরণ ও মিথ্যাবর্জ্জন করিতে করিতে, সাধক পুরুষের জ্ঞানপথে অগ্রসর হইতে হইবে। সত্ত্বসমুদ্রেকে চিত্ত সুনির্ম্মল হইলে, তাহাতে ঈশ্বরসংকল্প স্বতঃই প্রতিফলিত হয়। তখন আর ঈশ্বরসংকল্পাবধারণ জন্য আয়াস স্বীকার করিতে হয় না। বন্দী পলায়ন করিতেছে দেখিয়া, অবিদ্যা নানারূপ ভয় ও প্রলোভন প্রদর্শন করিবে। সাধক তাহাতে ত্রস্ত ও বিচলিত হইলে, সত্যপথবিচ্যুত হইয়া, পুনরায় তাঁহার মিথ্যার তিমিরময় গভীর গহ্বরে পতিত হইতে হইবে।

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো ন চ প্রমাদাত্তপসোবাপ্যলিঙ্গাৎ।
এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্বাংস্তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম॥ ৪

মুণ্ডকোপনিষৎ, ১ম মুণ্ডক, ২য় খণ্ড।

এই আত্মাকে বলহীন ব্যক্তি লাভ করিতে পারে না। বিষয়সঙ্গনিমিত্ত প্রমত্ত বা বুদ্ধিহীন ব্যক্তি তপস্যা দ্বারাও তাঁহাকে লাভ করিতে পারে না। কিন্তু, যে ধীমান্ মানব এই সকল উপায় দ্বারা আত্মলাভে যত্নবান হন, তাঁহারই আত্মা ব্রহ্মধামে প্রবেশ করেন। স্ত্রীপুত্রাদির রোগ, মৃত্যু ও অবাধ্যতা, স্বকীয় শারীরিক ব্যাধি, সমাজগত ব্যক্তিবর্গের বিদ্রূপ ও নিষ্ঠুরতা, প্রভৃতি অবিদ্যার নখদন্ত স্বরূপ এবং এইসকলের বিকাশ করিয়া, অবিদ্যারাক্ষসী সাধকের সম্মুখে উপস্থিত হইবে। আবার কখন, কমনীয় তনু ও মনোহর বেশ ধারণ করিয়া মায়াবিনী অবিদ্যা স্মিতমুখে সাধকসকাশে আসিয়া, তাঁহাকে বলিবে :—"দেখ, আমার সেবকগণ মৎপ্রসাদে ধনবিত্তাদি অর্জ্জন করিয়া, কেমন বিলাসিতা সহকারে জীবন-

যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে এবং তাহারা কেমন সুখে আছে! তুমি কি নির্ব্বোধ যে, আমার আশ্রয় ত্যাগ করিয়া, নির্গুণের শরণাপন্ন হইতে যাইতেছ!" সাধনপথে অবিদ্যাখর্পরে পতিত হইলে, চিত্তস্থৈর্য্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, সাধক ভাবিবেন

যদভাবি ন তদ্ভাবি ভাবিচেন্নতদন্যথা।
ইতি চিন্তাবিষঘ্নোঽয়ং বোধভ্রমনিবর্ত্তকঃ॥ ৯৯

পঞ্চদশী, ৭ম পরিচ্ছেদ।

যাহা না হইবার, তাহা কখনই হইবে না। যাহা হইবার তাহারও কখন অন্যথা হইবে না। চিন্তাবিষঘ্ন এই জ্ঞান ভ্রমের নিবৃত্তি করে। দৈব বা নিয়তি মূলে, আমি যে পরিমাণ সুখ ও দুঃখ পাইবার অধিকারী, সেই পরিমাণ সুখদুঃখই আমি প্রাপ্ত হইব। প্রকৃতি বিশুদ্ধ তৌলে আমাকে দ্রব্য প্রদান করিবে। আমি যদি একসেরের পাত্র হই, তাহা হইলে অবিদ্যাপ্রণোদিত সহস্র চেষ্টা করিয়াও, আমি আমাতে দুইসের ধরাইতে পারিব না। তবে কেন আমি দুঃখভয়ে ভীত ও অধিক সুখভোগলালসায় প্রলুব্ধ হই? তবে কেন আমি অন্যের দৃষ্টান্তে উত্তেজিত হইব এবং কুপরিশ্রম করিয়া চেষ্টা ও উদ্যমের অপব্যয় করিব? এই যত্ন ঈশ্বরলাভোদ্দেশ্যে নিয়োজিত হইলে, ইহা সার্থক হয়।

অবশ্যম্ভাবি ভাবানাং প্রতীকারো ভবেদ্ যদি।
তদা দুঃখৈর্ন লিপ্যেরন্নলরাম যুধিষ্ঠিরাঃ॥
নচেশ্বরত্বমীশস্য হীয়তে তাবতা যতঃ।
অবশ্যম্ভাবিতা প্যেষামীশ্বরেণৈব নির্ম্মিতা॥ ৯৯। ঐ।

অবশ্যম্ভাবি প্রারব্ধ কর্ম্মের যদি প্রতিকারোপায় থাকিত, তাহা হইলে, পুরাণ-প্রসিদ্ধ নল, রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির প্রভৃতির বিপুলদুঃখে পতিত হইতে হইত না। ঈশ্বর প্রারব্ধ কর্ম্মের পরিহারকরণে অসমর্থ বলিয়া, তাঁহার ঈশ্বরত্বেরও হানি হয় না। কেননা, প্রারব্ধ কর্ম্মের অবশ্যভবিতৃত্ব ঈশ্বরই নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তবে কেন আমি অনিত্যবিষয়াসঙ্গরূপ ভ্রমজালে পতিত হইয়া, আত্মবিনাশ সাধন করি? মোহ স্মৃতিবিভ্রম সমুৎপাদন করে এবং স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধি নাশ সংঘটিত হয়। যাহার বুদ্ধিনাশ হয়, তাহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। আত্মা অমর হইলেও, মোহাপতিত জন আত্মমরণে ধ্রুব বিশ্বাস করে এবং মৃত্যুভয়ে সর্ব্বদা ভীত থাকে। বিষয়চিন্তানিরত কুসংস্কারগ্রস্ত কাপুরুষগণ দুর্নিবার পিপাসার প্রশমনে ব্যর্থকাম হইয়া, জীবিতাবস্থায়ও প্রতিদিন মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ

করে। Cowards die many times before their death—shakes eare. বিষয়াসঙ্গহীন ব্যক্তি বায়ুর ন্যায় স্বাধীন, পুষ্পের ন্যায় নির্ম্মল এবং হিমাচলের ন্যায় অটল। তিনি দুশ্চিন্তাজ্বরে পীড়িত বা মৃত্যুভয়ে ভীত হননা এবং সতত প্রফুল্ল থাকেন। অবিদ্যার ছলনা মিথ্যা এবং তদনুবর্ত্তী হওয়া উচিত নহে। নিত্যজ্ঞানানন্দময়ের পানে যত অগ্রসর হওয়া যায়, তাঁহার প্রভায় বিবেক ও আত্মপ্রসাদ ততই বর্দ্ধিত হয়।

ভোগ্যানাং ভোক্তৃ শেষত্বান্মা ভোগ্যেষ্বনুরজ্যতাং।
ভোক্তর্য্যেব প্রধানে হতোঽনুরাগস্তং বিধিৎসতি ॥
যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃ সামে হৃদয়ান্মাপসর্প্তু ॥ ১২১। ঐ।

সমুদয় ভোগ্য পদার্থই যখন ভোক্তার অধীন, তখন ভোগ্য বিষয়ে অনুরাগ প্রকাশ করা বৃথা। তৎপরিবর্ত্তে, স্বাধীন প্রধান ভোক্তার সত্যস্বরূপে অনুরক্ত হওয়াই বিধেয়। পুরাণবচন ইহার প্রমাণ ঃ—হে ঈশ্বর! অবিবেকী ব্যক্তিগণের অনিত্য বিষয়ে যেমন প্রবল প্রীতি হয়, তোমার স্মরণকারী আমার অন্তঃকরণ হইতে, তবপ্রতি তাদৃশ প্রীতি যেন ক্ষণমাত্র বিযুক্ত না হয়। ফলতঃ, মননযোগে আত্মতত্ত্ব যত সুপরিচিত হয়, জীবের ব্রহ্মপ্রীতি ততই পরিবর্দ্ধিত হয়। কেননা, আত্মা অপেক্ষা প্রিয়তর বা আত্মার ন্যায় প্রিয় বস্তু আর নাই।

নিদিধ্যাসন।

তাভ্যাং নির্ব্বিচিকিৎসেঽর্থে চেতসঃ স্থাপিতস্য
যৎ। একতানত্বমেতদ্ধি নিদিধ্যাসন মুচ্যতে ॥৪৯

পঞ্চদশী, ১ম পরিচ্ছেদ।

শ্রবণ ও মনন দ্বারা নিঃসন্দিগ্ধরূপে অববুদ্ধ পরব্রহ্মে সংস্থাপিত অন্তঃকরণের ব্রহ্মবিষয়ক একতানত্ব বা ব্রহ্মপ্রতি একাকার বৃত্তিপ্রবাহ নিদিধ্যাসন নামে উক্ত হয়। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা,—বেদান্তে সুস্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। ব্রহ্মলাভই পরমপুরুষার্থ, এ ধারণা যেন হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়। বিস্মৃতি যেন কোন ক্রমে এ ধারণা আচ্ছাদিত করিয়া, তথায় অন্য ধারণার সৃজন করিতে না পারে। কাল যেন কোন সময়ে এ ধারণার অপচয় বা বিলোপসাধনে সমর্থ না হয়। এই ধারণা সজীব রাখিবার জন্য, মন যেন অবিরাম আত্মস্বরূপ ও অজ্ঞানের অলীকত্ব চিন্তন করে।

ভ্রমাধিষ্ঠান ভূতাত্মা কূটস্থাসঙ্গচিদ্বপু।
অন্যোন্যাধ্যাসতোঽসঙ্গধীস্থজীবোঽত্র পুরুষঃ॥
সাধিষ্ঠানোবিমোক্ষাদৌ জীবোঽধিক্রিয়তে নতু।
কেবলো নিরধিষ্ঠানবিভ্রান্তেঃ কাপ্যসিদ্ধিতঃ॥ ৩

পঞ্চদশী, ৭ম পরিচ্ছেদ।

যে পরমাত্মা অবিকারী, অসঙ্গ চৈতন্য স্বরূপ, দেহেন্দ্রিয়াদি ভ্রমের আধারভূত, স্বরূপতঃ সম্বন্ধরহিত হইয়াও যিনি পরস্পরাধ্যাস বশতঃ স্বকীয় সংসর্গশূন্য বুদ্ধিতে অবস্থিত হইয়া, জীবশব্দের বাচ্য হন, তাঁহাকেই এস্থলে পুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতেছে। জীবাত্মা স্বীয় আধার রূপ বুদ্ধির সহিত বন্ধমোক্ষাদিতে অধিকৃত হন। কেননা, অধিষ্ঠানশূন্য ভ্রম সম্পূর্ণ অসম্ভব; রজ্জুতে সর্পভ্রম এবং স্থাণুতে মনুষ্যভ্রম হয়। রজ্জু ও স্থাণু না থাকিলে, এই সকল ভ্রম হইতে পারে না। অতএ। রজ্জু ও স্থাণু এই দুই ভ্রমের অধিষ্ঠান। পরমাত্মারূপ অধিষ্ঠানে জগৎ বিবর্ত্তিত হইতেছে। বুদ্ধির বন্ধমোক্ষাদি পুরুষে আরোপিত হয়। বস্তুতঃ, জীবাত্মার বন্ধমোক্ষাদি নাই।

ন নিরোধো নচোৎপত্তির্ন বদ্ধো ন চ সাধকঃ।
ন মুমুক্ষুর্ন বৈ মুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা॥

গৌড়পাদীয় কারিকা, প্রঃ ২, কাঃ ৩২।

যেহেতু, জীব ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, অতএব, জীবের কোন নিরোধ বা আবরণ নাই। জীব কখন জন্ম গ্রহণ করে না বা বদ্ধ হয় না। এমতাবস্থায়, বন্ধন হইতে মুক্তি লাভের সাধনকারী ও মুক্তি প্রাপণেচ্ছুকও কেহ নাই এবং জীব বস্তুতঃ,মুক্তও হয় না। ইহাই পরম তত্ত্বজ্ঞান।

নবসংখ্যাহৃতজ্ঞানোদশমো বিভ্রমাত্তদা।
ন বেত্তি দশমোঽস্মীতি বীক্ষ্যমাণোঽপিতান্নব॥ ১৪
ন ভাতি নাস্তি দশম ইতি স্বং দশমং তদা।
মত্বা বক্তি তদজ্ঞানকৃতমাবরণং বিদুঃ॥
নত্যাং মমার দশম ইতি শোচন্ প্ররোদিতি।
অজ্ঞানকৃতবিক্ষেপং রোদনাদিং বিদুর্বুধাঃ॥ ১৫
ন মৃতো দশমোস্তীতি শ্রুত্বাপ্ত বচনন্তদা।
পরোক্ষত্বেন দশমং বেত্তি স্বর্গাদি লোকবৎ॥

ত্বমেব দশমোঽসীতি গণয়িত্বা প্রদর্শিতঃ।
অপরোক্ষতয়া জ্ঞাত্বা হৃষ্যত্যেব ন রোদিতি ॥ ১৬
অজ্ঞানাবৃতিবিক্ষেপ দ্বিবিধ জ্ঞানদৃষ্টয়ঃ।
শোকাপগম ইত্যেতে যোজনীয়াশ্চিদাত্মনি ॥ ১৭
সংসারাসক্তচিত্তঃ সংশ্চিদাভাসঃ কদাচন।
স্বয়ংপ্রকাশ কূটস্থং স্বতত্ত্বং নৈব বেত্ত্যয়ং ॥
ন ভাতি নাস্তি কূটস্থ ইতি বক্তি প্রসঙ্গতঃ।
কর্ত্তাভোক্তাহমস্মীতি বিক্ষেপং প্রতিপদ্যতে ॥ ১৮
অস্তিকূটস্থ ইত্যাদৌ পরোক্ষং বেত্তি বার্ত্তয়া।
পশ্চাৎ কূটস্থ এবাস্মীত্যেবং বেত্তি বিচারতঃ ॥
কর্ত্তাভোক্তেত্যেবমাদি শোকজাতং প্রমুঞ্চতি।
কৃতংকৃত্যং প্রাপণীয়ং প্রাপ্তমিত্যেব তুষ্যতি ॥ ১৯
অজ্ঞানমাবৃতি শুদ্ধবিক্ষেপশ্চ পরোক্ষধীঃ।
অপরোক্ষমতিঃ শোকমোক্ষস্তৃপ্তির্নিরঙ্কুশা ॥
সপ্তাবস্থা ইমাঃ সন্তি চিদাভাসস্য তাস্বিমৌ।
বন্ধমোক্ষৌস্থিতৌ তত্র তিস্রোবন্ধকৃতঃস্মৃতাঃ ॥ ২০

পঞ্চদশী, ৭ম পরিচ্ছেদ।

কোন স্থানে দশ ব্যক্তি একত্রে ভ্রমণে বহির্গত হইয়া, একটী নদীর অপর পারে গমন করেন। সকলে নদী পার হইয়াছেন কিনা জানিবার জন্য, তাঁহারা আপনাদের সংখ্যানির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু যিনিই গণক হন, তিনি আপনাকে বর্জ্জন করিয়া, এক, দুই ক্রমে অপর নয় জনকেই গণনা করেন এবং এইরূপে নয়জনকে দেখিয়া ও নব সংখ্যায় বিভ্রান্তচিত্ত হইয়া, স্বয়ং যে দশম, তাহা জানিতে পারেন না। তখন তাঁহারা বলিলেন, যেহেতু দশম পুরুষকে দেখা যাইতেছেনা, অতএব, তিনি নাই। অজ্ঞানের যে শক্তি মূলে, তাঁহার দশম পুরুষকে দেখিতে পাইতেছিলেন না, তাহাই অজ্ঞানের আবরণ শক্তি। নদীজলে দশম পুরুষের মৃত্যু হইয়াছে মনে করিয়া, অতঃপর তাঁহারা বিলাপ ও রোদন করিতে লাগিলেন। ইহা অজ্ঞানের বিক্ষেপ শক্তিমূলক। সেই সময়ে কোন অভ্রান্ত পুরুষ আসিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন, তোমাদের দশম পুরুষ মরে নাই; সে জীবিত আছে। স্বর্গলোকাদির কথা শুনিয়া, তদ্বিষয়ে লোকের যেমন পরোক্ষ

জ্ঞান হয়, আপ্ত পুরুষের বাক্য শ্রবণ করিয়া, দশম পুরুষের বিদ্যমানতা সম্বন্ধে তাঁহাদের সেইরূপ পরোক্ষ জ্ঞান হইল। পরে যখন সেই আগন্তুক ব্যক্তি গণনা দ্বারা দেখাইয়া দিলেন, 'তুমিই দশম পুরুষ', তখন প্রত্যক্ষরূপে দশম পুরুষকে দেখিয়া, তাঁহারা রোদন পরিত্যাগ করিলেন এবং হর্ষযুক্ত হইলেন। অজ্ঞান, আবরণ, বিক্ষেপ, পরোক্ষজ্ঞান, অপরোক্ষজ্ঞান, দৃষ্টি এবং শোকাপনোদন রূপ সাত প্রকার অবস্থা আত্মাতেও নিয়োজিত হইতে পারে। সংসারাসক্তচিত্ত জীবকুল যে স্বপ্রকাশ কূটস্থ চৈতন্যের স্বরূপ জানিতে অসমর্থ হয়, তাহা অজ্ঞানের কার্য্য। তজ্জন্য, তাহারা যে কূটস্থ চৈতন্যের অপ্রকাশ বা অভাব ব্যক্ত করে, তাহা আবরণ শক্তির কার্য্য। আমিই কর্ত্তা বা ভোক্তা, ঈদৃশী কল্পনা বিক্ষেপ শক্তিমূলক। আপ্তবাক্য দ্বারা, একমাত্র কূটস্থ চৈতন্যের অস্তিত্বের যে জ্ঞান হয়, তাহাকে পরোক্ষজ্ঞান বলা যায়। পশ্চাৎ, বিচার দ্বারা, 'আমিই কূটস্থ চৈতন্য' এইরূপ যে জ্ঞান হয়, তাহা অপরোক্ষ জ্ঞান। অনন্তর কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্ববর্জ্জন সহকারে যে শোকমোহাদির অপসারণ হয়, তাহাই শোকাপনোদন। সর্ব্বশেষে, কৃতকৃত্য হইতে পারিলে যে পরিতোষ জন্মে, তাহাই তৃপ্তিরূপ দৃষ্টি। অজ্ঞানাবধি নিরঙ্কুশ তৃপ্তি পর্য্যন্ত সপ্তবিধ অবস্থা সমস্তই দ্বৈব। কূটস্থ চৈতন্যের সহিত ইহাদের কোন সম্বন্ধ নাই। ইহারা, সামান্যতঃ, বন্ধ ও মোক্ষের কারণ। তন্মধ্যে, অজ্ঞান, আবরণ ও বিক্ষেপ বন্ধের এবং অবশিষ্ট চারি অবস্থা মোক্ষের হেতু।

আভাস চৈতন্য বা জীবাত্মা যে কূটস্থ চৈতন্য বা পরমাত্মা হইতে অভিন্ন, তাহা যখন মনন যোগে বিনিশ্চিত হইয়াছে, তখন 'আমার' আর এক্ষণে দুঃখ করিবার কি আছে? আদৌ তমোগুণে আচ্ছন্নদৃষ্টি হইয়া, মানব পশ্চাৎ রজোগুণপ্রভাবে বিবিধ মিথ্যা কল্পনা করে ও তদনুযায়ী কার্য্যনিচয়ে ব্যাপৃত হয় এবং বাঞ্ছাবিঘাতে বহু দুঃখ ভোগ করে। তমোগুণে আচ্ছন্নদৃষ্টি হওয়া নিদ্রিত হওয়ার ন্যায়। রজোগুণে কার্য্যাদি করা স্বপ্নদর্শন করার তুল্য। যে বুদ্ধিতে 'আমি' এক্ষণে উপস্থিত হইতেছি, তাহা সত্ত্বপ্রধান, স্থির ও নির্ম্মল। ইহাতে রজস্তমের চাঞ্চল্য বা মালিন্য অনুভূত হয় না। ঈদৃশ সুবুদ্ধিতে নিরাপদে অবস্থিত হইয়া, ঊর্দ্ধে সর্ব্বনিয়ন্তায় মনের একাগ্রতাবিধান জন্য, 'আমি' নিম্নে জগদ্রঙ্গমঞ্চে কুবুদ্ধির কৌতুক নৃত্যদর্শন ও তাহা হইতে শিক্ষালাভ করিতেছি।

নিরন্তরং ভাসমানে কূটস্থে জ্ঞপ্তিরূপতঃ।
তদ্ভাসা ভাস্যমানেয়ং বুদ্ধির্নৃত্যত্যনেকধা॥
অহঙ্কারঃ প্রভুঃ সভ্যা বিষয়া নর্ত্তকী মতিঃ।
তালাদিধারীণ্যক্ষাণি দীপঃ সাক্ষ্যবভাসকঃ॥ ৭

পঞ্চদশী, ১০ম পরিচ্ছেদ।

কূটস্থ চৈতন্য জ্যোতিঃ নিরন্তর দীপ্যমান থাকায়, তদ্দ্বারা প্রকাশিত হইয়া, বুদ্ধি বিবিধ অঙ্গভঙ্গীতে নৃত্য করিয়া থাকে। যেখানে অহঙ্কার গৃহস্বামী, বিষয় সকল সভ্যগণ, বুদ্ধি নর্ত্তকী, ইন্দ্রিয়নিচয় বাদ্যকর দল, এবং সাক্ষী চৈতন্য দীপালোক, তাদৃশ রঙ্গস্থলে বুদ্ধির নৃত্যই উপযুক্ত। গৃহস্বামী ও সভ্যগণ নৃত্যদর্শনে, নর্ত্তকী নৃত্যকর্ম্মে, বাদকগণ বাদ্যে ব্যাপৃত আছে এবং নৃত্য বাদ্য সম্বন্ধে অনেক প্রশংসাবাদও চলিতেছে। কিন্তু, যে দীপালোকে সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতেছে, তাহাকে কেহ গ্রাহ্য করিতেছে না।

রজস্তমোগুণান্বিত মলিন অহঙ্কার কুবুদ্ধিমদে মত্ত হইয়া, সতত স্বকীয় জ্ঞানবত্তা ও কার্য্যকুশলতার গর্ব্বানুভব করে। ধন, মান, রূপ, বিত্ত, খ্যাতি, প্রতিপত্তি, প্রভৃতি বিষয়ে সমধিক আসক্তি নিবন্ধন, এই সকল অনিত্যদ্রব্যের অর্জ্জনকে স্বার্থাবধারণ করিয়া, মানব স্বার্থসাধনকল্পে, গলিত শবান্বেষী ফেরুবৎ চঞ্চলভাবে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করে এবং শঠতা, নীচতা, নির্লজ্জতা, নিষ্ঠুরতা, ইত্যাদি যোগে যে যত স্বার্থসিদ্ধি করিতে পারে, সে তত বুদ্ধিমান্ ও কর্ম্মঠ বিবেচিত হয়। পুরুষপরম্পরায় অজ্ঞানের অগাধ গহ্বরে ক্রমাধিক অধঃপতিত ও কদাচারলিপ্ত হইয়া, মূঢ় মানব স্বকীয় কুসংস্কার ও তৎপ্রণোদিত জঘন্য আচরণকেই কুলধর্ম্মের ন্যায় পবিত্র ও গৌরবের বস্তু বিবেচনা করে এবং দলগঠন ও তাহার পুষ্টিসাধন মানসে, সকলকে অবিতর্কে পিতা-পিতামহের পথে চলিয়া, ধর্ম্মরক্ষা করিবার প্রতারণামূলক কুপরামর্শ প্রদান করে। মোহগ্রস্ত, আত্মবিস্মৃত, হতবুদ্ধি জনগণ সৎপরামর্শে কর্ণপাত না করিয়া, অসৎ পরামর্শেরই অনুবর্ত্তন করে। এজন্য, কুচক্রী পিশুনগণও সহজে লোকবঞ্চনায় সিদ্ধকাম হয়। দুরাশার দুরিত আবরণতলে সম্মিলিত বঞ্চকবঞ্চিত অপসদদল অর্থবিত্তাগমের নানা হীনোপায়ের উদ্ভাবনে রত হয়, অর্থলালসা ও কামতাড়নায় বহু দুষ্ক্রিয়ার সমাধান করে এবং আচ্ছাদনবিচ্যুত হইলেই, অর্থবিত্তহানি, স্বজনবিচ্ছেদ, অসাধ্য ব্যাধি প্রভৃতি দুরন্ত দৈবদুর্ব্বিপাক তাহাদিগকে সমাশ্রয় করিবে বলিয়া আতঙ্কিত হয়। পরন্তু, যদি কোন সদাশয় উদ্যমশীল ব্যক্তি অবিদ্যাপাশ

ছেদন করিয়া, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় উন্নতি সাধনে কৃতসঙ্কল্প হন, এইসকল ধর্ম্মধ্বজী ভণ্ডতপস্বী দুরভিসন্ধি বশে তাঁহার সম্মুখীন হয় এবং অজস্র অনিষ্টপাত সম্ভাবনার ভীতিপ্রদর্শন, বিবিধ অশাস্ত্রীয় বচনের উল্লেখ ও শাস্ত্রীয় বচনের কদর্থ সাধন করিয়া, তাঁহাকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করে। কৃতকার্য্য হইতে না পারিলে, ইহারা সেই সদ্ব্যক্তি ও তাঁহার সুহৃদ্বর্গের প্রতি দারুণ বিদ্বেষবান্ হইয়া সতত তাঁহাদের নির্য্যাতনপরায়ণ হয়। ধর্ম্মহীন পাণ্ডিত্যাভিমানী দুরাচারগণ কখন শাস্ত্রমর্ম্ম পরিগ্রহ করিতে পারেনা এবং শাস্ত্রবাক্যের বিপরীত অর্থ ও অশাস্ত্রীয় প্রলাপ বাক্যের শরণ গ্রহণ করে।

যেনাস্য পিতরো যাতা যেন যাতাঃ পিতামহাঃ।
তেন যায়াৎ সতাং মার্গং তেন গচ্ছন্ন রিষ্যতে॥ ১৭৯
মনুসংহিতা, ৪র্থ অধ্যায়।

যে পথে পিতা এবং পিতামহ চলেন, সন্তানও সেইপথে চলিবে। কিন্তু, পিতা-পিতামহ সৎপুরুষ হইলেই সন্তানের তাঁহাদের পথে চলিতে হইবে, অন্যথায় নহে। শাস্ত্র কখন সন্তানকে অধর্ম্মাচারী মূর্খ পিতা-পিতামহের অধর্ম্মাচরণ ও মূর্খতা অনুসরণ করিতে বলে না। শাস্ত্রজ্ঞানহীন কপটী ব্যক্তিই মানবকে ঐরূপ করিতে পরামর্শ দেয়। শাস্ত্র সকলকেই ধর্ম্ম ও জ্ঞানোন্নতি সাধন করিতে উপদেশ করে। আবার, পিতা, মাতা, বা আচার্য্যের যে সন্তান বা শিষ্যকে কেবল তাঁহাদের সুচরিতমাত্র গ্রহণ ও কুচরিত সকল বর্জ্জন করিবার উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য, তাহা তৈত্তিরীয়োপনিষদের প্রথম বল্লীস্থ একাদশ অনুবাকের পূর্ব্বোদ্ধৃত বাক্যাবলী হইতে প্রমাণিত হয়।

অবিদ্যার ঘনতমসে অন্ধচালিত অন্ধ মানব এইরূপে বিবিধ বীভৎস স্বার্থের উপাসনতৎপর হয়। স্ব স্ব ভ্রান্ত কল্পনানুযায়ী, মনুষ্যগণ স্বার্থের নানা অলীক চিত্র অঙ্কিত করে। যাহার মূলে ভুল, তাহার সমস্তই ভুল ভিন্ন আর কি হইবে? যে স্ব বা আপনাকে জানেনা, সে কিরূপে স্বার্থ বা নিজ প্রয়োজন উপলব্ধি করিবে? অজ্ঞজন অবিরত অন্ধকারে পর্য্যটন করিয়া, নিঃসহায় অবস্থায়, মৃত্যুর তিমিরাবৃত করাল বদনে নিপতিত হয়। তাহার পূর্ব্বার্জ্জিত ধনবিত্তাদির কিছুই তাহার সঙ্গে যায় না - যায় কেবল তাহার কর্ম্মসংস্কার। কিন্তু, মৃত্যুর পরপারে তাহাও তাহার সহায় না হইয়া, বিপক্ষতাচরণ করে। স্বার্থ জানিতে গেলে, আগে স্ব বা আপনাকে জানা চাই। 'আমি' প্রকৃতি বা প্রকৃতিবিকার বুদ্ধ্যাদি নহি। 'আমি'

সেই মহাচৈতন্যের আভাস। যাহাতে নিজ মঙ্গল অর্জ্জিত হয়, তাহা করাই সুবুদ্ধিজনোচিত। যাহাতে স্বকীয় অনিষ্টসাধিত হয়, তাহা করা ঘোর মূর্খতাব্যঞ্জক। সত্যপথে থাকিয়া, ধর্ম্ম্য ও ন্যায্য আচরণ নিষ্পাদন করিলে, মানব জ্ঞানমার্গে ক্রমাগ্রসর হইয়া, অবশেষে পূর্ণ সত্যজ্ঞানে সম্মিলিত হইতে পারেন। মায়াবশে, সতত অধর্ম্ম্য ও অন্যায্য কর্ম্ম করিলে, মনুষ্যের অনন্তকাল অজ্ঞানমার্গে বিচরণ করিতে এবং অজ্ঞানে আবদ্ধ থাকিতে হয়। যাহা আপন, তাহাই শুভ, প্রিয় ও সুখের বস্তু। যাহা আপনেতর, অন্য বা পর, তাহা অশুভ, অপ্রিয়, অসুখকর ও অবস্তু বা অপদার্থ। পরকে আপন ভাবিয়া, জন্ম জন্ম তাহাতে সমাসক্ত থাকা কদাচ মনুষ্যের যথার্থ স্বার্থ হইতে পারে না। অনিত্যকে নিত্য, অশুচিকে শুচি, দুঃখকে সুখ এবং অনাত্মাকে আত্মা পরিগণনা করিয়া, মানব মৃগতৃষ্ণিত জীবের ন্যায়, অযথার্থ স্বার্থের অন্বেষণে সংসারের কুটিল চক্রে নিয়ত পরিক্রমণ করে। 'আমি' যাহা, তাহাতে গিয়া চরম বিশ্রাম লাভ করাই আমার মুখ্য প্রয়োজন; 'আমি' যাহা নহি, তাহাতে চিরকাল মিশিয়া থাকিয়া, রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু, প্রভৃতি দুঃখভোগ করা 'আমার' ভ্রান্তি। ব্রহ্মে মিলিত হওয়াই মানবের শ্রেষ্ঠ স্বার্থ বা পরম পুরুষার্থ। ব্রহ্মে মিলিত হইবার জন্য যত্ন করাই মনুষ্যের যথার্থ পুরুষকারচালনা। জীবের এইরূপ পুরুষকারচালনাই ঈশ্বরের অভিপ্রেত।

কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতংসমাঃ।
এবংত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে॥ ২।

যজুঃ, অঃ ৪০। ঈশোপনিষৎ, ২।

এ কর্ম্মভূমিতে কর্ম্মসাধন করিতে করিতেই শত বৎসর জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবে। তোমার জন্য ইহাই ব্যবস্থা—অন্যরূপ নহে। কর্ম্ম মনুষ্যে লিপ্ত থাকে না।

প্রণবোধনুঃ শরোহ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়োভবেৎ॥ ৪॥

মুণ্ডকোপনিষৎ, ২য় মুণ্ডক, ২য় খণ্ড।

ওঁকারই ধনু, আত্মাই শর এবং ব্রহ্মই তাহার লক্ষ্য—এরূপ উক্ত হইয়াছে। অপ্রমত্ত ধীমদ্ব্যক্তিই তাদৃশ লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে পারেন। শর যেরূপ লক্ষ্যে প্রবেশ করে, সেইরূপ ব্রহ্মে প্রবেশ করিয়া, ব্রহ্মময় হইবে।

নার্থঃ পুরুষকারেণেত্যেবং মাশঙ্ক্যতাং যতঃ।
ঈশঃ পুরুষকারস্থরূপেণাপি বিবর্ত্ততে॥ ১১৯

ঈদৃগ্বোধেনেশ্বরস্য প্রবৃত্তির্নৈব বার্য্যতাং।
তথাপীশস্য বোধেন স্বাত্মাসঙ্গত্বধীজনিঃ॥

তাবতামুক্তিরিত্যাহুঃ শ্রুতয়ঃ স্মৃতয়স্তথা।
শ্রুতিস্মৃতী মমৈবাজ্ঞে ইত্যপীশ্বরভাষিতং॥ ১২০

পঞ্চদশী, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

যদি অন্তর্যামী ঈশ্বর বা আত্মা হৃদয়ে অবস্থিতি করতঃ সর্ব্বত্র নিয়োগ করেন, তবে পুরুষের কৃতিসাধ্য কিছুই নহে, এরূপ আশঙ্কা করিও না। যেহেতু, ঈশ্বর সেই পুরুষের কৃতিসাধ্যরূপে পরিণত হন, অতএব, সর্ব্বত্র পুরুষের যত্নই প্রধান কারণ। যদিও ঈশ্বর পুরুষের প্রযত্নরূপে পরিণত হন, তথাপি, তাঁহার নিয়ামকত্বের অন্যথা হয় না। কেননা, ঈশ্বরের নিয়ামকত্ববোধবিশিষ্ট জীবের অসঙ্গানন্দরূপত্ব জ্ঞান সহজেই হইয়া থাকে এবং তাহাতেই তাহার মুক্তি হয়, ইহা শ্রুতি ও স্মৃতি ব্যক্ত করিয়াছেন। শ্রুতি ও স্মৃতি যে ঈশ্বরের আজ্ঞাস্বরূপ, ঈশ্বরই তাহা উপদেশ করিয়াছেন। *

শক্তিঃ শক্তাৎ পৃথঙ্‌নাস্তি তদ্বদ্দৃষ্টের্নচাভিদা ;
প্রতিবন্ধস্য দৃষ্টত্বাৎ শক্ত্যভাবে তু কস্য সঃ॥
শক্তেঃ কার্য্যানুমেয়ত্বাদকার্য্যে প্রতিবন্ধনং।
জ্বলতোগ্নেরদাহে স্যান্মন্ত্রাদি প্রতিবন্ধতা॥ ৬
দেবাত্ম শক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াং মুনয়োবিদন্।
পরাস্যশক্তির্ব্বিবিধা ক্রিয়াজ্ঞান বলাত্মিকা।
ইতিবেদবচঃ প্রাহ বশিষ্ঠশ্চ তথাব্রবীৎ।
সর্ব্বশক্তি পরং ব্রহ্ম নিত্যমাপূর্ণ মদ্বয়ং।
যয়োল্লসতি শক্ত্যাসৌ প্রকাশ মধিগচ্ছতি॥ ৭

---

* নির্ম্মায়োচ্চাবচং শ্রুতিশ্চ নির্ম্মিমীতে পিতৃবৎ॥ ৮৯॥ শাণ্ডিল্যসূত্রম্। ঈশ্বর ধর্ম্মাধর্ম্ম অনুসারে ভূতগণকে উত্তমাধম রূপে সৃজন করিয়া, তাহাদের হিতার্থ বেদের উৎপাদন করিয়াছেন। যেমন পিতা পুত্রোৎপাদন করিয়া তাহাদের হিতার্থ অজ্ঞাত বিষয়ে জ্ঞান জন্মাইয়া থাকেন, সেইরূপ প্রভু হিতাহিত পরিজ্ঞানার্থ স্বয়ং বাক্যস্বরূপ বেদ উৎপন্ন করিয়াছেন।

চিচ্ছক্তির্ব্রহ্মণো রাম শরীরেষূপলভ্যতে।
স্পন্দশক্তিশ্চ বাতেষু দার্ঢ্য শক্তিস্তথোপলে।
দ্রবশক্তি স্তথাম্ভঃস্থ দাহশক্তি স্তথানলে।
শূন্যশক্তিস্তথাকাশে নাশশক্তির্ব্বিনাশিনী ॥ ৮
যথাণ্ডান্তর্ম্মহাসর্পো জগদস্তি তথাত্মনি।
ফলপত্রলতাপুষ্প শাখাবিটপ মূলবান্।
বৃক্ষবীজে যথা বৃক্ষ স্তথেদং ব্রহ্মণিস্থিতং।
ক্বচিৎ কাশ্চিৎ কদাচিচ্চ তস্মাদুদয়ন্তি শক্তয়ঃ।
দেশকালবিচিত্রত্বাৎ ক্ষ্মাতলাদিব শালয়ঃ ॥ ৯
স আত্মা সর্ব্বগোরাম নিত্যোদিত মহাবপুঃ।
যন্মনাঙ্ মননীং শক্তিং ধত্তে তন্মন উচ্যতে ॥ ১০
আদৌমন স্তদনুবন্ধ বিমোক্ষদৃষ্টী পশ্চাৎ প্রপঞ্চরচনা ভুবনাভিধানা।
ইত্যাদিকাস্থিতিরিয়ং হিগতা প্রতিষ্ঠামাখ্যায়িকা সুভগবালজনোদিতেব ॥ ১১
কার্য্যাদাশ্রয়তঃ সৈষা ভবেচ্ছক্তির্ব্বিলক্ষণা।
স্ফোটাঙ্গারৌ দৃশ্যমানৌ শক্তিস্তত্রানুমীয়তে। ১২
পৃথুবুধ্নোদরাকারো ঘটঃ কার্য্যোঽত্রমৃত্তিকা।
শব্দাদিভিঃ পঞ্চগুণৈর্যুক্ত শক্তিস্তত দ্বিধা ॥ ১৩

পঞ্চদশী, ১৩শ পরিচ্ছেদ

ঈশ্বর হইতে মায়া শক্তির পৃথক্ সত্তা নাই। শক্তি যে শক্ত বস্তু হইতে ভিন্ন নহে, তাহাই দেখা যায়। শক্তি শক্ত বস্তু হইতে অভিন্নও নহে। কেননা, মধ্যে মধ্যে শক্তির প্রতিবন্ধ দৃষ্টিগোচরিত হইয়া থাকে। যদি শক্তি শক্ত বস্তু হইতে অভিন্ন হয়, তবে সে প্রতিবন্ধ কাহার হইবে? শক্তি কার্য্য দ্বারা অনুমেয়। সুতরাং, যেখানে কারণ সত্ত্বেও কার্য্য হয় না, সেখানে প্রতিবন্ধন অবধারণ করিতে হইবে। প্রজ্বলিত অগ্নি যদি দাহ না করে, তাহা হইলে, স্থির করিতে হইবে যে, মন্ত্রাদি প্রতিবন্ধক আছে। পরমদেবতা পরমেশ্বরের শক্তি যে সত্ত্ব, রজঃ প্রভৃতি স্বগুণ দ্বারা নিগূঢ়, তাহা মুনিগণ জ্ঞানযোগে বিদিত হন। ঈশ্বরের ক্রিয়াগুণবলাত্মিকা বিবিধা পরা শক্তির অস্তিত্ব বেদবাক্যে প্রকটিত হইয়াছে এবং বশিষ্ঠ ঋষিও যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে রামচন্দ্রকে তাহা বলিয়াছেন। নিত্য, পরিপূর্ণ, সর্ব্বশক্তিমান্, অদ্বিতীয় পরমেশ্বর যখন যে শক্তি দ্বারা বিবর্ত্তিত হন,

তখন তদ্রূপে প্রকাশ পান, ইহা বশিষ্ঠের কথা। বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্রকে বলিতেছেন, হে রাম! দেবমনুষ্যাদির শরীরে পরব্রহ্মের চৈতন্য শক্তির উপলব্ধি হয় এবং বায়ুতে স্পন্দন শক্তি, প্রস্তরাদিতে কাঠিন্য শক্তি, জলে দ্রবশক্তি, অনলে দাহ শক্তি, আকাশে শূন্য শক্তি, বিনশ্বর পদার্থে বিনাশ শক্তি, ইত্যাদি ক্রমে সর্ব্বত্রই পরব্রহ্মের শক্তি প্রকাশিত হয়। যেমন কারণ অবস্থায়, একটী ক্ষুদ্র অণ্ডমধ্যে একটী প্রকাণ্ড সর্প সূক্ষ্ম ভাবে অবস্থিতি করে, কিম্বা একটী অণুমাত্র বীজ মধ্যে ফল, পত্র, লতা, পুষ্প, শাখা, স্কন্দ ও মূলবিশিষ্ট বৃহৎ একটী বৃক্ষ থাকে, সেইরূপ, কারণাবস্থায় নিখিল জগৎ পরব্রহ্মে অতি সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত হয়। হে রাম! নিত্য, বৃহৎ, সর্ব্বত্রগামী সেই চিন্মাত্র পরমাত্মা যখন মায়াশক্তিপ্রভাবে মননীশক্তি বা স্বপরাববোধনসামর্থ্য ধারণ করেন, তখনই তিনি মন শব্দে অভিহিত হন। প্রথমে উক্তরূপে মন উৎপন্ন হয়। তদনন্তর, বন্ধ ও মোক্ষ কল্পিত হয় এবং তৎপরে চতুর্দ্দশ ভুবন নামে বিখ্যাত এই বিচিত্র প্রপঞ্চ বিভাবিত হয়। এ জগৎ এইরূপে স্থিতি করিতেছে। অতএব, বালকের প্রতি ধাত্রীকথিত তিন রাজপুত্রের আখ্যায়িকা যেমন সত্য, ইহাও সেইরূপ সত্য জানিবে। যেমন অগ্নির কার্য্য ও আশ্রয় দাহ ও অঙ্গার হইতে দাহিকা শক্তিকে পৃথক্‌রূপে অনুমান করা যায়, কিম্বা, কম্বুগ্রীবাদিবিশিষ্ট ঘটরূপ কার্য্য ও শব্দাদি পঞ্চগুণযুক্ত মৃত্তিকারূপ আশ্রয় হইতে মৃচ্ছক্তিকে ভিন্ন বলা যায়, মায়ার কার্য্য ও আশ্রয় জগৎ ও ঈশ্বর হইতে, মায়া শক্তি সেইরূপ পৃথক্।

মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির দুই ভার্য্যা। তন্মধ্যে প্রথমা ব্রহ্মবাদিনী এবং দ্বিতীয়া স্ত্রীস্বভাবসুলভ জ্ঞানবিশিষ্টা। যাজ্ঞবল্ক্য পরিব্রজ্যাশ্রমাবলম্বনে কৃতসংকল্প হইয়া, মৈত্রেয়ীকে বলিলেন, দেখ মৈত্রেয়ি! আমি কাত্যায়নীর সহিত তোমার একটা ভাগনিষ্পত্তি করিয়া দিয়া যাইতে ইচ্ছা করি। মৈত্রেয়ী বলিলেন, যদি বিত্তপূর্ণা এই সমস্ত পৃথিবীই আমার হয়, তাহাতে কি আমি অমরত্ব লাভ করিতে পারিব? যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন, না। তবে ধনীদের জীবন যেরূপ হয়, তোমার জীবনও সেইরূপ হইবে। মৈত্রেয়ী বলিলেন, যাহাতে অমর হওয়া যায় না, তাহা লইয়া আমি কি করিব? অমরত্বলাভ বিষয়ে যাহা জানেন, অনুগ্রহ পূর্ব্বক, তাহাই আমাকে বলুন। তখন যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন :—

পতির্জায়া পুত্রবিত্তে পশুব্রাহ্মণ বাহুজাঃ
লোকাদেবাবেদভূতে সর্ব্বঞ্চাত্মার্থতঃপ্রিয়ং ॥
আত্মাবা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যোমন্তব্যোনিদিধ্যাসিতব্যো
মৈত্রেয্যাত্মনি খল্বরে দৃষ্টেশ্রুতে মতে বিজ্ঞাত ইদংসর্ব্বং বিদিতম্ ॥

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৪র্থঅধ্যায়, ৫ম ব্রাহ্মণ।

অরে মৈত্রেয়ি! পতি বা পত্নী, পুত্র বা বিত্ত, পশু বা শিশু, ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়, লোক বা দেবতা, বেদ বা ভূত, সকলই আত্মপ্রীতির জন্য প্রিয় হয়। অরে! সেই আত্মাকে (আপনাকে) দেখিতে হইবে, শুনিতে হইবে, মনন করিতে হইবে, একাগ্র মনে ধ্যান করিতে হইবে। আপনাকে দেখিলে, শুনিলে, মননাদি করিলে পর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সমস্তই জানা যায়।

অথকেয়ং ভবেৎ প্রীতিঃ শ্রূয়তে যানিজাত্মনি।
রাগোবধ্বাদি বিষয়ে শ্রদ্ধা যাগাদি কর্ম্মণি।
ভক্তিঃস্যাৎ গুরুদেবাদাবিচ্ছাত্ব প্রাপ্ত বস্তুনি। ১২
তর্হ্যস্তু সাত্ত্বিকী বৃত্তিঃ সুখমাত্রানুবর্ত্তিনী।
প্রাপ্তে নষ্টোপি সদ্ভাবাদিচ্ছাতোব্যতিরিচ্যতে। ১৩

পঞ্চদশী, ১২শ পরিচ্ছেদ।

স্ত্রীবিষয়ে যে প্রীতি, তাহা অনুরাগরূপ। যাগাদি কর্ম্মে যে প্রীতি, তাহা শ্রদ্ধারূপ। গুরুদেবাদি বিষয়ে যে প্রীতি তাহা ভক্তিরূপ। অপ্রাপ্ত বস্তুতে যে প্রীতি, তাহা ইচ্ছারূপ। আপনাতে যে প্রীতি, তাহা কিরূপ? উক্ত চারি প্রকার প্রীতি হইতে অতিরিক্ত, অন্তঃকরণবৃত্তিরূপ সাত্ত্বিকী প্রীতি আপনাতে হইয়া থাকে। তাহা কোন নিমিত্তজন্য নহে বা ইচ্ছারূপও নহে। কেননা, সুখসাধন বিষয় লব্ধই হউক, আর নষ্টই হউক, আপনাতে যে প্রীতি, তাহার কখন অসদ্ভাব হয়না। আত্মাকে সুখসাধনরূপে প্রিয় বলা বিধেয় নহে। অন্নপানাদি ভোগ্যরূপে প্রিয়। কিন্তু, আত্মা ভোগ্য নহেন এবং তাঁহার ভোক্তাও কেহ নাই। অতএব বৈষয়িক সুখে যে প্রীতি, তাহা প্রীতি মাত্র, এবং আত্মাতে যে প্রীতি তাহা অতিপ্রীতিপদবাচ্য। বৈষয়িক প্রীতি ব্যভিচারী ; পরন্তু, আত্মপ্রীতি অব্যভিচারী। বিষয়জন্য যে সুখ, তাহা এক বস্তু পরিত্যাগ করিয়া, অন্য বস্তুতে স্থাপিত হয়। আত্মা হেয় কি উপাদেয় নহেন। সুতরাং, তাঁহাতে যে সুখ, তাহা সর্ব্বদাই সমান বা ব্যভিচারশূন্য পুত্রের মিত্র প্রিয় হইলেও, লোক তত্তুলনায়,

পুত্রকে অতিপ্রিয় বলে। যেহেতু, সকল বস্তুই আত্মপ্রয়োজন জন্য প্রিয়, অতএব, আত্মাই অতি প্রিয়। 'আমার অসত্তা কথন না হউক—আমি সর্ব্বদাই বাঁচিয়া থাকি', এরূপ প্রার্থনা যে প্রত্যেক মনুষ্যই করে, তাহা দেখা যায়। সুতরাং আত্মার অতিপ্রিয়তা প্রত্যক্ষ।০

বিত্তাৎপুত্রঃ প্রিয়ঃ পুত্রাৎ পিণ্ডঃ পিণ্ডাত্তথেন্দ্রিয়ং।
ইন্দ্রিয়াচ্চপ্রিয়ঃ প্রাণঃ প্রাণাদাত্মা পরঃপ্রিয়ঃ।
এবং স্থিতে বিবাদোঽত্র প্রতিবুদ্ধ বিমূঢ়যোঃ।
শ্রুত্যোদাহারিতত্রাত্মা প্রেয়ানিত্যেব নির্ণয়ঃ। ৩৩
সাক্ষ্যেব দৃশ্যাদন্যস্মাৎ প্রেয়ানিত্যাহ তত্ত্ববিৎ।
প্রেয়ান্ পুত্রাদি রেবেমং ভোক্তুং সাক্ষীতি মূঢ়ধীঃ। ৩৪

পঞ্চদশী, ১২শ পরিচ্ছেদ।

বিত্ত হইতে পুত্র, পুত্র হইতে স্বীয় শরীর, শরীর হইতে ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয় হইতে প্রাণ এবং প্রাণ হইতে আত্মা প্রিয়, বিচার দ্বারা ইহা অবধারিত হইলে, তাদৃশ ধারণাকে দৃঢ় করিবার জন্য শ্রুতি জ্ঞানী ও অজ্ঞানীগণের বিরোধ বর্ণনা করিয়া, আত্মাই যে সমুদয় পদার্থ হইতে প্রিয়, তাহা মীমাংসা করিয়াছেন। বিরোধ এই যে, তত্ত্বজ্ঞানী বলেন, যাবতীয় দৃশ্যপদার্থ হইতে সাক্ষী চৈতন্যরূপ পরমাত্মাই প্রিয়। পক্ষান্তরে, মূঢ় ব্যক্তিগণ ভোগসাধন নিমিত্ত বলে, বাহ্যে পরিদৃশ্যমান্ পুত্রাদিই প্রিয়। ঈদৃশ ভ্রান্ত সিদ্ধান্তই মোহান্ধ জনের সম্পূর্ণ উপযুক্ত। কেননা, তাহার প্রতিজ্ঞা ভুল, হেতু ভুল, উদাহরণ ভুল, উপনয় ভুল, সুতরাং, তাহার নিগমনও ভুল। বিত্ত, পুত্র, দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ—ইহাদের কেহ না কেহই যে আত্মা, তাহাই অজ্ঞানীর প্রতিজ্ঞা। যে বিত্তকে আত্মস্বরূপ বিবেচনা করে, সে বিত্তের জন্য নিজপুত্র, দেহ, ইন্দ্রিয় ও প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে পারে। এইরূপ, উক্ত পঞ্চ পদার্থের মধ্যে যে যে কোনটীকে আত্মা বলিয়া অবধারিত করে, সে তজ্জন্য অবশিষ্ট চারিটীর বিসর্জ্জনে কাতর হয় না। এমতে, অজ্ঞানীর তথাকথিত আত্মহত্যায়, আত্মার অতিপ্রিয়তা খণ্ডিত না হইয়া, বরং, সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়। আত্মার অভৌতিকত্ব বোধগম্য করিয়াও, যাঁহারা মৃত্যুকামী হন, তাঁহারা দেহত্যাগই বাঞ্ছা করেন। আত্মা ত্যক্তা বা ত্যজ্য নহেন, ইহা যাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহারা আত্মহত্যা শব্দকে সম্পূর্ণ অর্থহীন বিবেচনা করেন।

যাঁহারা আত্মার অতিপ্রিয়তা বিষয়ে নিঃসন্দিহান্ হন, তাঁহাদের আর

পরোপকার বা জগতের হিতসাধনকরণমূলক অভিমান থাকিতে পারে না। কারণ, তাঁহারা যে সকল পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তৎ সমস্তই তাঁহারা আত্মমঙ্গল জন্য করেন বলিয়া জানেন। তাঁহাদের ধর্ম্ম্য ও ন্যায্য আচরণে, আনুষঙ্গিকরূপে, অন্যের বা জগতের বহু উপকার সাধিত হয়, সত্য। কিন্তু, ঐ সকল কর্ম্মানুষ্ঠানে, তাঁহারা নিজ প্রয়োজন ব্যতীত, পরকীয় প্রয়োজন উপলব্ধি করেন না। বিশ্বব্যাপী ঐশ সংকল্প বিদিত হওয়া বা পরমাত্মায় সম্মিলিত হওয়াই জীবের চরম মঙ্গল এবং ঈশ্বরপ্রীতিকর কার্য্যসাধনেই তাহা সম্পন্ন করা যায়। এজন্য, আত্মতত্ত্বজ্ঞ মহাজনগণ সংযত ও নিষ্কাম ভাবে, নিরন্তর আত্ম ও বিশ্বহিতকর বিশুদ্ধ কর্ম্মাবলীর সমাধান করেন। পক্ষান্তরে, মোহগ্রস্ত আত্মবিস্মৃত মনুষ্যনিচয় বিবিধ অনচ্ছ ঐহিক কামনায়, কৃত্রিমভাবে বাহ্যাড়ম্বরিক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিয়া, লোকসমক্ষে পরোপকার ও জগতের হিতসাধন করার দম্ভ প্রকাশ করে এবং অজ্ঞ লোক সকলও ইহাদের প্রতারণাবাক্যে বিমোহিত হয়। ফলতঃ, ইহাদের পৈশুন আচরণে অন্যের বা জগতের কোন ইষ্ট সাধিত না হইয়া, প্রভূত অনিষ্টই সাধিত হয় এবং এই সকল মিথ্যাচার ভণ্ড নরাধমগণ অজ্ঞানের ঘোর কুণ্ডে নিয়ত নিবদ্ধ থাকিয়া, জন্মজন্মান্তর ঈশ্বর হইতে বহুদূরে অবস্থিতি করে।

আত্মভোগ্য দ্বৈত জগৎ ঐশ্বরিক ও জৈব সৃষ্টির সমাহারভূত। জীবগণ বোধ ও কর্ম্মদ্বারা ঈশ্বরসৃষ্ট বস্তুর সৃষ্ট্যন্তর সাধন করে। ভোগ্যাভোগ্যত্ব বা ভোগের প্রণালী কল্পনা করিয়া, জীব ঈশ্বরনির্ম্মিত বস্তুনিচয়কে ভোগ্যরূপে গ্রহণ বা অভোগ্য রূপে বর্জ্জন করে এবং ইহাতেই জীবের আভিরুচিক ভোগ নির্ব্বাহিত হয়।

মায়াবৃত্ত্যাত্মকো হীশ সংকল্পঃ সাধনং জনৌ।
মনোবৃত্ত্যাত্মকো জীব সংকল্পো ভোগসাধনং ॥ ১৫
ঈশনির্ম্মিত মণ্যাদৌ বস্তুন্যেক বিধেস্থিতে।
ভোক্তৃধীবৃত্তি নানাত্বাৎ তদ্ভোগো বহুধেষ্যতে ॥ ১৬
প্রিয়োঽপ্রিয় উপেক্ষ্য শ্চেত্যাকারা মণি গাস্ত্রয়ঃ।
সৃষ্টাজীবৈরীশসৃষ্টং রূপ সাধারণং ত্রিষু।
ভার্য্যাস্নুষাননন্দাচ যাতামাতেত্যনেকধা।
প্রতিযোগিধিয়া যোষিদ্ভিদ্যতে ন স্বরূপতঃ। ১৮
নমুজ্ঞানানি ভিদ্যন্তামাকারস্তু ন ভিদ্যতে।
যোষিদ্বপুষ্যতিশযোন দৃষ্টোজীবনির্ম্মিতঃ।

মৈবংমাংসময়ী যোষিৎ কাচিদন্যা মনোময়ী।
মাংসময্যা অভেদেপি ভিদ্যতেত্র মনোময়ী। ১৯
পঞ্চদশী, ৪র্থ পরিচ্ছেদ।

ঈশ্বরের মায়াবৃত্তিরূপ সংকল্পই সৃষ্টির হেতু এবং জীবের মনোবৃত্তিরূপ সংকল্পই ভোগের হেতু। ঈশ্বরনির্ম্মিত মণি প্রভৃতি বস্তু সকল একবিধ থাকিলেও, অর্থাৎ, রূপান্তর প্রাপ্ত না হইলেও, ভোক্তা জীবনিচয়ের বিভিন্ন বুদ্ধি প্রযুক্ত, তত্তৎবস্তুর ভোগ নানা প্রকারে কল্পিত হইয়া থাকে। প্রিয়, অপ্রিয় ও উপেক্ষ্য, মণিতে এই তিন প্রকার আকার জীবকর্ত্তৃক ভোগ্যরূপে সৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু মণির যে রূপ ঈশ্বরসৃষ্ট, তাহা সর্ব্বত্রই সমান। এক স্ত্রী কোন ব্যক্তির পত্নী, কাহার বধূ, কাহার ননন্দা, কাহার যাতা, কাহার মাতা, ইত্যাদি। স্বসম্পর্কীয় ব্যক্তিগণের জ্ঞানবৈভিন্ন্যে, এক স্ত্রীই এইরূপ নানাপ্রকার হয়। কিন্তু ঈশ্বরসৃষ্ট পদার্থস্বরূপ, ঐ যোষিৎ একই, তাহার কোন বিভিন্নতা নাই। পত্নী, বধূ, প্রভৃতি রূপে, উক্ত স্ত্রীলোকবিষয়ক জ্ঞানের পার্থক্য ও তাহার আকৃতির অবৈলক্ষণ্য হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, একই বস্তু সৃষ্টিগত ভাবে দুই প্রকার—বাহ্যে পঞ্চভূতময় এবং অন্তঃকরণে মনোময়। বাহ্যে দৃশ্যমান্ মাংসময়ী স্ত্রীর ভেদ না হইলেও অন্তঃকরণবৃত্তিস্থা মনোময়ী স্ত্রী পত্নী, বধূ, প্রভৃতি নানা প্রকারে কল্পিত হয়। অতএব, দ্বৈতজগৎ, যুগপৎ, ঈশ্বরসৃষ্টস্বরূপ ভৌতিক এবং জীবসৃষ্টস্বরূপ মনোময়।

জীবসৃষ্ট মনোময় বস্তুই যে জীবের সংসারবন্ধের কারণ, তাহা অন্বয় ও ব্যতিরেক, উভয় ভাবেই প্রত্যক্ষীকৃত হয়। মনোময় বস্তুর বিদ্যমানতায় সুখ বা দুঃখ উৎপন্ন হয় এবং তাহার অভাবে ঐ দুয়ের কিছুই থাকে না। স্বপ্নাবস্থায়, বাহ্যবস্তুর জ্ঞানাভাব সত্ত্বেও, মনোময় বস্তু দ্বারা জীব বদ্ধ হয়। পরন্তু সমাধি, সুষুপ্তি বা মূর্চ্ছাকালে, মনোময় বস্তুর অবিদ্যমানতা প্রযুক্তই জীব অবদ্ধ থাকে। যদি কোন ব্যক্তির পুত্র দূরদেশে অবস্থান করে, এবং কোন মিথ্যাবাদী বিপ্রলম্ভক তৎপুত্রের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া তাঁহাকে জ্ঞাপন করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি, অবশ্য, পুত্রের মৃত্যু নিশ্চয় করিয়া, ক্রন্দন করেন। অথবা, দূরদেশস্থিত পুত্রের মৃত্যু হইলেও, সংবাদ প্রাপ্ত্যভাবে, তাঁহাকে জীবিত জ্ঞান করিয়া, পিতা প্রফুল্লচিত্ত থাকেন।

অতএব, দেখা যাইতেছে যে, জীব ঈশ্বরসৃষ্ট বাহ্য দ্বৈতাবলম্বনে মানসদ্বৈতের গঠন করে এবং সেই মানসদ্বৈতই জীবের বন্ধের কারণ হয়। এরূপ ক্ষেত্রে সাধকের কর্ত্তব্য কি? (১) বাহ্যদ্বৈতের অনঙ্গীকৃতি বা কোনরূপ যোগাভ্যাস-

মূলে মনোবৃত্তিনিচয়ের নিরোধ দ্বারা মানসদ্বৈতের গঠন নিবৃত্তি করা, অথবা, (২) এরূপ সতর্কতাসহকারে মানসদ্বৈতের গঠন করা, যাহাতে তাহা বন্ধের কারণ না হইতে পারে,? বাহ্যদ্বৈতের এককালীন অনঙ্গীকার সামান্য প্রাণীর পক্ষে অসম্ভব। জীবনধারণ জন্য, জীবের সতত বাহ্যবস্তু স্বীকার করিতে হয়। যতক্ষণ জীবের পূর্ণাদ্বৈত জ্ঞান না হয়, ততক্ষণ তাহার দ্বৈতজ্ঞান নিশ্চয়ই থাকিবে। মনোনিরোধাত্মক যোগাভ্যাস দ্বারা তাৎকালিক দ্বৈতজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় বটে; কিন্তু, পুনঃ পুনঃ জন্মমরণরূপ সংসারবন্ধন ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতিরেকে কোনরূপে নিবৃত্ত হয় না। সুতরাং, দ্বিতীয় বা শেষোক্ত পন্থাই উপাদেয়। ফলতঃ, বেদান্ত এইরূপই উপদেশ করেন। অভেদবাদীগণ বলেন, ঈশ্বরসৃষ্ট বাহ্যদ্বৈতজগতের নিবৃত্তি না হইলেও, তাহাতে মিথ্যাজ্ঞান হইলেই, অদ্বয় পরব্রহ্মজ্ঞান হয়। নতুবা, বাহ্যদ্বৈত জগতের অভাব হইলেই যে অদ্বিতীয় ব্রহ্মজ্ঞান হইবে, এমন নহে। প্রলয়ে নিখিল জগদ্বিনাশে সমস্ত দ্বৈত বস্তুর অভাব হয়। তৎকালে, গুরু বা শাস্ত্রাদির অভাব বশতঃ অদ্বয় পরব্রহ্মজ্ঞান হওয়া অসম্ভব হয়। এমতে, ঈশ্বরসৃষ্ট বাহ্যদ্বৈত প্রপঞ্চ অদ্বৈত তত্ত্বজ্ঞানের বিরোধী নহে, বরং অনুকূল। দ্বৈতের মধ্যদিয়া অদ্বৈতে উপনীত হওয়া যায়। জ্ঞানীগণ ইহা বিদিত থাকিয়া, ঈশ্বরসৃষ্ট বাহ্যদ্বৈত প্রপঞ্চাভ্যন্তরে সত্যাহরণ ও মিথ্যা বর্জ্জন করিতে করিতে ব্রহ্মাভিমুখে অগ্রসর হন। পক্ষান্তরে, সৃষ্টিরহস্যানভিজ্ঞ অজ্ঞানীগণ ঈশ্বরসৃষ্ট বাহ্যদ্বৈতাবলম্বনে মোহকর মানস দ্বৈতের গঠন করিয়া, দ্বৈতেই আবদ্ধ থাকে। সুতরাং, জৈবকার্য্যে জীবসৃষ্ট মনোময় দ্বৈত জগৎ দ্বিধাবিভক্ত হয়। যথা:—শাস্ত্রীয় দ্বৈত ও অশাস্ত্রীয় দ্বৈত। যাবতীয় অশাস্ত্রীয় দ্বৈত পরিত্যাগ করিয়া, অদ্বৈত তত্ত্বজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত, শাস্ত্রীয় দ্বৈতের অনুষ্ঠান করাই সাধকের কর্ত্তব্য।

আত্মব্রহ্মবিচারাখ্যং শাস্ত্রীয়ং মানসংজগৎ।
বুদ্ধে তত্ত্বে তচ্চহেয়মিতি শ্রুত্যনুশাসনং॥ ৩৩
শাস্ত্রাণ্যধীত্য মেধাবী অভ্যস্য চ পুনঃ পুনঃ।
পরমং ব্রহ্মবিজ্ঞায় উল্কাবত্তান্যথোৎসৃজেৎ।
গ্রন্থমভ্যস্য মেধাবী জ্ঞানবিজ্ঞান তৎপরঃ।
পলালমিবধান্যার্থী ত্যজেৎ গ্রন্থমশেষতঃ।
তমেবধীরোবিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্বীত ব্রাহ্মণঃ।
নানুধ্যায়েদ্বহূন্ শব্দান্ বাচোবিগ্লাপনং হি তৎ॥

তমেবৈকং বিজানীত হন্যাবাচো বিমুঞ্চথ।
যচ্ছেদ্বাঙ্‌মনসীপ্রাজ্ঞ ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ঃ স্ফুটাঃ॥ ৩৪
অশাস্ত্রীয়মপি দ্বৈতং তীব্রংমন্দমিতি দ্বিধা।
কামক্রোধাদিকং তীব্রং মনোরাজ্যং তথেতরং।
উভয়ং তত্ত্ববোধাৎপ্রাক্ নিবার্য্যং বোধসিদ্ধয়ে।
শমঃসমাহিতত্বঞ্চ সাধনেষুশ্রুতং যতঃ॥ ৩৫

পঞ্চদশী, ৪র্থ পরিচ্ছেদ।

জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে অভিন্ন, এতদ্রূপ পরব্রহ্ম বিষয়ক বিচারকেই শাস্ত্রীয় মানসপ্রপঞ্চ অভিহিত করা যায় এবং তত্ত্বজ্ঞান সম্পন্ন হইলে, তাহাও পরিত্যাজ্য, ইহা শ্রুতির অনুশাসন। যেমন পান্থজন অন্ধকার রজনীতে পথাবলোকন জন্য উল্কা গ্রহণ করে এবং স্বগৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া, তাহা পরিত্যাগ করে, সেইরূপ মেধাবী ব্যক্তি বেদ বেদান্তাদি শাস্ত্রনিচয়ের অধ্যয়ন ও পুনঃ পুনঃ অভ্যাস দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব বিদিত হইয়া, শাস্ত্র ও বিচার সকলের বর্জ্জন করিবেন। যেমন ধান্যার্থী কৃষক পলালমর্দ্দনে ধান্যলাভ করিয়া, পলালকে দূরে নিক্ষেপ করে, সেইরূপ সুবুদ্ধিমান্ মানব গ্রন্থাভ্যাস বা নিত্যানিত্য বিচারে তাহার অর্থালোচন করতঃ শাস্ত্রজ্ঞান ও অদ্বৈত পরমাত্মজ্ঞানে তৎপর হইয়া, গ্রন্থের বিসর্জ্জন করিবেন। ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ধীরব্যক্তি পরব্রহ্মতত্ত্ব বিদিত হইয়া, তাহাতেই সমাসক্ত থাকেন। তিনি বহু শব্দাড়ম্বরে শাস্ত্রালোচনা করেন না। কেন না, শব্দাড়ম্বর বাক্যের গ্লানি মাত্র; তাহাতে কোন ফলোদয় হয় না। বাক্য এবং মন সংযত করিয়া, সেই অদ্বিতীয় পরব্রহ্মকে জান; অন্যবাক্য পরিত্যাগ কর; ইত্যাকার বিস্পষ্ট শ্রুত্যুপদেশ নিচয়ের বিদ্যমানতা পরিদৃষ্ট হয়। অশাস্ত্রীয় দ্বৈতও তীব্র ও মন্দভেদে দুই প্রকার। কাম, ক্রোধ, প্রভৃতি মানসিক দ্বৈত ভাবসমূহকে তীব্র বলা যায় এবং মনোরাজ্যরাজী মন্দশব্দের বাচ্য। বোধসিদ্ধির জন্য, তত্ত্ববোধের পূর্ব্বে, এতদুভয়ের নিবারণ করা কর্ত্তব্য। যেহেতু, ব্রহ্মজ্ঞানসাধনে শান্তি ও সমাধির অনুষ্ঠান শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে।

নেত্রাদির সংযোগ দ্বারা কোন বাহ্যবস্তুতে অন্তঃকরণের সংযোগ হইলে, উক্ত বাহ্যবস্তুর যে আকার, অন্তঃকরণও তদ্রূপ হয়। [সংযোগজন্য সংযোগ মধ্যভাগ, বৈশেষিক দর্শনে দ্রষ্টব্য]। বাহ্যবস্তু জ্ঞানেন্দ্রিয়ের নিকটস্থ হইলে, বুদ্ধিস্থ প্রমাতৃ চৈতন্য হইতে যে অন্তঃকরণবৃত্তি উৎপন্ন হয়, তাহা ঐ বাহ্যবস্তুকে অধিকার করিয়া,

তদাকারে পরিণত হয় এবং তাহাতেই অন্তঃকরণে তদ্বস্তুর জ্ঞান হয়। অন্তঃকরণ চক্ষুসংযুক্ত দ্রব্যের ; আকারে পরিণত হইলে রূপজ্ঞান, কর্ণসংযুক্ত দ্রব্যের আকারে পরিণত হইলে শাব্দ জ্ঞান, নাসিকাসংযুক্ত দ্রব্যের আকারে পরিণত হইলে ঘ্রাণ জ্ঞান, জিহ্বাসংযুক্ত বস্তুর আকারে পরিণত হইলে স্বাদজ্ঞান এবং ত্বকসংযুক্ত বস্তুর আকারে পরিণত হইলে স্পর্শজ্ঞান হয়। যদিও ব্রহ্ম বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন, তথাপি বাহ্যেন্দ্রিয়গ্রাহ্যবস্তুবিষয়ক জ্ঞানোৎপত্তির দৃষ্টান্তে অন্তরিন্দ্রিয় গ্রাহ্যবস্তু বিষয়ক জ্ঞানোৎপত্তির অনুমান করা যায়। ব্রহ্ম অন্তরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইলেও, সাধারণ চিন্তার অনুপসদ। তিনি কেবল নিদিধ্যাসনগম্য। ব্রহ্মে চিত্তনিয়োগ করিয়া, অবিরাম ব্রহ্মধ্যান করিলে, অন্তঃকরণ ব্রহ্মাকারে পরিণত ও ব্রহ্মজ্ঞানময় হয়।

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনূং স্বাম্ ॥ ২৩

কঠোপনিষৎ, ১ম অধ্যায়, ১ম বল্লী।

সে আত্মাকে প্রবচন, মেধা বা শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা জানা যায় না। তিনি যাঁহাকে বরণ করেণ, তিনিই তাঁহাকে জানিতে পারেন। আত্মা তাঁহার তনুকে স্বীয় বলিয়া বরণ করেন।

এষ সর্ব্বেষু ভুতেষু গূঢ়োত্মান প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়াবুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্ম দর্শিভিঃ ॥ ১২

ঐ, ঐ, ৩য় বল্লী।

তিনি সর্ব্বভূতেই গূঢ় আছেন ; প্রকাশিত হন না ; কেবল সূক্ষ্মদর্শীদিগের একাগ্র সূক্ষ্ম বুদ্ধি দ্বারা দৃষ্ট হন।

সমাধি।

সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প ভেদে, সমাধি দুই প্রকার। আমি ধ্যাতা এবং পরব্রহ্ম আমার ধ্যেয় বস্তু, এরূপ জ্ঞান সবিকল্প সমাধিতে জাগরূক থাকে। জ্ঞাতা, জ্ঞান, ও জ্ঞেয়, এই বিকল্পত্রয় ত্রিপুটী নামে অভিহিত হয়। যাহা বিকল্পযুক্ত, তাহা সবিকল্প এবং যাহা বিকল্পবিহীন, তাহা নির্ব্বিকল্প! চরমপন্থী নির্ব্বিশেষাদ্বৈতবাদীগণ সবিকল্প সমাধি নামক কোনবস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। ব্রহ্মধ্যান যতই প্রগাঢ় হউক, তাহা ত্রিপুটীবিশিষ্ট হইলে, তাঁহারা তাহাকে সমাধিসংজ্ঞিত না

করিয়া, নিদিধ্যাসন পর্য্যায়ভুক্ত করেন। ফলতঃ, তাঁহাদের মতে, সমাধির প্রকার-ভেদ নাই এবং একমাত্র নির্ব্বিকল্প সমাধিই সমাধিশব্দের বাচ্য।

আনন্দাদেব ভূতানি জায়ন্তে তেন জীবনং।
তেষাং লয়শ্চ তত্রাতো ব্রহ্মানন্দো ন সংশয়ঃ।
ভূতোৎপত্তেঃ পুরা ভূমা ত্রিপুটী দ্বৈত বর্জ্জনাৎ।
জ্ঞাতৃজ্ঞান জ্ঞেয়রূপা ত্রিপুটী প্রলয়ে হিনো॥ ৮
বিজ্ঞানময় উৎপন্নো জ্ঞাতা জ্ঞানং মনোময়ঃ।
জ্ঞেয়া শব্দাদয়োনৈতৎ ত্রয়মুৎপত্তিতঃ পুরা।
ত্রয়াভাবে তুনির্দ্বৈতঃ পুর্ণ এবানুভূয়তে।
সমাধি সুপ্তি মূর্চ্ছাসু পূর্ণঃ সৃষ্টেঃ পুরা তথা॥ ৯

পঞ্চদশী, ১১শ পরিচ্ছেদ।

ভূত সকল আনন্দ হইতে উৎপন্ন হয়, আনন্দে জীবিত থাকে এবং অন্তে আনন্দেই বিলীন হয়। অতএব ব্রহ্ম যে আনন্দস্বরূপ, তাহাতে কোন সংশয় নাই। ত্রিপুটী-রূপ দ্বৈতের অভাব হেতু, ভূতোৎপত্তির পূর্ব্বে কেবল সেই সর্ব্বব্যাপী চৈতন্যমাত্র ব্যতীত, আর কোন পদার্থ বিদ্যমান ছিল না। জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়, এই তিনের নাম ত্রিপুটী এবং প্রলয় কালেও ইহারা থাকে না। উৎপন্ন বিজ্ঞানময় কোষ জ্ঞাতা, মনোময় কোষ জ্ঞান ও শব্দাদি বিষয় সকল জ্ঞেয়। উৎপত্তির পুর্ব্বে, ইহাদের সত্তা সম্ভাবিত নহে। আবার, এই তিনের অভাবে, পরিপূর্ণ অদ্বৈতই অনুভূত হন। সমাধি, সুষুপ্তি বা মূর্চ্ছাবস্থায় অনুভূয়মান পূর্ণাদ্বৈত ও সৃষ্টির পূর্ব্বকালীন পূর্ণাদ্বৈত একই বস্তু। যেহেতু, পূর্ণাদ্বৈততত্ত্ব অর্জ্জন করাই সাধকের প্রধান উদ্দেশ্য এবং সাধনের চরমাবস্থাভূত সমাধিতেই তাহা অর্জ্জিত হয়, সুতরাং যে ধ্যানে দ্বৈতলেশের বিদ্যমানতা থাকে, তাহা সমাধিপদবাচ্য হইতে পারে না। অদ্বৈতে ত্রিপুটী নাস্তি ভূমানন্দোয়মুচ্যতে। অদ্বৈতে কোন প্রকার ত্রিপুটী থাকে না এবং তাহাকেই ভূমানন্দ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যাহা হউক, মধ্যপন্থী নির্ব্বিশেষাদ্বৈতবাদী ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীগণ সবিকল্প সমাধির অস্তিত্বাঙ্গীকারে বাধ বোধ করেন না। সবিকল্প সমাধিতে যে ত্রিপুটী অবস্থিতি করে, তাহা এত ক্ষীণ যে, তৎসত্ত্বেও ব্রহ্মাকারাচিত্তবৃত্তি অক্ষুণ্ন ভাবে বিরাজ করিতে সমর্থ হয়। যেমন মৃন্ময় হস্তীতে হস্তীজ্ঞানসত্ত্বেও মৃদ্জ্ঞান হইয়া থাকে, সেইরূপ, সবিকল্প সমাধিতে দ্বৈতজ্ঞান সত্ত্বেও অদ্বৈত তত্ত্ব অবভাসিত হয়।

দৃশিস্বরূপং গগণোপমংপরং সকৃদ্বিভাতং ত্বজমেকমব্যয়ম্।
অলেপকং সর্ব্বগতং যদদ্বয়ং তদেব চাহং সততং বিমুক্তম্।

সর্ব্ববস্তুর সাক্ষাৎ দ্রষ্টা বা সাক্ষী, সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বোৎকৃষ্ট, প্রকাশস্বভাব, উৎপত্তি-রহিত, বিনাশবর্জ্জিত, অলিপ্ত অথচ সর্ব্বত্র বিরাজিত, সর্ব্বকালেই বিমুক্তস্বভাব যে চৈতন্য, তাহাই আমি।

সবিকল্প সমাধি।

যিনি নির্লিপ্তভাবে জগৎময় পরিব্যাপ্ত হইয়া আছেন, সাক্ষীস্বরূপ সেই এক অদ্বিতীয় নিত্যানন্দ মহাচৈতন্যের পবিত্র ভাবে সম্পূর্ণ অনুপ্রাণিত হইয়া, আমি এক্ষণে তাঁহার সৃষ্টিবীজভূত বিরাট সংকল্পাকার প্রশান্ত চিত্তে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছি।

য এষ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষোনির্ম্মিমাণঃ।
তদেব শুক্রং তদ্ ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে॥
তস্মিঁল্লোকাঃশ্রিতাঃ সর্ব্বে তদুনাত্যেতিকশ্চন।
এতদ্বৈতৎ॥ ৮
অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥ ৯
বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥ ১০
সূর্য্যো যথা সর্ব্বলোকস্য চক্ষুর্নলিপ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ॥ ১১
একোবশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যে হনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্॥ ১২
নিত্যোনিত্যানাং চেতন শ্চেতনানামেকোবহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তিধীরাস্তেষাং শান্তি শাশ্বতী নেতরেষাম্॥ ১৩
তদেতদিতি মন্যন্তেঽনির্দ্দেশ্যং পরমং সুখম।
কথান্নুতদ্বিজানীয়াং কিমু ভাতি ন ভাতি বা॥ ১৪
ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্র তারকং নেমা বিদ্যুতোভান্তিকুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥ ১৫

কঠোপনিষৎ, ২য় অধ্যায়, ২য় বল্লী।

(যম কহিলেন, হে নাচিকেতঃ!) যে পুরুষ সুপ্ত প্রাণীসমূহেও জাগরিত থাকিয়া, প্রাণিগণের কামনাবলী নিষ্পন্ন করেন, জ্ঞানীগণ তাঁহাকেই শোক-রহিত, ব্রহ্ম ও অনশ্বর বলিয়া কীর্ত্তন করেন। সর্ব্বলোক তাঁহাতেই আশ্রিত রহিয়াছে, তাঁহার অতীত কেহ নাই। ইনিই সে আত্মা। যেমন একই অগ্নি বা বায়ু ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া, ভিন্ন ভিন্ন পদার্থে বা স্থানে ভিন্ন ভিন্ন আখ্যা লাভ করে, সেইরূপ, সর্ব্বভূতান্তর্গত একই আত্মা বিভিন্ন পদার্থে বিভিন্ন আখ্যা প্রাপ্ত হন। কিন্তু তিনি বিকাররহিত বলিয়া, সর্ব্বভূতের বাহিরেও আশ্রয় ভাবে বিদ্যমান আছেন। যেমন সূর্য্য সর্ব্বলোকের চক্ষুঃ হইয়াও, নেত্রদৃষ্ট বাহ্য দোষ সমূহে স্বয়ং লিপ্ত হন না, সেইরূপ এক সর্ব্বভূতান্তরাত্মা স্বয়ং লোকদুঃখে লিপ্ত হন না। তিনি লোকদুঃখের অতীত। সর্ব্বভূতান্তর্গত আত্মা এক ও অদ্বিতীয়। তিনিই সর্ব্বজগৎ বশীকৃত করিয়াছেন। তিনিই এক রূপকে নানা-রূপ করেন। তিনি অনিত্যদিগের মধ্যে নিত্য ও চেতন পদার্থনিচয়ের চৈতন্য-কারণ এবং তিনি এক হইয়াও বহু প্রাণীর কামনা পূর্ণ করেন। যে সকল ধীর ব্যক্তি তাঁহাকে স্ব স্ব আত্মাতে দেখিতে পান, তাঁহারাই নিত্য সুখ ও চির-শান্তির অধিকারী। অন্য কাহারও সেরূপ অধিকার জন্মে না। সেই আত্মা এই (তদেতদিতি), ইহা জানিয়া, সুধীগণ অনির্দ্দেশ্য ও পরম সুখ অনু-ভব করেন। আমি তাঁহাকে কিরূপে বুঝিব? তিনি আমার বুদ্ধিতে প্রকাশ পাইবেন কিনা, কিরূপে বলিব? সূর্য্য, চন্দ্র, তারকা বা এই বিদ্যুৎ সমূহ সেই ব্রহ্মকে প্রকাশ করে না। অগ্নির ত কথাই নাই। দীপ্তিমান্ ব্রহ্মকে অবলম্বন করিয়াই অন্য পদার্থ সকল অনুদীপ্ত হয়। সূর্য্য তাঁহার প্রভাতেই প্রভাশালী।

এক এবতু ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ।
একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ॥
জল প্রবিষ্টশ্চন্দ্রোয়মস্পষ্টঃ কলুষে জলে।
বিস্পষ্টো নির্ম্মলে তদ্বদ্দেবা ব্রহ্মাপি বৃত্তিষু॥ ৪

পঞ্চদশী, ১৫শ পরিচ্ছেদ।

একমাত্র পরমাত্মা সর্ব্বভূতে অবস্থিত হইয়া, জলপ্রতিবিম্বিত চন্দ্রের ন্যায় একরূপ বা বহুরূপে দৃষ্ট হইতেছেন। চন্দ্রের প্রতিবিম্ব যেমন মলিন জলে অস্পষ্ট ও নির্ম্মল জলে বিস্পষ্ট লক্ষিত হয়, সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের ছায়াও সেইরূপ বিভিন্ন বৃত্তিতে বিভিন্ন ভাবে প্রকটিত হইতেছে।

শান্তাঘোরাস্তথা মূঢ়া মনসো বৃত্তয়স্ত্রিধা।
বৈরাগ্যং ক্ষান্তিরৌদার্য্যমিত্যাদ্যাঃ শান্তবৃত্তয়ঃ ॥
তৃষ্ণাস্নেহোরাগলোভাবিত্যাদ্যাঃ ঘোরবৃত্তয়ঃ।
সংমোহো ভয়মিত্যাদ্যাঃ কথিতা মূঢ়বৃত্তয়ঃ ॥ ২। ঐ

অন্তঃকরণের বৃত্তিনিচয় শান্ত, ঘোর ও মূঢ়, এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। বৈরাগ্য, ক্ষমা, ঔদার্য্য, প্রভৃতি বৃত্তি শান্তশ্রেণীগত। বিষয়তৃষ্ণা, স্নেহ, রাগ, লোভ, ইত্যাদি ঘোর শ্রেণীভুক্ত এবং মোহ, ভয়, প্রভৃতি মূঢ়শ্রেণীস্থ। বলা বাহুল্য, শান্ত, ঘোর ও মূঢ়, যথাক্রমে, সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিকের নামান্তর।

সত্তাচিতিঃ সুখঞ্চেতি স্বভাবা ব্রহ্মণস্ত্রয়ঃ।
মৃচ্ছিলাদিষু সত্তৈব ব্যজ্যতে নেতরদ্বয়ম্।
সত্তাচিতিদ্বয়ং ব্যক্তং ধীবৃত্তৌ ঘোরমূঢ়য়োঃ।
শান্তবৃত্তৌ ত্রয়ং ব্যক্তং মিশ্রব্রহ্মেত্থমীরিতং ॥ ১০। ঐ

সত্তা, চৈতন্য ও সুখ, এই তিন পরব্রহ্মের স্বরূপ। মৃত্তিকা, পর্ব্বতাদি জড় পদার্থে সত্তামাত্র অভিব্যক্ত হয়। [আদ্য ভাগ, তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য]। ঘোর ও মূঢ়বুদ্ধিবৃত্তিতে, সত্তা ও চৈতন্য, এতদুভয়ের প্রকাশ হয়। শান্ত বৃত্তিতে সত্তা, চৈতন্য ও সুখ, তিনেরই বিকাশ হইয়া থাকে। ইহাকে মিশ্রব্রহ্মজ্ঞান বলা যায়।

অসত্তা জাড্যদুঃখে দ্বে মায়ারূপংত্রয়ন্ত্বিদং।
অসত্তা নরশৃঙ্গাদৌ জাড্যং কাষ্ঠ শিলাদিষু।
ঘোরমূঢ়ধিয়ো দুঃখমেবং মায়াবিজৃম্ভিতা।
শান্তাসু জড়বুদ্ধ্যৈক্যান্মিশ্রং ব্রহ্মেতি কীর্ত্তিতং ॥ ১১। ঐ

অসত্তা, জড়তা ও দুঃখভেদে মায়ার স্বরূপও ত্রিবিধ। নরশৃঙ্গ, খপুষ্প, প্রভৃতিতে অসত্তা প্রকাশ পায়। কাষ্ঠ পর্ব্বতাদিতে জড়তা ব্যক্ত হয়। ঘোর ও মূঢ় বুদ্ধিবৃত্তিতে দুঃখের অভিব্যক্তি হয়। এইরূপে, মায়া সর্ব্বত্র বিজৃম্ভিত হইয়া আছে। শান্তবৃত্তিতে জড় ও বোধের ঐক্যনিবন্ধন, তত্রস্থ চৈতন্যকে মিশ্রব্রহ্ম বলা যায়।

যাহাতে জীব ব্রহ্ম ও অজ্ঞানের স্বরূপ বিদিত হইয়া, ধ্যানযোগে ক্রমশঃ অদ্বয় ব্রহ্মে উপনীত হইতে পারে, তজ্জন্যই ব্রহ্ম এইরূপে অজ্ঞানের বিভিন্ন

উপাধিতে বিভিন্নভাবে উপহিত হইয়া আছেন। ব্রহ্ম ও অজ্ঞানের স্বরূপ বিদিত হওয়ার নামই ব্রহ্মবিদ্যা। ধ্যানদ্বারা ব্রহ্মবিদ্যা স্থিরীকৃত ও সফল হয়। ব্রহ্মশিক্ষার অর্জ্জনানন্তর, ধ্যানে চিত্তের স্থৈর্য্যসাধন করিয়া, অজ্ঞানপ্রসূত মিথ্যাবস্তুর বর্জ্জন ও সত্যব্রহ্মের অনুসরণ করা যায়। লোকে অজ্ঞানতাপ্রভাবে আকাশ-কুসুম, নরশৃঙ্গ প্রভৃতি সত্তাহীন ও অসম্ভব পদার্থ নিচয়ের যে চিন্তা করে, ব্রহ্মবিদ্যাবিৎ জ্ঞানী ব্যক্তি তাহা করেন না। ব্রহ্ম শিলাদিতে সত্তারূপে, ঘোর ও মূঢ় বৃত্তিতে সত্তা ও চৈতন্য রূপে এবং শান্তবৃত্তিতে সত্তা, চৈতন্য ও সুখ রূপে বিরাজ করেন, ইহা উপলব্ধি করিয়া, পরাবিদ্যাসম্পন্ন মানব শিলাদি যোগে মিশ্র বা সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করেন। ব্রহ্মবিদ্যাবান ব্যক্তি ধ্যানশীল হইলে, তিনি নিজ অধিকার বা সামর্থ্যানুযায়ী, শিলাদির নামরূপবর্জ্জনে, তাহাতে কেবল সৎমাত্র, ঘোর ও মূঢ়বৃত্তির দুঃখবর্জ্জনে তাহাতে সচ্চিৎ মাত্র এবং শান্তবৃত্তিতে সৎ, চিৎ ও সুখ চিন্তা করিয়া, অমিশ্র বা নির্গুণ ব্রহ্মের আরাধনা করেন। ত্রিবিধ বৃত্তি এবং শিলাদি বাহ্যবিষয়, সমস্তই ভেদক উপাধি। যাবতীয় উপাধি অতিক্রম করিয়া, চিত্ত যখন নিরুপাধি ব্রহ্মে একাগ্র হয়, তখনই পূর্ণাদ্বৈত জ্ঞান নিষ্পাদিত হয়। চিত্তের ঈদৃশী অবস্থা সমাধিপদবাচ্য। অহংব্রহ্মেত্যবস্থানং সমাধিরিতি গীয়তে। ইহা শান্ত অপেক্ষাও শান্ত, একান্ত প্রশান্ত। এতদবস্থায় চিত্তের অন্যান্য সমস্ত বৃত্তি নিরুদ্ধ হইয়া যায়; কেবল একটী মাত্র ব্রহ্মাকারা বৃত্তি প্রবাহিত থাকে। অদ্বৈত জ্ঞান-সম্পন্ন মহাজন বিশ্বব্যাপী ব্রহ্মের সত্যতা ও মায়াবিধারিত জগতের অলীকতা মানসনেত্রে প্রত্যক্ষ করিয়া, পরব্রহ্মেই সমাহিত হন। ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি। তরতি শোকমাত্মবিৎ। ব্রহ্মসত্তায় জগতের যাবতীয় বস্তু সত্তাবান্। ব্রহ্মচৈতন্যে বিশ্বের যাবতীয় চেতন পদার্থ চেতনায়মান্। ব্রহ্মানন্দে আত্মানন্দ, বিষয়ানন্দ, বিদ্যানন্দ ও যোগানন্দ। অজ্ঞানান্ধ মূঢ় জীবকুল ব্রহ্মকে দেখিতে পায়না। এজন্য তাহারা যথেচ্ছাচারমূলে জাগতিক দ্রব্য নিচয়ের অসদ্ব্যবহার করে, স্ব স্ব শক্তি, বিদ্যা ও বুদ্ধির গর্ব্বানুভব করে, দেহাদিকে আত্মা বিবেচনা করিয়া, আত্মতৃপ্তিসাধনকল্পে আজীবন দুঃখালিঙ্গন করে, বিষয়মায়ায় বিষয়ভোগ করিতে গিয়া, সুখের পরিবর্ত্তে বিবিধ ক্লেশাস্বাদন করে, বিদ্যাশিক্ষাকে অর্থাগমের উপায়ভূত বিবেচনা করিয়া, জ্ঞানানন্দে বঞ্চিত থাকে এবং ঐহিক বাসনামূলক যোগাভ্যাসে পার্থিব কামনা চরিতার্থ

করিতে গিয়া, লাঞ্ছিত ও তিরস্কৃত হয়। বিজ্ঞানচক্ষুষ্মান্ ব্যক্তির খরদৃষ্টি অজ্ঞানকল্পিত অগণ্য আধারের ঐন্দ্রজালিক অলীকত্ব ভেদ করিয়া, বিশ্ব-বিকীর্ণ অক্ষর সচ্চিদানন্দে উপনীত হয়। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য ও তাহাদের আনুষঙ্গিক কুপ্রবৃত্তিনিচয় অবিদ্যাজন্য। বিজ্ঞানী ব্যক্তি অবিদ্যামুক্ত হন। সুতরাং, তাঁহার কামাদি প্রবৃত্তি কিছুই থাকেনা। তিনি নিজ মৃত্যু ভয়ে ভীত বা আত্মীয়স্বজনগণের মরণে শোকাভিভূত হন না। কোন কার্য্যেই তাঁহার ভ্রান্তিপ্রমাদ হয় না। তিনি দুঃখবর্জ্জিত, আত্মারাম, সঙ্গহীন ও সদানন্দ। যেহেতু, তিনি নিস্পৃহ ও সত্যনিরত, সুতরাং, আহার, বিহার, নিদ্রা বা মৈথুনবিষয়ক কোন কর্ম্মেই, পাপ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। এমতে, পুনর্জন্মের বীজও তাঁহাকে আশ্রয় করিতে পারে না। প্রারব্ধ কর্ম্মফলে, যতদিন তাঁহার শরীর থাকে, ততদিন, তিনি পরমাত্মায় চিত্তলীন করিয়া, অপ্রমত্ত অবস্থায় জীবন যাপন করেন। দেহপাত হইলে, আর তাঁহার দেহধারণ করিতে হয় না। ঈশ্বর ও অবিদ্যামুক্ত জীব মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। ঈদৃশ ব্যক্তি যথার্থভাবে বলিতে পারেন :—নিত্যং শুদ্ধং বুদ্ধিযুক্তং সত্যমানন্দ মদ্বয়ং। তূরীয়মক্ষরংব্রহ্ম অহমস্মি পরং পদম্॥

যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততোন বিজুগুপ্সতে॥ ৬
যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কোমোহঃকঃশোক একত্বমনুপশ্যতঃ॥ ৭। ঈশোপনিষৎ।

যিনি সর্ব্বভূতকে পরমাত্মাতে এবং সর্ব্বভূতে পরমাত্মাকে দর্শন করেন, তাদৃশ দৃষ্টিনিবন্ধন, তিনি কাহাকেও ঘৃণা বা নিন্দা করেন না, অথবা, আত্মা তাঁহার নিকট গুপ্ত থাকেন না। যে সময়ে 'আত্মাই সর্ব্বভূত' এরূপ অনুভব হয়, সেই সময়ে, অদ্বৈতদর্শী বিজ্ঞানী ব্যক্তির মোহই বা কি, আর শোকই বা কি?

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনোমনসঃ সত্ত্বমুত্তমম্।
সত্ত্বাদধি মহানাত্মা মহতোঽব্যক্ত মুত্তমম্॥
অব্যক্তাত্তু পরঃপুরুষো ব্যাপকোঽলিঙ্গএবচ।
যজ্‌জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তুরমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি॥ ৮
যদাসর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যে ঽস্য হৃদিস্থিতাঃ
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্মসমশ্নুতে॥ ১৪

যদা সর্ব্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবতি এতাবদনুশাসনম্॥ ১৫

কঠোপনিষৎ, ২য় অধ্যায়, ৩য় বল্লী।

ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে মন, মন হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে মহান্ আত্মা এবং মহৎ হইতে অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ। অব্যক্ত হইতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ। সর্ব্বব্যাপী প্রাকৃত দেহহীন পুরুষকে জানিতে পারিলেই, জীবগণ মুক্তি ও অমরত্ব লাভ করে। যখন পরমার্থদর্শীর হৃদিস্থিত যাবতীয় কামনা বিদূরিত হয়, তখন সেই মর্ত্ত্য অমরত্ব লাভ করেন এবং ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। 'যখন ইহলৌকিক হৃদয়গ্রন্থিগুলি ছিন্ন হইয়া যায়, তখনই মর্ত্ত্য অমরত্ব লাভ করে'—এইটুকুই অনুশাসন বা সারোপদেশ।

নির্ব্বিকল্প সমাধি।

ধ্যাতৃধ্যানে পরিত্যজ্য ক্রমাদ্ধ্যেয়ৈক গোচরং।
নির্ব্বাত দীপবচ্চিত্তং সমাধির ভিধীয়তে॥ ৫০
ধর্ম্মমেঘমিমংপ্রাহুঃ সমাধিং যোগবিত্তমাঃ।
বর্ষত্যেষ যতো ধর্ম্মামৃত ধারাঃ সহস্রশঃ॥ ৫৫

পঞ্চদশী, ১ম পরিচ্ছেদ।

ধ্যানের যে অবস্থায়, 'আমি', ধ্যান করিতেছি, এরূপ জ্ঞানেরও বিলুপ্তি হয়, এবং চিত্তবৃত্তি কেবল ধ্যেয় পরব্রহ্মে একাগ্র হইয়া, নির্ব্বাত প্রদীপের ন্যায়, সুস্থিরভাবে অবস্থিতি করে, তাহা নির্ব্বিকল্প সমাধি নামে অভিহিত হয়। ইহা ধর্ম্মামৃতের সহস্র সহস্র ধারা বর্ষণ করে বলিয়া, যোগবিত্তম পণ্ডিতগণ ইহাকে ধর্ম্মমেঘ শব্দে আখ্যাত করেন।

এবং তত্ত্বাভ্যাসান্নাস্মিনমে নাহমিত্য পরিশেষম্।
অবিপর্য্যয়াদ্বিশুদ্ধং কেবলমুৎপদ্যতে জ্ঞানম্॥ ৬৪
তেন নিবৃত্তপ্রসবা মর্থবশাৎ সপ্তরূপ বিনিবৃত্তাম্।
প্রকৃতিং পশ্যতি পুরুষঃ প্রেক্ষকবৎস্থিতঃ স্বস্থঃ॥ ৬৫
দৃষ্টা ময়েত্যুপেক্ষক একোদৃষ্টাহমিত্যু পরমত্যন্যা।
সতি সংযোগেপি তয়ো প্রয়োজনং নাস্তি সর্গস্য॥ ৬৬
সম্যগ্‌জ্ঞানাধিগমাদ্ধর্ম্মাধর্ম্মাদীনাম কারণতা প্রাপ্তৌ।
তিষ্ঠতি সংস্কারবশাচ্চক্রভ্রমিবদ্ধৃত শরীরঃ॥ ৬৭

প্রাপ্তে শরীরভেদে চরিতার্থত্বাৎ প্রধান বিনিবৃত্তৌ।
ঐকান্তিকমাত্যন্তিক মুভয়ং কৈবল্যং প্রাপ্নোতি ॥ ৬৮

সাংখ্যকারিকা।

এইরূপ তত্ত্বাভ্যাস বা ধ্যান করিতে করিতে, কেবল বা নির্ব্বিশেষরূপ পরম পুরুষাবগাহী জ্ঞানের উদয় হয়। ইহা মানস সাক্ষাৎকার স্বরূপ। এই জ্ঞানে 'ন অস্মি'—আমি নহি, এইরূপ অনুভূতি হয়। সুতরাং, ইহাতে অহং বিশেষণ থাকে না বা কর্ত্তৃত্ব বিলুপ্ত হয়। এই জ্ঞানে 'নমে'—আমার নাই, এরূপ অনুভব জন্মে। এজন্য, ইহাতে সম্বন্ধ বিশেষণ থাকে না এবং দুঃখাদির প্রতিভাস তিরোহিত হয় বলিয়া, ভোক্তৃত্বও বিলুপ্ত হয়। এই জ্ঞানে 'নাহং' বা আমিত্বের অভাব অনুভূত হয় বলিয়া, আমিত্ব অন্তর্হিত হয়। এই জ্ঞান অপরিশেষ বা জ্ঞান ভূমিকার চরম প্রান্ত। পুরুষকে পুরুষ বলিয়া চিনিতে পারিলে, তৎসম্বন্ধীয় পূর্ব্বসঞ্চিত যাবতীয় মিথ্যাজ্ঞান সংস্কারের অপসারণ হয়। অতএব, এই জ্ঞান অভ্রান্ত ও বিশুদ্ধ। এই জ্ঞান কেবল। কেননা, পুরুষ বা আত্মা ব্যতীত, ইহার সহিত অন্য কোন বস্তুর সংশ্রব নাই। ইহাই পরমাত্মসাক্ষাৎকার বা নির্ব্বিকল্প সমাধি। তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষ সম্বন্ধে সপ্তপ্রসবা প্রকৃতি বিনিবৃত্তা হন এবং আর সে পুরুষকে আপনার ধর্ম্মাদি সপ্তসন্তান দেখান না। পুরুষও তখন স্বকীয় নির্লিপ্ত স্বভাবে অবস্থিতি করিয়া, উদাসীন দর্শকের ন্যায় প্রকৃতিকে দেখিতে থাকেন। পুরুষপ্রকৃতি উভয়েই আছেন। কিন্তু উভয়েরই ভাব এক্ষণে অন্যরূপ। ইতিপূর্ব্বে, পুরুষ আপনাকে প্রকৃতি হইতে অভিন্ন বোধ করিতেন ও আপনাতে প্রকৃতির পরিণাম বা প্রতিবিম্ব দর্শন করিতেন। এখন, আপন স্বরূপ বিদিত হইয়া, তিনি প্রকৃতি হইতে পৃথক্ হইয়াছেন। সুতরাং, পুরুষ এক্ষণে নির্লিপ্ত ও উদাসীন। পক্ষান্তরে, পুরুষের ভুক্তপরিত্যক্তা প্রকৃতিও এক্ষণে, লজ্জাবশতঃ, পুরুষকে আপনার পরিণাম সম্ভার প্রদর্শন করিতে বিমুখী হইয়াছেন। সম্যগ্‌জ্ঞান প্রভাবে, সংসারবীজ বা পুনর্জ্জন্মকারণ ধর্ম্মাধর্ম্মাদি দগ্ধবীজ সদৃশ হইলেও, চক্রভ্রমণের দৃষ্টান্তে, প্রারব্ধ শরীর কিছুকাল বিধৃত থাকে। তত্ত্বজ্ঞানলাভের পর হইতে মরণ পর্য্যন্ত জীবন্মুক্তাবস্থা এবং তৎপরে বিদেহকৈবল্য নামক পরম মোক্ষ। যে চাকা ঘুরিয়াছে, বেগনিবৃত্তি ব্যতীত তাহার গতিনিবৃত্তি হয় না। সেইরূপ, তত্ত্বজ্ঞান হইলেও, যে বলাবলম্বনে শরীর সঞ্জাত হইয়াছে, তাহার অবসান না হওয়া পর্য্যন্ত, শরীর বিদ্যমান্ থাকে। কিন্তু, শরীর থাকিলেও, তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষ তাহাতে আসক্ত

থাকেন না। তিনি পদ্মপত্রস্থ জলের ন্যায় নির্লিপ্ত ভাবে থাকেন। ভোগদ্বারা প্রারব্ধসংজ্ঞক শরীরাবস্থানকারণ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, শরীরও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। একদিকে শরীর ক্ষয়গ্রস্ত, এবং অন্যদিকে প্রকৃতি বিনিবৃত্তা বা আত্মধর্ম্মপ্রদর্শনবিরতা। সুতরাং, ঈদৃশী অবস্থায়, অবশেষে, পুরুষের ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক, উভয়বিধ কৈবল্যই সুসিদ্ধ হয়। যাহা অবশ্যম্ভাবী, তাহাই ঐকান্তিক। যাহা পাইলে আর প্রকৃতিবদ্ধ হইতে হয় না, তাহা আত্যন্তিক। [মধ্যভাগ, দশম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]। অতএব, নির্ব্বিকল্প সমাধিতে অজ্ঞানকল্পিত নামরূপাদি যাবতীয় ভেদক উপাধির সম্যক্ তিরোধান হয় এবং সিদ্ধপুরুষ মায়াবিমুক্ত হইয়া আপনাকে পরব্রহ্মসহ একীভূত জ্ঞানগোচরিত করেন।

যথা সোম্য মধু মধুকৃতোনিস্তিষ্ঠন্তি নানাত্যয়ানাং বৃক্ষাণাংরসান্ সমবহারমেকতাং রসং গময়ন্তি ॥ ১ ॥ তে যথাতত্র ন বিবেকং লভন্তেঽমুষ্যাহং বৃক্ষস্য রসোঽস্ম্যমুষ্যাহং বৃক্ষস্য রসোঽস্মীত্যেবমেব খলুসৌম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সতি সংপদ্য ন বিদুঃ সতি সংপদ্যামহ ইতি ॥ ২ ॥ ত ইহ ব্যাঘ্রোবা সিংহোবা বৃকোবা বরাহোবা কীটোবা পতঙ্গোবা দংশোবা মশকোবা যদ্যদ্ভবন্তি তদা ভবন্তি ॥ ৩ ॥ স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎসত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি... ॥ ৪ ॥ ইমাঃ সোম্য নদ্যঃ পুরস্তাৎ প্রাচ্যঃ স্যন্দন্তে পশ্চাৎ প্রতীচ্যস্তাঃ সমুদ্রাৎ সমুদ্রমেবাপিযন্তি স সমুদ্র এব ভবতি তা যথা তত্র ন বিদুরিয়মহমস্মীয়মহমস্মীতি ॥ ১ ॥ এবমেব খলু সৌম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সত আগম্য ন বিদুঃ সত আগচ্ছামহ ইতি ত ইহ ব্যাঘ্রো বা সিংহো বা বরাহো বা কীটো বা পতঙ্গো বা দংশো বা মশকো বা যদ্ যদ্ ভবন্তি তদা ভবন্তি ॥ ২ ॥ স য এষো ঽণিমৈ তদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি ... ... ॥ ৩ ॥ ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ষষ্ঠ অধ্যায়, নবম ও দশম খণ্ড। হে সৌম্য! মধুকর যেরূপ নানাস্থানস্থিত বৃক্ষের রস সমাহরণ ও তদ্রসসমূহকে এক ভাবাপন্ন করিয়া, মধু প্রস্তুত করে। সেই ভিন্ন ভিন্ন বৃক্ষের রস একত্র মিলিত হইয়া, মধু আকারে পরিণত হইলে যেমন আমি অমুক বৃক্ষের রস, আমি অমুক বৃক্ষের রস, এরূপ বিভেদ জ্ঞান থাকিতে পারে না, সেইরূপ, হে সৌম্য! এই সকল সৃষ্ট প্রাণী সেই সত্যস্বরূপ ব্রহ্মে লীন হইলে, তাহারা আর জানিতে পারে না যে, বিভিন্ন আমরা সত্যস্বরূপ ব্রহ্মে লীন হইয়াছি। যাবৎ তাহারা সত্যস্বরূপে বিলীন না হয়, তাবৎ তাঁহারা ইহ লোকে ব্যাঘ্র বা সিংহ বা বৃক বা বরাহ বা কীট বা পতঙ্গ বা দংশ বা মশক,

যাহা যাহা ভাবে, সেই সেই রূপ ধারণ করে। যিনি ইহাদের মধ্যে অতি সূক্ষ্ম ভাবে সর্ব্বদা বিদ্যমান্, যাঁহার সত্তায় এ বিশ্বজগৎ আত্মবান্, তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা; হে শ্বেতকেতু, তিনিই তুমি। হে সৌম্য! এই পূর্ব্ববাহিনী নদী সকল পূর্ব্বদিকেই ধাবিত হইতেছে, আর পশ্চিমবাহিনী নদী সমূহ পশ্চিম দিকেই ধাবিত হইতেছে—তাহারা সমুদ্রোত্থিত বাষ্পে সঞ্জাত হইয়া, সমুদ্রেই সলিলরূপে গমন করিতেছে এবং সমুদ্রই হইয়া যাইতেছে—এই সমুদ্রগত নদীগণ যেমন জানিতেছে না যে, আমি অমুক নদী, আমি অমুক নদী। সেইরূপ, হে সৌম্য! এই সকল সৃষ্ট প্রাণী ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াও জানিতেছে না যে, আমরা সেই সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে আগত হইয়াছি—সেই অজ্ঞানতা নিবন্ধনই, তাহারা ইহলোকে ব্যাঘ্র বা সিংহ বা বৃক বা বরাহ বা কীট বা পতঙ্গ বা দংশ বা মশক, প্রভৃতি যাহা যাহা ভাবে, পুনঃ পুনঃ তত্তৎরূপ ধারণ করে। যিনি ইহাদের মধ্যে অতি সূক্ষ্মভাবে সর্ব্বদা বিদ্যমান্, যাঁহার সত্তায় এ বিশ্বজগৎ আত্মবান্, তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা, হে শ্বেতকেতু, তিনিই তুমি।

জীবন্মুক্তির পরেই বিদেহ মুক্তি :—

যথা স্থিতমিদং যস্য ব্যবহার বতোঽপি চ।
অস্তং গতং স্থিতং ব্যোম জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥ ৪

বোধৈকনিষ্ঠতাং যাতো জাগ্রত্যেব সুষুপ্তবৎ।
য আস্তে ব্যবহর্ত্তৈব জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥ ৫

নোদেতি নাস্তমায়াতি সুখে দুঃখে মুখপ্রভা।
যথাপ্রাপ্তস্থিতের্যস্য জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥ ৬

যো জাগর্ত্তি সুষুপ্তস্থো যস্য জাগ্রন্ন বিদ্যতে।
যস্য নির্ব্বাসনো বোধঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে॥ ৭

রাগদ্বেষ ভয়াদীনামনুরূপং চরন্নপি।
যোঽন্তর্ব্যোম বদচ্ছস্থঃ সজীবন্মুক্ত উচ্যতে॥ ৮

যস্য নাহংকৃতো ভাবো যস্যবুদ্ধির্ন লিপ্যতে।
কুর্ব্বতোঽকুর্ব্বতো বাপি সজীবন্মুক্ত উচ্যতে॥ ৯

যস্মোন্মেষ নিমেষার্দ্ধাদ্বিদঃ প্রলয় সম্ভবৌ।
পশ্যেত্রিলোক্যাঃ স্ব সমঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে॥ ১০

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োন্মুক্তঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে॥ ১১
শান্ত সংসারকলনঃ কলাবানপি নিষ্কলঃ।
যঃ সচিত্তোঽপি নিশ্চিত্তঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে॥ ১২
যঃ সমস্তার্থ জাতেষু ব্যবহার্য্যপি শীতলঃ।
পদার্থেষ্বপি পূর্ণাত্মা স জীবন্মুক্ত উচ্যতে॥ ১৩
জীবন্মুক্ত পদং ত্যক্ত্বা দেহে কালবশীকৃতে।
বিশত্যদেহমুক্তত্বং পবনো স্পন্দতামিব॥ ১৪
বিদেহমুক্তো নোদেতি নাস্তমেতি ন শাম্যতি।
ন সন্নাসন্ন দূরস্থো ন চাহং ন চ নেতরঃ॥
সূর্য্যোভূত্বা প্রতপতি বিষ্ণুঃ পাতি জগত্রয়ং।
রুদ্রঃ সর্ব্বান্ সংহরতি সর্গান্ সৃজতি পদ্মজঃ॥ ১৫। ইত্যাদি।

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, উৎপত্তি প্রকরণ, ৯ম সর্গ।

যিনি শাস্ত্রবিহিত কার্য্যাদির অনুষ্ঠান করিতে থাকিলেও, পরমতত্ত্বজ্ঞানোদয় প্রযুক্ত যাঁহার নিকট এই বিশ্ব অস্তমিত হইয়া, আকাশ বা দর্পণস্থ নগরের ন্যায় প্রতীয়মান হয়, যে ব্যক্তি কেবল একমাত্র জ্ঞাননিষ্ঠ হইয়া, জাগ্রৎ কালেও সুষুপ্তের ন্যায় অবস্থান করেন এবং সাংসারিক কার্য্য করিলেও, 'আমি করিনা', এইরূপ বিবেচনা করেন, যিনি যে কোন রূপেই অবস্থান করুন, সুখে কিম্বা দুঃখে যাঁহার মুখপ্রভা উজ্জলতর বা মলিন হয়না, অবিদ্যারূপ নিদ্রার চিরাবসান হওয়ায়, যিনি সুষুপ্তিগত হইয়াও জাগরূক থাকেন, দেহেন্দ্রিয়াদির বাধ হওয়ায়, যাঁহার জাগ্রদবস্থাও বিদ্যমান্ নাই, যাঁহার জ্ঞান বাসনাশূন্য, যিনি বাহ্যাবস্থায় রাগদ্বেষ ভয়াদির অনুরূপ কার্য্য করিলেও অন্তরে আকাশের ন্যায় নিরাবরণ ও স্বচ্ছ পরমাত্মায় অবস্থিতি করেন, যাঁহার অহংভাব গত হইয়াছে, কোন কার্য্য করা বা না করায়, যাঁহার বুদ্ধি কোন বিষয়ে লিপ্ত হয়না, যিনি কর্তৃত্ব বা অকর্ত্তৃত্ব অভিমানশূন্য, যে সমদর্শী ব্যক্তি চিদাত্মার অর্দ্ধ উন্মেষণে ত্রিভুবনের প্রলয় এবং চিদাত্মার অর্দ্ধনিমেষণে ত্রৈলোক্যের উদ্ভব সন্দর্শন করেন, যাঁহার নিকট হইতে কেহ উদ্বিগ্ন হয়না এবং যিনি কাহারও নিকট হইতে ভয় প্রাপ্ত হননা, যাঁহার হর্ষ, ক্রোধ ও ভয় চিরতরে তিরোহিত হইয়াছে, যাঁহার সংসারের সত্যতা নিবৃত্ত হইয়াছে, যিনি অবয়বী

যাহা যাহা ভাবে, সেই সেই রূপ ধারণ করে। যিনি ইহাদের মধ্যে অতি সূক্ষ্ম ভাবে সর্ব্বদা বিদ্যমান্, যাঁহার সত্তায় এ বিশ্বজগৎ আত্মবান্, তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা; হে শ্বেতকেতু, তিনিই তুমি। হে সৌম্য! এই পূর্ব্ববাহিনী নদী সকল পূর্ব্বদিকেই ধাবিত হইতেছে, আর পশ্চিমবাহিনী নদী সমূহ পশ্চিম দিকেই ধাবিত হইতেছে—তাহারা সমুদ্রোত্থিত বাষ্পে সঞ্জাত হইয়া, সমুদ্রেই সলিলরূপে গমন করিতেছে এবং সমুদ্রই হইয়া যাইতেছে—এই সমুদ্রগত নদীগণ যেমন জানিতেছে না যে, আমি অমুক নদী, আমি অমুক নদী। সেইরূপ, হে সৌম্য! এই সকল সৃষ্ট প্রাণী ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াও জানিতেছে না যে, আমরা সেই সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে আগত হইয়াছি—সেই অজ্ঞানতা নিবন্ধনই, তাহারা ইহলোকে ব্যাঘ্র বা সিংহ বা বৃক বা বরাহ বা কীট বা পতঙ্গ বা দংশ বা মশক, প্রভৃতি যাহা যাহা ভাবে, পুনঃ পুনঃ তত্তৎরূপ ধারণ করে। যিনি ইহাদের মধ্যে অতি সূক্ষ্মভাবে সর্ব্বদা বিদ্যমান্, যাঁহার সত্তায় এ বিশ্বজগৎ আত্মবান্, তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা, হে শ্বেতকেতু, তিনিই তুমি।

জীবন্মুক্তির পরেই বিদেহ মুক্তি :—

যথা স্থিতমিদং যস্য ব্যবহার বতোঽপি চ।
অস্তং গতং স্থিতং ব্যোম জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥ ৪
বোধৈকনিষ্ঠতাং যাতো জাগ্রত্যেব সুষুপ্তবৎ।
য আস্তে ব্যবহর্ত্তৈব জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥ ৫
নোদেতি নাস্তমায়াতি সুখে দুঃখে মুখপ্রভা।
যথাপ্রাপ্তস্থিতের্যস্য জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥ ৬
যো জাগর্ত্তি সুষুপ্তস্থো যস্য জাগ্রন্ন বিদ্যতে।
যস্য নির্ব্বাসনো বোধঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥ ৭
রাগদ্বেষ ভয়াদীনামনুরূপং চরন্নপি।
যোঽন্তর্ব্যোম বদচ্ছস্থঃ সজীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥ ৮
যস্য নাহংকৃতো ভাবো যস্যবুদ্ধির্ন লিপ্যতে।
কুর্ব্বতোঽকুর্ব্বতো বাপি সজীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥ ৯
যস্মোন্মেষ নিমেষার্দ্ধাদ্বিদঃ প্রলয় সম্ভবৌ।
পশ্যেত্রিলোক্যাঃ স্ব সমঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥ ১০

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োন্মুক্তঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে॥ ১১
শান্ত সংসারকলনঃ কলাবানপি নিষ্কলঃ।
যঃ সচিত্তোঽপি নিশ্চিত্তঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে॥ ১২
যঃ সমস্তার্থ জাতেষু ব্যবহার্য্যপি শীতলঃ।
পদার্থেষ্বপি পূর্ণাত্মা স জীবন্মুক্ত উচ্যতে॥ ১৩
জীবন্মুক্ত পদং ত্যক্ত্বা দেহে কালবশীকৃতে।
বিশত্যদেহমুক্তত্বং পবনো স্পন্দতামিব॥ ১৪
বিদেহমুক্তো নোদেতি নাস্তমেতি ন শাম্যতি।
ন সন্নাসন্ন দূরস্থো ন চাহং ন চ নেতরঃ॥
সূর্য্যোভূত্বা প্রতপতি বিষ্ণুঃ পাতি জগত্রয়ং।
রুদ্রঃ সর্ব্বান্ সংহরতি সর্গান্ সৃজতি পদ্মজঃ॥ ১৫। ইত্যাদি।

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, উৎপত্তি প্রকরণ, ৯ম সর্গ।

যিনি শাস্ত্রবিহিত কার্য্যাদির অনুষ্ঠান করিতে থাকিলেও, পরমতত্ত্বজ্ঞানোদয় প্রযুক্ত যাঁহার নিকট এই বিশ্ব অস্তমিত হইয়া, আকাশ বা দর্পণস্থ নগরের ন্যায় প্রতীয়মান হয়, যে ব্যক্তি কেবল একমাত্র জ্ঞাননিষ্ঠ হইয়া, জাগ্রৎ কালেও সুষুপ্তের ন্যায় অবস্থান করেন এবং সাংসারিক কার্য্য করিলেও, 'আমি করিনা', এইরূপ বিবেচনা করেন, যিনি যে কোন রূপেই অবস্থান করুন, সুখে কিম্বা দুঃখে যাঁহার মুখপ্রভা উজ্জ্বলতর বা মলিন হয়না, অবিদ্যারূপ নিদ্রার চিরাবসান হওয়ায়, যিনি সুষুপ্তিগত হইয়াও জাগরূক থাকেন, দেহেন্দ্রিয়াদির বাধ হওয়ায়, যাঁহার জাগ্রদবস্থাও বিদ্যমান্ নাই, যাঁহার জ্ঞান বাসনাশূন্য, যিনি বাহ্যাবস্থায় রাগদ্বেষ ভয়াদির অনুরূপ কার্য্য করিলেও অন্তরে আকাশের ন্যায় নিরাবরণ ও স্বচ্ছ পরমাত্মায় অবস্থিতি করেন, যাঁহার অহংভাব গত হইয়াছে, কোন কার্য্য করা বা না করায়, যাঁহার বুদ্ধি কোন বিষয়ে লিপ্ত হয়না, যিনি কর্তৃত্ব বা অকর্ত্তৃত্ব অভিমানশূন্য, যে সমদর্শী ব্যক্তি চিদাত্মার অর্দ্ধ উন্মেষণে ত্রিভুবনের প্রলয় এবং চিদাত্মার অর্দ্ধনিমেষণে ত্রৈলোক্যের উদ্ভব সন্দর্শন করেন, যাঁহার নিকট হইতে কেহ উদ্বিগ্ন হয়না এবং যিনি কাহারও নিকট হইতে ভয় প্রাপ্ত হননা, যাঁহার হর্ষ, ক্রোধ ও ভয় চিরতরে তিরোহিত হইয়াছে, যাঁহার সংসারের সত্যতা নিবৃত্ত হইয়াছে, যিনি অবয়বী

হইয়াও নিরবয়বের ন্যায় অবস্থান করেন এবং সচেতন হইয়াও অচেতনের ন্যায় লক্ষিত হইয়া থাকেন, যিনি সাংসারিক হইয়াও যাবতীয় পদার্থে অনুরাগশূন্য, যাঁহার আত্মা রাগাদি সর্ব্বপদার্থে পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত, তাঁহাকেই জীবন্মুক্ত বলে। প্রারব্ধকর্ম্মক্ষয়ে যখন তাঁহার দেহ কালকবলিত হইবে, তখন জীবন্মুক্ত পদ পরিত্যাগ করিয়া, পবন যেমন স্পন্দন প্রাপ্ত হয়, তিনি সেইরূপ বিদেহমুক্তি লাভ করিবেন। বিদেহমুক্ত বৃদ্ধি বা হ্রাস প্রাপ্ত হননা। তিনি ব্যক্তও নহেন অব্যক্তও নহেন, দূরস্থও নহেন, আমিও নহেন, অপরও নহেন। তিনিই সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম। তিনি সূর্য্য হইয়া উত্তাপ দেন, বিষ্ণুরূপে ত্রিভুবনের রক্ষা করেন, রুদ্র হইয়া সকল পদার্থের সংহার করেন এবং তিনিই পদ্মযোনি ব্রহ্মা হইয়া পুনর্ব্বার জগতের সৃষ্টি করিয়া থাকেন, ইত্যাদি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ভক্তিযোগ।

—:*:—

জ্ঞানবিচারের পথ অসরল অতি
অটনে আয়াস নিতে নাহি চায় মতি।
আদি অন্ত নাহি যার
অভিসন্ধি জানা তার
কেমনে সম্ভব, মোর কি আছে শকতি?
সত্য যে দীনপালন
সংসার-তাপ-নাশন,
কল্পনায় গড়ি তার রুচির মূরতি
হিয়ার মাঝারে ধরে'
রাখিব যতন করে'
করিব তাহারি পূজা, তাহারি আরতি।

শুভাশুভ মর্ম্মামর্ম্ম
ফলাফল কর্ম্মাকর্ম্ম
না করি বিচার আমি চাহিনা মুকতি।
সে সবে নৈবেদ্য করে'
সঁপে দিছি বিশ্বেশ্বরে ;
তারি কাছে যাচি শুধু অমলা ভকতি।
ওগো ব্রহ্মাণ্ডের ধব
পদছায়া তলে তব
আমারে করিতে দাও নিয়ত বসতি।
তোমা হ'তে কোন জন
আমার নাহি আপন।
অন্যগতি নাহি যার তুমি তার গতি।

নিরাশ হবার কারণ কি আছে গো ?
সব কথা খুলে' সে বলে'ত দেছে গো।
তার বাণী কভু হয় না যে মিছে গো।
আরত ধাবনা অবিদ্যার পিছে গো।

অর্জ্জুন উবাচ।
এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাংকে যোগবিত্তমাঃ॥ ১
শ্রীভগবানুবাচ।
ময্যাবেশ্য মনো যেমাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমামতাঃ॥ ২
যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্॥ ৩
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তিমামেব সর্ব্বভূতহিতেরতাঃ॥ ৪
ক্লেশোঽধিকতর স্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তাহিগতির্দ্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥ ৫

যেতু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাংধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ ৬
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিত চেতসাম্ ॥ ৭
ময্যেব মন আধৎস্ব ময়িবুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অতঊর্দ্ধং নসংশয়ঃ ॥ ৮
অথচিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাস যোগেন ততোমামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ॥ ৯
অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধি মবাপ্স্যসি ॥ ১০
অথৈ তদপ্যশক্তোঽসি কর্ত্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্ ॥ ১১
শ্রেয়োহি জ্ঞানমভ্যাসাজ্‌জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগ স্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্ ॥ ১২
অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥ ১৩
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্ম দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিত মনোবুদ্ধি র্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৪
যস্মা ন্নোদ্বিজতে লোকো লোকা ন্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥ ১৫
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৬
যোন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভ পরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ সমে প্রিয়ঃ ॥ ১৭
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণ সুখ দুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ ॥ ১৮
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ॥ ১৯

যেতুধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্ধধানা মৎপরমা ভক্তাস্তে হতীব মে প্রিয়াঃ॥ ২০

গীতা, দ্বাদশ অধ্যায়।

অর্জ্জুন কহিলেন, যে সকল যোগী তোমাতে আসক্ত হইয়া, ভক্তির সহিত সতত তোমার উপাসনা করেন এবং যাঁহারা তোমার অক্ষর ও অব্যক্ত রূপের আরাধনা করেন, তাঁহাদের মধ্যে, কাঁহারা উত্তম? সোপাধিক ব্রহ্মোপাসনা ও নিরুপাধিক ব্রহ্মোপাসনা মধ্যে কোন্‌টী উৎকৃষ্ট? ভগবান্ বলিলেন, যাঁহারা আমাতে নিবিষ্টমনা ও নিত্যযুক্ত হইয়া, শ্রদ্ধার সহিত আমারই উপাসনা করেন, আমার মতে, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ যোগী। * যাঁহারা সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি, জিতেন্দ্রিয় ও সর্ব্বভূতহিতেরত হইয়া, অক্ষর, অনির্দ্দেশ্য, অব্যক্ত, সর্ব্বব্যাপী, অচিন্ত্য, কূটস্থ, অচল ও ধ্রুবস্বরূপ আমার উপাসনা করেন,তাঁহারাও আমাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু, আমার অব্যক্ত স্বরূপে আসক্তচিত্ত যোগিগণের অধিকতর ক্লেশ হইয়া থাকে। কেননা, অব্যক্তস্বরূপ আমাকে লাভ করা দেহাভিমানী যোগীগণের পক্ষে অত্যন্ত দুঃখজনক। হে পার্থ! যাঁহারা আমাতে সর্ব্বকর্ম্ম সমর্পণ পূর্ব্বক, মৎপরায়ণ হইয়া, অনন্যচিত্তে কেবল আমারই ধ্যান ও উপাসনা করেন, সেই মহাবিষ্টচিত্ত যোগিগণকে আমি মৃত্যুসংকুলিত সংসারসাগর হইতে অচিরে উদ্ধার করিয়া থাকি। তুমি আমাতে মনস্থির এবং আমাতেই বুদ্ধি নিবেশিত কর। তাহা করিলে, তুমি যে দেহান্তে আমার সহিতই বাস করিবে, তাহাতে আর কোন সংশয় নাই। হে ধনঞ্জয়! যদি তুমি আমাতে চিত্তস্থির করিতে অশক্ত হও, তাহা হইলে, অভ্যাস যোগে আমাকে লাভ করিতে চেষ্টা কর। যদি অভ্যাসেও অসমর্থ হও, তবে আমার উদ্দেশে আমাকে পূজা, আমার জপস্তব ও আমার নিকট প্রার্থনাদি কর; তাহাতেও তুমি সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে। যদি ইহাও করিতে না পার, তাহা হইলে, মদেকশরণত্ব অবলম্বন করিয়া ও সংযতচিত্ত হইয়া, সর্ব্বকর্ম্মফল পরিত্যাগ কর। অভ্যাস যোগ অপেক্ষা জ্ঞানযোগ শ্রেয়ঃ এবং জ্ঞানযোগ অপেক্ষা ধ্যানযোগ উৎকৃষ্ট। ধ্যানযোগ অপেক্ষাও কর্ম্মফলত্যাগ শ্রেষ্ঠ। এইরূপ

* তয়োপেক্ষয়াচ্চ॥ ৫॥ শাণ্ডিল্যসূত্রম্। মুক্তির প্রতি ভক্তিই প্রধান কারণ। ভক্তির উদয়ে, জ্ঞান ক্ষীণ বা অকার্য্যকর হয়। অতএব, ক্রিয়া যে ভক্তি হইতে হীন, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

ত্যাগানন্তরই শান্তিলাভ হইয়া থাকে। যিনি সর্ব্বভূতের অদ্বেষ্টা হইয়া সকলের প্রতি মৈত্রী ভাবে সকরুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, যিনি নির্ম্মম, নিরহঙ্কার ও ক্ষমাবান্ এবং যাঁহার নিকট সুখদুঃখ তুল্য বিবেচিত হয়, যিনি সতত সন্তুষ্ট, সমাহিতচিত্ত, সংযতস্বভাব, দৃঢ়নিশ্চয় ও আমাতে ভক্তিমান্ হইয়া, নিজমনোবুদ্ধি আমাতেই সমর্পণ করিয়াছেন, তিনিই আমার প্রিয়। যিনি কাহাকেও উদ্বেগ প্রদান করেন না এবং কোন প্রাণী হইতেও উদ্বিগ্ন হননা—হর্ষ, অমর্ষ, ভয় ও উদ্বেগ হইতে যিনি চিরমুক্তি লাভ করিয়াছেন, তিনি আমার প্রিয়। নিরপেক্ষ, শুচিশীল, দক্ষ, উদাসীন, গতবেদন ও সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী ভক্ত যোগীই আমার প্রিয়। যিনি প্রিয়বস্তু লাভে হৃষ্ট হন না, অনিষ্টপাতেও কষ্টানুভব করেন না, শোকবর্জ্জিত, আকাঙ্ক্ষাশূন্য, শুভাশুভপরিত্যাগী ও ভক্তিমান্, তিনিই আমার প্রিয়। শত্রুমিত্র, মানাপমান, শীতোষ্ণ, সুখদুঃখ, নিন্দাস্তুতি প্রভৃতি দ্বন্দ্বনিচয়কে যিনি সমভাবে সন্দর্শন করেন, যিনি সঙ্গ ও নিকেতনবর্জ্জিত, মৌনী, সদা সন্তুষ্ট, স্থিরমতি ও ভক্তিমান্, তাদৃশ নর আমার প্রিয়। যাঁহারা শ্রদ্ধাবান্ ও মৎপরায়ণ হইয়া, উক্ত প্রকারে ধর্ম্মামৃত পান করেন, সেই সকল ভক্ত যোগী আমার অতিশয় প্রিয়পাত্র। *

যিনি স্বরূপতঃ অব্যক্ত হইয়াও বিশ্বরূপে ব্যক্ত হন, অজ হইয়াও অবতার রূপে ভূতলে জন্মগ্রহণ করেন, অনির্দ্দেশ্য হইলেও লোকে যাহাতে তাঁহার নির্দেশ করিতে পারে সেরূপ পথ করিয়া রাখিয়াছেন, এবং অচিন্ত্য হইয়াও মানবের চিন্তাগম্য হন, তাঁহার গুণাতীত ভাব ধ্যান করা অপেক্ষা তাঁহার সগুণ রূপের উপাসনা করা যে অল্পায়াসসাধ্য ও অধিকতর কুশলভায় পরিচায়ক, তদ্বিষয়ে কোন বিচিকিৎসা হইতে পারে না। প্রভুর আদিষ্ট কার্য্য যিনি যত সংক্ষেপে ও দক্ষতার সহিত সমাধান করিতে পারেন, তিনি তত প্রভুর প্রিয়পাত্র হন। প্রবাদ আছে, আত্মাশক্তি ভগবতী নিজ পুত্রদ্বয়ের বুদ্ধির পরিপকতা পরীক্ষা করিবার জন্য, একদিন তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস গণেশ! বৎস কার্ত্তিক! তোমরা আমার গলদেশে দোদুল্যমান্ এই বহু মূল্যবান্ মণি-মালা দেখিতে পাইতেছ। এক্ষণে শ্রবণ কর। তোমাদের দুইজনের মধ্যে যে অগ্রে ব্রহ্মাণ্ড পরিবেষ্টন করিয়া আমার নিকট আসিতে পারিবে, সেই ইহা

* সা মুখ্যেতরাপেক্ষিতত্বাৎ ॥ ১০ ॥ শাণ্ডিল্যসূত্রম্। জ্ঞানযোগাদি অপরাপর মুক্তিসাধন মধ্যে আত্মরতিরূপা পরাভক্তিই মুক্তির প্রধান অঙ্গ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়।

পুরস্কার স্বরূপ প্রাপ্ত হইবে। মাতার কথা শুনিয়া, গণেশ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। কার্ত্তিক ইহাতে মূষিকবাহন অগ্রজের অসামর্থ্য বুঝিয়া, সদম্ভে মাতাকে বলিলেন, মা! এই কথা। মণিমালা যে আমারই হইবে, সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাক। আমি দণ্ড মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড প্রদক্ষিণ করিয়া আসিতেছি। মালার মূল্য যাহাই হউক, যেহেতু ইহা মাতৃদত্ত পুরস্কার হইবে, অতএব, ইহা অমূল্য। শরজন্মা তৎক্ষণাৎ নিজবাহন স্বর্গীয় ময়ূরকে আহ্বান করিলেন এবং তাহাকে ক্ষণেকের অনপবায়ে পূর্ণবেগে চতুর্দ্দশ ভুবন পর্য্যটন করিবার আদেশ দিয়া, তৎপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন! এই ঘটনায় দেবসেনাপতিকে পৃষ্ঠে বহন করিয়া, শিখীরাজ যেরূপ বেগে ধাবিত হইয়াছিল, তাহা তাড়িৎ-বেগ অপেক্ষাও প্রচণ্ডতর এবং তত্তুল্য বেগ জগতে আর কখনও সমুদ্ভূত হয় নাই বা হইবে না। বস্তুতঃ, মহাবীর কার্ত্তিকেয় দণ্ডকাল মধ্যে নিখিল ব্রহ্মাণ্ড পরিভ্রমণ করিয়া, মাতৃসমীপে প্রত্যাগত হইলেন। কিন্তু, তিনি আসিয়াই দেখিলেন, গণপতি মালা পরিধান করিয়া মাতার পাদমূলে উপবিষ্ট আছেন। কতক বিস্ময়ে ও কতক ক্রোধে, কার্ত্তিকেয় তর্জ্জন করিয়া গণেশকে বলিলেন, উপবেশন দ্বারা পুরস্কারলাভ যুক্ত বটে। গণেশ স্নেহনম্র স্বরে ভ্রাতাকে বলিলেন, কার্ত্তিক! মাতাকে অন্যায়কারিণী পক্ষপাতিনী বা আমাকে প্রতারক বিবেচনা করিও না। আমি কার্য্যোদ্ধার করিয়াই পুরস্কার লাভ করিয়াছি। কার্ত্তিক বলিলেন, তুমি যে আমা অপেক্ষা অল্প সময়ে বিশ্ববেষ্টন করিয়া আসিয়াছ, তাহা অমার বিশ্বাস হয় না। গণেশ বলিলেন, দেখ ভাই, তোমার প্রত্যয়োৎপাদন করিবার জন্য, আমি তোমার সাক্ষাতেই তাহা করিতেছি। এই বলিয়া, গজানন ষড়ানন সমক্ষে নিমেষমধ্যে জগদম্বাকে প্রদক্ষিণ করিলেন এবং অনুজকে বুঝাইয়া দিলেন, আমাদের মাতাই ব্রহ্মাণ্ড; সুতরাং, জননীকে প্রদক্ষিণ করিলেই, বিশ্বপ্রদক্ষিণ করা হয়। কার্ত্তিক প্রবুদ্ধ হইয়া অনুতপ্ত হইলেন।

রজস্তমোগুণাক্রান্ত মলিন মানসে ভগবানের মহিমা ও সর্ব্বশক্তিমত্তা আদৌ প্রতিফলিত হয় না। অহঙ্কারী মানব নানা সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া, বিবিধ কুতর্কের প্রবর্ত্তন করে এবং কখনও পরমেশ্বরে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হইতে পারে না। ভক্তের চিত্ত ঈশ্বরানুরাগপ্রাবল্যে সত্ত্বময় ও ঈশ্বরমহিমায় দ্রবীভূত হয়। তাদৃশ চিত্তে, ভগবদ্ভক্ত ঈশ্বরে বিমল ভক্তির বিনিয়োগ ও একান্ত আত্মসমর্পণ করেন।

হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ।
স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥

ঋক্, মন্ত্র ১০। সূঃ ১২১, মঃ ১।

হে মনুষ্যগণ! যিনি সূর্য্যাদি সমস্ত তেজস্বী পদার্থের আধার, যিনি ভূত ও ভবিষ্যৎ জগতের এক এবং অদ্বিতীয় পতি, ব্রহ্মাণ্ডোৎপত্তির পূর্ব্বে যিনি বিদ্যমান্ ছিলেন এবং যিনি পৃথিবী হইতে সূর্য্যলোক পর্য্যন্ত চরাচর বিশ্বের উৎপাদন করিয়াছেন, সেই পরমাত্মা দেবের প্রতি তোমরা প্রেম পূর্ব্বক ভক্তি প্রদর্শন কর। পরম দয়াবান্ ঈশ্বর মানব জাতিকে উপদেশ করিতেছেন ঃ—

অহম্ভুবং বসুনঃ পূর্ব্ব্য স্পতিরহং ধনানি সংজয়ামি শশ্বতঃ।
মাং হবন্তে পিতরং নজন্তবোঽহং দাশুষে বিভজামি ভোজনম্॥
অহমিন্দ্রোন পরাজিগ্য ইদ্ধনং ন মৃত্যবে হবতস্থে কদাচন।
সোমমিন্মা সুন্বন্তো যাচতা বসুন মে পূরবঃ সখ্যে রিষাথন॥

ঋক্, মন্ত্র ১০। সূঃ ৪৮, মঃ ১, ৫।

হে মনুষ্যগণ! আমি সকলের পূর্ব্ব হইতে চির বিদ্যমান্ থাকিয়া সমস্ত জগতের পতিরূপে অবস্থান করি। আমিই সনাতন জগৎকারণ, সমস্ত ধনের দাতা ও বিজয়কর্ত্তা। সন্তান যেমন পিতাকে সম্বোধন করে, সকল জীব আমাকে সেইরূপ সম্বোধন করে। আমিই সুখদাতা, পালনকর্ত্তা এবং জগতের ভোগের জন্য নানাবিধ ভোজ্য দ্রব্যের বিভাগকর্ত্তা। আমি পরমৈশ্বর্য্যবান্; সূর্য্যের ন্যায় নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশক। আমি কখনও পরাজয় বা মৃত্যু প্রাপ্ত হইনা। আমিই জগদ্রূপ ধনের নির্ম্মাতা। তোমরা আমাকেই সমস্ত জগতের উৎপত্তিকর্ত্তা বলিয়া জানিবে। হে জীবগণ! তোমরা ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তি বিষয়ে যত্নবান্ হইয়া, আমার নিকট বিজ্ঞানাদি ধনের প্রার্থনা কর এবং আমার প্রতি মৈত্রভাব প্রদর্শনে বিরত হইও না। হে মানবকুল! সত্যভাষণেই আমার স্তুতি করা হয়। আমার স্তুতিকারী সত্যভাষী মনুষ্যগণকে আমি সনাতন জ্ঞানাদি রূপ ধন দান করিয়া থাকি। আমি ব্রহ্ম বা বেদপ্রকাশক এবং বেদ আমার যথাবৎ ব্যাখ্যা করে। আমি বেদ দ্বারা মানবের জ্ঞান বৃদ্ধি করি। আমি সৎপুরুষগণের প্রেরক এবং যজ্ঞকারীদিগের ফল দাতা। এই বিশ্বে যাহা কিছু আছে, আমিই তৎ সমস্তের নির্ম্মাণ ও ধারণকর্ত্তা। অতএব, আমাকে পরিত্যাগ করিয়া, তোমরা আর কাহারও পূজা করিও না, কাহাকেও জানিও না বা স্বীকার করিও না।

স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
কবির্ম্মনীষীপরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোর্থান ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ॥
যজুঃ, অঃ ৪০, মন্ত্র ৮। ঈশোপনিষৎ, ৮।

সেই পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপী, বিশুদ্ধ জ্যোতিঃ ও সর্ব্ববিধ শরীর শূন্য। তিনি অক্ষত, স্নায়ু ও শিরাশূন্য, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ, সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বত্র বিদ্যমান্ এবং স্বয়ম্ভূ। তিনি সকলে বিদ্যমান থাকিয়া, সর্ব্বকালেই সৃষ্ট প্রজাগণের যথারূপে ভোগ্যবিধান করিতেছেন।

ভগবদ্ভক্ত পবিত্র বিশ্বাসে ঈশ্বরাবতারতত্ত্বের রহস্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া, বিপুল আনন্দ উপভোগ করেন। যিনি অক্ষর, অসীম, সর্ব্বশক্তিমান্, পরমৈশ্বর্য্যশালী, ব্রহ্মাণ্ডের অদ্বিতীয় বিধাতা ও ধরাধামে সৎপুরুষগণের প্রেরক, দেবগণ যাঁহার অনুগ্রহে অষ্টৈশ্বর্য্য লাভ করিয়া, অলৌকিক কর্ম্মকাণ্ডের সমাধান করেন, সাধুগণের ত্রাণ, দুষ্কৃতকারীগণের নাশ ও ধর্ম্মের সংস্থাপন জন্য, তাঁহার অবতার-রূপে ভূতলে আগমন কোনও প্রকারে অসিদ্ধ হইতে পারে না।

অণিমা লঘিমাব্যাপ্তিঃ প্রাকাম্যা মহিমা তথা।
ঈশিত্বঞ্চ বশিত্বঞ্চ তথা কামাবসায়িতা॥

এই অষ্টৈশ্বর্য্য বিষয়ে দেবগণের অভিনিবেশ বা বিনাশভয় হয়। কারণ দেবগণ ঐশ্বর্য্যবিচ্যুতির আশঙ্কা করেন। [মধ্যভাগ, সাংখ্যদর্শন দ্রষ্টব্য]। কিন্তু, নিত্য পূর্ণৈশ্বর্য্যবান্ ঈশ্বরের কোনও ঐশ্বর্য্যের কখনও অপচয় হয়না। ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপক হইয়াও, জীবাকার পরিমাণে বা তদপেক্ষাও সূক্ষ্ম হইতে পারেন। কেননা, তিনি অণিমাশালী। ঈশ্বর অশরীরী ও নিরাকার হইয়াও, শরীরী ও আকার-বিশিষ্ট হইতে পারেন। কেননা, তিনি সর্ব্বশক্তিমান্। সর্ব্বশক্তিমান্ বলিতে, সহজে যেরূপ বোধগম্য করাযায়, তিনি সেইরূপ সর্ব্বশক্তিমান্ (Almighty)। সিদ্ধান্তী বা নৈয়ায়িক যে অপর কাহারও সাহায্য না লইয়া কার্য্য করিতে সমর্থ অর্থে বক্রভাবে ঈশ্বরকে সর্ব্বশক্তিমান্ বলেন, তাহা ব্যর্থ। প্রাকাম্য ঐশ্বর্য্য দ্বারা সিদ্ধান্তীর তর্ক খণ্ডিত হয়। ঈশ্বর যথেচ্ছ ভাবে সকল কার্য্যের নিষ্পত্তি করিতে পারেন। জীবের যথেচ্ছাচারিতার দৃষ্টান্তে ঈশ্বরের যথেচ্ছাচারিতায় দোষারোপ করা যায়না। কেননা, ঈশ্বর মঙ্গলময় এবং তিনি কখন সুকার্য্য ভিন্ন কুকার্য্যের সমাধান করেন না। আবার অবতারগ্রহণে ঈশ্বরের দ্বিত্ব সাধিত হওয়ার কোন তর্কও উত্থাপিত হইতে পারেনা। কেননা, ঈশ্বর অক্ষয়

এবং অবতারগ্রহণে বা অন্য কোন কারণে তাঁহার কোন ক্ষয় হয় না। তিনি যে পূর্ণ সেই পূর্ণই থাকেন। [আদ্যভাগ, প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য]। ঈশ্বর জীবের পরমাত্মীয়। তাঁহা অপেক্ষা অধিক আত্মীয় জীবের কেহ নাই। সন্তান জনকজননীর স্নেহগৌরব সম্পূর্ণ বোধগম্য করিতে পারুক আর নাই পারুক, কর্ত্তব্যপরায়ণ পিতামাতা সতত সন্তানের কল্যাণবিধান করেন। পিতৃমাতৃ-হৃদয়ের সন্তান বাৎসল্য যদিও ঈশ্বরপ্রদত্ত, তথাপি, তাহা সান্ত। পরমেশ্বরের ভক্তবাৎসল্য অনন্ত এবং ভক্ত অবতারে ঈশ্বরের স্বরূপানুভূতি করিতে পারুক আর নাই পারুক, ঈশ্বর বাহেন্দ্রিয়গ্রাহ্যভাবে ভক্তের মঙ্গলবিধানকল্পে, অবতার রূপে ভূতলে আবির্ভূত হন।

মূর্ত্তিযোগে ঈশ্বরারাধনকে ভক্ত পরম পুণ্যকার্য্য স্বরূপ পরিগণনা করেন। অনন্ত জ্ঞান অনন্ত অজ্ঞানে আবরিত হইয়া আছেন। আদৌ অজ্ঞানাবরণের অপসারণ করিয়া, অন্তে জ্ঞানে হস্তক্ষেপ করা যায়, অথবা, অজ্ঞানের মধ্যদিয়াই মানবের জ্ঞানসংগ্রহ করিতে হয়। জ্ঞানান্বেষী জড়সংশ্রব ব্যতিরেকে, চৈতন্যচিন্তা করিতে পারেনা। ঈশ্বরসৃষ্ট দ্বৈত জগৎ অনুসন্ধান করিয়াই, মনুষ্য সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরের সংবাদ গ্রহণ করে। ঈশ্বরনির্ম্মিত দিবাকর, নিশাকর, শৈল, সাগর, প্রান্তর, অন্তরীক্ষ প্রভৃতি বস্তুর পর্য্যালোচনা করিয়া, লোকে ঈশ্বরের মহিমা ও সৃষ্টিকৌশল বোধগম্য করে। ঈশ্বর তাঁহার ভক্তের জন্য তাঁহারই সৃষ্ট জড় জগতে তাঁহার বিবিধ মূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত করিয়া রাখিয়াছেন এবং ভক্ত কৃতজ্ঞ হৃদয়ে, জড় জগতের অন্তরালে সেই সকল পবিত্র মূর্ত্তি বিলোকন করিয়া, ভগবৎপ্রেমে বিভোর হইয়া যান। মানব নিজকল্পনাভুক্ত সসীম অজ্ঞান মধ্যে নির্দ্দিষ্ট বস্তুবিষয়ক সীমাবিশিষ্ট জ্ঞানের আহরণ করিয়া, নিরাকার জ্ঞানের আকার অবধারণ করে। ব্যাকরণ, ভূগোল, ইতিহাস, জ্যামিতি প্রভৃতি শাস্ত্রগত জড় দ্রব্য নিচয়ের আলোড়ন করিয়া, মনুষ্য তত্তৎশাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করে এবং বৈয়াকরণিক, ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, জ্যামিতিবেত্তা ইত্যাদি নামে পরিচিত হয়। অথবা, ব্যাকরণ, ভূগোল, ইতিহাস, জ্যামিতি প্রভৃতি শাস্ত্রে জ্ঞানময় পরমাত্মা যে তাঁহার বিভিন্ন জ্ঞানমূর্ত্তি প্রতিফলিত করিয়া রাখিয়াছেন, মনুষ্যগণ সেই সকল মূর্ত্তির সেবা ও অর্চ্চনা করিয়া, ঈশ্বরপ্রীতির অর্জ্জন বা মঙ্গল লাভ করে। [মধ্যভাগ, তৃতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]। ঈশ্বর যে বিপুল বিশ্বের বিনির্ম্মাণ করিয়া প্রাণীগণের নানাপ্রকার ভোগবিধান করিতেছেন, ইহা তাঁহার অসীম করুণার

পরিচায়ক। ঈশ্বর যে যে প্রকারে জীবের উপর তাঁহার অপার করুণা বিস্তার করিয়াছেন, ভক্তগণ তাহা বিমল চিত্তে প্রত্যক্ষ করিয়া, সার্ব্বজনীন মঙ্গলজন্য জড়দ্রব্যসহযোগে তত্তত্তের স্থূল চিত্র অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন। মৃত্তিকা বা অন্য দ্রব্যনির্ম্মিত ভগবৎকৃপাবর্ষণের এই সকল রূপক আকার ভগবৎ প্রেমের উদ্দীপক এবং জনসাধারণ এই সকল সাঙ্কেতিক আকার যোগে জগদীশ্বরের অর্চ্চনা সাধন করিয়া, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় মঙ্গল বিধান করিতে পারে। ফলতঃ, স্থূল জ্ঞানসম্পন্ন সাধারণ জনগণ পক্ষে ঈশ্বরোপাসনার এই পদ্ধতিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এজন্য সর্ব্বধর্ম্মেই ঈশ্বরোপাসনায় কোন না কোন সূচক জড় বস্তুর ব্যবহার ব্যবস্থিত আছে। জড় প্রতিকৃতির মধ্য দিয়াই মানব দৃষ্টিবহির্ভূত আত্মীয়গণের স্মৃতিসুখানুভব ও গুরুজনে শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন করে। [আত্মভাগ, চতুর্থ অধ্যায়, ত্রেতাযুগ দ্রষ্টব্য]। কিন্তু অবিদ্যাগ্রস্ত মূঢ় অভক্তগণের অপরিচ্ছন্ন অন্তঃকরণে ঐশ্বরিক ভাব অণুমাত্রও উদিত হয়না এবং তাহারা এই সকল পূত বিষয় আদৌ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। যাহারা ঈশ্বরকে বিস্মৃত হইয়া আছে, তাহারা জড়দ্রব্যসহযোগে ঈশ্বরের করুণামূর্ত্তি কিরূপে ধারণ করিবে? ইহাদের পক্ষে, ন তস্য প্রতিমা অস্তি (যজুঃ, অঃ ৩২, মন্ত্র ৩—ঈশ্বরের কোন প্রতিমা নাই। এই সকল অজ্ঞানান্ধ হতভাগ্য জীব ঈশ্বরবিস্মরণে আজীবন জড়পদার্থজাতে সমাসক্ত থাকিয়া এবং বিবিধ ঐহিক কুপ্রবৃত্তি বশে মৃত্তিকা, পাষাণ, বৃক্ষাদিনির্ম্মিত বহুপ্রকার ক্রীড়নক, স্ত্রীপুত্রাদির শরীর ও অর্থ বা প্রতিপত্তিশালী মানবদেহের সেবা ও পূজা করিয়া, অন্তে নিরয়গামী হয়।

অন্ধতমঃ প্রবিশন্তি যে ঽসম্ভূতিমুপাসতে।
ততো ভূয়ইব তে তমো য উসম্ভূত্যাং রতাঃ॥

যজুঃ, অঃ ৪০, মঃ ৯। ঈশোপনিষৎ, ৯।

যাহারা অসম্ভূতি বা অবিদ্যার উপাসনা করে, তাহারা গাঢ় তমোমধ্যে প্রবেশ করে। যাহারা সম্ভূতি বা কেবল বিদ্যাতে রত হয়, অর্থাৎ, ঈশ্বরবিস্মরণে অপরাবিদ্যার অর্চ্চনা করে, তাহারা ততোধিক অন্ধকারে প্রবেশ করে।

জগতের উত্তম দিক্ গ্রহণ করিয়াই ভক্ত পরিতুষ্ট হন এবং ইহার অপর কোন দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করা তিনি আবশ্যক বোধ করেন না। প্রকৃতিসম্ভূত বিশ্বের সমস্ত বস্তুই সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মক এবং জীবের মনও এইরূপ। জৈব

হৃদয়ের সর্ব্বাংশেই ঐশ্বরিক দ্যুতি প্রতিফলিত হয়। সকল জীবের অন্তঃকরণে সকল গুণ সমান ভাবে প্রভাব বিস্তার করিতে পারেনা এবং সাধারণতঃ সত্ত্বগুণই জীবান্তঃকরণে অভিভূত থাকে। তথাপি, যাহার হৃদয়ে যে পরিমাণ দৈবী সম্পদ্ আছে, ভগবদ্ভক্ত কেবল তাহাই লক্ষ্য করেন। তিনি কুক্কুরের নিকট হইতেও তুষ্টি, সতর্কতা, প্রভুভক্তি প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষালাভ করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না। আবার, দৃষ্টিসমক্ষে পাপস্রোত প্রবাহিত হইতে থাকিলেও তদ্বিষয়ে তিনি উদাসীন থাকেন। তিনি স্বধর্ম্ম ও স্বশাস্ত্রে সম্পূর্ণ নিরত থাকিয়াও, পরধর্ম্ম ও পরশাস্ত্রের অবজ্ঞা ও অপবাদ করেন না; প্রত্যুত পরধর্ম্ম ও প্রতিশাস্ত্র হইতে যদি কিছু শিক্ষণীয় থাকে, তিনি তাহার সমাদর করেন। কারণ, তিনি জানেন ধর্ম্ম ভগবানেরই প্রতিনিধি এবং ভগবানই শাস্ত্রযোনি। কালবশে জগতের সমস্ত বস্তুই বিকারপ্রাপ্ত হয়, ইহা প্রকৃষ্টরূপে বিদিত থাকিয়া তিনি নিন্দুকগণের ন্যায়, পরিণামপ্রাপ্ত ধর্ম্মমতাবলী ও আত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থনিচয়ের নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হননা এবং তত্তৎধর্ম্মমত ও পুস্তকে এখনও যে সমস্ত উত্তম দ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, তিনি মনোযোগ সহকারে তৎসকলের সংগ্রহ করেন। মহাপুরুষ ও উদারচেতা মানবগণ জীবসাধারণের কল্যাণকল্পে যে সমস্ত মহদনুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়া যান, ধূর্ত্ত, ভণ্ড ও পাষণ্ড ব্যক্তিবর্গ তৎ সকলের অপব্যবহার করিয়া, নানারূপ কুক্রিয়া সাধন করে। ভক্ত অনুষ্ঠাতাগণেরই মহিমাকীর্ত্তন করেন এবং অন্যায়কারীগণের পাপাচরণ উপেক্ষা করেন। ভগবদ্ভক্ত অভিমানবর্জ্জিত এবং তিনি কখন 'আমি যাহা বুঝিয়াছি, তাহাই ঠিক' বলিয়া জল্প ও আত্মশ্লাঘা করেন না। অবিদ্যাগ্রস্ত নিষ্ঠুর মানব ভক্তকে নির্ব্বোধ, বিকৃত-মস্তিষ্ক প্রভৃতি বাক্যে উপহাস ও তিরস্কার করে। কিন্তু, সর্ব্বজ্ঞান ও মঙ্গলের নিলয় করুণাময় ভগবান্ তাঁহার শরণাগত সেবককে কখন ভ্রান্তি ও মোহজালে পতিত হইতে দেননা—এই পবিত্র বিশ্বাস হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া, স্বভাবশান্ত ভক্ত মূঢ় জনের কটূক্তি সকল নীরবে সহ্য করেন এবং অধিকতর উদ্যম ও অধ্যবসায় সহকারে ঈশ্বরানুকম্পাপ্রার্থী হন। জীবের ত্রুটী ও কদাচরণে উত্তেজিত না হইয়া, ভক্ত তিতিক্ষা ও মৌনাশ্রয় করেন এবং সর্ব্বনিয়ন্তার নিকট ভক্তি-ভরে জীবের মঙ্গল যাচ্ঞা করেন। প্রকৃত ভক্তই মুনি। জগৎ প্রাণীকুলের ভোগভূমি ও শিক্ষানিলয়। জীবের ভোগ ও শিক্ষাবিধান কল্পে যখন যেখানে যে বস্তুর প্রবর্ত্তন বা অপনয়ন করা আবশ্যক, বিশ্বনিয়ন্তা পরমেশ্বর তখন সেখানে

সেই বস্তুর প্রবর্দ্ধন বা অপনয়ন করেন। জীবের কোন বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব নাই। সে কেবল ঐশ্বরিক সংকল্পসাধনের যন্ত্রসদৃশ। ঐশসংকল্পে, ভূমণ্ডলে এক সময়ে যেখানে উত্তালতরঙ্গসঙ্কুল বারিধি বিরাজ করে, সময়ান্তরে সেইখানেই বালুকাপূর্ণ মরুর আবির্ভাব হয়। আবার, কালচক্রে, মরীচিকাক্ষেত্র সাগরে পরিণত হয়। নগর কান্তারে এবং অরণ্যানী নগরীতে রূপান্তরিত হয়। মানবজগতে, মনুষ্যের কত সমাজ, কত সম্প্রদায়, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কত মতবাদ অনবরত উত্থিত ও পতিত হইতেছে। অথকিং, এই সমস্ত নশ্বর ঐহিক পদার্থ বুদ্বুদের ন্যায় সমুদ্ভাসিত হয় এবং জলবিম্বের ন্যায়ই ইহারা বিলীন হইয়া যায়। অহংজ্ঞানান্ধ মানব ঈশ্বরের স্বামিত্ব ও স্বকীয় যান্ত্রিকত্ব বিস্মৃত হইয়া, এবস্তু এখানে না থাকিয়া ওখানে থাকিলে ভাল হইত, অমুক সমাজ মন্দ, আমার সম্প্রদায় ভাল, অমুকের ধর্ম্মবাদ অত্যন্ত অপকৃষ্ট, ইত্যাদি রূপ অন্ধ মন্তব্য প্রকাশ করে। অন্তঃকরণে এই সকল মহীয়সী চিন্তার নিরন্তর পোষণ করিয়া স্থিতধী ভক্ত রাগ, ভয় ও ক্রোধের পরিহার করেন এবং দুঃখে অনুদ্বিগ্ন ও সুখে স্পৃহাশূন্য হইয়া, জীবনযাত্রানির্ব্বাহ করেন।

ভক্ত জ্ঞানী ও কর্ম্মীকে আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয়ের ন্যায় অবলোকন করেন এবং মোক্ষসাধনভূত বৈরাগ্যোৎপাদন জন্য, স্বয়ং যেমন বিচক্ষণতা সহকারে কার্য্য করেন, তাঁহাদিগকেও সেইরূপ করিতে বলেন।

> উভাভ্যামেব পক্ষাভ্যাং যথা খে পক্ষিণাং গতিঃ।
> তথৈব জ্ঞানকর্ম্মভ্যাং জায়তে পরমং পদং॥ ৭
> কেবলাৎ কর্ম্মণো জ্ঞানান্নহি মোক্ষোঽভিজায়তে।
> কিন্তূভাভ্যাং ভবেন্মোক্ষঃ সাধনন্তূভয়ং বিদুঃ॥ ৮
>
> যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, বৈরাগ্য প্রকরণ, ১ম সর্গ।

যেমন উভয় পক্ষ দ্বারা পক্ষিসকলের আকাশে গতি হয়, সেইরূপ জ্ঞান ও কর্ম্মদ্বারা পরম পদ লাভ করা যায়। কেবল জ্ঞান বা কেবল কর্ম্ম দ্বারা মোক্ষ সম্প্রাপ্ত হয়না। কিন্তু, জ্ঞানকর্ম্ম উভয় দ্বারা মোক্ষ হইয়া থাকে। এজন্য সাধুগণ এ দুইকেই মোক্ষের সাধন বলিয়া থাকেন। ব্রহ্মের স্বরূপ এবং সৃষ্টিকার্য্যে তাহা যেরূপ অভিব্যক্ত হইয়াছে, হংসাবতী ঋক্ তাহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত প্রদান করে :—

হংসশুচিষদ্বসুরন্তরীক্ষ সদ্ধোতা বেদিষদতিথিদু রোণসৎ।
নৃষদ্বরসদৃত সদ্ব্যোম সদব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজাঋতম্বৃহৎ॥ ২

কঠোপনিষৎ, ২য় অধ্যায়, ২য় বল্লী। ঋগ্বেদ. ৪।৩০।৫

সেই ব্রহ্ম হংস (সূর্য্য) রূপে শুদ্ধ আকাশে বাস করেন; বসু বা বায়ুরূপে অন্তরীক্ষে, হোতা বা অগ্নিরূপে বেদিতে, অতিথিরূপে গৃহে বাস করেন। তিনি মনুষ্যে, দেবগণে, সত্যে, আকাশে আছেন। তিনি জলে, পৃথিবীতে, যজ্ঞে, পর্ব্বতে জাত। তিনি সত্যস্বরূপ এবং মহান্। ফলতঃ, ভগবদনুরাগে মনকে সিক্ত ও কোমল করিতে পারিলেই, বিশ্বের সর্ব্বত্র ব্রহ্মের শক্তিরূপ অনুভব করা যায়। ভাবুক ব্যক্তি অগ্নি, পৃথিবী, সূর্য্য, আকাশ, দিক্ সকল, স্বর্গ, দেবেন্দ্রগণ, সাগরসমূহ, বায়ু, বৃক্ষৌষধি, মেঘ, পর্ব্বতরাজী, দিবসযামিনী, প্রজাপতি ও বৃষ্টিকে যথাক্রমে ঈশ্বরের মুখ, চরণ, চক্ষু, নাভি, কর্ণ, মস্তক, বাহু, কুক্ষি, প্রাণবল, রোম, কেশ, নখাস্থি, নিমেষ, মেঢ্র ও বীর্য্য স্বরূপ দর্শন করেন।

অগ্নির্মুখং তেঽবনিরঙ্ঘ্রিরীক্ষণং সূর্য্যোনভোনাভিরথোদিশঃশ্রুতিঃ।
দ্যৌঃ কং সুরেন্দ্রাস্তব বাহবো ঽর্ণবাঃ কুক্ষির্মরুৎ প্রাণবলঞ্চ কল্পিতং॥ ১৩
রোমাণি বৃক্ষৌষধয়ঃ শিরোরুহা মেঘাঃ পরস্যাস্থিনখানি তে ঽদ্রয়ঃ।
নিমেষণং রাত্র্যহনী প্রজাপতি র্মেঢ্রস্ত বৃষ্টিস্তব বীর্য্যমীষ্যাতে॥ ১৪

শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ ম স্কন্ধ, ৪০শ অধ্যায়।

তিনি কুসুমে ও চপলায় আনন্দময়ের হাসি ও কৌতুকক্রীড়া অবলোকন করেন, জলধরের মৃদুনাদে তাঁহার গম্ভীরবাণী ও বিহঙ্গমকাকলীতে তাঁহার সুললিত স্তবপাঠ আকর্ণন করেন, ফুলচন্দনসুবাসে তাঁহার গাত্রগন্ধ আঘ্রাণ করেন, গুরুজনস্নেহ, সুহৃদপ্রণয়, দাম্পত্যপ্রেম ও সন্তানবাৎসল্যে তাঁহার করুণামৃত আস্বাদন করেন এবং মলয়পবনে তাঁহার চরণস্পর্শসুখ অনুভব করেন।

ঈশ্বরপ্রসাদে ভগবদ্ভক্তগণের বুদ্ধি বিশুদ্ধা হয় এবং তাদৃশ বুদ্ধিযোগে তাঁহারা কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরের আরাধনা করিয়া, পরমানন্দ সম্ভোগ করেন।

মচ্চিত্তামদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥ ৯

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতি পূর্ব্বকং।
দদামি বুদ্ধি যোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥ ১০

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা। ১১

গীতা, ১০ম অধ্যায়।

যাঁহারা আমাকে মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারা পরস্পর আমারই কথা-কীর্ত্তনে নিত্য সন্তোষ লাভ করিয়া, পরমসুখে বিচরণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা সর্ব্বাসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক, প্রীতি সহকারে সতত আমাকেই ভজনা করেন এবং আমিও তাঁহাদিগকে বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, যদ্দ্বারা তাঁহারা অনায়াসে আমাকে লাভ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন জন্য, আমি জ্ঞানদীপ দ্বারা তাঁহাদের আত্মগত অজ্ঞানান্ধকারের বিনাশ সাধন করি। ভগবদ্ভক্ত বিশ্বময় ব্রহ্মাস্তিত্ব উপলব্ধি করিয়া, নিষ্কামভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করেন। ক্রিয়া-নুষ্ঠানে তাঁহার অহংভাব থাকে না।

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতং।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা॥ ২৪

গীতা, ৪র্থ অধ্যায়।

অর্পণ বা আহুতিদান ব্রহ্ম, হবিঃ বা অর্প্যমান্ ঘৃতাদি দ্রব্য ব্রহ্ম, ব্রহ্মরূপ বহ্নিতে হোমকারী বা হোতাও ব্রহ্ম; আবার যজ্ঞফল স্বর্গাদিও ব্রহ্ম, কর্ম্মানুষ্ঠানে যাঁহার এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞান আছে, তিনি ব্রহ্মকেই লাভ করেন। ভক্তগণের পবিত্র আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিবার জন্যই ভগবান্ অবতাররূপে ভূতলে আগমন করেন।

যেহন্যে হরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন স্ত্বয্যস্ত ভাব বিশুদ্ধ বুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধো হনাদৃত যুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥ ২৬.
তথা ন তে মাধব তাবকাঃ কচিদ্ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া বিনায়কানীকপ মূর্দ্ধসু প্রভো॥ ২৭
সত্বং বিশুদ্ধংশ্রয়তে ভবান্ স্থিতৌ শরীরিণাং শ্রেয় উপায়নং বপুঃ।
বেদক্রিয়াযোগতপঃ সমাধিভিস্তবার্হণং যেন জনঃ সমীহতে॥ ২৮
সত্বং ন চেদ্ধা তরিদং নিজং ভবেদ্বিজ্ঞানমজ্ঞানভিদাপ মার্জনং।
গুণ প্রকাশৈরনুমীয়তেভবান্ প্রকাশতে যস্য চ যেন বা গুণঃ॥ ২৯
ন নামরূপে গুণ কর্ম্ম জন্মভির্নিরূপিতব্যে তব তস্য সাক্ষিণঃ।
মনো বচোভ্যা মনুমেয় বর্ত্মনো দেবক্রিয়ায়াং প্রতিযন্ত্যথাপি হি॥৩০

শৃণ্বন্ গৃণন্ সংস্মরয়ংশ্চ চিন্তয়ন্ নামানি রূপাণি চমঙ্গলানিতে।
ক্রিয়াসু যুষ্মচ্চরণারবিন্দয়োরাবিষ্ট চিত্তো ন ভবায় কল্পতে॥ ৩১
দিষ্ট্যা হরেঽস্যা ভবতঃ পদোভুবো ভারোপনীতস্তবজন্মনেশিতুঃ।
দিষ্ট্যাঙ্কিতাং ত্বৎপদকৈঃ সুশোভনৈ দ্র্ক্ষ্যাম গাংত্থাঞ্চ তবানুকম্পিতাং॥ ৩২
ন তে ঽভবস্যেশ ভবস্য কারণং বিনা বিনোদং বত তর্কয়া মহে।
ভবো নিরোধঃ স্থিতিরপ্যবিদ্যয়া কৃতা যত ত্বয্যভয়াশ্রয়াত্মনি॥ ৩৩
মৎস্যাশ্ব কচ্ছপ বরাহনৃসিংহ হংসরাজন্য বিপ্রবিবুধেষু কৃতাবতারঃ।
ত্বংপাসি নস্ত্রিভুবনঞ্চ তথাধুনেশভারং ভুবোহর যদূত্তম বন্দনস্তে॥ ৩৪

ভাগবত, ১০ম স্কন্ধ, ২য় অধ্যায়।

হে অরবিন্দলোচন! যে সকল পুরুষ ভবদীয় চরণপদ্মের অনাদর করিয়া, আপনাদিগকে মুক্ত বলিয়া অভিমান করে, আপনার প্রতি ভক্তির অভাব হেতু, তাহাদের বুদ্ধি বিশুদ্ধা হয়না, অথবা, অপনার প্রতি মতি না থাকায়, কেবল বাদ বা কুতর্ক বিষয়েই তাহাদের বিশুদ্ধা বুদ্ধি হয়। সুতরাং, ঐ সমস্ত ব্যক্তি বহুজন্মের তপস্যাবলে, সৎকুল, তপস্যা, বেদাধ্যয়নাদি মোক্ষসন্নিহিত পদে আরোহণ করিয়াও, প্রায়শঃ, বিঘ্নাভিভূত হয়। পরন্তু, হে মাধব! যাঁহারা আপনার ভক্ত এবং আপনাতেই সৌহৃদ্যবন্ধন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সেরূপ দুর্গতি হয়না। তাঁহারা অপনা কর্ত্তৃক অভিরক্ষিত হইয়া, নির্ভয়ে বিঘ্নকারিগণের অধিপতি নিচয়ের মস্তকোপরি ভ্রমণ করেন, অর্থাৎ, সর্ব্ববিধ বিঘ্নজয় করেন। অথবা, তাহাদের মস্তক সকলকে সোপান করিয়া, তাঁহারা বৈকুণ্ঠপদে অধিরোহণ করেন। প্রভো! পরিদৃশ্যমান্ অবস্থিতি কালে, আপনি যে বিশুদ্ধ সত্বরূপ শরীর আশ্রয় করিয়া থাকেন, তাহা দেহিদিগের কর্ম্মফলদায়ক, সুতরাং, পরম সুখাবহ। লোকে সেই শরীর যোগে, বেদ, ক্রিয়া-যোগ, তপস্যা ও সমাধিরূপ চতুর্ব্বিধ আশ্রমধর্ম্ম দ্বারা আপনার পূজা করিয়া থাকে। আপনি শরীর আশ্রয় না করিলে, পূজার অভাবে, মানবের কর্ম্মফলের সিদ্ধি হইতে পারিত না। হে ধাত! বিশুদ্ধ সত্ব আপনার নিজ শরীর না হইলে, যাহাতে অজ্ঞান ও অজ্ঞানকৃত ভেদের নিবৃত্তি হয়, সেই বিশিষ্ট জ্ঞানও হইতে পারেনা। কেননা, গুণপ্রকাশ দ্বারা, আপনি যে সর্ব্বসাক্ষী ও পরিপূর্ণস্বরূপ, কেবল তাদৃক্ কল্পনাই হইতে পারে। আপনার বুদ্ধ্যাদি গুণ প্রকাশ প্রাপ্ত হয়। গুণসাক্ষী আপনি বুদ্ধ্যারূঢ় হইয়া প্রমিত হইলে,

আপনার গুণপ্রকাশ হইল, এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে; কিন্তু আপনাকে সাক্ষাৎ করিতে পারা যায় না। পক্ষান্তরে, শুদ্ধসত্ত্ব মূর্ত্তির সেবা করিলে, সেবকের অন্তঃকরণ আপনার আকার প্রাপ্ত হয় এবং তাহাতে ভবদীয় প্রসাদে, অবশ্যই আপনকার সাক্ষাৎকার ঘটে। ভগবন্! গুণ, কর্ম্ম ও জন্ম দ্বারা আপনার নাম রূপের নিরূপণ হয় না। কেনন‍া, আপনার বর্ত্ম মন ও বাক্যের অনুমেয় মাত্র;—গোচর নহে। কারণ, আপনি তাহারও সাক্ষী। তথাপি, হে স্বামিন্! উপাসকগণ যে উপাসনাদি ক্রিয়া যোগে আপনাকে সাক্ষাৎ দর্শন করিতে পায়, তাহা প্রসিদ্ধ আছে। ফলতঃ, যে ব্যক্তি আপনার পরমমঙ্গল নাম ও রূপ সকল শ্রবণ, কীর্ত্তন ও চিন্তন করিতে করিতে, কিম্বা, অন্য মানবগণকে স্মরণ করাইতে করাইতে, উপাসনাদি ক্রিয়ার সময় আপনার চরণারবিন্দে আবিষ্ট হইয়া থাকেন, তাঁহার পুনরায় সংসারে আসিতে হয় না *। হে হরে! আপনি ঈশ্বর এবং এই ধরণী আপনার চরণভূতা। বহুভাগ্য যে আপনার জন্মে ইহার ভার অপনীত হইতে চলিল। ভগবন্! আমাদের পরমভাগ্য যে, অমরা অদ্য আপনার সুশোভন চরণের ধ্বজ, বজ্র ও অঙ্কুশাদি শুভলক্ষণ দ্বারা অবনীকে অঙ্কিতা এবং সুরলোককে আপনা কর্ত্তৃক অনুকম্পিত দেখিতে পাইব। হে ঈশ! আপনি অসংসারী। সুতরাং, ক্রীড়া ব্যতীত অন্য কিছুকেই আমরা আপনার জন্মের কারণ অনুমান করিতে পারি না। হে নিত্যমুক্ত স্বরূপ! আপনার যে জন্ম নাই, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। জীবাত্মার যে জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গ, তাহাও আপনকার বিষয়ে যে অবিদ্যা আছে, তাহারই কৃত। বস্তুতঃ, জীবাত্মারও জন্মাদি নাই। সে যাহা হউক, হে ঈশ! আপনি অন্য সময়ে মৎস্য, অশ্ব, কচ্ছপ, বরাহ, নৃসিংহ, হংস, ক্ষত্রিয়, বিপ্র ও দেব, এই সকলে অবতার গ্রহণ করিয়া, আমাদিগকে ও ত্রিভুবনকে যেরূপ পালন করিয়াছেন, এক্ষণেও সকলকে সেইরূপ রক্ষা করুন; অধিকন্তু এই ভূমির ভারও গ্রহণ করুন। হে যদূত্তম! আমরা আপনাকে বন্দনা করি।

কংসবধজন্য, দেবকীর অষ্টম গর্ভে হরির আবির্ভাব হয়। তাঁহার ভূমিষ্ঠ হইবার প্রাক্কালে, নারদাদি মুনিবৃন্দ, দেবগণ, ব্রহ্মা এবং মহেশ দেবকীর বাস-

* তদেব কর্ম্মিজ্ঞানিযোগিভ্য আধিক্যশব্দাৎ ॥ ২২ ॥ শাণ্ডিল্য সূত্রম্। কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ এই সমস্ত অপেক্ষা ভজনই যে মুখ্য এবং ভক্তিই যে শ্রেষ্ঠ, তাহাই স্থিরসিদ্ধান্ত! গীতা, ষষ্ঠ অধ্যায়, ৪৬ ও ৪৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

ভবনে আগমন করিয়া, ভগবান্‌কে উল্লিখিতরূপে স্তব করিয়াছিলেন। সকলের পক্ষ হইতে, স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা স্তবোচ্চারণ করেন। এই স্তোত্রে ভক্তিযোগরহস্য ও অবতারতত্ত্বের দ্বার সম্যক্ উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। ভক্তের প্রত্যক্ষীভূত হইবার জন্যই ভগবান্ অবতারমূর্ত্তি ধারণ করেন এবং ভক্ত অবতার মূর্ত্তিতে ভগবান্‌কে প্রত্যক্ষগোচর করেন। ভক্ত অবতারমূর্ত্তিকে ব্রহ্মস্বরূপ বোধ করিতে না পারিলেও, ঐ মূর্ত্তিসাক্ষাৎকার ও তদারাধনায় ভক্তের মুক্তি হয়।

পরীক্ষিদুবাচ।

কৃষ্ণং বিদুঃ পরং কান্তং ন তু ব্রহ্মতয়া মুনে।
গুণপ্রবাহো পরমস্তাসাং গুণধিয়াং কথং॥ ১১

শ্রীশুক উবাচ।

উক্তং পুরস্তাদেতত্তে চৈদ্যঃ সিদ্ধিং যথা গতঃ।
দ্বিষন্নপি হৃষীকেশং কিমুতাধোক্ষজপ্রিয়াঃ॥ ১২

নৃণাং নিঃশ্রেয়সার্থায় ব্যক্তির্ভগবতো নৃপ।
অব্যয়স্যাপ্রমেয়স্য নির্গুণস্য গুণাত্মনঃ॥ ১৩

কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহমৈক্যং সৌহৃদমেবচ।
নিত্যং হরৌ বিদধতো যান্তি তন্ময়তাং হি তে॥ ১৪

ন চৈবং বিস্ময়ঃ কার্য্যো ভবতা ভগবত্যজে।
যোগেশ্বরেশ্বরে কৃষ্ণে যত এতদ্বিমুচ্যতে॥ ১৫

ভাগবত, ১০ম স্কন্ধ, ২৯শ অধ্যায়।

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মুনে! ব্রজাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণকে কেবল কমনীয় জানিতেন। তিনি সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া তাঁহারা পরিজ্ঞাত হন নাই। পতিপুত্রাদি সকলেই, বস্তুতঃ, ব্রহ্মস্বরূপ হইলেও, ব্রহ্মবুদ্ধির অভাব হেতু, তত্তৎ ব্যক্তির উপাসনায় মোক্ষ হয় না। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীগণের ব্রহ্মবুদ্ধি হয় নাই; তাঁহার গুণের প্রতিই তাঁহাদের চিত্ত নিয়ত আসক্ত ছিল। ইহাতে তাঁহাদের গুণপ্রবাহের বিরতি হইয়া, ব্রহ্মপ্রাপ্তি কিরূপে হইল? শুকদেব কহিলেন, এ বিষয় আমি পূর্ব্বে তোমার নিকট কীর্ত্তন করিয়াছি। শিশুপাল যেরূপে সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এক্ষণে তাহা স্মরণ কর। শ্রীকৃষ্ণের অপ্রিয়

ব্যক্তিগণ সর্ব্বদা তাঁহার দ্বেষ * করিয়াও যখন সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, তখন শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় ব্যক্তিদের কথা আর অধিক কি বলিব? সকল জীবই যে ব্রহ্ম, তাহা সত্য; কিন্তু, অন্যান্য জীবে ব্রহ্মভাব আবৃত থাকে। শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ হৃষীকেশ বলিয়া, তাঁহার ব্রহ্মত্ব অনাবৃত। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আত্মবোধের অপেক্ষা হইতে পারে না। হে রাজন্! শ্রীকৃষ্ণ দেহী হইয়াও, কি প্রকারে অনাবৃত ব্রহ্ম হইলেন, এরূপ আশঙ্কা করিও না। ভগবান্ অব্যয়, অপ্রমেয়, নির্গুণ এবং গুণনিয়ন্তা। কেবল মানবগণের নিঃশ্রেয়স বা মঙ্গলের জন্যই, তিনি দেহধারীরূপে প্রকটিত হন। তাঁহাকে অন্য দেহীর সমান বলা কিছুতেই যুক্তিযুক্ত হয় না। অতএব, যে কোন প্রকারেই হউক, ভগবানে আসক্তি জন্মিলে, তাহা মুক্তির কারণ হয়। ভগবানের প্রতি নিত্য কাম, ক্রোধ, ভয়, স্নেহ, সম্বন্ধ বা ভক্তি বিধান করিয়া, তন্ময়ত্ব লাভ করা যায়। ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ করা ভগবানের পক্ষে ভারস্বরূপ নহে। অতএব, ইহার জন্য, যিনি যোগেশ্বরেরও ঈশ্বর, অজ ও ভগবান্, সেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তুমি বিস্ময় প্রকাশ করিও না। জীবের কথা কি, তাঁহার অনুগ্রহে স্থাবরাদিও মুক্তি লাভ করে।

ভক্ত অবতারকে ব্রহ্মস্বরূপ অবধারিত করিতে না পারিলেও, সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ তাঁহার মনোভাব গ্রহণ করেন এবং তাঁহার অহৈতুকী ভক্তিতে তৎপ্রতি প্রীত হন। ব্রজকামিনীগণের অনেকে শ্রীকৃষ্ণকে পরমাত্মা বলিয়া জানিতে পারেন নাই। তথাপি তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণ বা কার্য্যবশতঃ তাঁহাতে এরূপ আকৃষ্টা হইয়াছিলেন যে, যাবতীয় ঐহিক বাসনা বিসর্জ্জন দিয়া, একান্ত মনে তাঁহার আরাধনা করিতেন। পার্থিব ফলাফল বিচার না করিয়া, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের দর্শন, তাঁহার সহিত বিহার ও আলাপন এবং তচ্চিন্তনকেই একমাত্র কাম্যবস্তু পরিগণনা করিতেন। † প্রকৃত ভক্তের ভক্তিগৌরব প্রদর্শন জন্যই, শ্রীকৃষ্ণ বনভোজনলীলার সমাধান করিয়াছিলেন। বনমাঝে গোপাল বালকগণ বেলাধিক্য হেতু জঠরজ্বালায় কাতর হইয়া, বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণকে কহিল,

---

* দ্বেষাদয়স্তু নৈবম্॥ ৪৫॥ শাণ্ডিল্যসূত্রম্। দ্বেষ, ঈর্ষাদি ভক্তির চিহ্ন নহে। শিশুপাল দ্বেষ প্রযুক্ত শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করে। সেই স্মরণফলে হরির প্রতি তাহার পরম ভক্তি জন্মে এবং তাহাতেই তাহার মোক্ষ লাভ হয়।

† অতএব তদভাবাদ্বল্লবীনাম্॥ ১৪॥ শাণ্ডিল্য সূত্রম্। গোপরমণীগণের ব্রহ্মরূপে জ্ঞান ছিলনা। তথাপি, কেবল ভগবানের প্রতি অনুরাগ হেতু তাহাদের মুক্তি ঘটে।

হে রাম! হে কৃষ্ণ! আমরা অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি। তোমরা রক্ষাকর্ত্তা যথোচিত উপায় বিধান কর। শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষাকৃত বয়োজ্যেষ্ঠ দুইটী বালককে বলিলেন, দেখ, অদূরে ঐ মুনিবিপ্রগণ যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেছেন। যাগের জন্য, তাঁহাদের ভূরি অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত হইতেছে। আমাদের দুইজনের (রামকৃষ্ণের) নাম করিয়া, তোমরা তাঁহাদের নিকট হইতে অন্ন যাচ্‌ঞা করিয়া লইয়া আইস। যদি তাঁহারা অন্ন দিতে অস্বীকার করেন, কিম্বা, কটূক্তি করেন, বাদানুবাদ না করিয়া, শান্তভাবে ফিরিয়া আসিবে। শ্রীকৃষ্ণের আদেশে বালকদ্বয় ত্বরিত গমনে বিপ্রগণ সমীপে উপস্থিত হইল এবং তাঁহাদিগকে নম্রভাবে নিবেদন করিল, বনমধ্যে রামকৃষ্ণ সহচরগণ সহ ক্ষুৎপীড়িত হইয়া আছেন। তাঁহারা অন্নের জন্য, আমাদিগকে আপনাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। বিপ্রগণ ক্রুদ্ধ স্বরে উত্তর করিলেন, আমরা রামকৃষ্ণকে চিনি না। তাহারা কে যে যজ্ঞসমাপন ও ব্রাহ্মণভোজনের পূর্ব্বে অন্নযাচ্‌ঞা করে? এখানে অন্ন মিলিবে না। বালকদ্বয় রামকৃষ্ণের নিকট ফিরিয়া গিয়া কহিল, অন্ন ত পাওয়া গেলনা; পরন্তু তোমরা দুইজন বর্ব্বর অভিহিত হইয়াছ। শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা এবার বিপ্রপত্নীগণের নিকট গিয়া, রামকৃষ্ণের নামে তাঁহাদের কাছে অন্ন প্রার্থনা কর। রাখাল বালকদ্বয় তদ্রূপ করিল এবং বহু বিপ্রপত্নী অন্নব্যঞ্জনাদিপূর্ণ বৃহৎ বৃহৎ পরিচ্ছন্ন পাত্র বহন করিয়া ও পতিপুত্রাদির নিষেধ না শুনিয়া উৎফুল্লমনে রামকৃষ্ণ সমীপে উপনীত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন:--

স্বাগতং বো মহাভাগা আস্যতাং করবাম কিং।
যন্নো দিদৃক্ষয়া প্রাপ্তা উপপন্নমিদং হি বঃ॥ ১৯
নন্বদ্ধা ময়িকুর্ব্বন্তি কুশলাঃ স্বার্থদর্শিনঃ।
অহৈতুক্যব্যবহিতাং ভক্তিমাত্মপ্রিয়ে যথা॥ ২০
প্রাণ বুদ্ধি মনঃ স্বাত্মদারাপত্য ধনাদয়ঃ।
যৎসম্পর্কাৎ প্রিয়া আসংস্ততঃ কোন্বু পরঃ প্রিয়ঃ॥ ২১
তদ্‌যাত দেবযজনং পতয়ো বো দ্বিজাতয়ঃ।
স্বসত্রং পারয়িষ্যন্তি যুষ্মাভির্গৃহমেধিনঃ॥ ২২

ভাগবত, ১০ম স্কন্ধ, ২৩শ অধ্যায়।

হে ভাগ্যবতী ললনাগণ! তোমাদের আগমন শুভ; যেহেতু, কোন প্রতিবন্ধক না মানিয়া, আমাদের দর্শনাকাঙ্ক্ষায়, তোমরা এখানে উপস্থিত হইয়াছ। তোমাদের ইহা সম্পূর্ণ যুক্ত। যে সকল ব্যক্তি বিবেকী, যাঁহারা বিবেক দ্বারা আপনাদের অর্থ দেখেন, তাঁহারা পরমপ্রিয় আত্মস্বরূপ আমাতে সাক্ষাৎ ফলানুসন্ধানরহিত নিরন্তরা ভক্তি করিয়া থাকেন। হে অবলাবৃন্দ! আত্মাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও প্রিয়। বস্তুতঃ যাঁহার সম্পর্কে প্রাণ, বুদ্ধি, মন, দেহ, পুত্র, কলত্র, জ্ঞাতি, ধন, প্রভৃতি প্রিয় হয়, তাঁহা অপেক্ষা প্রিয়তর আর কি হইতে পারে? অতত্রব, তোমরা কৃতার্থ হইয়াছ। যদিও তোমাদের আর কোন যাগ যজ্ঞের আবশ্যকতা নাই, তথাপি, তোমরা এক্ষণে যজ্ঞ স্থানে গমন কর। তোমাদের স্বামীপুত্রাদি বিপ্রগণ তোমাদের দ্বারা গৃহমেধী হইয়া, আপন আপন সত্র সমাপন করিবেন।

মন ভক্তিরসে আপ্লুত না হইলে, অহৈতুকী ভক্তি ও ভগবদনুগ্রহের মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। ব্রজকুমারীগণ কৃষ্ণপ্রেমাবিষ্টা হইয়া, শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাইবার প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ বস্ত্রহরণ লীলায় তাঁহাদের প্রেমের পূর্ণতা প্রদর্শন করিয়া, তাঁহাদিগকে বরদান করিয়াছিলেন। যে প্রেম ঐহিক কামনানবচ্ছিন্ন, তাহাই সম্পূর্ণ ও পবিত্র।

> হেমন্তে প্রথমে মাসি নন্দব্রজ কুমারিকাঃ।
> চেরুর্হবিষ্যং ভুঞ্জানা কাত্যায়ন্যর্চ্চনব্রতং। ১
> কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি।
> নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ।
> ইতি মন্ত্রং জপন্ত্যস্তাঃ পূজাঞ্চক্রুঃ কুমারিকাঃ॥ ২
>
> ভাগবত, ১০ম স্কন্ধ, ২২শ অধ্যায়।

হেমন্তের প্রথম মাসে, নন্দব্রজের কুমারীগণ হবিষ্যভোজিনী হইয়া, কাত্যায়নীর অর্চ্চনরূপ ব্রত আরম্ভ করিলেন। হে কাত্যায়নি! হে মহামায়ে! হে মহাযোগিনি! হে অধীশ্বরি! অনুগ্রহ করিয়া, আমাকে নন্দগোপসুতকে পতিরূপে প্রদান করুন। মাতা পিতা সেই পতিপ্রাপ্তি সম্পাদন করিবেন, এ বিলম্ব অসহ্য; আপনাকে নমস্কার করি—প্রত্যেকে এই মন্ত্র জপ করিয়া, তাঁহারা কাত্যায়নীর পূজা করিলেন।

সংকল্পো বিদিতঃ সাধ্ব্যো ভবতীনাং মদর্চ্চনং।
ময়ানুমোদিতঃ সোঽসৌ সত্যো ভবিতুমর্হতি॥ ১৯
ন ময্যাবেশিতধিয়াং কামঃ কামায় কল্পতে।
ভর্জ্জিতা ক্বথিতা ধানাঃ প্রায়ো বীজায় নেশতে॥ ২০
যাতা বলা ব্রজং সিদ্ধা ময়েমাবংস্যথ ক্ষপাঃ।
যদুদ্দিশ্য ব্রতমিদং চেরুরার্য্যার্চ্চনং সতীঃ॥ ২২। ঐ।

অহে সাধ্বীগণ! তোমরা যে উদ্দেশ্যে আমার অর্চ্চনা করিয়াছ, লজ্জাপ্রযুক্ত তোমরা তোমাদের মনোভাব ব্যক্ত না করিলেও, আমি তাহা জানিতে পারিয়াছি। আমি তোমাদের মনোরথ অনুমোদন করিলাম। তাঁহা সফল হইবার যোগ্য। হে সুন্দরীগণ। যে সকল ব্যক্তির চিত্ত আমাতে আরোপিত হয়, তাহাদের কামনা বিষয়ভোগার্থ কল্পিত হয় না। যবাদির বীজ ভর্জ্জিত ও ক্বথিত হইলে, তাহা হইতে অঙ্কুরোৎপত্তি হইতে পারে না। হে অবলা গণ! তোমরা সিদ্ধ হইয়াছ; এক্ষণে ব্রজে গমন কর। যে অভিপ্রায়ে এই ব্রত আচবিত হইল এবং কাত্যায়নী অর্চ্চিতা হইলেন, তাহার ফলে, আগামিনী রজনী সমূহে, তোমরা আমার সাহত ক্রীড়া করিতে পাইবে।

রাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় প্রতিশ্রুতির পালন করিয়াছিলেন। রাজা পরিক্ষিৎ জ্ঞানবিচারবিচিকীর্ষু অন্তঃকরণে রাসলীলা পর্য্যালোচনা করিয়া, ইহার ঔচিত্য বিষয়ে সন্দিহান্ হইয়াছিলেন এবং শুকদেব তাঁহার সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দিয়াছিলেন।

পরিক্ষিদুবাচ।

সংস্থাপনায় ধর্ম্মস্য প্রশমায়েতরস্য চ।
অবতীর্ণো হি ভগবানংশেন জগদীশ্বরঃ।
সকথং ধর্ম্মসেতূনাং বক্তা কর্ত্তাভিরক্ষিতা।
প্রতীপ মাচরদ্ব্রহ্মন্ পরদারাভিমর্ষণং॥ ২৭
আপ্তকামো যদুপতিঃ কৃতবান্ বৈজুগুপ্সিতং।
কিমভিপ্রায় এতন্নঃ সংশয়ং ছিন্ধি সুব্রত॥ ২৮

শ্রীশুকউবাচ।

ধর্ম্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসং।
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা॥ ২৯

নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্ মৌঢ্যাদ্ যথা রুদ্রোঽব্ধিজংবিষং॥ ৩০
ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরিতং ক্বচিৎ।
তেষাং যৎ স্ববচোযুক্তং বুদ্ধিমাংস্তত্তদাচরেৎ॥ ৩১
কুশলাচরিতৈরেষামিহ চার্থো ন বিদ্যতে।
বিপর্য্যয়েণ বানর্থো নিরহঙ্কারিণাং প্রভো॥ ৩২
কিমুতাখিলসত্ত্বানাং তির্য্যঙ্‌মর্ত্ত্যদিবৌকসাং।
ঈশিতুশ্চেশিতব্যানাং কুশলাকুশলান্বয়ঃ॥ ৩৩
যৎপাদপঙ্কজপরাগনিষেবতৃপ্তা যোগপ্রভাববিধুতাখিলকর্ম্মবন্ধাঃ।
স্বৈরং চরন্তি মুনয়োঽপি ননহ্যমানাস্তস্যেচ্ছয়াত্তবপুষঃ কুতএব বন্ধঃ।
গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্ব্বেষাঞ্চৈব দেহীনাং।
যোঽন্তশ্চরতি সোঽধ্যক্ষ এবক্রীড়ন দেহভাক্॥ ৩৫
অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরোভবেৎ॥ ৩৬
নাসূয়ন্ খলুকৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্য মায়য়া।
মন্যমানাঃ স্বপার্শ্বস্থান্ স্বান্ দারান্ ব্রজৌকসঃ॥ ৩৭

ভাগবত, ১০ম স্কন্ধ, ৩৩শ অধ্যায়।

পরিক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি বলিয়াছিলেন, ধর্ম্মসংস্থাপন এবং অধর্ম্মপ্রশমন জন্য, ভগবান্ জগদীশ্বর অংশে অবতীর্ণ হন। তিনি স্বয়ং ধর্ম্মমর্য্যাদার বক্তা, কর্ত্তা এবং রক্ষিতা হইয়াও, কিপ্রকারে তদ্বিপরীত আচরণ করিলেন? ইহা কলঞ্জ (বিষপৃক্তবাণে নিহত মৃগপক্ষীমাংস) ভক্ষণবৎ সামান্য অধর্ম্ম নহে। কিন্তু, পরস্ত্রীসংস্পর্শ মহাদুঃসাহসিক কার্য্য। যদি বলেন, আপ্তকাম পুরুষের পক্ষে ইহা অধর্ম্ম নহে, তাহাতে জিজ্ঞাস্য এই, যদুপতি যদি আপ্তকাম, তবে, কি অভিপ্রায়ে তিনি নিন্দিত কর্ম্ম করিলেন? হে সুব্রত! এবিষয়ে আমার বৃহৎ সংশয় উপস্থিত হইয়াছে; আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাহা ছেদন করুন। শুকদেব বলিলেন, ইন্দ্র, চন্দ্র, প্রজাপতি, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি অধীশ্বরগণেরও ধর্ম্মব্যতিক্রম ও সাহস দৃষ্ট হইয়াছে। যেমন অগ্নির সর্ব্বভক্ষকতা দোষ নহে, সেইরূপ ঐ সকল তেজস্বীগণের পক্ষে, উহা দোষাবহ হইতে পারেনা। কিন্তু, যাহারা অনীশ্বর বা দেহাদিপরতন্ত্র, তাহাদের মনো-

দ্বারাও কদাপি ঐরূপ আচরণ করা বিধেয় নহে। যেমন রুদ্র ভিন্ন অন্যব্যক্তি বিষভক্ষণে বিনষ্ট হয়, সেইরূপ দেহাভিমানী পুরুষ মূঢ়তা প্রযুক্ত ওরূপ আচরণ করিলে, বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। যদি প্রশ্ন হয়, সদাচারের প্রামাণ্য কিরূপে ঘটিবে, তাহার সমাধান এই যে, ঈশ্বরগণের বচন সত্য; কিন্তু তাঁহাদের আচরিত কুচিৎ স্থলবিশেষে সত্য হইলেও, তাহা সর্ব্বত্র সত্য নহে। অতএব, তাঁহাদের বচনে যাহা যুক্ত বা যাহা অযুক্ত অভিহিত হইয়াছে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আচরণ করাই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কর্ত্তব্য। হে রাজন্! অধীশ্বরগণের ইহ বা পরকালে সৎকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা কোন অর্থসম্ভাবনা নাই, কিম্বা, তদ্বিপরীত অসদনুষ্ঠান দ্বারাও কোন অনর্থসম্ভাবনা নাই। যদি শুভাশুভ আচরণ জন্য, অধীশ্বরগণেরই কোন ফল না হয়, তাহা হইলে, যিনি অখিল-সত্ত্ব এবং তির্য্যক্, মানব, দেব ও যাবতীয় ঈশিতব্য বা নিখিল নিয়মাধীন বস্তুর ঈশ্বর, তাঁহার কুশলাকুশল সম্বন্ধ কিরূপে ঘটিবে? যাঁহার পাদপদ্মের পরাগ সেবনে পরিতৃপ্ত মুনিগণ যোগ প্রভাবে অখিল কর্ম্মবন্ধন ছেদন করিয়া, স্বাধীন ভাবে বিচরণ করেন, তিনি কেবল স্বেচ্ছায় শরীর পরিগ্রহ করেন। তাঁহার বন্ধন কোথা হইতে হইবে? যিনি গোপীগণ, তাহাদের পতিসকল ও অন্যান্য সমস্ত দেহীর অন্তঃচারী এবং বুদ্ধ্যাদির সাক্ষী, সেই ভগবান্ কেবল লীলার জন্য দেহধারণ করিয়াছিলেন। তিনি আমাদের ন্যায় শরীরী নহেন; সুতরাং তাঁহার দোষসম্ভাবনা নাই। ভগবান্ আপ্তকাম হইলেও, ভক্তগণকে অনুগৃহীত করিবার জন্য, তিনি মানবদেহ আশ্রয় করিয়া, ঈদৃশী ক্রীড়ার অনুষ্ঠান করেন, যাহা শ্রবণ করিয়া, মনুষ্য আত্মপরায়ণ হইতে পারে। ব্রজবাসিগণ শ্রীকৃষ্ণের মায়ায় এরূপ মোহিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা আপন আপন বনিতাগণকে স্ব স্ব পার্শ্বে অবস্থিতা বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন। সুতরাং, রাসলীলাজন্য, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আদৌ অসূয়াবান্ হন নাই।

মানবের পক্ষে পরস্ত্রীসংসর্গ যে ভীষণ অধর্ম্যাচরণ, তাহা সহজেই বোধগম্য করা যায়। মনুষ্য ঈশ্বর বা দেবগণের ন্যায় অদৃশ্য বা অজ্ঞাত ভাবে পরদারাভিগমন করিতে পারেনা। মানুষের কার্য্য মানুষের অবিদিত থাকেনা। মানবাচরিত পারদার্য্যে যে অশেষ লোকমনস্তাপ ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা সমুত্থিত হয়, তাহা প্রত্যক্ষ। পাপোৎপন্ন দৈবদুঃখ ও সামাজিক অশান্তির

পরিমাণানুপাতে, পাপের গুরুত্বমাত্রা অবধারিত হয়। যে সকল দৈব বা ঐশ্বরিক কার্য্য নরনেত্রে মানবকৃত কর্ম্মের ন্যায় প্রতীয়মান হয়, তাহাতেও জীবক্লেশ বা সামাজিক শান্তিবিঘ্ন সংঘটিত হয় না। সুতরাং, ঐ সমস্ত কার্য্য পাপাচরণ পরিগণিত হইতে পারে না। যিনি জগৎপতি ও প্রকৃতির নিয়ন্তা, মানবী প্রেয়সীগণের সহিত তাঁহার মানবরূপে রাসবিহার তদীয় সেবকগণের প্রতি তাঁহার অসীম করুণা প্রদর্শন সূচনা করে এবং ভগবদ্ভক্তমণ্ডলী ইহাতে পরম আশ্বাসান্বিত হন। ব্রজাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মস্বরূপ বিনিশ্চয় করিতে না পারিলেও, তাঁহার অলৌকিক প্রভাবে মোহিত হইয়া, তাঁহারা তাঁহাতে মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন এবং পতিব্রতা রমণী যেমন নিঃস্বার্থ ভাবে স্বামীর প্রতি অনুরাগিনী হন, তাঁহারাও সেইরূপে শ্রীকৃষ্ণে অনুরক্তা হইয়াছিলেন। সাধ্বীস্ত্রীর পতিসেবা ভূতলে অহৈতুকী ভক্তির আদর্শ। সতী নারী নিজহৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা পতিকে দান করিয়াই সুখী হন। তিনি পতির নিকট তাহার কিছুই প্রতিদান চাননা। সাধ্বীবনিতাবান্ মানব স্বভার্য্যার সৎপ্রকৃতির সুবিধা গ্রহণ করিয়া, তৎপ্রতি অকৃতজ্ঞের ন্যায় পরুষ ব্যবহার করিতে পারে। কিন্তু, যাঁহারা পতিব্রতার স্বামী পূজা করার ন্যায়, নিষ্কাম ভাবে ঈশ্বরোপাসনা করেন, তাঁহারা কোন ফল কামনা না করিলেও এবং আরাধিতরূপ তাঁহাদের জ্ঞানে ঈশ্বরবৎ প্রমিত না হইলেও, ঈশ্বর তাঁহাদিগকে উপযুক্ত ফল প্রদান করেন। ঈশ্বর মানবের ন্যায় নির্দ্দয় নহেন এবং তিনি ভক্তজনের অজ্ঞতাপরাধ গ্রহণ করেন না।

একাধারে বিজ্ঞানী ও পরমভক্ত উদ্ধব গোকুলযোষিৎগণের মহাভাব উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গিয়া, কিয়দ্দিবস পরে, নন্দযশোদার শোকাপনোদন ও গোপীগণের সান্ত্বনাবিধান জন্য, উদ্ধব মহাশয়কে ব্রজে প্রেরণ করিলেন। ব্রজগোপীগণ উদ্ধবকে পাইয়া, তাঁহার সহিত কেবল কৃষ্ণকথার আলাপন করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণকীর্ত্তিনিচয়ের উল্লেখ করিয়া, তাঁহারা যে যে স্থানে ঐ সকল কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তত্তৎ উদ্ধবকে পুলকসহকারে দেখাইতে লাগিলেন। গোপীগণের কৃষ্ণপ্রেমোন্মাদন দর্শনে বিস্মিত হইয়া, উদ্ধব মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন :—

এতাঃ পরং তনুভৃতো ভুবি গোপবধ্বো গোবিন্দএবমখিলাত্মনিরূঢ়ভাবাঃ।
বাঞ্ছন্তি যদ্ভবভিয়ো মুনয়ো বয়ঞ্চ কিংব্রহ্মজন্মভিরনন্তকথারসস্য ॥৫১

কেমা স্ত্রিয়োবনচরী ব্যভিচারদুষ্টাঃ কৃষ্ণেকচৈষ পরমাত্মনিরূঢ়ভাবঃ।
নন্বীশ্বরোনুভজতো বিদুষোঽপিসাক্ষাৎ শ্রেয়স্তনোত্যগদরাজইবোপযুক্তঃ॥ ৫২

ভাগবত, ১০ম স্কন্ধ, ৪৭শ অধ্যায়।

পৃথ্বীতলে কেবল এই সকল গোপবধূদিগেরই জন্ম সফল। যেহেতু, ইঁহারা অখিলাত্মা ভগবানে এবম্প্রকার পরমপ্রেমবতী হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন। এই প্রেম সামান্য নহে। সংসারভীরু মুনিগণ মুক্তিলাভ করিয়াও ইহা বাঞ্ছা করেন। ভক্ত আমরা সতত ইহার আকাঙ্ক্ষা করি। অনন্ত ভগবানের কথায় রসানুভবকরণ বিষয়ে, ব্রাহ্মণাদি উচ্চজন্মের আবশ্যকতা কি? ভগবদ্ প্রেম জাতি, আচার বা জ্ঞানের অপেক্ষা করে না। উহা ভজনমাত্রেই সিদ্ধ হয়। * কোথায় এই সকল বনচরী ব্যভিচারদুষ্টা নারী আর কোথায় পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণে প্রগাঢ় নিষ্ঠা! উভয়ের যোজনা অসম্ভব প্রতীত হয়, সত্য। তথাপি দেখা যাইতেছে, যে ব্যক্তি একান্ত ভাবে ভগবানের ভজনা করে, সে ভগবৎ-তত্ত্বানভিজ্ঞ হইলেও, পরিসেবিত মহৌষধ যেমন রোগীর রোগ-শান্তি বিধান করে, সেইরূপ, ভগবান্ আশু তাহার শ্রেয়ঃ বিস্তার করিয়া থাকেন।

এইরূপে ভক্তিযোগে পরব্রহ্মকে লাভ করিতে পারা যায়। † জীবাত্মা ও পরমাত্মা মধ্যে যে সমস্ত অবিদ্যাবৃত্তি বর্ত্তমান্ আছে, ভগবদনুরাগ তৎসকলের

---

* আনিন্দ্য যোন্যধিক্রিয়তে পারম্পর্য্যাৎ সামান্য বৎ॥ ৭৮॥ অতো হ্যবিপক্ব ভাবানামপি তল্লোকে॥ ৭৯॥ শাণ্ডিল্যসূত্রম্। চণ্ডালাদিও ভগবদ্ভক্তি বিষয়ে অধিকারী। কেন না, ভবদুঃখ বিমোচনের বাঞ্ছা সকলেরই সমান। চণ্ডালাদি বেদাধ্যয়নে অধিকারী না হইলেও, গুরুপরম্পরাক্রমে উপদিষ্ট হইলেই তাহারা ভক্তিমান্ হয়। যাহাদের পরমভক্তির পরিপাক হয় নাই, তাহাদের মহাভারতোক্ত শ্বেতদ্বীপবাসী ভগবদ্ভক্তগণের ন্যায় পরম ভক্তি-সাধন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য।

ক্ষীরোদধেরুত্তরতঃ শ্বেতদ্বীপোমহাপ্রভঃ।
তত্র নারায়ণপরা মানবাশ্চন্দ্রবর্চ্চসঃ॥ ১২৭৭৮।
একান্ত ভাবোপগতাস্তে ভক্তাঃ পুরুষোত্তমে।
ইত্যাদ্যুপক্রম্য তেষাং পরাভক্তিসাধনানুষ্ঠানংশ্রুতম্॥ ১২৭৭৯॥

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, মোক্ষধর্ম্মে নারায়ণীয়ে ৩৩৮ অধ্যায়।

† অনন্যভক্ত্যা তদ্বুদ্ধির্বুদ্ধিলয়াদত্যন্তম্॥ ৯৬॥ শাণ্ডিল্যসূত্রম্। পরম ভক্তি দ্বারা বুদ্ধির অত্যন্ত লয় হইলে, ব্রহ্মানন্দলাভরূপ মুক্তিপ্রাপ্তি ঘটে। পরম ভক্তি জন্মিলে, বুদ্ধি অপরাপর বিষয় ত্যাগ করিয়া, কেবল সেই পরম পুরুষেরই আশ্রয় গ্রহণ করে। ইহাই বুদ্ধির লয়। এজন্য, বুদ্ধিবিলয় প্রাগ্‌ভাব সহ ব্রহ্মানন্দপ্রাপ্তি মুক্তিলক্ষণ কথিত হইয়াছে। পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া। যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্॥ ২২॥ গীতা, ৮ম অধ্যায়। ভক্তোকলভো পুরুষে পুরাণে মুক্তৌ কিমর্থং ক্রিয়তে ন যত্ন—নৃসিংহ পুরাণ।

সম্যক্ উচ্ছেদ সাধন করে। ভগবান্ ভক্তের নয়নজলে পাদপ্রক্ষালন করিয়া, তাঁহার হৃদয়াসনে সুখে উপবেশন করেন এবং ভক্তের প্রাণবায়ুরূপ সুশীতসমীর সেবনে পরিতৃপ্ত হন। ভক্তহৃদয়াসীন ভগবান ভক্তের ভজন গানে পরমানন্দ উপভোগ করেন এবং ভক্তনিবেদিত প্রেমসুধাপানে নিরতিশয় আপ্যায়িত হন। ভক্ত যে ভগবানের প্রিয় ও আত্মীয়, তাহা এবম্বিধ প্রকারে প্রতিপন্ন হয়। যে অবিদ্যাব্যবধান প্রত্যগাত্মা নিচয়ের পার্থক্যবিধান ও তাহাদিগকে বিভিন্ন নামরূপে বিভূষিত করে, পরমাত্মায় তাহা বিদ্যমান্ নাই। সুতরাং, জীবকুল অজ্ঞানদৃষ্টিতে পরস্পর পরস্পরকে যুগপৎ পৃথক্ ও বিবিধ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট দেখিলেও, সমদর্শী ভগবান্ তাহাদিগকে সেরূপ দর্শন করেন না। জীব যখন ভগবানে মিলিত হয়, তখন তাহার নামরূপাদি যাবতীয় উপাধির তিরোধান হয়। সংসার রঙ্গমঞ্চে জীব যে নামে বা পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, দারা, অপত্য, প্রভৃতি যে যে সম্পর্কে অভিনয় সম্পাদন করে, ভগবন্মিলনে তত্তৎ তাহার নিকট স্বপ্নবৎ অলীক প্রতীয়মান হয় †। অবিদ্যার ইহ পারে থাকিয়াও, আমরা এ বিষয় কিয়ৎ পরিমাণে উপলব্ধি করিতে পারি। সম্পর্কাতীত ভগবান্কে সম্পর্কসূত্রে আবাহন করিবার জন্য, মনুষ্যগণ আপনাদের ঐহিক সম্পর্কনির্ব্বিশেষে ভগবানে সম্পর্কবিশেষের আরোপ করে। বাবা বৈদ্যনাথ কিম্বা মা কালী পিতা, পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, প্রভৃতি সকলেরই বাবা কিম্বা মা। পিতা ভগবান্কে বাবা কিম্বা মা বলে বলিয়া, পুত্র তাঁহাকে ঠাকুর দাদা কিম্বা ঠাকুরাণী দিদি বলে না। পিতার ন্যায় পুত্রও ভগবান্কে বাবা কিম্বা মা বলে। অন্যান্য ঐহিক সম্পর্ক সম্বন্ধেও এইরূপ। সুতরাং, জীবাত্মা সম্বন্ধে যেরূপ সম্পর্ক বিচারিত হয়, পরমাত্মা সম্বন্ধে তাহা হয় না। এজন্য, ঐহিক সম্পর্কবিচারে মানবীয় কার্য্যের যে ন্যায্যতান্যায্যতা বিভাবিত

---

† তদৈক্যং নানাত্বৈকত্বমুপাধিযোগ হানাদাদিত্যবৎ ॥৯৩॥ শাণ্ডিল্য সূত্রম্। সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, নেহ নানাস্তি কিঞ্চন, প্রভৃতি শ্রুতিপ্রমাণে জীবব্রহ্মের একতা উপলব্ধি করা যায়। সুতরাং জীব ও ব্রহ্ম উভয়ই এক আত্মা। জীবোপাধি বুদ্ধিও আত্মকৃত। একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ। জলে প্রতিবিম্বিত হইলে, এক চন্দ্র যেমন বহুচন্দ্র রূপে দৃষ্ট হয়, সেইরূপ মানবের ভ্রান্ত বুদ্ধিতে এক আত্মাই বহুজীব রূপে প্রতিপন্ন হন। যাবৎ ভ্রান্তি থাকে, তাবৎ জীবব্রহ্মের ভেদজ্ঞান থাকে। পরম ভক্তি জন্মিলে যখন জীবোপাধিবুদ্ধির বিলয় হয়, তখনই জীবব্রহ্মের একত্বজ্ঞান হইয়া থাকে। যেমন পৃথক্ পৃথক্ দর্পণে প্রতিবিম্বিত একসূর্য্য পৃথক্ পৃথক্ রূপে উপলব্ধ হয় এবং দর্পণাদির অপসারণে সেই সূর্য্যকেই এক বলিয়া বোধ করা যায়, সেইরূপ ভ্রমজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলে, জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন প্রতীয়মান হন।

হয়, ঐশ্বরিক কার্য্যে তাহা অপ্রযোজ্য। অবতারে ভগবান্ মানবরূপ পরিগ্রহ করিলেও, তাঁহার ঈশ্বরত্বের অপচয় হয়না। ভগবদবতার বা মনুষ্যরূপী ভগবান্ ভক্তগণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য, সত্ত্বময় শরীরে যে সমস্ত লীলা সম্পাদন করেন, তৎসকলকে অধর্ম্ম বিবেচনা করা মানবের পক্ষে পাপ ও ধৃষ্টতা।

ভক্তিযোগসাধন।

অতএব, ভক্তিযোগসাধনে, অব্যক্তব্রহ্মমননরূপ সূক্ষ্ম জ্ঞানবিচারের আবশ্যকতা নাই। বিশ্বে ভগবানের যে পূতভাব প্রকটিত হইয়াছে, তদনুধাবনে মনের নির্ম্মাল্যবিধান * করিতে পারিলেই, তদ্দ্বারা ভক্তিযোগের সমাধান হয়। ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্ ও ভক্তবৎসল, এই পবিত্র বিশ্বাসই ভক্তিযোগ সাধনের মূল সূত্র। এই বিশ্বাসকে হৃদয়ে স্থির ও বদ্ধমূল করিয়া, তৎসাহায্যে বৈরাগ্য ও ঈশ্বরানুরাগপথে অগ্রসর হওয়াই ভক্তের পুরুষকার। চরমপন্থী পৌরুষবাদীগণের কঠিন মতকেও ভক্তিরসে সরস করিয়া, তাহা ভক্তরুচিসম্মত করা যায়। যে পুরুষকার ঈশ্বরসংকল্পানুযায়ী পরিচালিত হয়, তাহাই ন্যায্য বা শাস্ত্রীয় এবং শুভ। তাদৃশ পুরুষকার প্রাক্তন দুষ্কৃতির বিনাশ সাধন করে। ঈশ্বর সংকল্পান্বিতা প্রকৃতি কর্ম্মফলানুসারে জীবের জন্মবিধান করেন। জীবের বর্ত্তমান সৎকার্য্যগুণে, প্রকৃতিই তাহার প্রাক্তন দুষ্কর্ম্মের খণ্ডন করেন।

প্রাক্তনং চৈহিকঞ্চেতি দ্বিবিধং বিদ্ধি পৌরুষং।
প্রাক্তনোঽদ্যতনেনাশু পুরুষার্থেন জীয়তে ॥ ১৭
যত্নবদ্ভির্দৃঢ়াভ্যাসৈঃ প্রজ্ঞোৎসাহসমন্বিতৈঃ।
মেরবোঽপি নিগীর্য্যন্তে কৈব প্রাক্ পৌরুষে কথা ॥ ১৮

---

* সাপরানুরক্তিরীশ্বরে ॥ ২ ॥ যোগস্তূভয়ার্থমপেক্ষণাৎ প্রযাজবৎ ॥ ১৯ ॥ তাভ্যঃ পাবিত্র্যমুপক্রমাৎ ॥ ৫৯ ॥ ধ্যাননিয়মস্তু দৃষ্ট সৌকর্য্যাৎ ॥ ৬৫ ॥ শাণ্ডিল্য সূত্রম্। পরমেশ্বরে একান্ত অনুরাগের নামই ভক্তি। যেমন বাজপেয়াদি যজ্ঞের অঙ্গসমূহও তদ্‌যজ্ঞে দীক্ষিত ব্যক্তির দীক্ষার অঙ্গ হয়, সেইরূপ জ্ঞানের অঙ্গীভূত যোগও ভক্তির অঙ্গ হইতে পারে। এমতে, বিষয়বৈরাগ্যাদিও ভক্তির অঙ্গ। যাবতীয় ভক্ত্যঙ্গ বা গৌণ ভক্তি মধ্যে অন্তঃকরণের পবিত্রতাই শ্রেষ্ঠ। হৃদয়মালিন্যের কারণভূত পাপের বিনাশই অন্তঃকরণের পবিত্রতার হেতু। ভক্তির গৌণাঙ্গ কীর্ত্তনাদি মধ্যে স্বরূপ চিন্তনই শ্রুতিস্মৃতিতে শ্রেষ্ঠ অভিহিত হইয়াছে। ধ্যানসৌকর্য্যার্থ ধ্যাননিয়ম আবশ্যক। যথা নিয়মে ধ্যান করিলেই উপযুক্ত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শাস্ত্রনিয়ন্ত্রিত পৌরুষ পরমা পুরুষস্য পুরুষতা বাস্থাৎ।
অভিমত ফলভরসিদ্ধৌ ভবতি হি সৈবান্যথাত্বনর্থায় ॥ ১৯
কস্যাঞ্চিৎ স্বয়মাত্মদুঃস্থিতিবশাৎ পুংসোদশায়াংশনৈ-
রঙ্গুল্যগ্রনিপীড়িতৈ কচুলুকুদয়বাপ বিন্দুর্বহুঃ।
কস্যাঞ্চিজ্জলরাশি পর্ব্বতপুর দ্বীপান্তরালীকৃতা
ভর্ত্তব্যোচিত সম্বিভাগ ভরণে পৃথ্বী ন পৃথ্বী ভবেৎ ॥ ২০
যোগবাশিষ্ঠরামায়ণ, মুমুক্ষুব্যবহার প্রকরণ, ৪র্থ সর্গ।

প্রাক্তন ও ঐহিক ভেদে পুরুষকার দুইপ্রকার। তন্মধ্যে, অদ্যতন পুরুষকার দ্বারা প্রাক্তন পৌরুষ পরাজিত হয়। পুরুষের যত্ন, প্রজ্ঞা ও উৎসাহ দ্বারা সুমেরুপর্ব্বত পর্য্যন্ত চূর্ণীকৃত হইতে পারে। সুতরাং পুরুষকার দ্বারা যে প্রাক্ দুষ্কৃতির খণ্ডন হইবে, তাহার বিচিত্রতা কি? যে পৌরুষ শাস্ত্রনিয়ন্ত্রিত, তাহাই পুরুষের যথার্থ পুরুষতা; কেননা তাহাই ফল উৎপন্ন করে। অশাস্ত্রীয় পৌরুষ প্রকাশ দ্বারা লোকের কেবল অনর্থভাগী হইতে হয়। কেহ রোগাদি দ্বারা দুর্দ্দশাপন্ন হওয়া প্রযুক্ত, অঙ্গুল্যগ্রভাগ দ্বারা জলমাত্র আহরণ করিয়া পান করিতে সমর্থ হয় না। আবার কেহ পৌরুষ প্রকাশ দ্বারা সসাগরা, সদ্বীপা ও সশৈলা বসুন্ধরার আধিপত্যলাভকেও কিছুমাত্র আয়াসসাধ্য বলিয়া বোধ করেনা। অতএব, পুরুষকারের অসাধ্য কিছুই নাই।

ঈশ্বরানুরাগবিহীন মনুষ্যগণ ঐহিকবাসনাবশে দৈব শব্দের কদর্থ গ্রহণ করিয়া, স্ব স্ব মলিনোদ্দেশ্যসিদ্ধি জন্য, অশাস্ত্রীয় ভাবে পুরুষকারের চালনা করে। দুর্ম্মতিপরায়ণ ও দুষ্ক্রিয়ানিরত নরনারী অন্নবস্ত্রধনবিত্তাদির অন্যায়মূলক প্রাপ্তি, রতিচর্য্যা প্রভৃতিকে সৌভাগ্য এবং যক্ষ, রক্ষ, পিশাচ, প্রতিপত্তিবান্ ব্যক্তি প্রভৃতিকে ভাগ্যবিধাতা গণনা করিয়া, প্রথমোক্তে সাফল্য লাভকল্পে, শেষোক্তের আরাধনা করে। * তাহারা তাহাদের কল্পনাপ্রসূত ভাগ্যবিধাতাগণকেই ঈশ্বরস্বরূপ বিভাবনা করে।

---

* প্রাণিত্বান্ন বিভূতিষু ॥ ৫০ ॥ দ্যূতরাজ সেবয়োঃ প্রতিষেধাচ্চ ॥ ৫১ ॥ শাণ্ডিল্যসূত্রম্। যাহারা রাজাদির প্রতি ভক্তিমান্, তাহাদের মোক্ষফল প্রাপ্তি অসম্ভব। কেননা নৃপতি প্রভৃতি প্রাণী। কেবল জীবোপাধিরহিত ঈশ্বরবিষয়িনী ভক্তিই মুক্তিফল প্রদান করে। শাস্ত্রেও দ্যূত-সেবা এবং নৃপসেবার প্রতিষেধ আছে।

অল্পভূতা হি মহতাং লঘবো যত্নশালিনাং।
যথেষ্টং বিনিযোজ্যন্তে তেন কর্ম্মসু লোষ্টবৎ॥ ১৩
শক্তস্ত পৌরুষং দৃশ্যমদৃশ্যং বাপি যন্তবেৎ।
তদ্দৈবমিত্যশক্তেন বুদ্ধমাত্মন্যবুদ্ধিনা॥ ১৪
যো, বা, রামায়ণ, মু প্রকরণ, ৬ষ্ঠ সর্গ।

লঘু বা অল্প বলবিশিষ্ট লোকসকল যত্নশীল ও প্রধান ব্যক্তিগণের উপভোগ্য বস্তু সদৃশ। বলশালী মানবগণ বলহীন লোকদিগকে লোষ্টের ন্যায় যথেচ্ছ ভাবে কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া থাকেন। কার্য্যক্ষম পুরুষের পৌরুষ দৃশ্যই হউক আর অদৃশ্যই হউক, মূঢ়মতি অসমর্থ পুরুষ তাহাকেই আপন আত্মাতে দৈব বলিয়া বোধ করে।

ঈশ্বরে প্রত্যয় জন্মিলে, দৈবভ্রম বা অজ্ঞানকল্পিত দৈববোধ অন্তর্হিত হয়। ঈশ্বরই যে জীবের একমাত্র কর্ম্মফলবিধাতা, তাহা ঈশ্বরবিশ্বাসীই অনুভব করিতে পারেন। যেহেতু ঈশ্বর জীবের কর্ম্মানুযায়ী তাহাকে ফলদান বা তাহার ভাগ্যগঠন করেন, অতএব স্বকর্ম্মই স্ব দৈবের ভিত্তি।

যথাসংযতত্তে যেন তথা তেনানুভূয়তে।
স্বকর্ম্মৈবেতি চাস্তে হন্যা ব্যতিরিক্তা ন দৈবদৃক্॥ ৩
যো, বা, রামায়ণ, মু, প্রকরণ, ৫ম সর্গ।

যাহা কর্ত্তৃক যেরূপ চেষ্টিত হয়, তাহা কর্ত্তৃক সেইরূপ ফলানুভূত হয়। যদি কোন স্থানে ফলবৈপরীত্য সংঘটিত হয়, তাহা হইলে, ফলাবস্থাপ্রাপ্ত প্রাক্তন কর্ম্মকেই তাহার কারণ বলিতে হইবে। ইহাই দৈবনামে অভিহিত হয়। বস্তুতঃ, এতদ্ব্যতীত আর কোন দৈব দৃষ্ট হয় না।

যখন স্বকর্ম্ম স্ব দৈবের ভিত্তি এবং বর্ত্তমান সুকৃতি দ্বারা অতীত দুষ্কৃতির খণ্ডন করা যায়, তখন মনুষ্য যে শাস্ত্রীয় ভাবে বা ঈশ্বরসংকল্পানুসারে, পুরুষকার চালনা বা কর্ম্ম সাধন করিয়া, দৈবপ্রসাদন বা কর্ম্মফলবিধাতা ভগবানের সন্তোষোৎপাদন করিতে পারে, তাহা সুনিশ্চিত।

দ্বয়োরস্বহন শ্চৈব প্রত্যক্ষাদ্বলিতা ভবেৎ।
দৈবং জেতুং যতো যত্নৈর্বালোযুনেব শক্যতে॥ ১৯
মেঘেন লীয়তে যদ্বদ্বৎসরোপার্জ্জিতা কৃষিঃ।
মেঘস্ত পুরুষার্থোহসৌ জয়ত্যধিক যত্নবান॥ ২০

ক্রমেণোপার্জ্জিতে হপ্যর্থে নষ্টে কার্য্যা ন খেদিতা।
ন বলং যত্র মে শক্তং তত্র কা পরিদেবনা ॥ ২১
যন্ন শক্নোমি তস্যার্থে যদি দুঃখং করোম্যহং।
তদমারিত মৃত্যো মে যুক্তঃ প্রত্যহরোদনং ॥ ২২

দেশকালক্রিয়া দ্রব্য বশতো বিস্ফুরন্ত্যমী।
সর্ব্বএব জগদ্ভাবা জয়ত্যধিক যত্নবান্ ॥ ২৩
তস্মাৎ পৌরুষমাশ্রিত্য সচ্ছাস্ত্রৈঃ সৎসমাগমৈঃ।
প্রজ্ঞামমলতাং নীত্বা সংসারজলধিং তরেৎ ॥ ২৪

প্রাক্তন শ্চৈহিকশ্চেমৌ পুরুষার্থৌ ফলদ্রুমৌ।
সংজাতৌ পুরুষারণ্যে জয়ত্যভ্যধিক স্তয়োঃ ॥ ২৫
কর্ম্ম যঃ প্রাক্তনং তুচ্ছং ন নিহন্তি শুভোহিতৈঃ।
অজ্ঞো জন্তুরনীশোহসাবাত্মনঃ সুখদুঃখয়োঃ ॥ ২৬

ঈশ্বর প্রেরিত গচ্ছেৎ স্বর্গং নরকমেব বা।
স সদৈব পরাধীনঃ পশুরেব ন সংশয়ঃ ॥ ২৭
যস্তূদার চমৎকারঃ সদাচার বিহারবান্।
স নির্যাতি জগন্মোহান্ মৃগেন্দ্রঃ পঞ্জরাদিব ॥ ২৮

স্বার্থপ্রাপক কার্য্যৈক প্রযত্নপরতা বুধৈঃ।
প্রোক্তা পৌরুষশব্দেন সা সিদ্ধ্যৈ শাস্ত্রযন্ত্রিতা ॥ ৩২
ক্রিয়য়া স্পন্দ ধর্ম্মিণ্যা স্বার্থসাধকতা স্বয়ং।
সাধুসঙ্গম সচ্ছাস্ত্র তীক্ষ্ণয়োন্নীয়তে ধিয়া ॥ ৩৩

অনন্তং সমতানন্দং পরমার্থং বিদুর্বুধাঃ।
স যেভ্যঃ প্রাপ্যতে নিত্যং তে সেব্যাঃ শাস্ত্রসাধবঃ ॥ ৩৪
দেবলোকাদিহাগত্য লোকদ্বয়হিতং ভবেৎ।
প্রাক্তনং পৌরুষং তদ্বৈ দৈব শব্দেন কথ্যতে ॥ ৩৫

যো, বা, রামায়ণ, মু, প্র, ৬ষ্ঠ সর্গ।

প্রাক্তন ও অদ্যতন কর্ম্মমধ্যে, অদ্যতন কর্ম্মের বলবত্তা পরিদৃষ্ট হয়। যেমন শিশুকে জয় করিতে পারে, সেইরূপ পৌরুষ যত্নরাজি দ্বারা দৈবকে জয় করা যায়। মেঘ যে সম্বৎসরের সঞ্চিত কৃষি নষ্ট করে, তাহা মেঘেরই

ন চ নিস্পন্দতা লোকে দৃষ্টেহ শবতাং বিনা।
স্পন্দাচ্চফলসংপ্রাপ্তিতস্মাদ্দৈবং নিরর্থকং॥ ৮

ঐ, ঐ, ৮ম সর্গ।

এই কর্ম্ম এই ক্রমে অনুষ্ঠিত হইয়াছে, অতএব ইহা ঈদৃশফলসম্পন্ন, ইত্যাদি যে সমস্ত বাক্যের ব্যবহার আছে, সেই সকল বাক্যের বিষয়রাজি দৈব নামে খ্যাত হইয়াছে। যেমন ভ্রান্তি দ্বারা রজ্জুতে সর্প গৃহীত হয়, সেইরূপ, মূঢ়-মতি মানবগণ ভ্রমজ্ঞানে, ঐ সকল বিষয়ে দৈব থাকা নিশ্চয় গ্রহণ করিয়াছে। যে দুর্ম্মতির দৈব মূঢ়তম অনুমান দ্বারা সুসিদ্ধ আছে, দৈবহেতু দাহ হইবেনা সুনিশ্চয় করিয়া, তাহার অনলে প্রবেশ করাই উচিত। এ জগতে দৈবই যদি সকল বিষয়ের কর্ত্তা হয়, তাহা হইলে, পুরুষের কোনরূপ চেষ্টা করিবার আবশ্যকতা কি? স্নান, দান, দানাঙ্গ মন্ত্রাদির উচ্চারণ, আসন, প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য দৈবই করিবে। শাস্ত্রোপদেশেরইবা প্রয়োজন কি? পুরুষ ত মূক এবং দৈব কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়। এজগতে কে কাহাকে উপদেশ দিবে? মর্ত্ত্যধামে জীবের শবতা ব্যতিরেকে নিস্পন্দতা দৃষ্ট হয় না। যখন স্পন্দন হইতেই ফল-সংপ্রাপ্তি হয়, তখন মূঢ়কল্পিত দৈব সম্পূর্ণ নিরর্থক।

জীবিত প্রাণী কর্ম্মবিনা ক্ষণমাত্র অবস্থিতি করিতে পারেনা। খাদ্যগ্রহণ, শ্বাসগ্রহণবর্জ্জন, মলমূত্রত্যাগ, নিদ্রা প্রভৃতি প্রাণধারণোপযোগী মুখ্য কর্ম্মাবলী ব্যতিরেকে, অন্যান্য বিবিধ আবশ্যক ও অনাবশ্যক কর্ম্মে জীব নিরন্তর ব্যাপৃত থাকে। ঈশ্বরসংকল্পে জীবের পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলানুযায়ী, তাহার বর্ত্তমান জীবনের কর্ম্মপ্রবৃত্তি গঠিত হয়। অথবা, জীবের প্রাক্তন কর্ম্মসমষ্টি তাহার অদ্যতন কর্ম্মপ্রবৃত্তিতে পরিণত হয়। ঈশ্বর জীবের অদৃষ্টনিয়ন্তা; সুতরাং ঈশ্বরসংকল্পই জীবের দৈব। কেবল এতদর্থে, জীব ও পুরুষকার দৈবাধীন। প্রাক্তন কর্ম্মসমষ্টি অদ্যতন কর্ম্মপ্রবৃত্তির উপাদান মাত্র। তাহা দৈব নহে। তাহাকে দৈব এবং আপনাকে তদধীন বিবেচনা করা জীবের ভ্রান্তি। ফলতঃ, যাহারা ঈশ্বরসংকল্পব্যতীত অন্যান্য বস্তুকে দৈবরূপে গ্রহণ করে, এবং আপনা-দিগকে তাদৃশ দৈবপরতন্ত্র পরিগণনা করিয়া, অশাস্ত্রীয় ভাবে পুরুষকার চালনা করে, তাহারা মোহগ্রস্ত। স্বস্ব কর্ম্মবিপাকে, তাহারা জন্মজন্মান্তর মোহান্ধকারে ঘুরিয়া বেড়ায়। ঈশ্বরভক্ত ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ আপনাদিগকে অজ্ঞানকল্পিত দৈবাধীন বিবেচনা করেন না। তাঁহারা কেবল ঈশ্বরপ্রীতিসম্পাদন জন্য

কর্ম্মানুষ্ঠান করেন। * সৎপুরুষকার প্রাক্তন দুষ্কৃতির বিলোপসাধক, এই মহতী আশ্বাসবাণী তাঁহাদিগকে উৎসাহান্বিত ও অধ্যবসায়শীল করে এবং তাঁহারা নির্ভীক চিত্তে ও স্বাধীন ভাবে শাস্ত্রীয় পুরুষকার পরিচালনা করেন। ঈশ্বর-সংকল্পানুসারে কর্ম্মনিষ্পাদনেই স্বাধীন ভাবে কার্য্য করা হয়। আত্মা হইতে অভিন্ন ঈশ্বরই পরমাত্মা। আত্মাধীন ও স্বাধীন একই কথা। জীবব্রহ্মৈক্যজ্ঞানী জীবন্মুক্ত মহাজনগণের স্বাধীনাচরণ স্বতঃসিদ্ধ। জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ-জ্ঞানসম্পন্ন না হইয়াও, যাঁহারা ঈশ্বরসেবাতৎপরতানিবন্ধন সংসারক্ষেত্রে ঈশ্বরসংকল্পানুযায়ী আচারব্যবহার নিষ্পন্ন করেন, তাঁহাদের ঈশ্বরাধীনতা সুপুত্রের পিত্রধীনতার ন্যায় কোমল ও মধুর। সুপুত্র যেমন পিতৃবশবর্ত্তিতায় কিঞ্চিন্মাত্র দুঃখানুভব না করিয়া, হৃষ্টচিত্তে পিতার আজ্ঞা প্রতিপালন করেন, ঈশ্বরসেবকগণও, সেইরূপ, ঈশ্বরাধীনতায় গৌরব বোধ করিয়া প্রফুল্লান্তঃকরণে ঈশ্বরের মনঃপূত কার্য্যনিচয়ের সমাধান করেন। দৈব ও পুরুষকারের এইরূপ তাৎপর্য্য গ্রহণ করিলে, নিম্নলিখিত বিবরণ গুলিকে অনুরাগনেত্রে অবলোকন করা যায়।

শ্রীবশিষ্ঠ উবাচ।

পৌরুষং সর্ব্বকার্য্যাণাং কর্ত্তৃরাঘবনেতরং।
ফলভোক্তৃচ সর্ব্বত্র ন দৈবং তত্রকারণং ॥ ২
দৈবংন কিঞ্চিৎ কুরুতে ন ভুঙ্‌ক্তে নচ বিদ্যতে।
ন দৃশ্যতে নাদ্রিয়তে কেবলং কল্পনেদৃশী ॥ ৩

শ্রীরাম উবাচ।

ভগবন্ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ যৎপ্রাক্‌কর্ম্মোঽপসঞ্চিতং।
তদ্দৈবং দৈবমিত্যুক্তমপমৃষ্টং কথংত্বয়া ॥ ১১

শ্রীবশিষ্ঠ উবাচ।

যা মনোবাসনা পূর্ব্বং বভূবকিল ভূরিশঃ।
সৈবেহ্ং কর্ম্ম নৃণাং পরিণতিং গতা ॥ ১৩

---

* ঈশ্বরতুষ্টেরেকোঽপি বলী। ৬৩। শাণ্ডিল্য সূত্রম্। ভক্তিসাধন কর্ম্ম মধ্যে যেটী বলবান হয়, সেইটীই কার্য্যসাধক হয়। অন্যান্য অনুষ্ঠান দ্বারা কোন একটীও প্রবল হইলে, সেই সাধনই পরমেশ্বরের প্রীতি উৎপাদন করিয়া, পরম ভক্তি প্রদান করিতে পারে।

জন্তুর্যদ্বাসনো রাম তৎকর্ত্তা ভবতি ক্ষণাৎ।
অন্যকর্ম্মান্যভাবশ্চেত্যেতন্নৈবোপপদ্যতে ॥ ১৪

শ্রীরাম উবাচ।

প্রাক্তনংবাসনাজালং নিয়োজয়তি মাংযথা।
মুনে তথৈব তিষ্ঠামি কৃপণঃ কিংকরোম্যহং ॥ ২৩

শ্রীবশিষ্ঠ উবাচ।

অতএব হিরামত্বং শ্রেয়ঃ প্রাপ্নোষিশাশ্বতং।
স্বপ্রযত্নোপনীতেন পৌরুষেণৈবনান্যথা ॥ ২৪
দ্বিবিধো বাসনা ব্যূহঃ শুভশ্চৈবাশুভশ্চতে।
প্রাক্তনোঽবিদ্যতে রাম দ্বয়োরেকতরোঽথবা ॥ ২৫
বাসনৌঘেন শুদ্ধেন তত্র চেদদ্যনীয়সে।
তৎক্রমেণ শুভেনৈব পদং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতং ॥ ২৬
অথচেদশুভো ভাবস্ত্বং যোজয়তি সঙ্কটে।
প্রাক্তনস্তদসৌ যত্নাজ্জেতব্যো ভবতা বলাৎ ॥ ২৭
প্রাজ্ঞশ্চেতনমাত্রস্ত্বং ন দেহস্ত্বং জড়াত্মকঃ।
অন্যেন চেতসা তত্তে চেত্যত্বংকেব বিদ্যতে ॥ ২৮

যো, বা, রামায়ণ, মু, প্র, ৯ম সর্গ।

শ্রীবশিষ্ঠ উবাচ।

যথাস্থিতং ব্রহ্মতত্ত্বং সত্তানিয়তিরুচ্যতে।
সাবিনেতুর্বিনেতৃত্বং সাবিনেয় বিনেয়তা ॥ ১
অতঃ পৌরুষমাশ্রিত্য শ্রেয়সে নিত্যবান্ধবঃ।
একাগ্রং কুরু তচ্চিত্তং শৃণু চোক্তমিদং মম ॥ ২

ঐ, ঐ, ১০মসর্গ।

বশিষ্ঠদেব কহিলেন, হে রাঘব! পৌরুষই সর্ব্বকার্য্যের কর্ত্তা, অন্য কেহ নহে। পৌরুষই সর্ব্বত্র ফলভোক্তা, দৈব তাহাতে কারণ নহে। দৈব ফল-ভোগাদি কিছুই করেনা। দৈব বিদ্যমানও নাই। দৈব দৃষ্ট হয় না, কিম্বা, বিবেকীগণ দৈবের আদরও করেন না। ইহা কেবল লোকের কল্পনাপ্রসূত ভ্রান্তি মাত্র। রামচন্দ্র বলিলেন, হে সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ ভগবন্! পূর্ব্বে যে প্রাক্তন কর্ম্ম সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহাকেই যদি আপনি বারম্বার দৈব বলিয়া নির্দ্দেশ করেন,

তাহা হইলে, সে কর্ম্ম ত বিদ্যমান আছে; তথাপি, আপনি এক্ষণে তাহা নাই বলিয়া, সে বিষয় গোপন করিতেছেন কেন? বশিষ্ঠ কহিলেন, পূর্ব্বে যে মনোবাসনা ছিল, তাহাই কর্ম্মভাবে নিতান্ত পরিণত হইয়াছে! হে রাম! জীব যেরূপ বাসনাবিশিষ্ট হয়, সে তৎক্ষণাৎ সেইরূপ কর্ম্ম করে। যাহার যেরূপ কর্ম্ম, তাহার সেইরূপ ভাব। এক কর্ম্মের অন্যভাব কখন ঘটিতে পারে না। রামচন্দ্র বলিলেন, মুনে! প্রাক্তন বাসনাজাল আমাকে যেরূপ নিযুক্ত করিতেছে, আমি সেইরূপেই অবস্থিতি করিতেছি। আমি যখন কৃপণ বা পরবশ, তখন আমি কি করিতে পারি? বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস রাম! যখন দেখা যাইতেছে, যে জন্ম অধিকৃত হইয়াছে, তাহার কারণ স্বরূপ বাসনা বিদ্যমান আছে, তখন সেই বাসনার আনুকূল্যেই তুমি স্বকীয় যত্নকৃত পৌরুষদ্বারা নিত্য শুভ বা মুক্তি লাভ করিবে। ইহার আর কোন অন্যথা হইতে পারে না। তোমার শুভাশুভ দ্বিবিধ বাসনাব্যূহ বিদ্যমান্ আছে। দুইটীর মধ্যে একটী যে নিশ্চয়ই আছে, তাহাতে আর কোন সংশয় নাই। তন্মধ্যে বিশুদ্ধ বাসনাজাল দ্বারা পরিচালিত হইলে, তুমি ক্রমে শুভ বাসনাসমূহদ্বারা নিত্যপদ প্রাপ্ত হইবে। আর যদি প্রাক্তন অশুভ বাসনা তোমাকে সঙ্কটে নিয়োজিত করে, তাহাহইলে, তুমি যত্নসহকারে তাহাকে জয় করিবে। তুমি ত জড়াত্মক দেহ নও। তুমি যে প্রাজ্ঞ, চেতনমাত্র। অন্য চেতনাদ্বারা কোথায় কিরূপে তোমার প্রকাশ হইবে? যে ব্রহ্মতত্ত্ব যথাস্থিত; অর্থাৎ, সচ্চিদানন্দ ও স্বপ্রকাশ রূপে সর্ব্বত্র সমানভাবে সর্ব্বানুকূল্য সহকারে বিরাজিত, সর্ব্ব পদার্থের তৎসম্বন্ধিনী সত্তাই ভবিষ্যৎকালসম্বন্ধযোগে ব্যপদিশ্যমানা হইলে, ভবিতব্যতাখ্যা নিয়তি অভিহিতা হয়। সর্ব্বত্র যথাস্থিত ব্রহ্মতত্ত্বই সত্তা। তাহাই কারণকার্য্যের নিয়ামকনিয়ম্য রূপে অবস্থিতি করিতেছে। কারণ থাকিলে কার্য্য অবশ্যই হইবে,—কার্য্যের কারণ নিশ্চয়ই আছে, ইহাই নিয়তি বা নিয়ম। নিয়তিই নিয়ন্তা কারণের কার্য্যনিয়মনী শক্তি এবং নিয়তিই নিয়ম্য কার্য্যের নিয়ম্য ভাব। নিয়ত পূর্ব্বকাল সত্তা কারণতা এবং নিয়ত পশ্চাৎকাল সত্তা কার্য্যতা। দেশকালবিশেষিত সত্তা মাত্রই তাহাদের রূপ। যখন ব্রহ্মসত্তা সকল বিষয়ের অনুকূল, তখন তুমি পৌরুষাবলম্বন করিয়া, মুক্তির জন্য চিরবন্ধু সেই চিত্তকে একাগ্র কর এবং আমার এই বাক্য শ্রবণ কর।

জন্তুর্যদ্বাসনো রাম তৎকর্ত্তা ভবতি ক্ষণাৎ।
অন্যকর্ম্মান্যভাবশ্চেত্যেতন্নৈবোপপদ্যতে ॥ ১৪

শ্রীরাম উবাচ।

প্রাক্তনংবাসনাজালং নিয়োজয়তি মাংযথা।
মুনে তথৈব তিষ্ঠামি কৃপণঃ কিংকরোম্যহং ॥ ২৩

শ্রীবশিষ্ঠ উবাচ।

অতএব হিরামত্বং শ্রেয়ঃ প্রাপ্নোষিশাশ্বতং।
স্বপ্রযত্নোপনীতেন পৌরুষেণৈবনান্যথা ॥ ২৪
দ্বিবিধো বাসনা ব্যূহঃ শুভশ্চৈবাশুভশ্চতে।
প্রাক্তনোঽবিদ্যতে রাম দ্বয়োরেকতরোঽথবা ॥ ২৫
বাসনৌঘেন শুদ্ধেন তত্র চেদদ্যনীয়সে।
তৎক্রমেণ শুভেনৈব পদং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতং ॥ ২৬
অথচেদশুভো ভাবস্ত্বং যোজয়তি সঙ্কটে।
প্রাক্তনস্তদসৌ যত্নাজ্জেতব্যো ভবতা বলাৎ ॥ ২৭
প্রাজ্ঞশ্চেতনমাত্রস্ত্বং ন দেহস্ত্বং জড়াত্মকঃ।
অন্যেন চেতসা তত্তে চেত্যত্বংকেব বিদ্যতে ॥ ২৮

যো, বা, রামায়ণ, মু, প্র, ৯ম সর্গ।

শ্রীবশিষ্ঠ উবাচ।

যথাস্থিতং ব্রহ্মতত্ত্বং সত্তানিয়তিরুচ্যতে।
সাবিনেতুর্বিনেতৃত্বং সাবিনেয় বিনেয়তা ॥ ১
অতঃ পৌরুষমাশ্রিত্য শ্রেয়সে নিত্যবান্ধবং।
একাগ্রং কুরু তচ্চিত্তং শৃণু চোক্তমিদং মম ॥ ২

ঐ, ঐ, ১০মসর্গ।

বশিষ্ঠদেব কহিলেন, হে রাঘব! পৌরুষই সর্ব্বকার্য্যের কর্ত্তা, অন্য কেহ নহে। পৌরুষই সর্ব্বত্র ফলভোক্তা, দৈব তাহাতে কারণ নহে। দৈব ফল-ভোগাদি কিছুই করেনা। দৈব বিদ্যমানও নাই। দৈব দৃষ্ট হয় না, কিম্বা, বিবেকীগণ দৈবের আদরও করেন না। ইহা কেবল লোকের কল্পনাপ্রসূত ভ্রান্তি মাত্র। রামচন্দ্র বলিলেন, হে সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ ভগবন্! পূর্ব্বে যে প্রাক্তন কর্ম্ম সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহাকেই যদি আপনি বারম্বার দৈব বলিয়া নির্দ্দেশ করেন,

তাহা হইলে, সে কর্ম্ম ত বিদ্যমান আছে; তথাপি, আপনি এক্ষণে তাহা নাই বলিয়া, সে বিষয় গোপন করিতেছেন কেন? বশিষ্ঠ কহিলেন, পূর্ব্বে যে মনোবাসনা ছিল, তাহাই কর্ম্মভাবে নিতান্ত পরিণত হইয়াছে। হে রাম! জীব যেরূপ বাসনাবিশিষ্ট হয়, সে তৎক্ষণাৎ সেইরূপ কর্ম্ম করে। যাহার যেরূপ কর্ম্ম, তাহার সেইরূপ ভাব। এক কর্ম্মের অন্যভাব কখন ঘটিতে পারে না। রামচন্দ্র বলিলেন, মুনে! প্রাক্তন বাসনাজাল আমাকে যেরূপ নিযুক্ত করিতেছে, আমি সেইরূপেই অবস্থিতি করিতেছি। আমি যখন কৃপণ বা পরবশ, তখন আমি কি করিতে পারি? বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস রাম! যখন দেখা যাইতেছে, যে জন্ম অধিকৃত হইয়াছে, তাহার কারণ স্বরূপ বাসনা বিদ্যমান আছে, তখন সেই বাসনার আনুকূল্যেই তুমি স্বকীয় যত্নকৃত পৌরুষদ্বারা নিত্য শুভ বা মুক্তি লাভ করিবে। ইহার আর কোন অন্যথা হইতে পারে না। তোমার শুভাশুভ দ্বিবিধ বাসনাব্যূহ বিদ্যমান্ আছে। দুইটীর মধ্যে একটী যে নিশ্চয়ই আছে, তাহাতে আর কোন সংশয় নাই। তন্মধ্যে বিশুদ্ধ বাসনাজাল দ্বারা পরিচালিত হইলে, তুমি ক্রমে শুভ বাসনাসমূহদ্বারা নিত্যপদ প্রাপ্ত হইবে। আর যদি প্রাক্তন অশুভ বাসনা তোমাকে সঙ্কটে নিয়োজিত করে, তাহাহইলে, তুমি যত্নসহকারে তাহাকে জয় করিবে। তুমি ত জড়াত্মক দেহ নও। তুমি যে প্রাজ্ঞ, চেতনমাত্র। অন্য চেতনাদ্বারা কোথায় কিরূপে তোমার প্রকাশ হইবে? যে ব্রহ্মতত্ত্ব যথাস্থিত, অর্থাৎ, সচ্চিদানন্দ ও স্বপ্রকাশ রূপে সর্ব্বত্র সমানভাবে সর্ব্বানুকূল্য সহকারে বিরাজিত, সর্ব্ব পদার্থের তৎসম্বন্ধিনী সত্তাই ভবিষ্যৎকালসম্বন্ধযোগে ব্যপদিশ্যমানা হইলে, ভবিতব্যতাখ্যা নিয়তি অভিহিতা হয়। সর্ব্বত্র যথাস্থিত ব্রহ্মতত্ত্বই সত্তা। তাহাই কারণকার্য্যের নিয়ামকনিয়ম্য রূপে অবস্থিতি করিতেছে। কারণ থাকিলে কার্য্য অবশ্যই হইবে,—কার্য্যের কারণ নিশ্চয়ই আছে, ইহাই নিয়তি বা নিয়ম। নিয়তিই নিয়ন্তা কারণের কার্য্যনিয়মনী শক্তি এবং নিয়তিই নিয়ম্য কার্য্যের নিয়ম্য ভাব। নিয়ত পূর্ব্বকাল সত্তা কারণতা এবং নিয়ত পশ্চাৎকাল সত্তা কার্য্যতা। দেশকালবিশেষিত সত্তা মাত্রই তাহাদের রূপ। যখন ব্রহ্মসত্তা সকল বিষয়ের অনুকূল, তখন তুমি পৌরুষাবলম্বন করিয়া, মুক্তির জন্য চিরবন্ধু সেই চিত্তকে একাগ্র কর এবং আমার এই বাক্য শ্রবণ কর।

ন ব্যাধির্ন বিষং নাপত্তথা নাধিশ্চভূতলে।
খেদায় স্বশরীরস্থং মৌর্খ্যমেকং যথা নৃণাং॥ ১

যো, বা, রামায়ণ, মু. প্র, ১৩শ সর্গ।

বস্তুতঃ, মূর্খতাই মানবের মহাশত্রু। যিনি পরম প্রিয় এবং মঙ্গলালয়, মূর্খতানিবন্ধন মানব তাঁহাতে অনুরাগবন্ধন করিতে পারে না।

অতএব, যাহাতে ঈশ্বরভজনে প্রবৃত্তি এবং বিষয়বাসনার নিবৃত্তি হয়, ভক্তিযোগসাধক দৃঢ়প্রযত্ন ও অধ্যবসায় সহকারে তাহাতে আত্মনিয়োগ করিবেন। উভয়ের যৌগপদ্য স্বতঃসিদ্ধ। ঈশ্বরে অনুরাগ জন্মিলেই বিষয়ে বিরাগ উপস্থিত হয়।

প্রবৃত্তিঃ পুরুষস্যেহ মোক্ষোপায় বিচারণে।
যদা ভবত্যাশু তদা মোক্ষভাগী স উচ্যতে॥ ৩৬। ঐ

এজগতে যখন যে ব্যক্তির মোক্ষোপায় বিচারে প্রবৃত্তি জন্মে, তখন তিনি আশুমোক্ষভাগী হইবেন বলিয়া কথিত হন।

সবাগ্ যয়া তস্য গুণান্ গৃণীতে করৌচ তৎকর্ম্মকরৌ মনশ্চ।
স্মরেদ্বসন্তং স্থিরজঙ্গমেষু শৃণোতি তৎপুণ্যকথাঃ স কর্ণঃ॥ ৩
শিরশ্চ তস্যোভয়লিঙ্গমানমেত্তদেব যৎপশ্যতি তদ্ধি চক্ষুঃ।
অঙ্গানি বিষ্ণোরথতজ্জনানাং পাদোদকং যানি ভজন্তি নিত্যং॥ ৪

ভাগবত, ১০ স্কন্ধ, ৮০ অধ্যায়।

সেই বাক্যই বাক্য, যদ্দ্বারা তাঁহার গুণ ব্যাখ্যাত হয়; সেই হস্তই হস্ত, যদ্দ্বারা তাঁহার কর্ম্ম কৃত হয়; সেই মনই মন, যদ্দ্বারা স্থাবর জঙ্গমে অধ্যাসীন তাঁহাকে স্মরণ করা যায়; সেই কর্ণই কর্ণ, যদ্দ্বারা তাঁহার পুণ্যকথা শ্রুত হয়; সেই মস্তকই মস্তক, যদ্দ্বারা তাঁহার স্থাবরজঙ্গম উভয় অধিষ্ঠানকে নমস্কার করা যায়; সেই চক্ষুই চক্ষু, যদ্দ্বারা তদীয় মূর্ত্তিকে দর্শন করা যায়; সেই অঙ্গই অঙ্গ, যদ্দ্বারা শ্রীবিষ্ণু অথবা তদীয় ভক্তজনগণের পাদোদক নিত্য সেবিত হয়। *

* শাণ্ডিল্যসূত্রে, কীর্ত্তন, পূজন, স্মরণ, শ্রবণ, কথন, নমস্কার, প্রভৃতি যাবতীয় ভজনানুষ্ঠান পরম ভক্তির বিঘ্ননাশক গৌণ ভক্তি স্বরূপ উক্ত ও প্রতিপন্ন হইয়াছে। এ সমস্তই পরা-ভক্তির অঙ্গীভূত ও আর্ত্তিভক্তির অন্তর্গত। ভক্ত্যাভজনোপসংহারাদ্গৌণ্যাপরায়ৈতদ্ধেতুত্বাৎ॥ ৫৬। স্মৃতিকীর্ত্ত্যোঃ কথাদেশ্চার্ত্তৌ প্রায়শ্চিত্ত ভাবাৎ॥ ৭৪॥ শাণ্ডিল্য সূত্রম্।

নিত্যং সজ্জন সম্পর্কাদ্বিবেক উপজায়তে।
বিবেকপাদপস্যৈব ভোগ মোক্ষৌ ফলেস্মৃতৌ ॥ ৫৮
মোক্ষদ্বারে দ্বারপালাশ্চত্বারঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
শমোবিচারঃ সন্তোষশ্চতুর্থঃ সাধুসঙ্গমঃ ॥ ৫৯

এতে সেব্যাঃ প্রযত্নেন চত্বারো দ্বৌ ত্রয়োঽথবা।
দ্বার মুদ্‌ঘাটয়ন্ত্যেতে মোক্ষরাজগৃহে তথা ॥ ৬০
একং বা সর্ব্বযত্নেন প্রাণাং স্ত্যক্ত্বা সমাশ্রয়েৎ।
একস্মিন্ বশগে যান্তি চত্বারোঽপিবশং যতঃ ॥ ৬১

সংবিবেকোহি শাস্ত্রস্য জ্ঞানস্য তপসঃ শ্রুতেঃ।
ভাজনং ভূষণাকারো ভাস্করস্তেজসামিব ॥ ৬২

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, মুমুক্ষুব্যবহার প্রকরণ, ১১শ সর্গ।

নিত্য সাধুসহবাস হইতে বিবেকের উৎপত্তি হয়। ভোগ এবং মোক্ষ বিবেক-বৃক্ষেরই ফল স্বরূপ। মোক্ষদ্বারে চারিটী দ্বারপাল থাকার বিষয় কথিত হইয়াছে :—শম, বিচার, সন্তোষ এবং চতুর্থ সাধুসঙ্গম। প্রয়ত্নসহকারে এই চারিটীর সেবা করা কর্ত্তব্য। অসমর্থতায়, তিনটী কিম্বা দুইটীর সেবা করা বিধেয়। ইহারাই মোক্ষরাজগৃহের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া থাকে। যদি প্রাণ পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিতে হয়, তথাপি, ইহাদের একটীকে আশ্রয় করিয়া থাকা উচিত। কারণ, যদি একটী বশীভূত হয়, তাহা হইলে, চারিটীই বশবর্ত্তী হইবে। দিবাকর যেমন সমস্ত তেজের আধার, সেইরূপ, এক মাত্র বিবেকই শাস্ত্র, জ্ঞান, তপস্যা ও বেদের ভাজন ও ভূষণ।

দারিদ্র্যং মরণং দুঃখমিত্যাদি বিষয়ো ভ্রমঃ।
সংপ্রশাম্যত্যশেষেণ সাধুসঙ্গম ভেষজৈঃ ॥ ১৭
সন্তোষঃ সাধুসঙ্গশ্চ বিচারোঽথশমস্তথা।
এত এব ভবাম্ভোধাবুপায়াস্তরণে নৃণাং ॥ ১৮

সন্তোষঃ পরমোলাভঃ সৎসঙ্গঃ পরমা গতিঃ।
বিচারঃ পরমং জ্ঞানং শমোহি পরমং সুখং ॥ ১৯
চত্বার এতে বিমলা উপায়া ভবভেদনে।
যৈরভ্যস্তাস্ত উত্তীর্ণা মোহবারি ভবার্ণবাৎ ॥ ২০

একস্মিন্নেব বৈ তেষামভ্যস্তে বিমলোদয়ে।
চত্বারোঽপি কিলাভ্যস্তা ভবন্তি সুধিয়াংবর ॥ ২১
ঐ, ঐ, ১৬শ সর্গ।

দারিদ্র্যক্লেশ, মরণ, দুঃখ প্রভৃতি বিষয়সন্নিপাত সাধুসঙ্গস্বরূপ ঔষধে সমূলে বিনষ্ট হয়। সন্তোষ, সাধুসঙ্গ, বিচার এবং শম, এই কয়টীই মানবগণের ভবসিন্ধুতরণে উপায়। সন্তোষ পরম লাভ, সাধুসঙ্গ পরমগতি, বিচার পরম জ্ঞান এবং শম পরম সুখ। এই চারিটীই সংসারবিনাশনের বিমল উপায়। যাঁহারা এই চারিটীর অভ্যাস করেন, তাঁহারাই মোহজলময় ভবসাগর হইতে উত্তীর্ণ হন। হে সুধীবর! এই চারিটীর মধ্যে যদি বিমলপ্রকাশ একটী উপায়ও অভ্যস্ত হয়, তাহা হইলে, আবার চারিটীই অভ্যস্ত হইয়া থাকে।

ভক্তিযোগসাধক শাস্ত্রীয় পুরুষকারযোগে, যুগপৎ মনের সৌকুমার্য্য ও কঠোরত্ব বিধান করিবেন। * কারণ, যাহাতে ঈশ্বরবিশ্বাসপাদপ মনোভূমির রসাকর্ষণ করিয়া, চিরশ্রীবৃদ্ধিলাভ করিতে পারে, তজ্জন্য যেমন একদিকে মনকে কোমল ও সরস করা আবশ্যক, অন্যদিকে সেইরূপ, যাহাতে অবিদ্যা মনোভূমে আধিপত্য বিস্তার করিতে না পারে, তজ্জন্য, তাহাকে ঊষর ও কঠিন করা একান্ত কর্ত্তব্য। ঈশ্বরপ্রাপ্তিকল্পে, সাধক সুশীল বালকের ন্যায় সরল বিশ্বাসী হইবেন। পাঠশালা হইতে গৃহে আসিয়া, সুশীল বালক তাহার মাতাকে বলিল, মা, পাঠশালায় যাতায়াত করিবার সময়, আমি একাকী বনপথে বড় ভয় পাই। মাতা বলিলেন, ভয় কি বাবা! মধুসূদন বলে' তোমার দাদা আছেন। ভয় হ'লেই তুমি তাঁকে ডাক্‌বে এবং তিনি আস্‌বেন। পরদিন পাঠশালায় যাইতে, পথে ভয়োদ্রেক হইবামাত্র, বালক ব্যাকুল ভাবে বারম্বার দাদা মধুসূদন বলিয়া ডাকিতে লাগিল। বালকের প্রাণের ডাকে, মধুসূদন না আসিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি আসিয়া, বালকের সমভিব্যাহারী হইলেন এবং বালককে বনপার করিয়া দিলেন। বালকের পাঠশালা হইতে ফিরিবার সময়ও তাঁহার এইরূপ করিতে হইল। এমন কি, অনেক দিবস যাবৎ ভগবানের এই

* বুদ্ধি হেতু প্রবৃত্তিবাবিশুদ্ধেরবঘাতবৎ ॥ ২৭ ॥ শাণ্ডিল্য সূত্রম্। যেরূপ ধান্য তুষশূন্য না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাতে অবঘাত কর্ত্তব্য, সেইরূপ, যতদিন ব্রহ্মভক্তি দৃঢ় না হয়, ততদিন চিত্ত-মালিন্য ক্ষালন জন্য, জ্ঞানাদির অনুষ্ঠানে যত্ন হইবে। যাহা দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান হয়, তাহাকে বুদ্ধি কহে। বুদ্ধি (সকাম) যত্নসাধ্য না হইলেও, শ্রবণমননিদিধ্যাসনাদিই তাহার কারণ।

কার্য্য করিতে হইয়াছিল। পুণ্যশ্লোক ধ্রুব ও প্রহ্লাদের সরল বিশ্বাসকাহিনী এরূপ লোকবিশ্রুত যে, তাহার পুনর্ব্বর্ণন সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন। সরল বিশ্বাস হইতে ব্যাকুলতা ও একাগ্রতা পরম্পরা ক্রমে সমুত্থিত হয়। ঈশ্বরে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিলে, তাঁহাকে পাইবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল ও তৎপ্রতি চিত্ত একাগ্র হয়। বিষয়বাসনা ও কালের ভ্রূকুটী ঈদৃশ পবিত্র চিত্তে কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। চিত্তের ঈদৃশী অবস্থাই বিবেক পদবাচ্য। বিবেকী ব্যক্তি দেখিতে পান

একঃ প্রসূয়তে জন্তুরেক এব প্রলীয়তে।
একোঽনুভুঙ্‌ক্তে সুকৃতমেক এবচ দুষ্কৃতম্ ॥ ২১
অধর্ম্মোপচিতং বিত্তং হরন্ত্যন্যেঽল্পমেধসঃ।
সংভোগজনীয়াপদেশৈর্জলানীব জলৌকসঃ ॥ ২২
পুষ্ণাতি যানধর্ম্মেণ স্ববুদ্ধ্যাতমপণ্ডিতং।
তেঽকৃতার্থং প্রহিণ্বন্তি প্রাণারায়ঃ সুতাদয়ঃ ॥ ২৩
স্বয়ং কিল্বিষমাদায় তৈস্ত্যক্তোনার্থকোবিদঃ।
অসিদ্ধার্থো বিশত্যন্ধং স্বধর্ম্মবিমুখস্তমঃ ॥ ২৪

ভাগবত, ১০ স্কন্ধ, ৪৯ অধ্যায়।

জীব একাকী উৎপন্ন হয়, একাকী বিলয় পায় এবং একাকীই সুকৃতদুষ্কৃত ভোগ করিয়া থাকে। জন্ম, মরণ বা সুখদুঃখভোগে জীবনিচয়ের পরস্পর-সাহিত্য নাই। "আমরা পোষ্যবর্গ" এই ছল করিয়া, অন্যব্যক্তিগণ জলবাসী মীনের জীবনকল্প জলের ন্যায় মূঢ় পুরুষের প্রাণ তুল্য অধর্ম্মোপার্জ্জিত বিত্ত হরণ করে। অপিচ, মূঢ়জন "এ সমস্ত আমার আপনার" এতদভিমান প্রযুক্ত, প্রাণ, ধন, পুত্র, কলত্র, প্রভৃতি যে সকল বস্তুকে অধর্ম্ম সহকারে পোষণ করে, তাহারা হয় বিনাশ প্রাপ্ত হয়, নচেৎ, পোষণকারীর জীবদ্দশাতেই, তাহার ভোগ সম্পূর্ণ না হইতে হইতে, তাহাকে পরিত্যাগ করে। অসিদ্ধার্থ ও স্বধর্ম্মবিমুখ সেই মূঢ় ঐ সকল কর্তৃক এইরূপে পরিত্যক্ত হইয়া এবং স্বয়ং পাপমাত্রকে পাথেয়রূপে গ্রহণ করিয়া, অন্ধকারময় নরকে প্রবেশ করে।

অবিবেকী যে বস্তুকে অনিষ্ট বা ইষ্ট রূপে পরিকল্পনা করে, তাহাই বিবেকীর নিকট তদ্বিপরীত ভাবে ইষ্ট বা অনিষ্ট স্বরূপ প্রতিভাত হয়।

একস্মিন্নেব বৈ তেষামভ্যস্তে বিমলোদয়ে।
চত্বারোঽপি কিলাভ্যস্তা ভবন্তি সুধিয়াং বর ॥ ২১

ঐ, ঐ, ১৬শ সর্গ।

দারিদ্র্যক্লেশ, মরণ, দুঃখ প্রভৃতি বিষয়সন্নিপাত সাধুসঙ্গস্বরূপ ঔষধে সমূলে বিনষ্ট হয় সন্তোষ, সাধুসঙ্গ, বিচার এবং শম, এই কয়টীই মানবগণের ভবসিন্ধুতরণে উপায়। সন্তোষ পরম লাভ, সাধুসঙ্গ পরমগতি, বিচার পরম জ্ঞান এবং শম পরম সুখ। এই চারিটীই সংসারবিনাশনের বিমল উপায়। যাঁহারা এই চারিটীর অভ্যাস করেন, তাঁহারাই মোহজলময় ভবসাগর হইতে উত্তীর্ণ হন। হে সুধীবর! এই চারিটীর মধ্যে যদি বিমলপ্রকাশ একটী উপায়ও অভ্যস্ত হয়, তাহা হইলে, আবার চারিটীই অভ্যস্ত হইয়া থাকে।

ভক্তিযোগসাধক শাস্ত্রীয় পুরুষকারযোগে, যুগপৎ মনের সৌকুমার্য্য ও কঠোরত্ব বিধান করিবেন। * কারণ, যাহাতে ঈশ্বরবিশ্বাসপাদপ মনোভূমির রসাকর্ষণ করিয়া, চিরশ্রীবৃদ্ধিলাভ করিতে পারে, তজ্জন্য যেমন একদিকে মনকে কোমল ও সরস করা আবশ্যক, অন্যদিকে সেইরূপ, যাহাতে অবিদ্যা মনোভূমে আধিপত্য বিস্তার করিতে না পারে, তজ্জন্য, তাহাকে উষার ও কঠিন করা একান্ত কর্ত্তব্য। ঈশ্বরপ্রাপ্তিকল্পে, সাধক সুশীল বালকের ন্যায় সরল বিশ্বাসী হইবেন। পাঠশালা হইতে গৃহে আসিয়া, সুশীল বালক তাহার মাতাকে বলিল, মা, পাঠশালায় যাতায়াত করিবার সময়, আমি একাকী বনপথে বড় ভয় পাই। মাতা বলিলেন, ভয় কি বাবা! মধুসূদন বলে' তোমার দাদা আছেন। ভয় হ'লেই তুমি তাঁকে ডাক্‌বে এবং তিনি আস্‌বেন। পরদিন পাঠশালায় যাইতে, পথে ভয়োদ্রেক হইবামাত্র, বালক ব্যাকুল ভাবে বারম্বার দাদা মধুসূদন বলিয়া ডাকিতে লাগিল। বালকের প্রাণের ডাকে, মধুসূদন না আসিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি আসিয়া, বালকের সমভিব্যাহারী হইলেন এবং বালককে বনপার করিয়া দিলেন। বালকের পাঠশালা হইতে ফিরিবার সময়ও তাঁহার এইরূপ করিতে হইল। এমন কি, অনেক দিবস যাবৎ ভগবানের এই

* বুদ্ধি হেতু প্রবৃত্তিরাবিশুদ্ধেরবঘাতবৎ ॥ ২৭ ॥ শাণ্ডিল্য সূত্রম্। যেরূপ ধান্য তুষশূন্য না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাতে অবঘাত কর্ত্তব্য, সেইরূপ, যতদিন ব্রহ্মভক্তি দৃঢ় না হয়, ততদিন চিত্ত-মালিন্য ক্ষালন জন্য, জ্ঞানাদির অনুষ্ঠানে সযত্ন হইবে। যাহা দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান হয়, তাহাকে বুদ্ধি কহে। বুদ্ধি (সকাম) যত্নসাধ্য না হইলেও, শ্রবণমননিদিধ্যাসনাদিই তাহার কারণ।

কার্য্য করিতে হইয়াছিল। পুণ্যশ্লোক ধ্রুব ও প্রহলাদের সরল বিশ্বাসকাহিনী এরূপ লোকবিশ্রুত যে, তাহার পুনর্ব্বর্ণন সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন। সরল বিশ্বাস হইতে ব্যাকুলতা ও একাগ্রতা পরম্পরা ক্রমে সমুত্থিত হয়। ঈশ্বরে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিলে, তাঁহাকে পাইবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল ও তৎপ্রতি চিত্ত একাগ্র হয়। বিষয়বাসনা ও কালের ভ্রূকুটী ঈদৃশ পবিত্র চিত্তে কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। চিত্তের ঈদৃশী অবস্থাই বিবেক পদবাচ্য। বিবেকী ব্যক্তি দেখিতে পান

একঃ প্রসূয়তে জন্তুরেক এব প্রলীয়তে।
একোঽনুভুঙ্‌ক্তে সুকৃতমেক এবচ দুষ্কৃতম্॥ ২১
অধর্ম্মোপচিতং বিত্তং হরন্ত্যন্যেঽল্পমেধসঃ।
সংভোগজনীয়াপদেশৈর্জলানীব জলৌকসঃ॥ ২২
পুষ্ণাতি যানধর্ম্মেণ স্ববুদ্ধ্যাতমপণ্ডিতং।
তেঽকৃতার্থং প্রহিণ্বন্তি প্রাণারায়ঃ সুতাদয়ঃ॥ ২৩
স্বয়ং কিল্বিষমাদায় তৈস্ত্যক্তোনার্থকোবিদঃ।
অসিদ্ধার্থো বিশত্যন্ধং স্বধর্ম্মবিমুখস্তমঃ॥ ২৪

ভাগবত, ১০ স্কন্ধ, ৪৯ অধ্যায়।

জীব একাকী উৎপন্ন হয়, একাকী বিলয় পায় এবং একাকীই সুকৃতদুষ্কৃত ভোগ করিয়া থাকে। জন্ম, মরণ বা সুখদুঃখভোগে জীবনিচয়ের পরস্পর-সাহিত্য নাই। "আমরা পোষ্যবর্গ" এই ছল করিয়া, অন্যব্যক্তিগণ জলবাসী মীনের জীবনকল্প জলের ন্যায় মূঢ় পুরুষের প্রাণ তুল্য অধর্ম্মোপার্জ্জিত বিত্ত হরণ করে। অপিচ, মূঢ়জন "এ সমস্ত আমার আপনার" এতদভিমান প্রযুক্ত, প্রাণ, ধন, পুত্র, কলত্র, প্রভৃতি যে সকল বস্তুকে অধর্ম্ম সহকারে পোষণ করে, তাহারা হয় বিনাশ প্রাপ্ত হয়, নচেৎ, পোষণকারীর জীবদ্দশাতেই, তাহার ভোগ সম্পূর্ণ না হইতে হইতে, তাহাকে পরিত্যাগ করে। অসিদ্ধার্থ ও স্বধর্ম্মবিমুখ সেই মূঢ় ঐ সকল কর্ত্তৃক এইরূপে পরিত্যক্ত হইয়া এবং স্বয়ং পাপমাত্রকে পাথেয়রূপে গ্রহণ করিয়া, অন্ধকারময় নরকে প্রবেশ করে।

অবিবেকী যে বস্তুকে অনিষ্ট বা ইষ্ট রূপে পরিকল্পনা করে, তাহাই বিবেকীর নিকট তদ্বিপরীত ভাবে ইষ্ট বা অনিষ্ট স্বরূপ প্রতিভাত হয়।

সংসারজালাবদ্ধ মোহগ্রস্ত মানবকুল দারিদ্র্যবর্জ্জনাভিলাষী হইয়া, সতত ঐশ্বর্য্যান্বেষণে ব্যাপৃত থাকে। কিন্তু, বিবেকী ব্যক্তি দারিদ্র্যকে ভগবদ্‌-প্রাপ্তির উপায় ও ঐশ্বর্য্যকে তদন্তরায় বিবেচনা করেন। এজন্য, তিনি প্রথমকে বন্ধুরূপে বরণ করিয়া লন এবং কখন দ্বিতীয়ের সঙ্গলিপ্সু হন না। মনুষ্য ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া, ভগবান্‌কে বিস্মৃত হয়। দারিদ্র্যই উক্তরূপ মত্ততার প্রতিষেধক।

অসতঃ শ্রীমদান্ধস্য দারিদ্র্যং পরমঞ্জনং।
আত্মৌপম্যেন ভূতানি দরিদ্রঃ পরমীক্ষতে॥ ১১
যথা কণ্টকবিদ্ধাঙ্গোজন্তোনেচ্ছতি তাং ব্যথাং।
জীবসাম্যং গতোলিঙ্গৈর্ন তথাহবিদ্ধকণ্টকঃ॥ ১২
দরিদ্রো নিরহংস্তম্ভোমুক্তঃ সর্ব্বমদৈরিহ।
কৃচ্ছ্রং যদৃচ্ছয়াপ্নোতি তদ্ধিতস্য পরং তপঃ॥
নিত্যং ক্ষুৎক্ষাম দেহস্য দরিদ্রস্যান্নকাঙ্ক্ষিণঃ।
ইন্দ্রিয়াণ্যনুশুষ্যন্তি হিংসাপি বিনিবর্ত্ততে॥ ১৩
দরিদ্রস্যৈব যুজ্যন্তে সাধবঃ সমদর্শিনঃ।
সদ্ভিঃ ক্ষিণোতি তং তর্ষং তত আরাচ্চ সিধ্যতি॥ ১৪

ভাগবত, ১০স্কন্ধ, ১০ম অধ্যায়।

ধনমদান্ধ অসৎ লোক সকলের দারিদ্র্যই পরম অঞ্জন। কারণ, দরিদ্র ব্যক্তি স্বকীয় দৃষ্টান্তে অন্যকে দেখিয়া থাকে। যাহার অঙ্গে কণ্টক বিদ্ধ হইয়াছে, সে অন্য প্রাণীর কণ্টকবেধজন্য ব্যথা ইচ্ছা করেনা। কেননা, মুখম্লানতাদি চিহ্ন দ্বারা সে বুঝিতে পারে যে, সকল জীবেরই সুখদুঃখানুভব শক্তি আছে। কিন্তু, যাহার অঙ্গে কখন কণ্টক বিদ্ধ হয় নাই, সে কখন এরূপ সদিচ্ছা পোষণ করেনা। দারিদ্র্যযোগে মুক্তিও সাধিত হয়। যে ব্যক্তি দরিদ্র, তাহা হইতে অহঙ্কার রূপ গর্ব্ব বিনির্গত হইয়া যায় এবং সে সর্ব্বপ্রকার মদশূন্য হয়। সে যদৃচ্ছাক্রমে যে ক্লেশ প্রাপ্ত হয়, তাহাই তাহার পরমতপস্যা। অধিকন্তু, অন্নাকাঙ্ক্ষী দরিদ্র জনের দেহ নিত্য ক্ষুধায় ক্ষীণ হয় এবং তাহাতে তাহার ইন্দ্রিয় সকল অবিলম্বে শুষ্ক ও তাহার পরহিংসাবৃত্তি বিনিবৃত্ত হয়। অপিচ, সমদর্শী সাধুপুরুষবৃন্দ দরিদ্রসহই সঙ্গত হইয়া থাকেন। সাধুগণের সহবাসে দরিদ্রের তৃষ্ণাক্ষয় হয় এবং তজ্জন্য দরিদ্র ত্বরায় সিদ্ধিলাভ করে।

যাঁহারা ঈশ্বরসংকল্পানুসারে কার্য্যনির্ব্বাহ করেন, তাঁহারাই ঈশ্বরসেবক এবং ঈশ্বর তাঁহাদের প্রতি প্রীত হন। ভগবান্ তাঁহার ভক্তগণের ভক্তি-গৌরব প্রদর্শন জন্য, তাঁহাদিগকে দারিদ্র্যাগ্নিতে নিক্ষিপ্ত করেন। প্রকৃত ভক্ত দারিদ্র্যদাহে কিঞ্চিন্মাত্র বিচলিত হন না। প্রত্যুত, দারিদ্র্যপাবকে বিশোধিত হইয়া, তিনি ভগবৎক্রোড়ে স্থান প্রাপ্ত হন। বিষয়াসক্ত মানবগণ ঈশ্বরকে বিস্মৃত হইয়া, বিষয়কামনায় বরপ্রদ দেবতাগণের আরাধনা করে। ইহারা কখন ঈশ্বরসাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে না।

যস্যাহমনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ।
ততো২ধনং ত্যজন্ত্যস্য স্বজনা দুঃখদুঃখিতং ॥ ৫

স যদা বিতথোদ্যোগো নির্ব্বিণ্ণঃ স্যাদ্ধনেহয়া
মৎপরৈঃ কৃতমৈত্রস্য করিষ্যে মদনুগ্রহং ॥ ৬

তদ্ব্রহ্ম পরমং সূক্ষ্মং চিন্মাত্রং সদনন্তকং।
বিজ্ঞায়াত্মতয়া ধীরঃ সংসারাৎ পরিমুচ্যতে ॥ ৮

অতো মাং সুদুরারাধ্যং হিত্বান্যান্ ভজতে জনঃ।
ততস্ত আশুতোষেভ্যো লব্ধরাজ্যশ্রিয়োদ্ধতাঃ।
মত্তা প্রমত্তা বরদান্ বিস্মরন্ত্যবজানতে ॥ ৮

ভাগবত, ১০স্কন্ধ, ৮৮ অধ্যায়।

যৎপ্রতি আমি অনুগ্রহ প্রকাশ করি, আমি প্রথমে অল্পে অল্পে তাহার সকল ধন হরণ করিয়া লই এবং তাহার স্বজনগণও, স্বভাবতঃ, দুঃখক্লিষ্ট তাহাকে ক্রমশঃ পরিত্যাগ করে। সে যখন বন্ধুবর্গের আগ্রহে পুনর্ব্বার ধনোপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হইয়াও বিফলোদ্যোগ হয়, তখন সে মৎপর জনগণের সহিত মৈত্রীবন্ধন করে এবং এতৎকালে আমি তৎপ্রতি বিশিষ্টানুগ্রহ প্রদর্শন করি। তদনন্তর সেই ধীর ব্যক্তি চিন্মাত্র, সৎস্বরূপ, পরম সূক্ষ্ম, অনন্ত ব্রহ্মকে আত্মরূপে জানিয়া, সংসার হইতে পরিমুক্ত হয়। এজন্য, জন-সাধারণ সুদুরারাধ্য আমাকে পরিত্যাগ করিয়া, অন্যান্য বরদ দেবতাগণের ভজনা করে। আশুবরপ্রদ দেবতাগণের নিকট হইতে ধনরাজ্যাদির লাভ-নিবন্ধন উদ্ধত ও প্রমত্ত হইয়া, এই সকল দেবোপাসকগণ, অতঃপর, আমাকে বিস্মৃত হয় এবং আমার অবজ্ঞা করে।

অতএব, দারিদ্র্য আগত হইলে, ভক্তিযোগসাধক তাহাকে ঈশ্বরের শুভ দূত স্বরূপ গ্রহণ করিবেন। দারিদ্র্যের মধ্য দিয়াই ঈশ্বরে সাত্ত্বিকী ভক্তি সমর্পণ করা যায় এবং সাত্ত্বিকী ভক্তিই বিশুদ্ধা ভক্তি। সাত্ত্বিকী ভক্তি বিষয়বাসনাবিজড়িত নহে। ইহা অহৈতুকী। বিষয়কামনার বশবর্ত্তী হইয়া, রাজসিক ব্যক্তিগণ যক্ষরক্ষাদির এবং তামসিক মনুষ্যগণ ভূতপ্রেতাদির আরাধনা করিয়া থাকে। ইহারা মলিন ভক্তিসম্পন্ন এবং লোকসমক্ষে আড়ম্বর সহকারে ভক্তি বিজ্ঞাপিত করে। ভগবান্ ইহাদের প্রতি চিরবিমুখ থাকেন। কিন্তু, তিনি আড়ম্বরবিহীন দরিদ্র ভক্তের প্রীতি-উপহার পরম সমাদরে গ্রহণ করেন। যাঁহা হইতে ঐশ্বর্য্যময় জগৎ সমুদ্ভূত হইয়াছে, তাঁহার যে ঐশ্বর্য্যের অভাব নাই, তাহা স্বতঃসিদ্ধ।* তথাপি, তিনি ঐশ্বর্য্যানুরাগী নহেন। যাহারা ঐশ্বর্য্যবান্ উপঢৌকনযোগে ভগবান্‌কে প্রীত করিয়া, অধিকতর ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তির কামনা করে, তাহারা আত্মবঞ্চক ও মূঢ়। যদি বহিঃপূজার কিঞ্চিন্মাত্র উপকরণও সংগৃহীত না হয়, সাধক অন্তরেই ঈশ্বরের অর্চ্চন নিষ্পন্ন করিবেন।†

গন্ধংদদ্যান্ মহীতত্ত্বং পুষ্পমাকাশমেবচ।
ধূপং দদ্যাদ্বায়ু তত্ত্বং দীপং তেজঃ সমর্পয়েৎ।
নৈবেদ্যং তোয়তত্ত্বেন প্রদদ্যাৎ পরমাত্মনে॥ ৫২

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র, ৩য় উল্লাস।

পূর্ণস্যাবাহনং কুত্র সর্ব্বাধারস্য চাসনম্।
স্বচ্ছস্য পাদ্যমর্ঘ্যঞ্চ শুদ্ধস্যাচমনংকুতঃ॥
নির্ম্মলস্য কুতঃস্নানং বস্ত্রং বিশ্বোদরস্য চ।
নিরালম্বস্যোপবীতং পুষ্পং নির্ব্বাসনস্য চ॥
নির্লেপস্য কুতো গন্ধো রম্যস্যাভরণং কুতঃ।
নিত্যতৃপ্তস্য নৈবেদ্যং তাম্বূলঞ্চ কুতোবিভোঃ॥

---

* ঐশ্বর্য্যং তথেতি চেন্ন স্বাভাব্যাৎ॥ ৩৪॥ শাণ্ডিল্যসূত্রম্। আত্মার ক্লেশাদি নাই বলিয়া যে তাঁহার ঐশ্বর্য্যকর্তৃত্বাদিও নাই, এমন নহে। ঐশ্বর্য্যকর্তৃত্বাদি পরমেশ্বরের স্বভাব এবং কদাচ তাহার অন্যথা হয় না, ইহা প্রসিদ্ধ আছে।

† সুকৃতজত্বাৎপরহেতুভাবাচ্চ ক্রিয়াসু শ্রেয়স্যঃ॥ ৭১॥ শাণ্ডিল্য সূত্রম্। পত্রপুষ্পপ্রদান, পূজা ইত্যাদি অপেক্ষা ভক্তিই শ্রেয়স্কর। কারণ ভগবদ্ভক্তিই পরম ভক্তি প্রদান করে এবং ঐ ভক্তিও পূজাদি কার্য্যজন্য।

প্রদক্ষিণা হ্যনন্তস্য চাদ্বয়স্য কুতো নতিঃ।
বেদবাক্যৈরবেদ্যস্য কুতঃ স্তোত্রং বিধীয়তে॥
স্বয়ং প্রকাশমানস্য কুতো নীরাজনং বিভোঃ।
অন্তর্ব হিশ্চ পূর্ণস্য কথমুদ্বাসনং ভবেৎ॥
এবমেব পরাপূজা সর্ব্বাবস্থাসু সর্ব্বদা।
একবুদ্ধ্যাতু দেবেশে বিধেয়া ব্রহ্মবিত্তমৈঃ॥

শঙ্করাচার্য্য।

গুরুগৃহে শ্রীকৃষ্ণের সহপাঠী ব্রাহ্মণ শ্রীদাম ব্রহ্মচর্য্যানন্তর গার্হস্থ্যাশ্রমাবলম্বনে কৃতসংকল্প হইয়া, দারপরিগ্রহ করিলেন এবং ভার্য্যাসহ সুখে গৃহে বাস করিয়া, গার্হপত্য ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। শ্রীদামের ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যদ্বারা, তাঁহার সাধ্বী বনিতা যে অন্নাদি প্রস্তুত করিতেন, শ্রীদাম পরম পরিতোষ সহকারে তাহা ভোজন করিতেন। সতী রমণীর এইরূপ আনুকূল্যে, শ্রীদাম ঈশ্বরারাধনায় প্রভূত মনোনিয়োগ করিতে শক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু কালক্রমে, শ্রীদাম-গৃহিনীর অঙ্গকার্শ্য ও মুখশ্রীহীনতা তাঁহার অনশনকাতরতার সূচনা করিতে লাগিল। শ্রীদাম বুঝিতে পারিলেন, দৈনন্দিন যে খাদ্য সংগৃহীত হয়, তৎসমস্তই স্বামীকে দিয়া, তাঁহার পত্নী উপবাসে কালক্ষেপ করেন। শ্রীদাম দৈবপ্রসাদনজন্য, পুণ্য-দর্শন শ্রীকৃষ্ণের দর্শনাভিলাষী হইলেন। তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। বহুদিন পরে সতীর্থ বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইলে, তাঁহার জন্য কিছু উপায়ন লইয়া যাওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিয়া, শ্রীদাম তৎসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন এবং ভিক্ষাযোগে কিঞ্চিৎ পৃথুক তণ্ডুল বা চিপিটক আহরণ করিলেন। আহৃত পৃথুক স্বীয় মলিন বস্ত্রবিদিকে আবদ্ধ করিয়া, শ্রীদাম কৃষ্ণদর্শনে যাত্রা করিলেন। কিন্তু, কৃষ্ণসমীপে উপনীত হইয়া, শ্রীদাম তাঁহাকে পৃথুক উপায়ন প্রদান করিতে সাহসী হইলেন না। যদিও শ্রীকৃষ্ণ কংশবধানন্তর উগ্রসেনকে মথুরার রাজপদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, তথাপি কার্য্যতঃ, শ্রীকৃষ্ণই মথুরার রাজা ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য দর্শনে, শ্রীদাম তাঁহাকে উপায়ন স্বরূপ পৃথুক দিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ শ্রীদামকে অনুরাগ-ভরে অভ্যর্থনা করিলেন, স্বহস্তে তাঁহার পাদপ্রক্ষালন করিয়া দিলেন এবং অন্তঃপুর মধ্যে স্বীয় শয্যায় জীর্ণমলিনবেশধারী শ্রীদামকে উপবেশন করাইয়া, তৎপ্রতি আশ্বাস বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন :—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥ *

ইত্যুক্তোপি দ্বিজস্তস্মৈ ব্রীড়িতঃ পতয়েশ্রি ঃ।
পৃথুক প্রসৃতিং রাজন্ প্রাযচ্ছদবাঙ্মুখঃ॥ ৩

ভাগবত, ১০ স্কন্ধ, ৮১ অধ্যায়।

পত্র কি পুষ্প, ফল কি জল, যে যাহা ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে দান করে, সংযতাত্মা ব্যক্তির ভক্ত্যুপহৃত সেই দ্রব্য আমি সন্তোষসহকারে ভোজন করি। হে রাজন্! (পরিক্ষিৎ) শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইলেও, ব্রাহ্মণ লজ্জায় অধোমুখ হইয়া রহিলেন এবং পৃথুক তণ্ডুল উপায়ন প্রদান করিতে পারিলেন না। অতঃপর, ভগবান্ স্বয়ং "ইহা কি" বলিয়া, ব্রাহ্মণের চীরবন্ধন হইতে চিপিটক সকল গ্রহণ করিলেন। ভগবৎপ্রসাদে, শ্রীদাম ব্রাহ্মণ ইন্দ্রদুর্ল্লভ সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

শ্রীদামের নিষ্ঠা অত্যুচ্চস্থানীয়া হইলেও, তাহা ব্রজের রাখালবালক ও গোকুল-যোষিৎগণের ভক্তির ন্যায় সম্পূর্ণ অহৈতুকী ছিল না। ব্রজগোপাল ও গোপিনী-গণ কেবল শ্রীকৃষ্ণকেই চাহিত। তাহারা তাঁহার ঐশ্বর্য্যের সুবিধা গ্রহণ করিতে চাহিত না। শ্রীকৃষ্ণসঙ্গমে, শ্রীদামের মনে বৈধভাবে ঐশ্বর্য্যলাভ করিবার বাসনা লুক্কায়িত ছিল। এজন্য, তিনি উৎফুল্ল মনে শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্যবহার নিষ্পাদন করিতে পারেন নাই। শ্রীকৃষ্ণকে চিপিটক উপহার দিতে তাঁহার যে ভয় ও লজ্জা হইয়াছিল, তাহা মৃদু অভিমানমিশ্রিত। শ্রীকৃষ্ণের সখা হইয়া, আমি তাহাকে যে উপহার দিতে যাইতেছি, তাহা তাহার যোগ্য নহে, এই চিন্তাই শ্রীদামের মনে ভয় ও লজ্জা আনয়ন করিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের মহৎ ব্যক্তিত্ব অঙ্গীকার করিয়াও, শ্রীদাম তাহা হইতে স্বকীয় নিম্ন ব্যক্তিত্ব পৃথক্ রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু, যেমন

---

* গীতা, ৯ অঃ, ২৬ শ্লোক। অন্তরালে তু শেষাঃ স্যুরূপাস্ত্যাদৌ চ কাণ্ডত্বাৎ॥ ৫৮॥ শাণ্ডিল্যসূত্রম্। গীতা, ৯ অঃ, ১৩, ১৪, ১৫, ২২, ২৫, ২৬ ও ২৭ শ্লোকে, নামকথন কীর্ত্তন, ভক্তিপ্রদর্শনযত্ন, একাদশীর উপবাস প্রভৃতি দৃঢ়ব্রত, করশিরঃসংযোগাদি অপকর্ষবোধক ব্যাপার নমস্কার নিরূপিত হইয়াছে। জ্ঞানযজ্ঞও মুখ্য ও অমুখ্য ভেদে দ্বিবিধ। একত্বজ্ঞান মুখ্য ও পৃথক্ত্বজ্ঞান অমুখ্য। তন্মাত্রচিন্তাই ধ্যান ও স্মৃতি এবং পূজাই যাগ। আর পরমেশ্বরে বিহিত তিনবিদ্ধাদি কর্ম্মের অর্পণ সমর্পণ। পরস্পরের অঙ্গীভূত এসমস্তই ভগবদারাধনার অন্তর্গত এবং গৌণা ভক্তি।

দিবাভাগে খদ্যোতের জ্যোতিঃ পৃথক্‌রূপে প্রকাশ প্রাপ্ত না হইয়া, সূর্য্য-কিরণের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়, শ্রীকৃষ্ণের মহত্ত্বে পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া, শ্রীদামের চেষ্টাও সেইরূপ ফলপ্রসব করিতে পারে নাই।

তম্যাং তমোবন্নৈহারং খদ্যোতার্চ্চিরিবাহনি।
মহতীতরমায়ৈশ্বং নিহন্ত্যাত্মনি যুঞ্জতঃ॥ ৪১

ভাগবত, ১০ স্কন্ধ, ১৩ অধ্যায়।

তমিস্রারজনীতে হিমকণপ্রভব অন্ধকার যেমন পৃথক আবরণকারী না হইয়া, রাত্রির অন্ধকারেই বিলীন হয়, কিম্বা, খদ্যোতার্চ্চি যেমন দিবাভাগে পৃথক্ অনুভবযোগ্য না হইয়া, মিহির মরীচিতে প্রলীন হয়, সেইরূপ যে পুরুষ মহত্তর পুরুষে আত্মমায়া প্রয়োগ করেন, তৎপ্রযুক্ত সেই ইতর মায়া আপন সামর্থ্যের বিনাশকরণ ব্যতীত, অন্য কিছুই করিতে পারে না। ব্রজের রাখালবালক ও গোপাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণের অতুল মহত্ত্ব অবিদিত ছিল না। তথাপি, নদীসকল যেমন সাগরে আত্মনিমজ্জন করিতে ধাবিত হয়, তাহারাও সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণে আত্মবিসর্জ্জন করিতে সর্ব্বদা চেষ্টিত থাকিত। তাহাদের উত্তম, অধ্যবসায় ও একাগ্রতা যে কখন ভয়, লজ্জা বা অভিমানে পরিম্লান হইত না, গোচারণ, বস্ত্রহরণ, রাস প্রভৃতি লীলানিচয় তাহা বিশেষরূপে সপ্রমাণ করে।

ঈশ্বর অসীম এবং তাঁহার মহত্ত্ব অপরিমেয়। তত্তুলনায়, জীব তৃণ হইতেও হীন, কীটাণুকীট অপেক্ষাও ক্ষুদ্র। তথাপি, ঈশ্বর এরূপ ভক্তবৎসল যে, তিনি জৈবীভক্তির অধিগম্য হন। যিনি এই মহাসত্যের পর্য্যালোচনা ও উপলব্ধি করেন, তাঁহার কি আর অভিমান থাকিতে পারে? তিনি অহঙ্কার-শূন্য হইয়া এবং লোকমত, সমাজবন্ধন, প্রভৃতিকে উপেক্ষা করিয়া, অনন্তে-মনঃসংযোগ করেন। বিটপী যেমন অকৃতজ্ঞ প্রাণীর অত্যাচার সহন করে, ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তিও, সেইরূপ, মানবের পরুষব্যবহার নীরবে সহ্য করেন। যিনি অন্তর্যামী, তাঁহাতে গাঢ় অনুরাগ জন্মিলে, অবিদ্যাকল্পিত লজ্জা, ভয়, দ্বেষ, প্রভৃতি মোহপর্ব্ব স্বতঃই অন্তর্হিত হইয়া যায়। ঈশ্বরসেবক স্বয়ং অমানী হইলেও, ভগবান্ তাঁহাকে মানদ করেন। কারণ, যাঁহারা ঈশ্বর-সেবকের সেবা করেন, ভগবান্ তাঁহাদের প্রতি প্রীত হন। এজন্য কথিত

হইয়াছে, তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুণা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ * সদা হরিঃ॥

ভগবান্‌কে ভালবাসায় ভক্তের কর্ত্তব্যতা পরিসমাপ্ত হয়। ভালবাসার বিনিময়ে, ভক্ত ভগবানের নিকট ঐহিক কোন পদার্থের প্রত্যাশা বা প্রার্থনা করিবেন না † এবং তাহা করিবার সাংসারিক প্রয়োজনীয়তাও নাই। ভগবান্ দয়ালু ও ন্যায়বান্। তিনি স্বতঃই ভক্তনিকরের যোগ্যতানুযায়ী তাহাদের মঙ্গলবিধান করিয়া, তাহাদিগকে পুরস্কৃত করেন। ‡ ভগবানের প্রতি সিদ্ধের ব্যবহারদৃষ্টান্ত সাধকের সম্পূর্ণ অনুকরণ করা কর্ত্তব্য নহে। ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হওয়ার পর, আদর বশতঃ, তৎপ্রতি ঔদ্ধত্যাদি প্রকাশ করিলেও, ভগবান্ তাহাতে অপরাধ গ্রহণ করেন না। সখাভাবে অর্জ্জুন, বাল্যসহচর ভাবে রাখাল বালকদল এবং প্রণয়িনী ভাবে শ্রীরাধা ও অন্যান্য অঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সময়ে সময়ে যে অবহেলন ও মান প্রয়োগ করিতেন, শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে বিরক্ত না হইয়া, বরং, সন্তুষ্ট হইতেন। সন্তানবৎসল পিতামাতা যেমন, স্নেহ প্রযুক্ত, তনয়কে সর্ব্বদাই অপ্রাপ্তবয়স্ক ও লালনীয় বিবেচনা করেন, বসুদেব, নন্দ, দৈবকী ও যশোদাও শ্রীকৃষ্ণকে সেইরূপ করিতেন এবং শ্রীকৃষ্ণও তাহাতে পরম প্রীত হইতেন। সূর্য্যগ্রহণোপলক্ষে কুরুক্ষেত্র তীর্থে নৃপতি ও ঋষিবৃন্দের সমাগম হইলে, বসুদেব মুনিগণকে যেরূপে কর্ম্ম-বন্ধনের মোচন হয়, তাহার উপদেশ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তাহাতে নারদ হাস্য করিয়া বলিয়াছিলেন :—

সন্নিকর্ষোহি মর্ত্ত্যানামনাদরণকারণং।
গাঙ্গং হিত্বা যথান্যাম্ভস্তত্রত্যো যাতি শুদ্ধয়ে॥ ২৪

ভাগবত, ১০ স্কন্ধ, ৮৪ অধ্যায়।

---

* রাগার্থ প্রকীর্ত্তিসাহচর্য্যাচ্চেতরেষাম্ ॥ ৫৭ ॥ শাণ্ডিল্যসূত্রম্। গীতার ১১ অধ্যায়ের ৩৬ শ্লোকে ভগবৎ কীর্ত্তনের সাক্ষাৎ অনুরাগজনকত্ব উক্ত হইয়াছে। সুতরাং তন্নামশ্রবণাদিও ভক্তির অনুকূল। ভক্তিজনক ভগবৎকীর্ত্তনের সহচর নামশ্রবনাদিও ভক্তি জন্মায়।

† অবন্ধোঽর্পণস্য মুখম্ ॥ ৬৪ ॥ শাণ্ডিল্যসূত্রম্। কোন ফলের ইচ্ছা না করিয়া, ভগবদ্বিষয়ে শুভাশুভ কর্ম্মের অর্পণই ভক্তির সূচক।

‡ স্বয়মর্পিতং গ্রাহ্যমবিশেষাৎ ॥ ৬৮ ॥ শাণ্ডিল্যসূত্রম্। ভগবানের অর্চ্চনায় যে সকল নৈবেদ্যনির্ম্মাল্যাদি প্রদান করা যায়, ভগবদ্ভক্তগণ তৎসমস্ত অবিশেষরূপে গ্রহণ করিবেন। এই সমস্ত নৈবেদ্যসেবন ও নির্ম্মাল্যধারণ করিলে, কার্য সিদ্ধি হয়। ভক্তগণ কদাচ লৌকিক প্রতিপত্তিলাভার্থ এ সকল গ্রহণ করিবেন না। কেবল [illegible] শঠতা ত্যাগ করাই যুক্ত।

সন্নিকর্ষই মানবগণের অনাদরের কারণ (Familiarity breaths contempt), যেমন গঙ্গাতীরবাসী গঙ্গাজল পরিত্যাগ করিয়া, বিশুদ্ধিজন্য, অন্য-জলোদ্দেশে গমন করে। কিন্তু, ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে, কল্পনাসূত্রে তৎপ্রতি ঔপেক্ষিক ব্যবহার প্রদর্শন করিতে গেলে, তাহা হইতে ভীষণ অপরাধ * সমুত্থিত হইতে পারে। সুতরাং, সাধনপথবর্ত্তী ভক্তের অতদূর সাহসী হওয়া উচিত নহে। প্রথমে সিদ্ধের ন্যায় ব্যবহার করিবার চেষ্টা না করিয়া, যাহাতে সিদ্ধিলাভ করা যায়, তচ্চিন্তা করাই সাধকের পক্ষে বিধেয়। ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হওয়া অল্পতপস্যাসাধ্য নহে। বিশেষতঃ, যাঁহারা অবতাররূপে নরমূর্ত্তিতে ভগবান্‌কে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করেন, কত জন্মের তপস্যাবলে যে তাঁহাদের সেরূপ ভাগ্যোদয় হয়, তাহা নির্ণয় করা অসাধ্য। তবে, ভগবান্ যে যে ভাবে সিদ্ধগণের প্রতি অনুগ্রহবিতরণ করিয়াছেন, তদু-দাহরণে ভগবদারাধনায় বিভিন্ন প্রণালী বিভাবন করা দুঃসাধ্য নহে। ভগবান্‌কে সখারূপে পাইবার জন্য অর্জ্জুন ও রাখালবালকগণ, তাঁহাকে পতিরূপে পাইবার জন্য ব্রজগোপিকাগণ এবং তাঁহাকে পুত্ররূপে পাইবার জন্য বসুদেব, নন্দ, দৈবকী ও যশোদা যে জন্মজন্মান্তর ভগবানের আরাধনা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের আনুক্রমিক সিদ্ধিলাভে সূচিত হয়।

৩। ভক্তিডোরে ভগবানে চিত্তবন্ধন করিতে হইলে, ভাবসন্ধির মনোনয়ন করা আবশ্যক। ভগবান্ অনৈমিত্তিক শ্রদ্ধা † বা পরম অনুরাগের পাত্র। সংসারে বিভিন্ন ভাবে শ্রদ্ধা বা অনুরাগভাজনগণের প্রতি ভক্তি বা প্রেম প্রদর্শন করা হয়। একই বস্তু অজ্ঞানাবচ্ছিন্ন হইয়া, প্রথমে সম্পর্করূপ আধার ও অনুরাগরূপ আধেয়ে বিভক্ত হইয়াছে। পরে এই দুই প্রধান বিভাগের প্রত্যেকেই, আবার, অজ্ঞানের বিবিধ উপাধিমণ্ডিত হইয়া, বহু ক্ষুদ্র বিভাগ প্রাপ্ত হইয়াছে। একই ব্রহ্ম পিতা,

* নিমিত্তগুণাব্যপেক্ষণাদপরাধেষু ব্যবস্থা ॥ ৬৯ ॥ শাণ্ডিল্যসূত্রম্। বরাহপুরাণে দ্বাত্রিংশৎ অপরাধ ও তাহাদের প্রায়শ্চিত্ত বিবৃত আছে। এ সমস্ত অপরাধই পূজাবিষয়ক। সুতরাং ভগবদারাধনার ব্যবস্থা স্থির রাখিয়া তাঁহার পূজা ও বিবেচনাপূর্ব্বক অপরাধ গণনা করা কর্ত্তব্য।

† নৈব শ্রদ্ধা সাধারণ্যাৎ ॥ ২৪ ॥ শাণ্ডিল্যসূত্রম্। শ্রদ্ধা পরাভক্তির স্বরূপ হইতে পারেনা। শ্রদ্ধা কর্ম্মমাত্রেরই অঙ্গ এবং যাহা সাধারণ ধর্ম্মরূপে গণনীয়, তাহা কদাচ ঈশ্বর ভক্তি নহে।

মাতা, পুত্র, ভ্রাতা, কলত্র, দুহিতা, জ্ঞাতি, সখা, গুরু, শিষ্য, প্রভু, ভৃত্য, রাজা, প্রজা, প্রভৃতি সম্পর্কে এবং শ্রদ্ধা, বাৎসল্য, স্নেহ, প্রণয়, বিনয়, সৌজন্য, প্রভৃতি অনুরাগে বিরাজ করিতেছেন। কিন্তু, অজ্ঞানমুক্ত হইতে না পারিলে, সূক্ষ্মদর্শী হওয়া যায় না। অজ্ঞানপ্রভাবে ভেদজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া, জীব সম্পর্ক ও তৎসংশ্লিষ্ট অনুরাগে আবদ্ধ থাকে। সুতরাং, অজ্ঞানের মধ্য দিয়া ঈশ্বরে ভক্তি বা অনুরাগ স্থাপন করিতে গেলে, সাংসারিক আদর্শগ্রহণ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। একই অনুরাগ পিতৃমাতৃহৃদয়ে সন্তানবাৎসল্য, সন্তানহৃদয়ে পিতৃমাতৃভক্তি, গুরুজনের অন্তঃকরণে লঘুজনস্নেহ, লঘুজনান্তঃকরণে গুরুশ্রদ্ধা, জায়াপতির হৃদয়ে দাম্পত্যপ্রেম, সুহৃদযুগলের অন্তঃকরণে পারস্পরিক প্রণয় প্রভৃতি বিভিন্নরূপ ধারণ করিয়া, স্থূলভাবে সৃষ্টি রক্ষা করিতেছে এবং ভিন্নরুচিসম্পন্ন মানবগণ স্ব স্ব প্রকৃতিসম্মত ভাবে তাহাদের যে কোনটীকে দৃঢ়াবলম্বন করিয়া, আনন্দস্বরূপ ভগবানকে লাভ করিতে পারে। ইহা যে কেবল সম্পর্ক ও সম্পর্কানুরাগসম্বন্ধিনী ঐশী ব্যবস্থায় সূচিত হয়, তাহা নহে; পরন্ত ঈশ্বর স্বয়ং ভূমণ্ডলে অবতরণ ও জীবরূপে ভক্তমনোরথ পূরণ করিয়া, বিশেষরূপে ইহার প্রকটন করিয়াছেন। ভগবানের বিভিন্ন আবতারিক লীলায় ইহা সুব্যক্ত হইয়াছে যে, ভগবদ্ভক্তগণ স্ব স্ব মনঃপুত ভাবে ঈশ্বরের আরাধনা করিয়া, তাঁহাকে পিতৃ, মাতৃ, প্রভু, সখা, পতি, সন্তান প্রভৃতি রূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন। অজ্ঞানাচ্ছন্নতায়, জীবে সম্পর্কানুযায়ী ভাব বিশেষের জাগরণ ও অন্যান্য ভাবের স্বপন হয়। সন্তানের প্রতি পিতার বাৎসল্য ভাব অভিব্যক্ত হয় এবং সখ্যাদি ভাব লুপ্ত থাকে। কিন্তু, ঈশ্বরে অজ্ঞানের আবরণ নাই। মানবনিহিত যাবতীয় বিশুদ্ধ ভাবই তাঁহাতে সর্ব্বক্ষণ জাগরূক আছে এবং মনুষ্য যদৃচ্ছাক্রমে তাহার যে কোনটীর সুবিধা গ্রহণ করিতে পারে। অতএব, যে ভক্তের যে সাংসারিক সম্পর্কে পবিত্রানুরাগপ্রাবল্য আছে, তিনি তদ্বৎ ঈশ্বরে আরোপিত করিয়া, নিবিষ্টমনে তাঁহার ধ্যানার্চ্চনা করিবেন। ব্যক্তিগত রুচিসাপেক্ষ বিষয়ে কোন বিধি নির্দ্দেশ করা অসম্ভব। তবে, মানবগণনাঙ্ক সম্পর্ক ও সম্পর্কানুরাগ, উভয়েরই গুরুত্ব, লঘুত্ব ও সমতা বিভাবিত হয়। পিতা, মাতা, স্বামী, প্রভু প্রভৃতি সম্পর্ক উচ্চ, স্ত্রী, সন্তান, ভৃত্য প্রভৃতি সম্পর্ক নিম্ন এবং মিত্র সম্পর্ক সমান কথিত হইয়া থাকে। পিতা, মাতা, স্বামী, প্রভু প্রভৃতির প্রতি অনুরাগ শ্রদ্ধা বা ভক্তি, সন্তান ভৃত্যাদির প্রতি অনুরাগ স্নেহ বা বাৎসল্য এবং বান্ধবানুরাগ প্রণয় নামে অভিহিত হয়। স্বামী একাধারে স্ত্রীর গুরু ও সখা;

এজন্য জায়াপতির পারস্পরিক অনুরাগ দাম্পত্য প্রেম আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। যেহেতু, ঈশ্বরের মহত্ত্ব-সর্ব্ববাদীসম্মত, সুতরাং তাঁহাতে উচ্চ সম্পর্কের আরোপ করিয়া, উচ্চানুরাগ স্থাপন করাই প্রথম কল্প। মৈত্রী সম্বন্ধে, মিত্রদ্বয়ের অবস্থান সমান বলিয়া, মিত্র মিত্রের নিকট হৃদয়ের দ্বারোদ্‌ঘাটন করিতে পারেন। ঈশ্বরকে পরম মিত্র জ্ঞান করিয়া, তাঁহার নিকট অন্তরের কথা নিবেদন করাও উৎকৃষ্ট বিধি। রমণীগণের পক্ষে, ঈশ্বরকে স্বামী বিবেচনা করিয়া, তাঁহার আরাধনা করা সুপ্রশস্ত। বস্তুতঃ, অধিকাংশ স্থলে ঈশ্বর পিতৃ, মাতৃ, প্রভু, স্বামী ও মিত্র ভাবে গৃহীত ও আরাধিত হইয়াছেন ও হইতেছেন। অতএব, দেখা যাইতেছে, সাধারণতঃ, সন্তানভাব, দাসভাব, পত্নীভাব ও সখ্য ভাবই নরনারী ভক্তকর্ত্তৃক অবলম্বিত হয়।

সন্তান ভাব। সন্তান ভাবে ঈশ্বরকে পিতা বা মাতা বলিয়া বিভাবন করিতে হইবে। ভাষায় যে লিঙ্গব্যবহার আছে, ঈশ্বরসম্বন্ধে সর্ব্বসময়ে তাহা প্রযোজ্য হইতে পারে না। কেননা, ভগবান ভাষাসীমার অন্তর্ভুক্ত নহেন; তিনি তদতীত। বস্তুতঃ, ঈশ্বর ও ঐশী শক্তি অভিন্ন। দাহিকা শক্তিকে অগ্নি হইতে পৃথকরূপে প্রত্যক্ষ করা যায় না। শক্ত ও শক্তির পৃথক সত্তা নাই। এজন্য ব্যাকরণ ও ন্যায়ের সমানয়নে, তিন লিঙ্গেই ঈশ্বরের নাম প্রযুক্ত হইয়া থাকে। "ব্রহ্মচিতিরীশ্বরশ্চ"—ব্রহ্ম ক্লীবলিঙ্গ, চিতি স্ত্রীলিঙ্গ এবং ঈশ্বর পুংলিঙ্গ।

ঈশ্বর পিতা। ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় চেতন পদার্থ তাঁহার সন্তান। বিশ্বাতত নয়নে তিনি তাঁহার সন্তানগণের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া আছেন। অসংখ্য অগণ্য সন্তানের কেহই তাঁহার দৃষ্টিবহির্ভূত নহে। মেঘ, কুজ্ঝটিকাদি আবরণ কিম্বা নিশার ঘনান্ধকার তাঁহার দৃষ্টিরোধ করিতে পারে না। নিদ্রা, ব্যাধি কি আলস্য তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইতে পারে না। তিনি সর্ব্বসময়ে জাগরূক, সুস্থ ও সচেতন। তাঁহার সন্তানগণ সকলেই ক্রীড়াশীল এবং সংসারক্ষেত্র তাহাদের ক্রীড়াভূমি। কিন্তু, যাহারা তাঁহাকে ভুলিয়া, কিম্বা, তিনি দেখিতে পাইতেছেন না বিবেচনা করিয়া, কুক্রীড়ায় মত্ত হয়, তাহারা বিবিধপ্রকার যন্ত্রণানুভব করে। পক্ষান্তরে, যাহারা তাঁহার অভিমত ক্রীড়ায় রত হয়, তাহারা শান্ত ও সুখ ভোগ করে। অধিকন্তু, যাহারা তাঁহার একান্ত বাধ্য, তিনি তাহাদের হস্ত ধারণ করেন এবং কোন প্রকারে তাহাদের পদস্খলন হয় না।

হে দয়ালু * ন্যায়বান্ পিতঃ! আমার অত্যন্ত অনুতাপ উপস্থিত হইয়াছে এবং আমি নিরতিশয় ভীত হইয়াছি। পদে পদে তোমার অবাধ্যতাচরণ করিয়া, আমি ভীষণ পাপপঙ্কে এরূপ নিমজ্জিত হইয়াছি যে, এক্ষণে তোমার কৃপা ভিন্ন আমার উদ্ধারপ্রাপ্তির উপায়ান্তর নাই। সন্তান যতই দুঃশীল হউক না কেন, সে অনুতপ্ত হইলে, তুমি তৎপ্রতি অনুকম্পা প্রদর্শনে বিমুখ হও না। তোমার এই মহিমাই আমাকে তোমার শরণগ্রহণে প্রণোদিত করিতেছে। নতুবা, আমার নিজ অধিকার এক্ষণে কিছুই নাই। যেহেতু, স্বকর্ম্মদোষে আমি তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিচ্যুত হইয়াছি। অন্তর্য্যামিন্! তুমি আমার মর্ম্মস্থল দেখিতে পাইতেছ। আমি উহা সম্যকরূপে তোমার কর্ত্তৃত্বাধীনে স্থাপিত করিলাম। যদি উহাতে এখনও অনার্জ্জব ও আবিল্য থাকে, তুমি উহার সারল্য ও শুদ্ধি বিধান কর। আমি তোমাতে নির্ব্বিশেষ আত্মসমর্পণ করিলাম এবং তুমি আমাকে ক্ষমা কর। এখন হইতে আমি আর কখন অন্যায়াচরণ করিব না। এই বলিয়া সন্তানভাবাবলম্বী ভক্ত মানস-করে পিতা ঈশ্বরের পা জড়াইয়া ধরিবেন। সন্তান ত সহস্র দোষ করিয়াই থাকে। কিন্তু যদি সে বিশুদ্ধ ভক্তিভরে একবার গিয়া পিতৃচরণে নিপতিত হয়, পিতা তাহাকে ক্ষমা না করিয়া থাকিতে পারেন না। পিতার আশীর্ব্বাদে সন্তানের সমস্ত পাপ বিদূরিত ও যাবতীয় অশুভ খণ্ডিত হয়।

দুখের দহনে পিতঃ! আমি জেনেছি এখন
তোমার অবাধ্য হ'লে, ঘটে বিপত্তি কেমন।
মোহের কণ্টক বন আঁধার বিশাল ঘন,
বাহিরের দৃশ্য যার পত্রপুষ্পে সুশোভন।
বিলাসের ছলনায় কেন বা পশিনু তায়?
সর্ব্বাঙ্গে কণ্টকবেধে এবে যায় যে জীবন।
সাধিতে সন্তানহিত আছ সদা অবহিত;
তথাপি তোমারে ভুলি, মোরা কৃতঘ্ন এমন।

---

* মুখ্যং তস্য হি কারুণ্যম্। ৪৯। শাণ্ডিল্যসূত্রম্। কোন প্রয়োজন না থাকাতেও, ঈশ্বর যে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন, কারুণ্যই তাহার কারণ। যাঁহারা কোন ইষ্টসিদ্ধির বাসনা না করিয়া, পরদুঃখবিদূরণার্থ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারাই প্রকৃত করুণাময়।

অজ্ঞান প্রতীত আছে অসীম, জীবের কাছে,
অসংখ্য প্রকারে বদ্ধ করে জীবে সে যখন।
হইয়া অল্পজ্ঞ প্রাণী, স্বরূপ না তার জানি,
আপনিই পরে জীব তার বিকট বন্ধন।
নির্ব্বিকার সরবজ্ঞ অজ্ঞানস্বরূপাভিজ্ঞ
তুমিই করিতে পার তার বন্ধন মোচন।
অজ্ঞানগরলজ্বর তোমার চরণধর
যদি হয়, পায় সদ্যঃ দিব্য শান্তি সেই জন।
অধম অনন্তগতি হইয়া তাপিত অতি
অভয় ওপদে তাই আমি লইনু শরণ।
ক্ষম অপরাধ তাত! করি শত প্রণিপাত,
অবিদ্যায় আর যেন মোর না হয় পতন।

ঈশ্বর মাতা। ঈশ্বরকে পিতৃরূপে বিচিন্তন করা অপেক্ষা, তাঁহাকে মাতৃরূপে গ্রহণ করা অধিকতর মনোরম। পিতা অপেক্ষাও মাতা সন্তানের উৎপীড়ন অধিক পরিমাণে সহ্য করেন। মাতার প্রতি সন্তানের যত নির্ব্বন্ধ চলে, পিতার প্রতি তত চলে না। সুতরাং, ঈশ্বরকে মাতা জ্ঞান করিলে, তাঁহাকে নিঃসঙ্কোচে ডাকিতে পারা যায়। সদাশিব পরমেশ্বরীকে কহিতেছেন :—

ত্বং পরা প্রকৃতিঃ সাক্ষাৎ ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ।
ত্বত্তোজাতং জগৎসর্ব্বং ত্বং জগজ্জননী শিবে॥ ১০
মহদাদ্যণুপর্য্যন্তং যদেতৎ সচরাচরম্।
ত্বয়ৈবোৎপাদিতং ভদ্রে ত্বদধীনমিদং জগৎ॥ ১১
ত্বমাদ্যা সর্ব্ববিদ্যানামস্মাকমপি জন্মভূঃ।
ত্বং জানাসি জগৎসর্ব্বং ন ত্বাং জানাতিকশ্চন॥ ১২
ত্বং কালী তারিণী দুর্গা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ধূমাবতী ত্বং বগলা ভৈরবী ছিন্নমস্তকা॥ ১৩
ত্বমন্নপূর্ণা বাগ্দেবী ত্বং দেবী কমলালয়া।
সর্ব্বশক্তিস্বরূপা ত্বং সর্ব্বদেবময়ীতনুঃ॥ ১৪
ত্বমেব সূক্ষ্মা স্থূলা ত্বং ব্যক্তাব্যক্ত স্বরূপিনী।
নিরাকারাপি সাকারা কস্ত্বাং বেদিতুমর্হতি॥ ১৫

উপাসকানাং কার্য্যার্থং শ্রেয়সে জগতামপি।
দানবানাং বিনাশায় ধ্বংসে নানাবিধাস্তনুঃ ॥ ১৬
চতুর্ভুজা ত্বং দ্বিভুজা ষড়্ভুজাষ্টভুজা তথা।
ত্বমেব বিশ্বরক্ষার্থং নানাশস্ত্রাস্ত্রধারিণী ॥ ১৭

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র, চতুর্থোল্লাস।

যার এমন মা, তার ভাবনা কি? যেন তেন প্রকারেণ একবার গিয়ে মার কোলে পড়িতে পারিলেই হয়। তখনই সে ত্রাণ পাইবে, তখনই তার সমস্ত দুর্গতি নষ্ট হইবে। পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, মা সন্তানের হাতে চুষি দিয়ে, তাকে শুইয়ে রেখে, কার্য্যান্তরে গমন করেন। সন্তান রঙিন্ চুষিতে ভুলে গিয়ে, তাই নিয়ে খেলা করিতে ও স্বত্যক্ত মলমূত্র গায়ে মাখিতে থাকে। কিন্তু, যখন তার মার কোলে যাইবার একান্ত ইচ্ছা হয়, তখন সে চুষি ফেলিয়া ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করে। সন্তান ক্রন্দন করিলে, মাতা আর অন্য কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে পারেন না। তিনি শীঘ্র আসিয়া, তাহাকে গ্রহণ করেন এবং তাহার গাত্রের মলাদি মোচন করিয়া, তাহাকে ক্রোড়ে করেন ও স্তন্য পান করান। এই দৃশ্য আত্যন্তিক সাধারণ ও অনেকের প্রত্যক্ষীকৃত। কিন্তু, অসংখ্য স্থূলমাতৃকাগণ যে একই সূক্ষ্ম মাতার পবিত্রভাবে অনুপ্রাণিত, তাহা শ্রীরামকৃষ্ণ ও কতিপয় সাধক ব্যতীত, অপর কেহ বিশেষরূপে অনুধাবন করেন নাই। সংসারের বিবিধ ক্রীড়নকে যাঁহার বিরক্তি জন্মিয়াছে, সংসারের বিচিত্র ক্রীড়ানিচয়ে যিনি আর আসক্ত হইতে চান না, তাদৃশ সন্তানভাবাশ্রয়ী ভক্ত কেবল মা, মা বলিয়াই রোদন করিবেন। মা এসে যদি আবার খেল্না দিতে চান, তিনি কোন ক্রমেই তাহা গ্রহণ করিবেন না। মা যদি চলিয়া যাইবার উপক্রম করেন, তিনি তাঁহাকে বাহুদ্বারা বেষ্টন করিয়া ধরিবেন। মা যদি তিরস্কার বা প্রহার করেন, তথাপি তিনি নিরস্ত হইবেন না। মার উপর সন্তানের যে স্নেহের দাবি, তাহা অশেষ এবং সন্তান সনির্ব্বন্ধ হইলে, মাতা তাহার দাবি পূরণ করিতে বাধ্য হন।

আমি নই আটাসে ছেলে, ভয়ে ভুল্ব নাকো চোখ্ রাঙালে।
সম্পদ আমার ওরাঙাপদ, শিব ধরেন যা হৃদ্‌কমলে।
(ওমা) আমার বিষয় চাইতে গেলে, বিড়ম্বনা কতই ছলে।
শিবের দলিল সৈ মোহরের, রেখেছি হৃদয়ে তুলে।
এবার করব নালিশ নাথের আগে, ডিক্রী লব এক সওয়ালে।

জানাইব কেমন ছেলে, মোকদ্দমায় দাঁড়াইলে।
যখন গুরুদত্ত দস্তাবেজ, গুজরাইব মিছিল কালে।
মায়ে পোয়ে মোকদ্দমা, ধূম হবে রামপ্রসাদ বলে।
আমি ক্ষান্ত হব যখন আমায়, শান্ত ক'রে লবে কোলে।

দেখি মা কেমন করে' আমারে ছাড়া'য়ে যাবা।
ছেলের হাতের কলা নয় মা, ফাঁকি দিয়ে কেড়ে খাবা।
এমন ছাপান ছাপাইব, মাগো খোঁজে খোঁজে নাহি পাবা।
বৎস পাছে গাভী যেমন, তেমনি পাছে পাছে ধাবা।
প্রসাদ বলে ফাঁকি ঝুঁকি, মাগো দিতে পার পেলে হাবা।
আমায় যদি না তরাও মা, শিব হবে তোমার বাবা।

মন কর কি তত্ত্ব তাঁরে, ওরে উন্মত্ত আঁধার ঘরে।
সে যে ভাবের বিষয় ভাব ব্যতীত, অভাবে কি ধর্ত্তে পারে।
মন অগ্রে শশী বশীভূত, কর তোমার শক্তিসারে।
ওরে কোঠার ভিতর চোর কুঠরী, ভোর হ'লে সে লুকাবে রে।
ষড়্‌দর্শনে দর্শন পেলে না, আগম নিগম তন্ত্রসারে।
সে যে ভক্তি রসের রসিক, সদানন্দে বিরাজ করে পুরে।
সে ভাব লোভে পরম যোগী, যোগ করে যুগ যুগান্তরে।
হলে ভাবের উদয় লয় সে যেমন, লোহাকে চুম্বকে ধরে'।
প্রসাদ বলে মাতৃভাবে, আমি তত্ত্ব করি যাঁরে।
সেটা চাতরে কি ভাঙ্‌বো হাঁড়ি, বুঝরে মন ঠারে ঠোরে।

ওমা! ভেবেছ কি ভাব তব বুঝা বড় দায়?
এম্‌নি করে' কি চক্ষু বেঁধে রাখিবে সবায়?
হলেই বা পূর্ণজ্ঞানী, তোমারি সন্তান আমি
আর তুমি দিতে ফাঁকি নাহি পারিবে আমায়।
মায়াঘুমাবেশ ঘোরে ঘুমন্ত করিয়া মোরে
কোল থেকে শুয়াইয়া দেছ সংসার-দোলায়।

ঘুম না ভাঙিতে পারে, তাই আসি বারে বারে,
আশার চপল হাসি মোরে দোল দিয়ে যায়।
জেগে উঠে পাছে কাঁদি, তাই তুমি ছল ফাঁদি,
বেড়েছ আমায় ভাল সুতমিত খেলনায়।
দীর্ঘকাল নিদ্রা গিয়া, এবে বসে'ছি জাগিয়া,
আর ত পারি না আমি থাকিতে মা! এ শয্যায়।
খেলনা লাগেনা ভাল; গাত্রভরা পাপমল;
শুয়ে থেকে থেকে দেহ অবসন্ন বেদনায়।
এতকাল গেল চলে' আমারে না খেতে দিলে,
আকুল হয়েছি আমি ক্ষুধা আর পিপাসায়।
এখনো কিগো কঠিনা! পূরেনি তব বাসনা?
আনন্দ কি পাও তুমি সন্তানের যাতনায়?
জগদম্বে ও কুশলে! অপত্যকে লও কোলে,
তৃপ্ত কর তুমি মোরে তব পীযূষসুধায়।

দাস্য ভাব। ঈশ্বর প্রভু এবং ভক্ত তাঁহার দাস। প্রভুই ভৃত্যের পাতা ও রক্ষাকর্ত্তা। সুতরাং, যে ভক্ত ঈশ্বরসেবায় আত্মনিয়োগ করেন, তিনি জীবিকা-নির্ব্বাহচিন্তায় মগ্ন বা সংসারভয়ে ভীত হন না। ভগবান্ তাঁহাকে যে ভাবে রাখেন, তিনি সেই ভাবেই থাকেন। ঈশ্বরসেবাই তাঁহার একমাত্র কর্ত্তব্য এবং তদ্বিষয়ে শারীরিক ও মানসিক যত্নাভাব তাঁহার পক্ষে বিষম অপরাধ। কর্ম্মবীরা-গ্রগণ্য হনুমান্ * দাস্যভাবাবলম্বী ভক্তবৃন্দের শিরোভূষণ। ঈশ্বরের আজ্ঞা-

---

* তদর্থপ্রাণস্থানই হনুমানের ভাব ছিল। যাবৎ তবকথা লোকে বিচরিষ্যতি পাবনী। তাবৎ স্থাস্যামি মেদিন্যাং তবাজ্ঞামনুপালয়ন্॥ বাল্মীকীয়উত্তরকাণ্ড, সং ১০৭, শ্লোং ৩১। সম্মানবহুমান প্রীতিবিরহেতরবিচিকিৎসামহিমখ্যাতিতদর্থপ্রাণস্থান তদীয়তাসর্ব্বতদ্ভাবাপ্রাতিকূল্যা-দীনি চ স্মরণেভ্যো বাহুল্যাৎ॥ ৪৪। শাণ্ডিল্যসূত্রম্। সম্মান, বহুমান, প্রীতি, বিরহ, ইতর বিচিকিৎসা, মাহাত্ম্য, খ্যাতি, তদর্থপ্রাণস্থিতি, তদীয়ভাবসর্ব্বময়ত্বজ্ঞান, অপ্রাতিকূল্যাদিও সম্পূর্ণ-রূপে ভক্তির চিহ্ন।

সম্মানম্—যথার্জ্জুনস্য, প্রত্যুত্থানং তু কৃষ্ণস্য সর্ব্বাবস্থো ধনঞ্জয়ঃ। ন লঙ্ঘয়তি ধর্ম্মাত্মা ভক্ত্যা প্রেম্না চ সর্ব্বদা॥ ২৮২২॥ মহাভারত, দ্রোণপর্ব্ব। বহুমানঃ যথা ইক্ষ্বাকোঃ—পক্ষপাতের তন্নাম্নি মৃগেপদ্মে চ তাদৃশি। বভার মেঘে তদ্বর্ণে বহুমানমতিং নৃপ॥ ২২॥ নৃসিংহপুরাণ, ২৫ অঃ।

পালনই তাঁহার ঐহিক জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল এবং ঈশ্বরাদেশে তিনি যে কোন প্রাকৃতিক শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে পারিতেন। বস্তুতঃ, পরমেশ্বরের প্রিয় ভৃত্য কখন প্রতিকূল প্রাকৃতিক শক্তির অগ্রে অবনত হন না। ঈশ্বরাশীর্ব্বাদবর্ম্মে আবৃত হইয়া, তিনি অনল, সলিল, ঝঞ্চাবাত, অশনিপাত, সর্প, ব্যাঘ্র, সিংহ, মনুষ্য, দৈত্য, রাক্ষস, প্রভৃতির ভীষণ আক্রমণ নিরুদ্বেগে সহ্য করেন। তিনি দূরত্ব, ভারিত্ব, উচ্চতা, নিম্নতা, অন্তরাল, অন্ধকার, অবসাদ, আলস্য প্রভৃতি বিঘ্নরাজিকে অনায়াসে জয় করিতে শক্ত হন। হনুমানের বীরকীর্ত্তিমালা এ জগতে এরূপ সুপরিচিত যে এ স্থলে সে সকলের বর্ণন করিলে পুস্তকের আকার বৃদ্ধি ব্যতীত অন্য কোন প্রযোজন সিদ্ধ হইবে না। অনেক পবিত্রপ্রাণ ব্যক্তি ভক্তির উদ্বোধন কল্পে, ধ্যানমগ্ন বদ্ধাঞ্জলি মহাবীরের সৌম্য প্রতিকৃতির অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। যখন ভগবদ্‌ভৃত্যের সাংসারিক 'আমিত্ব' ভগবানে অন্তর্লীন হইয়া যায় এবং তাঁহার ব্যক্তিত্ব কেবল ঈশ্বরসেবায় অনুভবযোগ্য হয়, তখনই তাঁহার সাধন সম্পূর্ণ হয় ও তিনি সিদ্ধি লাভ করেন। এতদবস্থায় উপনীত হওয়াই সাধকের চরম পুরুষার্থ।

সর্ব্বলোকনিয়ন্তার দাসত্ব লইয়া,
প্রভুপদ ছাড়িতে না চাহে মোর হিয়া।
কাম, রাগ, ক্ষোভ, ভ্রম, মোহ, লোভ,
আমি দিয়াছি সকলে দূরে বিতাড়িয়া।
কপট নিষাদ যদি পাতে ফাঁদ,
তখনি সে ফাঁদে আমি ফেলিব টুটিয়া।

প্রীতির্যথা বিদুরস্য—যা প্রীতিঃ পুণ্ডরীকাক্ষ তবাগমন কারণাৎ। সা কিমাখ্যায়তে তুভ্যমন্তরাত্মাসি দেহিনাম্॥ ৩৮৪॥ মহাভারত, উদ্যোগ, ৮৮ অঃ। বিরহো যথা গোপীনাম্—গুরূণামগ্রতো বক্তুং কিং ব্রবীমি ননঃ ক্ষমম্। গুরবঃ কিং করিষ্যন্তি দগ্ধানাং বিরহাগ্নিনা॥ ২২॥ বিষ্ণুপুরাণ, ৫ অংশ, ১৮ অঃ। ইতরবিচিকিৎসা যথোপমন্যোঃ—অপি কীটঃ পতঙ্গো বা ভবেয়ং শঙ্করাজ্ঞয়া। নতু শক্র ত্বয়া দত্তং ত্রৈলোক্যমপি কাময়ে॥ ৭০৭৭॥ মহাভারত, অনুশাসন, ১৪ অঃ। মহিমবুদ্ধৌ যথা যমস্য—নরকে পচ্যমানস্তু যমেন পরিভাষিতঃ। কিং ত্বয়া নার্চিতো দেবঃ কেশবঃ ক্লেশনাশনঃ॥ ২১॥ নৃসিংহপুরাণ, ৮ অঃ। তদীয়তাভাবস্তু সর্ব্বভূতেষু তদ্ভাবো যথা—প্রহ্লাদস্য প্রসিদ্ধঃ। তস্মিন্নপ্রাতিকূল্যং যথা ভীষ্মস্য—এহ্যেহি দেবেশ জগন্নিবাস নমোঽস্তুতে শার্ঙ্গগদাসিপাণে। প্রসহ্য মাং পাতয় লোকনাথ রথাদুদগ্রাদ্ভুত শৌর্য্যসংখ্যে॥ ২৬০৪॥ মহাভারত, ভীষ্মপর্ব্ব, ৫৮ অঃ।

দেখাতে স্বমূর্ত্তি যদি আসে ভীতি,
ভয়কেই ভয় আমি দিব দেখাইয়া।
আলস্য, ব্যসন, অলীক স্বপন,
যাহা ছিল হৃদে সব ফেলেছি মুছিয়া।
দারিদ্র্যের ক্লান্তি, শরীরের শ্রান্তি,
প্রভুর স্মরণে যাব সকলি সহিয়া।
লোকপরিহাস, কালের বিত্রাস,
সে ত ফুৎকারে আমি দিব উড়াইয়া।
শত উৎপাত, সহস্র ব্যাঘাত,
আসিলে নাশিব সবে চরণে দলিয়া।
এক মোর লক্ষ্য- প্রভুর কটাক্ষ
বিভুর ইঙ্গিতে যাব করম সাধিয়া।
আমি যে অটল, অপ্রেরানর্গল
হয়েছি, বিভুর পদ নিয়ত সেবিয়া।

পত্নীভাব। ঐশ্বর্য্যে, সৌন্দর্য্যে, আচারে, বিনয়ে, বিদ্যায়, প্রতিষ্ঠায়, দানে, মানে, কুলে, শীলে, তাঁর চেয়ে বড় কেউ নাই। আমি ভাবনিকুঞ্জে তাঁকে দেখ্‌তে পেয়ে, স্বয়ম্বর নিয়মে তাঁর গলে বরমাল্য অর্পণ করেছি। ভক্তিসূত্রে শম, দম, শান্তি, শুদ্ধি প্রভৃতি ফুলযোগে, অতিগোপনে, সে মালা গেঁথেছিলাম। ভয় হয়েছিল, আমি অযোগ্যা, যদি তিনি মাল্যগ্রহণ না করেন। তা তিনি এমনি উদার যে, তাহার প্রত্যাখ্যান করেন নাই। তিনি আমার প্রতি এত অনুগ্রহ করেন যে, আমি তাহার সহস্রাংশের একাংশেরও উপযুক্তা নই বলিয়া, মনে মনে লজ্জিতা হই। কিন্তু, তিনি সকল সময়েই আমার মন জানিতে পারেন এবং আমার মন জানিয়া, তিনি আমাকে আরও বেশী আদর করেন। আমার ত্রুটী পদে পদে। কিন্তু, তিনি আমার কোন অপরাধ গ্রহণ করেন না। যতক্ষণ ধ্যান-কুঞ্জে তাঁর কাছে থাকি, ততক্ষণ খুব ভাল থাকি এবং অত্যন্ত আনন্দ পাই। তা হ'লে কি হয়? ঘাড়ে যে এক ভূত চেপে বসে' আছে, তার দৌরাত্ম্যে সেখানে বেশীক্ষণ তিষ্ঠে থাক্‌তে পারিনা। মোহভূত কেবল আমাকে খেলায় মাতায়! দশজনের মিলনে যে অভিনয়ক্রীড়ার পত্তন হইয়াছে, তাহাতে কেহ আমার পিতা, কেহ মাতা, কেহ ভ্রাতা, কেহ স্বামী, কেহ পুত্র, কেহ কন্যা, কেহ জামাতা, কেহ

বন্ধু, কেহ প্রতিবেশী সাজিয়া খেলা করে এবং আমিও আমার সাজে তাহাদের সহিত খেলা করি। মনে করা যায় বটে, খেলায় খুব আমোদ পাওয়া যাবে। কিন্তু, খেল্‌তে গিয়ে, আমোদের চেয়ে কষ্টই বেশী পেতে হয়। সাধ্যমত ভাল খেল্‌তে চেষ্টা করি; তবু আমার খেলার সঙ্গীরা আমার খেলা ভাল হয় না বলিয়া, আমাকে অশেষ গঞ্জনা দেয়। তখন, আপনার প্রতি ধিক্কার আসে, তাঁকে মনে পড়ে আর কান্না পায়। কেন তাঁকে ছেড়ে এলাম? তিনিত এমন নিষ্ঠুর নন্‌। তাঁর মূর্ত্তিখানি যেন আগাগোড়া দয়া ও লাবণ্য দিয়ে গড়া। অন্তরে জ্বলন্ত অনুতাপ বহন করিয়া, ক্লিষ্ট ও মন্থর গমনে, আবার তাঁর কাছে যাই। যাইবা মাত্র, তিনি পদ্মপলাশলোচনে আমার প্রতি প্রেমদৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। সে চাহনি এত করুণ, এত পবিত্র, এত মধুর যে, তাহাতেই আমার সকল জ্বালার নিবৃত্তি হব। তাঁর কোন দোষ নাই। আমি নিজ দোষেই বিচ্ছেদ ঘটাই। সে দিন কবে হবে, যে দিন আমার ঘাড় থেকে মোহ ভূত নেমে যাবে এবং খেল্‌বার প্রবৃত্তি আদৌ থাক্‌বেনা। সে দিন এলে, আমি আর ক্ষণেকের তরেও তাঁর কাছছাড়া হবনা এবং চিরসুখ ভোগ ক'র্‌ব।

বেশী ভাগ যদি নাথ! পূরাইলে বাসনা,
অবশেষ সাধ কেন পূরাবেনা বলনা।
যদি নিবারিতে তৃষা, তুমি দিলে ভাল বাসা,
কভু তবে সঙ্গছাড়া হতে আর দিওনা।

তব আঁখির চাহনি চির আদরের খনি
তাপিত অন্তরে দেয় সুশীতল সান্ত্বনা।
তব অঙ্গের পরশে সদা হরষ বরষে,
সকল শরীরে করে পুলকের প্লাবনা।

তোমার রূপের শোভা বিড়ম্বে তড়িৎপ্রভা,
চিত ব্যাপি করে সুখবিজলীর চালনা।
তোমার মুখের বাণী নিত্য সুধানির্ঝরিণী,
নিভৃত মরমে করে অমিয়ের স্যন্দনা।

তোমার মিলনে তাই যেই পরিতোষ পাই,
বর্ণিবার নহে তাহা, নাহি তার তুলনা।

যবে ঘটয়ে বিচ্ছেদ, তাহা করি বুক ভেদ,
বিষমাখা বাণ সম হৃদে দেয় যাতনা।
ঘটায় বিরহ যাহা, নাশ পাবে কবে তাহা,
সুদিন আসবে কবে, এই মোর ভাবনা।
তুমি দীনদুখহারী, ভক্তবাঞ্ছাপূর্ণকারী,
তব কাছে তাই করি সুদিনের যাচনা।
শুনা যায় জ্ঞানীজনে ন্যায়বান্ তোমা ভনে,
তোমার ন্যায়ের মম নাহি কোন ধারণা।

সখ্যভাব। সখে! চেষ্টা ত অনেক করা গেল; কিন্তু মনকেত এখনও শান্ত করা গেলনা। বাসনাহিল্লোলজনিত চিত্তবিক্ষেপের যে কোনরূপে বিরতি হয় না। প্রকৃতির একমাত্র পরিবর্ত্তন এই দেখা যাইতেছে যে, পূর্ব্বে যাহা প্রকাশ্য ভাবে করিতে দ্বিধা হইতনা, এক্ষণে তাহা গোপনে করিতে ইচ্ছা হয়। ইহা কেবল লোকদৃষ্টিতে সাধু হইবার জন্য! কিন্তু, তুমি ত জানিতেছ 'আমি' বকতপস্বী ভিন্ন অন্য কিছুই নহি। 'আমার' সর্ব্বচেষ্টা কি অবশেষে ভণ্ডত্বফল প্রসব করিল? আবার, আকাশকুসুমচিন্তাও মানসপটে অনুক্ষণ জাগরূক! যে মন বিষয়াবলিপ্ততায় এত বিমলিন, তাহাতে তোমার সদা বসতিস্থান কিরূপে হইবে? তুমি ত আরও চেষ্টা করিতে বল; কিন্তু, 'আমার' সামর্থ্যে যে এতদধিক কুলায় না। 'আমার' পুরুষকার এই পর্য্যন্ত। তারপর তুমি। তুমি সর্ব্বশক্তিমান্ অশুচিকে শুচি ও আঁধারকে আলো করিতে পার। তুমি এমনটী বলিয়াইত সাধ করে' তোমার সহিত মৈত্রাবন্ধন করিয়াছি। যে যে ভাবেই তোমাকে আশ্রয় করুক, তুমি আশ্রিতজনকে পরিত্যাগ করনা। 'আমার' সাধ কেন অপূর্ণ থাকিবে? বান্ধব! 'আমার' মনকে তোমার অবস্থানযোগ্য করিয়া লও এবং তথায় নিয়ত বসতি করিতে থাক। হে পরমজ্যোতি! তুমি যেখানে বাস কর, কালধ্বান্ত তাহার চতুঃসীমা মধ্যে আসিতে সাহস করেনা। তোমার অনাদৃত স্থানই কালের অন্ধকার রাজ্যভুক্ত হয়। 'আমি' কালশঙ্কায় শঙ্কিত হইয়া, তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি। তুমি কালের অনুকূলে আমার মনকে বর্জ্জন করিওনা।

বঁধুহে! হাম পরিণাম নিরাশ।
তুহু জগতারণ দীন[illegible]
অভয়ে তুহারি [illegible]

তোমারি প্রেমের বহ্নি চিতে জ্বলুক নিয়ত ;
তাহাতে আহুতি আমি দিই স্বকরম যত।
ছয় অরাতি বালাই পুড়ে হ'য়ে যাক ছাই,
অন্তর আকাশ মোর হোক সুবাসে বাসিত।
শম, দম, ক্ষমা, ধৈর্য্য, তেজ, অহিংসা, ঔদার্য্য,
এই সব হোমকাঠে অগ্নি রাখিব জ্বালিত।
যখনই সে অনল হবে কিছু অপ্রবল,
ঢেলে দিব আমি তায় তোমারি স্মরণ-ঘৃত।
'ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা' বলে' হবিঃ আমি দিব ঢেলে ;
ভক্ষ্য পেয়ে হুতাশন হবে দ্বিগুণ দীপিত।
বিমল বৈরাগ্য দিয়া আজ্যস্থালী বিরচিয়া,
রাখিব সে ঘৃতপাত্র আজ্যে করিয়া ভরিত।
ঘৃতনিক্ষেপণ তরে দর্ব্বী হৈবে স্বাধ্যায়েরে।
প্রণীতা, প্রোক্ষণী মোর হবে শুচিতানির্ম্মিত।
শান্তিবারি রক্ষা করে' এই দুই জলাধারে,
করিব সে পূত জলে আমি হস্ত প্রক্ষালিত।
হোমযজ্ঞ সমাধানে, এ সকল উপাদানে,
হৃদয়বেদিকা মম সদা রাখিব সজ্জিত।
যেন ক্ষণেকের তরে চিত তোমা না বিস্মরে,
তব ধ্যানে তাই সখা! রাখ আমারে নিরত।

সাধকের বিভিন্ন ভাবাবলী সিদ্ধিলাভে সমীকৃত হয়। পৃথক ভাবাবলম্বী সাধকগণ সাধনশেষে একই ঈশ্বরে উপনীত হন *। যিনি নিখিল ভাবের চিরপ্রস্রবণ, তিনি একরস। তন্নিঃসৃত বিভিন্ন ভাবনিকর তাঁহাতে প্রবেশ লাভ করিয়া, সকলে একরস হইয়া যায়। মানবগণ স্ব স্ব রুচিভেদে, সন্তানাদি

* সংসৃতি রেষামভক্তিঃ স্যাৎ নাজ্ঞানাৎ কারণাসিদ্ধেঃ ।৯৮। শাণ্ডিল্যসূত্রম্। জীবের সংসারভোগ অভক্তিজন্য ; ইহা অজ্ঞানকৃত নহে। স্বর্গ, জীবন্মুক্তি ও মুক্তি, জীবের এই তিন প্রকার গতি। পরম ভক্তিই জীবন্মুক্তি। তাহার অসিদ্ধিতেই জীবের সংসারভোগ ঘটে। যাবৎ ভক্তি বা ভক্তির আস্থা না হয়, তত দিন জীবের সংসারভোগ হয়। পরম ভক্তি জন্মিলেই সংসারের নিবৃত্তি হয়।

ভাব আশ্রয় করিয়া, বিভিন্নরূপে ভগবদুপাসনা সাধন করে। কিন্তু, ভগবান্ উপাসনাবিধি নির্ব্বিশেষে সকল সিদ্ধপুরুষকেই অঙ্কে ধারণ করেন। এ ভাব আশ্রয় না করিয়া, সে ভাব আশ্রয় করিলেই যে ভগবানের প্রিয়তর হওয়া যায়, তাহা নহে। জীবের ভক্তিপ্রেমে ঈশ্বর প্রীত হন, তা সে ভক্তিপ্রেমের সাংসারিক আকার যাহাই হউক। সুতরাং সাধক যে ভাবই অবলম্বন করুন, তন্মধ্য-দিয়া ঈশ্বরে দৃঢ়াভক্তি ও অকৃত্রিম প্রেম প্রদর্শন করাই তাঁহার কর্ত্তব্য। ঐহিক কামনা চরিতার্থ করিবার জন্য, অনেক লোকই নানা ভাব ধারণের ভাণ করে এবং আপনাদিগকে ভগবদ্ভক্ত বলিয়া পরিচয় দেয়। যোগসাধন যদি বস্তুতঃ এরূপ কৌতুকক্রীড়া হইত, তাহাহইলে, আত্মদর্শন যে অনায়াসসাধ্য ও সাধারণনিষ্পাদ্য হইত, তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু, সংসারবাসনার চিরনিবৃত্তি না হইলে, ঈশ্বর দেখা দেন না। কঠোর তপস্যামূলক পরমাত্মসাক্ষাৎকার এজন্য এত দুর্লভ। ভক্তিযোগসাধনবলে মানবচিত্ত যখন ঈশ্বরানুরাগে আপ্লুত ও নির্ব্বিকার হয়, তখনই মনুষ্য অমর এবং নিত্যানন্দ ও শাশ্বতী শান্তির অধিকারী হন *।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

উপসংহার-বাণী।

দর্শনশাস্ত্র যেরূপে শান্তিপ্রদ যোগাচরণের সাধনপ্রণালী ইঙ্গিত করে, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী বিবরণমালায় পর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব, দার্শনিক সদুপদেশসম্ভারের যথার্থানুসরণে যোগানুষ্ঠান করাই মানবের চরম মঙ্গলজনক কর্ম্ম। অর্থপ্রতিপত্তিকামনা বা পাণ্ডিত্যাভিমানের পরিতৃপ্তি কল্পে, দুর্ব্বোধ্য সংস্কৃত বা বৈদেশিক ভাষায় দর্শনালোচনার ভাণ করিলে, তাহাতে পারমার্থিক ফল লাভের কোন সম্ভাবনা নাই। যিনি বিদ্যার প্রকৃত সাধক, তাঁহাকেই বিদ্যা আপনার অন্তর্নিহিত ঐশ্বর্য্যনিকর প্রদর্শন করে।

---

* আয়ুশ্চিরমিতরেষাং তু হানিরনাস্পদত্বাৎ। ৯৭। শাণ্ডিল্যসূত্রম্। সাধারণ ব্যক্তিগণেরই আয়ুহ্রাস ও ভোগদ্বারা পুণ্যাপুণ্যের লয় হইয়া থাকে। কিন্তু যাঁহাদের পরম ভক্তি জন্মিয়াছে, তাহারা চিরায়ুঃ এবং কদাচ তাঁহাদের আয়ুঃক্ষয় হয় না কিম্বা তাঁহাদের ভক্তিরও ধ্বংস নাই।

উত ত্বঃ পশ্যন্ন দদর্শ বাচমুত ত্বঃ শৃণ্বন্ন শৃণোত্যেনাম্।
উতো ত্বস্মৈ তন্বং বিসস্রে জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ॥

ঋক্, মন্ত্র ১০। সূঃ ৭১, মং ৪।

বিদ্যাভিমানী অবিদ্বান্ ব্যক্তি শুনিয়াও শুনে না, দেখিয়াও দেখে না এবং বলিয়াও বলে না, অর্থাৎ, শাস্ত্রবাক্যের রহস্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। কিন্তু, যিনি শব্দ, অর্থ এবং সম্বন্ধ উত্তমরূপে বিদিত হন, বিদ্যা তাঁহারই নিকট প্রকাশিত হয়। স্ত্রী যেমন নিজ পতিকে কামনা করিয়া এবং সুন্দর বসনভূষণে সজ্জিত হইয়া, পতিসমক্ষে নিজ শরীর ও রূপের প্রকাশ করে, বিদ্যাও, সেইরূপ, প্রকৃত বিদ্বানের সমক্ষেই স্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকে—অবিদ্বানের সমক্ষে নহে। বেদান্তাভিমানী বলিলেন, 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' সূত্রই ব্রহ্ম ও জগতের পারস্পরিক সম্বন্ধ বিনির্ণয় করে। সাংখ্যাভিমানী অমনি বলিয়া উঠিলেন, বেদান্তের কথা প্রমাণিত হয় না। মুক্তবদ্ধয়োরন্যতরাভাবান্নতৎ সিদ্ধিঃ॥ উভয় থাপ্য-সৎকরত্বম্॥ ঈশ্বরকে মুক্তস্বভাব, বদ্ধস্বভাব, বিলক্ষণ স্বভাব, যাহাই বলাহউক না কেন, নিত্যেশ্বরের অসদ্ভাব হইবেই। মুক্তপক্ষও যেমন অকিঞ্চিৎকর, বদ্ধ পক্ষও তেমনি। প্রকৃতিরিহমূল কারণস্য সংজ্ঞামাত্রম্॥ এই দৃশ্য বিশ্বের মূল কারণের নামই প্রকৃতি। অসঙ্গোঽয়ং পুরুষ ইতি॥ পুরুষ অসঙ্গ। প্রকৃতি নিবন্ধাচ্চেন্ন তস্যাপি পারতন্ত্র্যম্॥ ন নিত্য শুদ্ধবুদ্ধমুক্ত স্বভাবস্য তদ্যোগস্তদ্যোগাদৃতে॥ প্রকৃতিযোগ ব্যতিরেকে, নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব পুরুষের দুঃখভোগ হয় না। কেবল প্রকৃতিসংযোগেই উক্তরূপ পুরুষের বন্ধ ঘটিয়া থাকে। তদ্যোগোঽপ্যবিবেকান্ন সমানত্বম্॥ অবিবেক বশতঃই প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ হয়; অতএব পূর্ব্ববৎ মুক্ত পুরুষের বন্ধাপত্তিরূপ দোষ হইতে পারেনা। জন্মাদি ব্যবস্থাতঃ পুরুষবহুত্বম্॥ জন্মমরণ ব্যবস্থা হইতেই পুরুষের বহুত্ব জানা যায়। ধেনুবদ্বৎসায়॥ যেমন বৎসের জন্য গাভীর দুগ্ধ স্বয়ং স্রবিত হয়, সেইরূপ, পুরুষের জন্য অচেতন প্রকৃতির করণ সকল কোন যত্নের অপেক্ষা না করিয়া, স্বয়ং প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। বৈশেষিকও নীরব থাকিবার পাত্র নহেন। তিনি বলিলেন, বহুপুরুষ যে আছে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু, এক ঈশ্বর বা পরমাত্মার অস্তিত্ব অনুমানসিদ্ধ। পুরুষসকল চেতন জীবাত্মা এবং যে সকল নিত্য পরমাণুযোগে জগতের সৃষ্টি হয়, তাহারা অচেতন। নৈয়ায়িক ও মীমাংসক বৈশেষিকের মতেই সায় দিলেন। আবার, অদ্বৈতবাদী যেমন বলিলেন, ব্রহ্মই সত্য, জগৎ

মিথ্যা, দ্বৈতবাদী অমনি হুঙ্কার করিয়া বলিলেন, তা নয়, তা নয়, ব্রহ্ম ও জগৎ দুইই সত্য ও নিত্য। পাশ্চাত্য দর্শনাভিমানী দলের একজন প্রতীচ্য অদ্বৈত বাদ বা Monism এর কথা তুলিয়া বলিলেন, I like pantheism. God is all. অদ্বৈতবাদী আর এক জন বলিলেন, But panentheism is better. All are in God. অপর এক ব্যক্তি বলিলেন, কেন, Dualism ত বেশ সহজবোধ্য। There are two selfexistent realities: one of them is God and the other matter. তথাপি, আর একজন বলিলেন, Pluralism তে ইবা কি আপত্তি হইতে পারে, তা Materialistic atomism ই হউক, আর Spiritualistic atomismই হউক? Selfexistent atoms, space and motion এবং অসংখ্য Spiritual units or subconscious souls যে নাই তা কে বলিতে পারে? এইরূপে মৌখিক বাদানুবাদ করিয়া বা পুস্তকাদি লিখিয়া, ইঁহারা দার্শনিক আলোচনা নিষ্পাদন করেন। বিলাসীব্যক্তি যেমন নাসিকাগ্রে সুগন্ধি পুষ্প ধারণ এবং বন্ধুবর্গের নিকট স্মিতমুখে 'বিধাতা কি সুন্দর কুসুমের সৃষ্টি করিয়াছেন' বাক্যোচ্চারণ করিয়া, ঈশ্বরের স্তব করেন, ইঁহাদের দর্শনালোচনাও তদ্রূপ।

স্থিরভাবে অভ্যস্ত হওয়া ব্যতীত, দর্শনশাস্ত্র তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করেনা। যোগাচরণেই দর্শনাভ্যাস সার্থক হয়। পাশ্চাত্য দর্শন যে ভারতীয় দর্শনের আধিভৌতিক আন্দোলনের ফল স্বরূপ, তাহা মধ্যভাগের তৃতীয় পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে এবং উপরিলিখিত বিবরণ হইতেও কিয়ৎপরিমাণে অনুভূত হয়। পূর্ব্ববর্ত্তীর অনুবাদে পরবর্ত্তীর উদ্ভব হওয়া ভিন্ন, পরবর্ত্তীর ভাবে পূর্ব্ববর্ত্তী কখনও অন্বিত হইতে পারে না। ভারতীয় দর্শনমালার অনেক বিষয়, রচনাস্বরূপ, পাশ্চাত্য দর্শনে স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু ঐ সকল বিষয় যে কিরূপে আয়ত্ত বা মানসপ্রত্যক্ষ করিতে হয়, তাহার কোন উপদেশ পাশ্চাত্য দর্শনে নাই। যোগচর্য্যা পাশ্চাত্য দর্শনের সম্পূর্ণ অপরিচিত বস্তু। শাস্ত্রাধ্যয়নের উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইলে, শাস্ত্র ও শাস্ত্রের বাচিক আলোচন যে সম্যক্ বর্জ্জনীয়, তাহা ভারতীয়দর্শন সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করে। কেননা, তত্ত্বজ্ঞানলাভের পর, শাস্ত্রীয় বাক্যরাশিতে আর মনোযোগ না দিয়া, তত্ত্ববস্তুতে সমাসক্ত থাকাই উচিত। শব্দাড়ম্বর বাক্যের গ্লানি মাত্র। কিন্তু, প্রতীচ্য দর্শন দার্শনিক আলোচনে, আদ্যোপান্ত, কেবল শব্দাড়ম্বর করিতেই শিক্ষা দেয়। ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য দর্শনের পাঠ প্রবর্ত্তিত হওয়ায়,

ভারতীয়গণের অনেকে তাহার সুভাবে অনুপ্রাণিত না হইয়া, তাহার কুভাবে পরিচালিত হইতেছেন। যোগতত্ত্ববিহীন প্রতীচ্য দর্শন আধিভাষিক হইলেও, ইহাতে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় জীবনযাপনসম্বন্ধীয় অনেক নীতি উপদিষ্ট হইয়াছে। এই সকল নীতির কিয়ৎ সংখ্যক সার্ব্বজনীন হইলেও, ইহাদের অধিকাংশই পাশ্চাত্য কর্ম্মক্ষেত্রের উপযোগী। বস্তুতঃ, স্বদর্শনানুসরণকারী পাশ্চাত্য জনগণ লৌকিক ব্যবহারে ভদ্র, প্রিয়ভাষী, যথা-কালানুসারী ও কর্ম্মপটু পরিদৃষ্ট হন এবং এই সমস্ত সদ্‌গুণে তাঁহারা সাংসারিক কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করেন।° আবার ভাবুক মহাজন আধিভাষিক দর্শনেও আধ্যাত্মিক ভাব গ্রহণ করিতে পারেন। পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের সুলেখনী হইতেও নিম্নলিখিতরূপ পবিত্র যোগতত্ত্ব বিনিঃসৃত হওয়া দৃষ্ট হয় :—

Happy the man, whose wish and care
A few paternal acres bound,
Content to breathe his native air
In his own ground.
Whose heards with milk, whose fields with bread,
Whose flocks supply him with attire;
Whose trees in summer yield him shade,
In winter fire.
Blest, who can unconcern'dly find
Hours, days, and years slide soft away
In health of body, peace of mind,
Quiet by day:
Sound sleep by night; study and ease
Together mix'd; sweet recreation,
And innocence, which most does please
With meditation.
Thus let me live, unseen, unknown;
Thus unlamented let me die;
Steal from the world, and not a stone
Tell where I lie.

Pope.

How happy is he born and taught
That serveth not another's will;

Whose armour is his honest thought,
And simple truth his utmost skill !

Whose passions not his masters are,
Whose soul is still prepared for death,
Not tied unto thc world with care,
Of Public fame or private breath ;

Who envies none that chance doth raise,
Or vice ; who never understood
How deepest wounds are given by praise,
Nor rules of state, but rules of good ;

Who hath his life from rumours freed ;
Whose conscience is his strong retreat ;
Whose state can neither flatterers feed,
Nor ruin make accusers great ;

Who God doth late and early pray,
More of his grace than gifts to lend ;
And entertains the harmless day
With a well chosen book or friend ;

This man is freed from servile bands
Of hope to rise, or fear to fall ;
Lord cf himself, though not of lands.
And, having nothing, yet hath all.

Wotton.

ভারতে কোন্ ক্ষেত্রে প্রতীচ্য কোন্ নীতি কোন্ সময়ে কিরূপে প্রবর্ত্তিত হইতে পারে, তাহার বিচার ও পরীক্ষা না করিয়া, পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী ভারতীয়গণ স্বদেশে প্রতীচ্যনীতির প্রবর্ত্তনচেষ্টায় এরূপ বিপুল উদ্যোগানুষ্ঠান ও দীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন, যাহা কিছুমাত্র সুফলোৎপাদন না করিয়া, ভূরিকুফল প্রসব করে। পাশ্চাত্য ভাবানুকরণে দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে গিয়া, দেশসেবাভিমানী ব্যক্তিগণ দেশের লোককে একদিকে অবস্থাতিরিক্ত অর্থব্যয় করিতে বাধ্য ও অন্যদিকে বিলাসিতায় প্রণোদিত করিতেছেন। যে গ্রামে উপযুক্ত জলাশয়াভাবে দুঃস্থ গ্রামবাসিগণ ভীষণ জলকষ্ট ভোগ করে, সেই গ্রামেই, হয়ত, চাঁদাযোগে গ্রামবাসিগণের নিকট হইতে অর্থসংগ্রহ করিয়া

সাধারণ পাঠাগার স্থাপিত বা যাতায়াতের অধিকতর সুবিধার জন্য প্রশস্ত রথ্যা বিনির্ম্মিত হইল। যে গ্রামের সাধারণ পাঠাগারে সাপ্তাহিক বা মাসিক সংবাদপত্রাদি যায় কিম্বা বর্ত্মযোগে যে গ্রামে খাবার ও পানসিগারেট্ওয়ালা যায়, আধুনিক দেশসেবীগণের মতে সে গ্রাম যে বিশেষ উন্নত, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই—তা সে গ্রামের লোকে জল খাইতে পাক্ আর না পাক্। আবার অধুনা দেশসেবী হওয়াও অধিক আয়াসসাধ্য নহে। যিনি স্বয়ং নগরে বাস করিতেছেন, তিনি অপর সকলকে গ্রামে বাস করিয়া গ্রামের উন্নতিবিধান করিবার জন্য, বক্তৃতা প্রদান করেন। "ভদ্র মহোদয় গণ! বরপণগ্রহণের বিষময় প্রথা দেশ ও সমাজের মর্ম্মস্থানে প্রবেশলাভ করিয়া দেশ ও সমাজকে যেরূপ উৎসন্ন ও জর্জ্জরীভূত করিতেছে, তাহা আপনারা একবার চক্ষু উন্মীলিত করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করুন। আপনারা এখনও প্রতিকারপ্রয়াসী না হইলে, দেশ ও সমাজ যে শীঘ্রই রসাতলে যাইবে, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই" ইত্যাদি রূপ ওজস্বিনী বক্তৃতাপ্রদানের অত্যল্পকাল পরেই, বক্তৃতাদাতা তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তি স্বপুত্রের বিবাহে মুখ্য কিম্বা গৌণভাবে এরূপ দাওয়া করিয়া বসেন যে, কন্যার পিতা আভদ্রাসনবন্ধকে ঋণ করিয়াও, তাহা সম্যক্ পূরণ করিতে পারেন না। যিনি দেশের নামে বক্তৃতা দেন, তিনি নিশ্চয়ই দেশসেবী! মিউনিসিপালিটীর কমিশনারপদপ্রত্যাশী কোন কুসীদজীবী ভোটসংগ্রহের জন্য বক্তৃতাপ্রদানকালে, আপনাকে বৃহৎ দেশসেবী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন, এবং তিনি অর্থবান্ বলিয়া, লোকে তাঁহার উক্তির সমর্থনও করিয়াছিল। ফলতঃ, প্রকৃতের আধিভাবিক আন্দোলন অপেক্ষা অনুবাদের আধিভাবিক আন্দোলন অধিকতর অভিমান আনয়ন করে। দার্শনিকগণই উচ্চ আদর্শের স্থাপনা দ্বারা সাধারণ মানবের অভিমান নিবারণ করিতে পারেন। যাঁহারা আপনাদিগকে দার্শনিক ও শিক্ষিত বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহারাই যখন এইরূপ বলবান্ অভিমানগ্রস্ত, তখন সাধারণ লোকের অভিমানের বেগ যে প্রচণ্ডতর হইবে, তাহা স্বতঃসিদ্ধ। ভারতে বর্ত্তমানে অভিমানের হাট যে কেন এত সমারোহময়, তাহা উক্তরূপে প্রতিপন্ন হয়। মানবের ব্যক্তিগত চরিত্রহীনতায় পারিবারিক অবনতি, পারিবারিক অধঃপাতে সামাজিক অধোগতি, সামাজিক অধোগতিতে জাতীয় অধঃপতন এবং জাতীয় অধঃপতনে দেশের দুর্গতি সাধিত হয়। সুশিক্ষাহীন ও আত্মমঙ্গলবোধবর্জ্জিত

ভারতীয়গণ, ইতরভদ্রনির্ব্বিশেষে, অহঙ্কারমদিরায় উন্মত্ত হইয়া, বিলাসিতার আলিঙ্গন করিতেছে। সর্ব্বকার্য্যে আমরা কেবল শূন্যগর্ভ বাক্যবিস্তারাভিলাষী ও বাহ্যাড়ম্বরপ্রদর্শনপ্রয়াসী হইতেছি। রজস্তমোগুণের বিষমানুপাতিক প্রভাবে, সত্যনিষ্ঠা, ধর্ম্মবিশ্বাস ও ঈশ্বরভক্তি আমাদের অন্তঃকরণ হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিবার উপক্রম করিতেছে। আমাদের মধ্যেই লোকে কৃষিশিল্প-প্রদর্শনীর ছলে, যাত্রা, থিয়েটার ও অন্যান্য বিষয় সম্ভূত আমোদ উপভোগ করে। আমাদের মধ্যেই, লোকে কুৎসিতরঙ্গোৎসবভোগলালসায় বারইয়ারী পূজার অনুষ্ঠান করে। আমাদের মধ্যেই, কতলোক দুর্ব্বলমোকদ্দমাজয় ও পরার্থবিত্ত-লাভকল্পে, মহাসমারোহে দেবার্চ্চনা করে। এমন কি, পশুঘাতক ও মাংস-বিক্রেতা কসাইও ধর্ম্ম ও সাধুতাভিমানে নিজদোকানে দেবমূর্ত্তি রক্ষিত করে। যে স্থান এইরূপ ভণ্ডাচার ও কপটব্যবহারে পরিপূর্ণ, তাহা পিশাচলীলাক্ষেত্র অপেক্ষা কোন অংশে উৎকৃষ্ট নহে।

অভিমান হইতেই মুখ্য কিম্বা গৌণভাবে, যাবতীয় বিষয়তৃষ্ণার সমুত্থান হয়। আমি বুদ্ধিমান্; আমি লোকসমক্ষে হেয় হইব কেন? সংসারে কোন বিষয়ে কেহ যেন আমার সম্ভ্রম অতিক্রম করিতে না পারে। সাংসারিক অকৃত-কার্য্যতার জন্য কেহ যেন আমাকে নির্ব্বোধ ভাবিতে না পারে। লোকে পঞ্চমে চড়িলে আমি সপ্তমে চড়িব। অমুককে সকলে বড় বলে। আমার তাহা অপেক্ষাও বড় বা তদভাবে তাহার সমান হওয়া চাই। অন্ততঃ, বাহ্য দৃষ্টিতে লোকে যাহাতে আমাকে তাহা হইতে বড় বা তাহার সমান বলে, সেরূপ করা আবশ্যক। আমি কৌশল দ্বারা উৎকৃষ্ট খাদ্যবস্ত্র, প্রচুর ধন, সুরূপ ও অগাধবিত্তের অর্জ্জন করিব এবং যাহাতে আমি ও আমার পুত্রাদি চিরদিন নিষ্কণ্টকে বিষয় ভোগ করিতে পারি ও পারে, তাহা করিব। অভিমানজন্য বিবিধ বাসনা এইরূপে পর্য্যায়ক্রমে মনুষ্যহৃদয়ে জাগরূক হয় এবং অভিমান চরিতার্থ করিবার জন্য, মানব দ্বেষ, হিংসা, লোভ, নীচতা ও কপটতামূলক কার্য্যে ব্যাপৃত হয়। অভিমানজনিত মোহে অন্ধ ও হত[illegible] হইয়া, মানব আলস্য ও বিলাসিতার শরণ গ্রহণ করে এবং সরল স্বাধীন লোকযাত্রানির্ব্বাহে তৃপ্ত না থাকিয়া, আড়ম্বরপূর্ণ পরাধীন জীবনযাপনে ব্যগ্র হয়। যাহারা সামান্য বিষয় ও অকিঞ্চিৎকর দ্রব্যের জন্য সতত পরমুখাপেক্ষী, তাহারা কখন শান্তিরসাস্বাদন করিতে পারে না এবং নিয়ত দুঃখভোগ করে। কিন্তু,

অহঙ্কারক্ষিপ্ত আসন্নমরণজন দুঃখকেই সুখস্বরূপ বিভাবন করিয়া, কুসংস্কার ও কদাচরণে অধিকতর সমাসক্ত হয়। অভিমানবশে, মনুষ্যগণ কোন সুকার্য্যে সজ্ঘবদ্ধ হইতে পারে না। কেননা সকলেই স্ব স্ব অভিমানে বেষ্টিত থাকিয়া পরস্পর ব্যবহিত থাকে। অতএব, কুপ্রবৃত্তিজনক অভিমানের নিবৃত্তি হইলে, মনে আর কোন প্রকার মন্দবাসনার আবির্ভাব হইতে পারেনা এবং মানবকুল পরস্পর মিলিত হইয়া জগতে অনেক সদনুষ্ঠানের সাধন করিতে পারে। ঐহিক ঔষধে অভিমানব্যাধির ক্ষণিক উপশম হয় সত্য। কিন্তু, পার্থিব ঔষধের প্রভাব অপগত হইবা মাত্র, অভিমানের প্রকোপ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হয়। দর্শন শাস্ত্র যে পারমার্থিক ঔষধের ব্যবস্থা করে, তাহাতে অহঙ্কার রোগের চিরশান্তি হয়। সম্পূর্ণ আরোগ্যপ্রাপ্তি দীর্ঘকালসাপেক্ষ হইলেও, এই মহৌষধ যে কোন সময়ে আময়ের যে পরিমাণের ক্ষয় সাধন করে, তাহার আর পুনরুদ্ভব হয় না।

ঈশ্বরমননই যোগ্যচর্য্যার সারার্থ। শিশু সন্তান ভরণপোষণ, শরীররক্ষণ প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ে পিতামাতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। 'আমি উপায়-কর্ত্তা', 'আমি অন্নবস্ত্র সংগ্রহ করিতে পারি', 'আমি শরীররক্ষা করিতে পারি', ইত্যাদি প্রকার অভিমান, আদৌ, তাহার অন্তরে উদিত হয় না। ক্ষুধা পাইলে, সে পিতা বা মাতার নিকট খাদ্যযাচনা করে। বস্ত্রের জন্য, সে জনকজননীর নিকট নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করে। কেহ আক্রমণ করিলে, সে পিতামাতার শরণাপন্ন হয়। কেহ ভয় দেখাইলে, সে 'বাবাকে বলিয়া দিব' বা 'মাকে বলিয়া দিব' -এইরূপ বলে। যেন তাহার পিতামাতাই সসাগরা ধরিত্রীর অধীশ্বর! প্রকৃত প্রস্তাবে, যিনি বিশাল ব্রহ্মাণ্ডগৃহের অদ্বিতীয় স্বামী, নিখিল বিশ্বজীব যাঁহার শিশু সন্তান এবং যিনি একাধারে তাহাদের পিতা ও মাতা, তাঁহার চির অস্তিত্ব ও অপার করুণা দৃঢ় যোগচর্য্যা দ্বারাই অবধারিত হয়। ঈশ্বরপ্রত্যয়নশীল ও ঈশ্বরের মহিমানুধ্যায়ী ব্যক্তিগণ জগতে ধর্ম্ম্য ও ন্যায্য কার্য্যাবলীর সমাধান করিয়া, তৃপ্তি ও শান্তিলাভ করেন। মন্দমতি নাস্তিক ও ঈশ্বরবিস্মৃত মনুষ্য সকল পশুর ন্যায় উচ্ছৃঙ্খল ভাবে পাপকর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান করিয়া, নিরন্তর দুঃখভোগ এবং ধরাধামে অশান্তির স্রোত প্রবাহিত করে। ঈশ্বরের জন্য নিবিড় চিন্তা করার ভাব 'ভাবনা' শব্দযোগে সহজে বোধগম্য করা যায়। উক্ত গীতায় ভাবনা কথার ব্যবহার হইয়াছে। লোকে

ধনবিত্তপুত্রাদি পার্থিব বস্তুর জন্য দিবসযামিনী ভাবনা করে। বিষয়ী বিষয়-ভাবনায় সতত বিমগ্ন থাকে। এইরূপ ভাবনা যদি মনুষ্য ঈশ্বরের জন্য করে, তাহা হইলেই, তাহার জীবন সার্থক হয়। ঈশ্বরের জন্য ভাবনা আসিলেই, তৎ-সহকারে বিষয়বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। কেননা, তখন ঈশ্বরের সত্যতা ও সংসারের অলীকতা স্পষ্টরূপে লক্ষ্য করা যায়। মরুভূমিতলে যেমন মরীচিকা পরিদৃষ্ট হয়, সেইরূপ, এক অক্ষয়, অনন্ত, অবিনাশী, সর্ব্বশক্তি, জ্ঞানমঙ্গল-ময় মহাকালের বিরাট গাত্রে এই বিপুল জগৎ উপলক্ষিত হইতেছে। অথবা, মহাকালসাগরে ক্ষুদ্রবৃহৎ যে সকল অগণ্য বুদ্বুদ্ উত্থিত, ভাসমান্ ও বিলীন হয়, ব্রহ্মাণ্ড তাহাদেরই সমষ্টীভূত। বিশ্বে কত শত বস্তুর আবির্ভাব ও তিরোধান হইতেছে! ভূমণ্ডলে যে সমস্ত শৈলশ্রেণী, সাগরমালা, নদনদীকুল, দ্বীপপুঞ্জ, দেশনগরজনপদাবলী বা জীবোদ্ভিজ্জরাজী কোন সময়ে ছিল, এক্ষণে তাহারা নাই এবং তাহাদের স্থলে নব নব পদার্থ উদ্ভূত হইয়াছে। জাতীয় গর্ব্ব বা মানবীয় গর্ব্ব অধিককাল বিদ্যমান থাকে না। জাতি ও মনুষ্যের সহিত তাহাদের দর্প বিলয় প্রাপ্ত হয়। পালাক্রমে, এক জাতির পর অন্য জাতি দম্ভভরে শিরোত্তোলন করে। ভারতীয় জাতি, মিসরীয় জাতি, ফিনিসীয় জাতি, ব্যাবিলনীয় জাতি, গ্রীক্ জাতি, রোমীয় জাতি পর্য্যায়ানু-যায়ী বিদ্যা, বাণিজ্য ও পরাক্রমের গর্ব্বে স্ফীত হইয়াছিল। তাহাদের অস্তিত্বা-বসানে, তাহাদের দর্প ও স্ফূর্ত্তি এক্ষণে পৌরাণিক উপাখ্যানে পরিণত হইয়াছে। পৃথ্বীতলে পুরাকালে বিভিন্ন দেশে কত কত সম্রাট্, রাজা, মন্ত্রী, অমাত্য, সেনাপতি, যোদ্ধা, ধনী, বিদ্বান্, শিল্পী, প্রভৃতি ব্যক্তি স্ব স্ব পদমর্য্যাদাদির গর্ব্বানুভব করিতেন এবং কত কত নরনারী স্ব স্ব রূপযৌবনে দৃপ্ত হইতেন। এক্ষণে তাঁহারা কোথায়? তাঁহারা যেখানেই গিয়া থাকুন, গমনকালে তাঁহারা যে তাঁহাদের পার্থিব সম্পত্তি কিঞ্চিন্মাত্রও সঙ্গে লইয়া যাইতে পারেন নাই, তাহা সুনিশ্চিত।

এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্বমনদ্ধি গচ্ছতি ॥ মনুঃ।

একমাত্র ধর্ম্মই মানবের সুহৃদ্, যিনি মৃত্যুতেও মনুষ্যের অনুগমন করেন। দেহনাশসহকারে, পার্থিব অপর সমস্ত বস্তুই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। পুরাবৃত্তপাঠ বা পুরাণবচনাবলী আকর্ণন করিয়াও, বর্ত্তমান জাতি সমূহ বা মনুষ্যগণ

অভিমানপরিচালনে সতর্কতাবলম্বন করে না। অহঙ্কার বশে, এক জাতি অপর জাতিকে এবং মনুষ্যসকল পরস্পর পরস্পরকে উৎপীড়িত করে। কালের আহ্বানে যে কোন সময়ে পৃথিবীপৃষ্ঠ হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে, অভিমানে আচ্ছন্নবুদ্ধি হওয়া প্রযুক্তই ইহারা তাহা বোধগম্য করিতে পারে না। কিন্তু, অভিমান কুজ্‌ঝটিকা বৈরাগ্যবান্ ব্যক্তিগণের দৃষ্টি অবরোধ করিতে পারে না। তাঁহারা সংসারদৃশ্য যথার্থরূপে অবলোকন করিয়া, আমিত্বের সার্থক্যাবধারণে কৃতকার্য্য হন। 'আমি' কে এবং 'আমার' ভবে আগমন ও অবস্থানের কারণ কি? আমি সেই নিত্য পরম জ্যোতির অংশুকণা এবং বিশ্বের ব্রহ্ম হইতে সমুৎপত্তি ও অন্তে তাঁহাতে অন্তপ্রাপ্তি উপলব্ধি করিবার জন্যই আমি সংসারে আসিয়া তাহাতে আবদ্ধ হইয়া আছি। আমার অনুভব সম্পূর্ণ হইবামাত্র আমার সংসারবন্ধনের মোচন হইবে।

স বেদৈতৎপরমং ব্রহ্মধাম যত্র বিশ্বং নিহিতং ভাতি শুভ্রম্।
উপাসতে পুরুষং যে হ্যকামাস্তে শুক্রমেতদতিবর্ত্তন্তি ধীরাঃ ॥১॥

মুণ্ডকোপনিষৎ, ৩য় মুণ্ডক, ২য় খণ্ড।

যাঁহাতে সমস্ত বিশ্ব নিহিত থাকিয়া, বিশুদ্ধরূপে প্রতিভাত হইতেছে, আত্মজ্ঞ মহাজন তাঁহাকে 'এই সেই পরমধাম ব্রহ্ম' বলিয়া জানেন। যে ধীমদ্ব্যক্তিগণ নিষ্কাম ভাবে সেই বিমল পুরুষের উপাসনা করেন, তাঁহারা পুনর্জ্জন্মের বীজ অতিক্রম করিয়া থাকেন। ফলতঃ, ভগবৎ ভাবনায় চিত্ত সুনির্ম্মল হইলে, উপনিষৎ শব্দের গম্ভীর ভাবাবগম এবং ঈশ্বরের পরমাত্মীয়তা ও নিকটাবস্থান উপলব্ধি করিয়া, লোকযাত্রানির্ব্বাহে মানবোচিত কর্ম্মকাণ্ডের সমাধান করা যায়। উপনিষৎ=উপ—নি—ষদ্+ক্বিপ্। উপ=সমীপ। নি=নিশ্চয়। ষদ্=নাশ। সমীপস্থ অন্তরাত্মাই যে ব্রহ্ম তাহা নিশ্চয়; তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আবার অজ্ঞানের নাশ হইলেই, জীবাত্মা ও পরমাত্মার একত্ব অনুভূত হয়। আবার সত্য ঐশ-সংকল্পাবলম্বনে, অজ্ঞান অলীক জগতের বিনির্ম্মাণ করিয়াছে। সুতরাং, সত্যসংকল্প বিশ্বব্যাপী নিত্য পরমাত্মা মিথ্যা জগতের সর্ব্বত্র প্রচ্ছন্ন ভাবে নিবসতি করিয়া, জীবের সন্নিধানেই নিয়ত অবস্থিতি করিতেছেন। 'স এষ নেতি—'ইহা নহে, ইহা নহে' এইরূপ খুঁজিতে খুঁজিতে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই তিনি। [বৃহদারণ্যক, ৪র্থ অধ্যায়, ৫ম ব্রাহ্মণ, ১৫]। যাবতীয় মিথ্যার বর্জ্জনে, সত্য ব্রহ্মের সাক্ষাৎকারঘটন হয়। যে পুরুষকার ঈশ্বরসংকল্পাশ্রিত,

তাহাই শাস্ত্রীয় ও সৎ এবং তাহার চালনায় ঈশ্বরপ্রীতি বা মঙ্গলের অর্জ্জন করা যায়। যে পুরুষকার অজ্ঞান প্রণোদিত, তাহা অশাস্ত্রীয় ও অসৎ এবং তাহার চালনায় ঈশ্বরের কোপদৃষ্টিপাত ও পাপ অর্জ্জিত হয়। মানবানুষ্ঠেয় যে সকল কর্ম্ম ঈশ্বরসংকল্পানুমোদিত, তাহা সত্য ও সুফলদায়ক এবং যাহা অজ্ঞানপ্রযোজিত, তাহা মিথ্যা ও অনর্থকর। ঈশ্বরচিন্তাপরায়ণ ব্যক্তিগণ সৎপুরুষকারের চালনা ও সত্য ক্রিয়ানুষ্ঠানে রত থাকিয়া, পরমাত্মীয় সংকল্পময় ঈশ্বরের নিকটেই অবস্থিতি করিতে এবং ক্রমশঃ, অধিকতর নিকটবর্ত্তী হইতে থাকেন। পক্ষান্তরে, ঈশ্বরবিভ্রান্ত বিষয়ানুধ্যায়ী জনগণ অসৎ পুরুষকারের চালনা ও মিথ্যা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া, সত্যসংকল্প পরমাত্মা হইতে নিরন্তর বহুদূরে স্থিতি এবং ক্রমাধিক দূরে গতি করিতে থাকে। অতএব, অনুভূতির সাম্পূর্ণ্যবিধান জন্য, বদ্ধপরিকর হইয়া কার্য্য করাই আমার কর্ত্তব্য। জগদ্বৈচিত্র্য যেন কোনক্রমে আমাকে ভীত, ক্রুদ্ধ বা প্রলুব্ধ করিতে না পারে। অহঙ্কারোন্মত্ত বিষয়াসক্ত ব্যক্তিগণের নির্য্যাতন ও অত্যাচারের প্রতি আমার সম্যক্ ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিতে হইবে। যাঁহারা ঈশ্বর বা আত্মসাক্ষাৎকারে একান্ত যত্নশীল, তাঁহাদের সাংসারিক বন্ধন আপনা হইতেই, ক্রমশঃ, শিথিল হইয়া পড়ে। প্রকৃতিই বন্ধনকর্ত্রী এবং প্রকৃতিই বিবেকদাত্রী। প্রকৃতি যেমন ধর্ম্মাদি সপ্তরূপে পুরুষকে বদ্ধ করেন, প্রকৃতিই, তেমনি, একমাত্র জ্ঞানরূপে পুরুষকে মুক্ত করেন। ঈশ্বরভাবনশীল পুণ্যাত্মাগণের জন্য চারিত্রিক আদর্শস্থাপনকল্পেই, ভগবান্ নানা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, বহুবার ভূতলে অবতরণ করিয়াছেন। গৌতম বুদ্ধ মানবমঙ্গল জন্য রাজ্য ও স্বজন পরিত্যাগ করিয়া, বানপ্রস্থাবলম্বন ও কঠোর তপশ্চর্য্যা করিলেন। যীশুখৃষ্ট লোককে সত্যধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য, ক্রশবিদ্ধসর্ব্বাঙ্গ হইয়া প্রাণবিসর্জ্জন দিলেন। যদি দুষ্ট লোকে বঞ্চনা পূর্ব্বক আমার বিষয় হরণ করে, আমি বুদ্ধের ছবি খানিকে মানসপটে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, বৈরশুদ্ধিতে বিরত থাকিব। যদি কোন হঠকারী আমার শরীরাক্রমণ ও আমাকে প্রহার করে, আমি খৃষ্টের পুণ্য প্রতিমা কল্পনা করিয়া, আততায়ীপ্রতিহিংসায় উত্তেজিত হইব না। ও দয়াল বুদ্ধ! ও প্রেমিক যীশু! তোমরাই কি ঘনবিজ্ঞান, মূর্ত্তসত্ত্য ও প্রত্যক্ষ-ত্যাগের অক্ষয় কমনীয় রূপ? তোমরা মহৎ হইতেও মহৎ। তোমাদের মহত্ত্বের ইয়ত্তা নাই। যে কীটাণুকীট তোমাদের পদাঙ্গুলির রোমাগ্রভাগেরও

তুল্য নহে, 'আমি' তাহাই। তথাপি, 'আমার' অভিমান আসে কেন? হে ঈশ্বর! হে বিভু! তোমার ভাবনায় আমাকে নিমজ্জিত কর। আমি অমৃতসাগরে অবগাহন করিয়া থাকিলে, আমার মোহমৃত্যুর ভয় দূরীভূত হইবে। সত্যের আলোক ও মিথ্যার অন্ধকার আর্ষবিজ্ঞানে মানস প্রত্যক্ষ করিয়া, আমি পবিত্র ও ধন্য হইব।

সত্যমেব জয়তে নানৃতং
সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ।
যেনাক্রমন্ত্যৃষয়ো হ্যাপ্তকামা
যত্রতৎসত্যস্য পরমং নিধানম্॥ ৬॥
নহি সত্যাৎপরো ধর্ম্ম নানৃতাৎপাতকং পরম্।
নহি সত্যাৎ পরং জ্ঞানং তস্মাৎ সত্যং সমাচরেৎ॥ ৭॥

মুণ্ডকোপনিষৎ, ৩য় মুণ্ডক, ১ম খণ্ড।

সত্যই সর্ব্বদা সর্ব্বত্র জয়লাভ করে; অসত্য কখন জয়লাভ করে না। যে পথ দ্বারা আপ্তকাম ঋষিগণ সত্যের পরমধামে গমন করেন, সেই 'দেবযান' পথ সত্যপ্রভাবেই বিতত রহিয়াছে। সত্য অপেক্ষা প্রশস্ত ধর্ম্ম নাই; মিথ্যা অপেক্ষা গুরু পাপ নাই। সত্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জ্ঞান নাই; অতএব সত্য সমাচরণ কর। হে নিত্য প্রজ্ঞানকায় সত্য ভূমানন্দ! তোমার ধর্ম্মমেঘ মহামননে আমাকে এতাবান্ আবিষ্ট কর যেন বাহ্য জগতের কোন স্মৃতি আমার মনে আর জাগরূক না হয়—যেন আমার জ্ঞানোন্মাদ উপস্থিত হয়। অবিদ্যার উন্মাদ যেমন অপরিসীম অমঙ্গলের করাল কেতন, বিদ্যার উন্মাদ তেমনি চরম মঙ্গলোদয়ের ললাম লক্ষণ। অথবা, ব্রজগ্ধানপদগণ যেমন কৃষ্ণানুরাগে বিহ্বল হইয়াছিল, আমিও যেন তোমার প্রেমে সেইরূপ উন্মত্ত হইয়া যাই। গোকুলের সদ্‌যোষিৎ ও সরল গোপালগণ শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া জানিতে পারে নাই। তথাপি তাহাদের সেই অজ্ঞতায় সম্বাদী ভ্রমই উদাহরণীকৃত হইয়াছিল এবং সান্নিপাতিক বিকারাবেশে, মৃত্যুকালে নারায়ণ নামোচ্চারণকারী ব্যক্তি যেমন স্বর্গলাভ করে, অজ্ঞাতসারে ভগবৎ প্রেমে উন্মত্ত হইয়া, তাহারাও, সেইরূপ, ভগবান্‌কেই প্রাপ্ত হইয়াছিল।

বিবেচনাহীন ব্যক্তিগণের ব্যঙ্গোক্তিতে আস্থাস্থাপন করা যুক্তিবিরুদ্ধ। সংসার স্বপ্নরাজ্য নহে। মানুষ দিবারাত্রি অমৃতসাগরে ডুবিয়া থাকিলে, সংসারের

কাজকর্ম্ম চলেনা। কৌশল ও পরিশ্রম সহকারে অর্থ বিত্তাদির অন্বেষণ না করা আলস্যের এবং অন্যায়াচরণের প্রতিশোধ না লওয়া ভীরুতা ও কাপুরুষতার নিদর্শন। ইত্যাদি ভাষায় অবিবেচক লোক সকল ঈশ্বরভাবুকগণকে বিদ্রূপ করে। অবশ্য, অভিমানের প্রণোদনেই, তাহাদের মুখ হইতে এইরূপ শ্লেষ-বাণী বিনির্গত হয়। শাস্ত্রীয় ও অশাস্ত্রীয় পুরুষকারের মর্ম্মপরিগ্রহ করিতে না পারিয়া, গর্ব্বিত মানবমণ্ডলী সত্যসত্যই, ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণকে অলস, ভীরু ও কাপুরুষ গণনা করে। কিন্তু, মূর্খের নিকট যাহা সত্য প্রতীত হয়, তাহাই বস্তুতঃ মিথ্যা এবং তাহার নিকট যাহা মিথ্যা দৃষ্ট হয়, তাহাই বস্তুতঃ সত্য। ধার্ম্মিক মহাজনগণ অহর্নিশি ঈশ্বরচিন্তায় ব্যাপৃত থাকিয়া, সাংসারিক কার্য্য-সাধনের সুপ্রণালীপরম্পরার উদ্ভাবন করেন এবং তাঁহাদের অনুষ্ঠিত যাবতীয় কর্ম্ম সর্ব্বৈব সত্য ও সংসারমঙ্গলদায়ক। পক্ষান্তরে, ধর্ম্মহীন অবিবেকীগণ লোভ, অসূয়া, বিদ্বেষ, শঠতা, নীচতা, প্রতিহিংসা, প্রভৃতিকে কার্য্যকৌশল পরিকল্পনা করিয়া, এই সকল ঘোর দুষ্প্রবৃত্তির চালনে অর্থবিত্তাদির সংগ্রহ-চেষ্টায়, নিয়ত শারীরিক পরিশ্রম করে। এজন্য, তাহাদের কার্য্যে বিশ্বময় বিষম অশান্তির সমুত্থান হয়। ঈশ্বরনিদেশে, ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ ধরাতলে নীরবে যে সকল সদ্বস্তুর গঠন ও স্থাপন করেন, ঈশ্বরদ্রোহী অধার্ম্মিকগণ আড়ম্বর সহকারে, তৎসমস্ত ভগ্ন ও নষ্ট করিয়া, গর্ব্বানুভব করে। যখন যে পরিবারে, যে সমাজে, যে রাষ্ট্রে বা যে জাতিমধ্যে ধার্ম্মিক লোকের অভ্যুদয় বা সংখ্যাধিক্য হইয়াছে, তখনই সে পরিবার, সে সমাজ, সে রাষ্ট্র বা সে জাতি শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। অধার্ম্মিকগণের অভ্যুত্থান ও দাম্ভিকতায় পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, জাতি, প্রভৃতি সমস্ত বস্তুই শ্রীহীন ও ধ্বংস হয়। পুরাবৃত্ত ও ইতিহাস এবিষয়ের ভূরি উদাহরণ প্রদান করে। কিন্তু দর্শন ব্যতীত অন্য কোন শাস্ত্রই ইহার তাৎপর্য্য নির্দ্ধারণ করিতে পারেনা। যোগসাধকগণ ধ্যানবলে, ঈশ্বরের পূতসংকল্প বিদিত হন এবং জ্ঞানালোকে হৃষ্টমনে সৎকার্য্যাবলীর সাধন করিয়া, তাঁহারা জগন্মঙ্গল বিধান করেন। প্রত্যুত, ঈশ্বরবিশ্বাসহীন মূঢ় ব্যক্তিগণ অহঙ্কারতিমিরে নানা বীভৎস কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া দারুণ দুঃখভোগ ও অপরের অশান্তি সমুৎপাদন করে।

ভারতীয় দর্শন শাস্ত্র ঈশ্বরমননের পরমমঙ্গলত্ব প্রদর্শন করিয়া, মানবকে যোগাভ্যাসে আমন্ত্রণ করে। সকল লোকের পক্ষে এই নিমন্ত্রণ রক্ষা করা

সম্ভবযোগ্য নহে এবং তাদৃশী আশাও দর্শনশাস্ত্র পোষণ করেনা। কিন্তু, যাঁহারা ধীর ও মেধাবী, তাঁহারা দর্শনের কুশলামন্ত্রণ গ্রহণ ও রক্ষা করিতে পারেন। তাঁহারা ধৈর্য্যসহকারে দর্শনাধ্যয়ন ও যোগাভ্যাস করিয়া, লোক-সমাজে দার্শনিক পবিত্র সমাচার প্রচারিত করিলে, দর্শনের গূঢ়োদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হয়। বস্তুতঃ, অতিপুরাকাল হইতে কলিযুগাবির্ভাবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, কর্ম্মভূমি ভারতবর্ষে ঈদৃশী প্রথার প্রচলন ছিল। ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিগণের অনুগ্রহে, সমাজের শীর্ষস্থানীয় যে সকল মহৎ ব্যক্তি পরম তত্ত্বের বর্ত্তিকা প্রাপ্ত হইতেন, তাঁহারাই দেশের সর্ব্বস্থল দার্শনিক ভাবালোকে আলোকিত করিতেন। উচ্চশ্রেণীর মানবগণ দর্শনাভিজ্ঞ হইয়া যোগচর্য্যা বা ঈশ্বরসংকল্পানুসারে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। নিম্নশ্রেণীর মনুষ্যেরা যদিও মুখ্যভাবে দর্শনা-ভ্যাস করিতে পারিতনা, তথাপি, উচ্চশ্রেণীগত মানবগণের শাসনপথবর্ত্তী হইয়া, তাহারা যে প্রকারে সংসারক্ষেত্রে বিচরণ করিত, তাহা ঈশ্বর-সংকল্পানুমত বা দর্শনসম্মত। এইরূপে মানবকুলে শ্রেণীপরম্পরায় দর্শনের বিমল প্রভাব সঞ্চারিত হইত এবং দর্শনানুমোদিত ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিয়া, সকল শ্রেণীর মনুষ্যই সুখে ও স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিত। বস্তুতঃ, সু বা কু যে ভাবই সমাজে প্রবেশ করে, তাহা, সাধারণতঃ, সমাজের উচ্চ-সোপানবর্ত্তী মানবগণের মধ্য দিয়া, তাহার নিম্নসোপানভুক্ত লোক সকলে ব্যাপ্ত হয়। যাঁহা হইতে জগতের উদ্ভব হইয়াছে, তিনি নিত্য জ্ঞানানন্দময় এবং জীবের ভোগের জন্যই তিনি জগতের সৃজন করিয়াছেন।

ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্ব্বং তস্যোপব্যাখ্যানং
ভূতং ভবদ্ ভবিষ্যদিতি সর্ব্বমোঙ্কার এব।
যচ্চান্যৎ ত্রিকালাতীতং তদপ্যোঙ্কার এব ॥ ১ ॥
সর্ব্বং হ্যেতদ্ ব্রহ্মায়মাত্মা ব্রহ্ম সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাৎ ॥ ২ ॥
জাগরিত স্থানোবহিঃ প্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতি মুখঃ
স্থূলভুগ্বৈশ্বানরঃ প্রথমঃ পাদঃ ॥ ৩ ॥
স্বপ্নস্থানোঽন্তঃ প্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতি মুখঃ
প্রবিবিক্তভুক্ তৈজসো দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥ ৪ ॥
যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে ন কঞ্চন
স্বপ্নং পশ্যতি তৎ সুষুপ্তম্। সুষুপ্তস্থান একীভূতঃ

প্রজ্ঞান ঘন এবানন্দময়ো হ্যানন্দভুক্ চেতোমুখঃ
প্রাজ্ঞ স্তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥ ৫ ॥
এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞ এষোঽন্তর্যাম্যেষ যোনিঃ
সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্ ॥ ৬ ॥
নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃ প্রজ্ঞং
ন প্রজ্ঞাঘনং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞম্। অদৃষ্টমব্য-
বহার্য্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্যমেকান্ত-
প্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং
চতুর্থং মন্যন্তে স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ ॥ ৭ ॥
সোঽয়মাত্মাধ্যক্ষরমোঙ্কারোঽধিমাত্রং পাদা
মাত্রা মাত্রাশ্চ পাদা অকারো উকারো মকার ইতি ॥ ৮ ॥

মাণ্ডুক্যোপনিষৎ।

ওঁ এই অক্ষরটাই এই সমস্ত জগৎ। তাহার উপব্যাখ্যা :— ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান্ সমস্তই ওঁকার। ত্রিকালাতীত যে অন্য পদার্থ (ব্রহ্ম), তাহাও ওঁকার। এই ওঁকারাত্মক জগৎ সমস্তই ব্রহ্ম। আত্মা ও ব্রহ্ম অভিন্ন। এই আত্মা চতুষ্পাদ্। জাগ্রদবস্থায় বিদ্যমান্, বাহ্যবিষয়নিচয়ে প্রজ্ঞাবান্, সপ্তাবয়ব, উনবিংশানন ও স্থূলভোগী আত্মাকে 'বৈশ্বানর' কহে। ইহাই প্রথম পাদ। স্বপ্নাবস্থায় বিদ্যমান্, বাহ্যবিষয়নিচয়ে প্রজ্ঞাবান্, সপ্তাবয়ব, উনবিংশানন ও বাসনা-মাত্রভোগী আত্মাকে 'তৈজস' কহে। ইহাই দ্বিতীয় পাদ। লোকে যখন সুপ্ত হইয়া কোন পদার্থের কামনা করেনা এবং কোনও স্বপ্নদর্শন করেনা, তখন তাহাকে সুষুপ্ত বলে। এই সুষুপ্ত অবস্থায় বিদ্যমান্ সর্ব্বাবয়বের সহিত একীভূত, ঘনীভূত প্রজ্ঞাবিশিষ্ট চৈতন্যমুখ বলিয়া আনন্দময়, সুতরাং আনন্দমাত্রভোগী আত্মাকে 'প্রাজ্ঞ' কহে। ইহাই তৃতীয় পাদ। এই প্রাজ্ঞ আত্মা সর্ব্বেশ্বর, ইনি সর্ব্বজ্ঞ, অন্তর্যামী, সমস্ত জগতের হেতু। যেহেতু ইহা হইতেই এবং ইহাতেই সমস্ত জগতের উৎপত্তি ও লয় হয়। অন্তর্বিষয়ে প্রজ্ঞাশূন্য, বহির্বিষয়েও প্রজ্ঞাশূন্য, উভয়বিধ প্রজ্ঞাহীন, ঘনীভূত প্রজ্ঞাবিশিষ্ট নহেন, প্রাজ্ঞ নহেন, অপ্রাজ্ঞও নহেন, সুতরাং, মনঃসহ ইন্দ্রিয়সমূহের অলক্ষ্য, অদৃষ্ট, অব্যবহার্য্য, অচিন্ত্য, অগ্রাহ্য, শব্দেও অনির্দ্দেশ্য, একমাত্র আত্মপ্রত্যয়ে উপলভ্য, প্রপঞ্চের উপশম-হেতু, শান্তস্বরূপ, শিবস্বরূপ, এজগতের সহিত সুব্যক্ত অভিন্ন,—তাদৃশ

আত্মাকেই পণ্ডিতগণ 'তুরীয়' বা 'চতুর্থ' বলিয়া থাকেন। তিনিই আত্মার আত্মা, তিনিই বিজ্ঞেয়। 'সেই এই' আত্মা অক্ষরেই বোধিত হন এবং ওঁকারই সে অক্ষর। আত্মার এক এক পাদই ওঁকারের এক একটী মাত্রা। ওঁকারের এক একটী মাত্রাই আত্মার এক একটী পাদ। অ, উ, ম; এই তিনটী মাত্রা। অতএব, জগতে নিশ্চয়ই আনন্দ আছে এবং বিবেচনাসহকৃত বা ঈশ্বরপ্রীতিকর কার্য্যযোগে মনুষ্য সে আনন্দ সম্ভোগ করিতে পারে। অন্তর্বাহ্য উভয় জগৎই সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মক। মন বাহ্যেন্দ্রিয়যোগে বাহ্যবিষয়-নিচয়ে সংযুক্ত হয়। অণুপরিমাণ মন যদিও এক সময়ে একাধিক বিষয়ে লিপ্ত হইতে পারেনা, তথাপি, বিদ্যুৎ অপেক্ষাও দ্রুতগতিশীল বলিয়া, ইহা নিমেষ মধ্যে, পরম্পরাক্রমে, বহু বিষয় গ্রহণে সমর্থ এবং রজস্তমের তাড়নায়, বস্তুতঃ, তাহা করিয়াও থাকে। সাধারণ ভাবে, মনের এই ব্যাপারই 'বাহ্য-বিষয়ে মনের ব্যাপ্তি' 'মানসিক বিক্ষেপ' প্রভৃতি বাক্যে পরিচিত হয়। বৈষয়িক আনন্দ মালিন্যজড়িত। রজস্তমোজনিত চাঞ্চল্য ও মোহপ্রভাবে, মন এত বিভ্রান্ত ভাবে বিবিধ বিষয়ে আসক্ত হয় যে, তাহা মলিনতার অপসারণ করিয়া, বিষয়গত আনন্দ সম্ভোগ করিতে পারেনা এবং সুখভোগ করিতে গিয়া, দুঃখই অধিক পরিমাণে ভোগ করে। সত্ত্বগুণপ্রাবল্যে, অন্তঃকরণে যে অভিজ্ঞতার উদ্রেক হয়, তদ্দ্বারা সুখতাপখচিত বিচিত্র জগতের আনন্দভাগ গ্রহণ ও দুঃখাংশ বর্জ্জন করা যায়। ভগবান্ স্বয়ং ভূতলে অবতরণ ও লীলা সমাধান করিয়া, ইহার দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ব্রজের রাখাল বালক ও গোপাঙ্গনাগণ কৃষ্ণপ্রেমাবেশে বৃন্দারণ্যের প্রত্যেক বনে, প্রত্যেক বৃক্ষে, প্রত্যেক তরুপত্রে, কালিন্দীজলে, যমুনাপুলিনে, গিরিগোবর্দ্ধনে ও নৈসর্গিক আরাম্য বস্তুজাতে অসীম সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়া, আনন্দে বাহ্য-জ্ঞানহারা হইত। অবশ্য, তর্কিত হইতে পারে, নরমূর্ত্তিধারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বকীয় উপস্থিতি দ্বারা বৃন্দাবনের সৌন্দর্য্য বিশেষরূপে প্রকটিত করিয়াছিলেন। কিন্তু, ঈশ্বরার্পিত সত্ত্বময় চিত্তে সকল স্থানেই ঈশ্বরের উপস্থিতি এবং সকল স্থানকেই তাৎকালিক বৃন্দাবনবৎ অনুভব করা যায়। ভগবানে ভক্তি না হইলে, কোন স্থানেই সৌন্দর্য্যাবলোকন বা আনন্দলাভ করা যায় না। কৃষ্ণ বিদ্বেষীগণ সে সময়েও বৃন্দাবনের পরমরমণীয়তা উপলব্ধি করিতে পারে নাই। ক্রোধ, লোভ, হিংসা, দ্বেষ, প্রভৃতি রিপুগ্রামের আক্রমণে মন উপদ্রুত হইলে,

তাহাতে সৌন্দর্য্য বা আনন্দের ছায়াপাত হয় না। যদি মিষ্টান্নপ্রিয় শিশুদলের সমক্ষে, তাহাদের সকলের ভোগের জন্য, মিষ্টান্নপূর্ণ একখানি পাত্র উপস্থাপিত করা যায়, তাহা হইলে তাহাদের প্রত্যেকেই সমস্ত মিষ্টান্ন স্বোদরসাৎ করিবার দুরাশায় এরূপ উত্তেজিত হইয়া উঠে যে, অবশেষে তাহারা পরস্পর কলহে প্রবৃত্ত হয়। বিবাদফলে, মিষ্টান্নের পাত্রচ্যুত, ভূমিবিক্ষিপ্ত, মলিনতালিপ্তাদি হওয়া নিবন্ধন, হয় তাহাদের সকলেই মিষ্টান্নভোগে বঞ্চিত থাকে, নতুবা, দুর্বৃত্ততার পরিমাণানুপাতে, কেহ কেহ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভোগ করিতে পায় এবং অপর কেহ কেহ—যাহারা অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল, তাহারা—তাহাও পায় না। যাহাই হউক, সকলে মিলিয়া ন্যায্য বণ্টনে মিষ্টান্ন গ্রহণ করিলে, তাহারা যেরূপ তৃপ্তি পাইতে পারে, বিরোধে তাহারা সেরূপ আমোদ লাভ করিতে পারে না। বিষয়বুদ্ধির অল্পতাপ্রযুক্ত শিশুগণ অর্ব্বাচীন অভিহিত হয়। কিন্তু অনেকের ভোগের জন্য অভিপ্রেত, ঈশ্বরপ্রদত্ত বস্তু একাকী ভোগ করিবার দুরাশায়, যে সকল জাতি, সমাজ, সম্প্রদায় বা মানব পরস্পর কলহে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের আচরণ শিশুগণের আচরণ অপেক্ষা কোন্ অংশে উৎকৃষ্ট? বরং জাতিবর্ণাদির অভিমানবর্জ্জিত শিশুগণ অনেক স্থলে বিমলানন্দ উপভোগ করিয়া থাকে। কিন্তু, ঐ সকল অভিমানে জর্জ্জরিত প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিগণ কুত্রাপি পবিত্র সুখ অর্জ্জন করিতে পারে না। অভিমান বহুকোষবিশিষ্ট এবং অভিমানের প্রত্যেক কোষই শান্তিবিরোধী। পৃথিবীর সমস্ত জাতি মধ্যে আমার জাতি যাবতীয় ঐহিক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ হউক না। তখন আমার জাতি মধ্যে আমার সমাজ উচ্চ হউক। আমার সমাজ মধ্যে ... ভূত, বর্ণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিচারিত হউক। আমার বর্ণ মধ্যে আমি ধনে, মানে, ... বিদ্যায়, পরাক্রমে সর্ব্বাপেক্ষা বড় হই। ইত্যাদিরূপ অভিমান বশে, মানব স্বেতর জাতি, স্বেতর সমাজ, স্বেতর বর্ণ ও অপর মনুষ্যাদির প্রতি বিদ্বেষবান্ ও হিংসাপরায়ণ হয়। জাত্যাদির অভিমানেই মানুষ রুক্ষস্বভাব, সন্দিগ্ধচিত্ত ও অত্যাচারী হয় এবং এরূপ লোক কখন স্বস্তি পায় না। যে মূর্খতা অপেক্ষা দুরন্ত ব্যাধি মানবের আর নাই, অভিমানই তাহার উৎস। যে যত মূর্খ, অভিমানের উত্তেজনায় সে আপনাকে তত বুদ্ধিমান্, জ্ঞানী ও কৌশলী বিভাবন করে। ভগবদারাধনায় মানবান্তঃকরণ যত অভিমানশূন্য ও নির্ম্মল হয়, ততই তাহাতে বিবেক ও বৈরাগ্যের উদয় হয়। বিবেকী ও বৈরাগ্যবান্ ব্যক্তিই

শান্তিভোগে অধিকারী হন। বিবেকবৈরাগ্যশীল পুণ্যাত্মা মহাজন একদিকে সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরের অপার করুণা প্রত্যক্ষজ্ঞানগোচর ও অন্যদিকে অনিত্য সংসারে অজ্ঞ জীবের অভিমানক্রীড়া উদাসীন ভাবে অবলোকন করিয়া নিরন্তর পুলকিত চিত্তে জীবন যাপন করেন। ঈশ্বরপ্রণিধানে অভিমানের ব্যাপাদন করিবার জন্যই, বিজ্ঞানী শঙ্করাচার্য্য মানবকে সুললিত ও জ্ঞানগর্ভ-বাক্যে পরামর্শ প্রদান করিয়াছেন :—

দিনমপি রজনী সায়ং প্রাতঃ
শিশিরবসন্তৌ পুনরায়াতঃ।
কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ু-
স্তদপি ন মুঞ্চত্যাশাবায়ুঃ॥
ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে।
প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে, নহি নহি রক্ষতি ডুকৃঞ্ করণে॥ ধ্রু॥ ১

অগ্রে বহ্নিঃ পৃষ্ঠে ভানু
রাত্রৌ চিবুকসমর্পিতজানুঃ।
করতল ভিক্ষা তরুতলবাস-
স্তদপি ন মুঞ্চত্যাশাপাশঃ॥
(ভজ গোবিন্দমিত্যাদি)॥ ২

যাবদ্ বিত্তোপার্জ্জনসক্ত-
স্তাবন্নিজ পরিবারো রক্তঃ।
পশ্চাদ্ধাবতি জর্জ্জর দেহে
বার্ত্তাংপৃচ্ছতি কোঽপি ন গেহে॥
(ভজ গোবিন্দমিত্যাদি)॥ ৩

জটিলীমুণ্ডী লুঞ্চিতকেশঃ
কাষায়াম্বর-বহুকৃতবেষঃ।
পশ্যন্নপি ন পশ্যতি মূঢ়
উদর নিমিত্তং বহুকৃতবেষঃ॥
(ভজ গোবিন্দমিত্যাদি)॥ ৪

ভগবদ্ গীতা কিঞ্চিদধীতা
গঙ্গাজল লবকণিকা পীতা।

সকৃদপি যস্য মুরারি সমর্চ্চা
তস্য যমঃ কিং কুরুতে চর্চ্চাম্ ॥
(ভজ গোবিন্দমিত্যাদি) ॥ ৫
অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং
দশনবিহীনং জাতং তুণ্ডম্। *
বৃদ্ধো যাতি গৃহীত্বা দণ্ডং
তদপি ন মুঞ্চত্যাশাপিণ্ডম্ ॥
(ভজ গোবিন্দমিত্যাদি) ॥ ৬
বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্ত-
স্তরুণস্তাবৎ তরুণীরক্তঃ।
বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তামগ্নঃ
পরে ব্রহ্মাণ কোঽপি ন লগ্নঃ ॥
(ভজ গোবিন্দমিত্যাদি) ॥ ৭
পুনরপি জননং পুনরপিমরণম্
পুনরপি জননীজঠরে শয়নম্।
ইহসংসারে খলু দুস্তারে
কৃপয়াঽপারে পাহি মুরারে ॥
(ভজ গোবিন্দমিত্যাদি) ॥ ৮
পুনরপি রজনী পুনরপি দিবসঃ
পুনরপি পক্ষঃ পুনরপি মাসঃ।
পুনরপ্যয়নং পুনরপি বর্ষং
তদপি ন মুঞ্চত্যাশামর্ষম্ ॥ †
(ভজ গোবিন্দ মত্যাদি) ॥ ৯
বয়সি গতে কঃ কামবিকারঃ
শুষ্কে নীরে কঃ কাসারঃ ‡।
নষ্টে দ্রব্যে কঃ পরিবারো
জ্ঞাতে তত্ত্বে কঃ সংসারঃ ॥
(ভজ গোবিন্দমিত্যাদি) ॥ ১০

* তুণ্ড—মুখ, ওষ্ঠাধর। † অমর্ষ বা আমর্ষ—ক্রোধ। ‡ কাসার—সরোবর, জলাশয়।

নারীস্তনভরণাভিনিবেশং
মিথ্যা মায়া মোহাবেশম্।
এতন্মাংসবসাদি বিকারং
মনসি বিচারয় বারং বারম্॥
(ভজ গোবিন্দমিত্যাদি)॥ ১১
কস্ত্বং কোঽহং কুত আয়াতঃ
কা মে জননী কো মে তাতঃ।
ইতি পরিভাবয় সর্ব্বমসারং
বিশ্বং ত্যক্ত্বা স্বপ্নবিকারম্॥
(ভজগোবিন্দ মিত্যাদি)॥ ১২
গেয়ং গীতা নাম সহস্রং
ধ্যেয়ং শ্রীপতিরূপমজস্রম্।
নেয়ং সজ্জন সঙ্গে চিত্তং
দেয়ং দীনজনায় চ বিত্তম্॥
(ভজগোবিন্দমিত্যাদি)॥ ১৩
যাবজ্জীবো নিবসতি দেহে
কুশলং তাবৎ পৃচ্ছতি গেহে।
গতবতি বায়ৌ দেহাপায়ে
ভার্য্যা বিভ্যতি তস্মিন্ কায়ে॥
(ভজগোবিন্দমিত্যাদি)॥ ১৪
সুখতঃ ক্রিয়তে রামাভোগঃ
পশ্চাদ্ধন্ত শরীরে রোগঃ।
যদ্যপি লোকে মরণং শরণং
তদপি ন মুঞ্চতি পাপাচরণম্॥
(ভজগোবিন্দমিত্যাদি)॥ ১৫
রথ্যা কর্পট * বিরচিত কন্থঃ
পুণ্যাপুণ্য বিবর্জ্জিত পন্থঃ।

---

* কর্পট— ছিন্নজীর্ণবস্ত্র, নেকড়া।

নাহং ন ত্বং নায়ং লোক—
স্তদপি কিমর্থং ক্রিয়তে শোকঃ ॥
(ভজগোবিন্দমিত্যাদি) ॥ ১৬

কুরুতে গঙ্গাসাগর গমনং
ব্রতপরিপালনমথবা দানম্।
জ্ঞানবিহীনে সর্ব্বমনেন
মুক্তির্ন ভবতি জন্ম শতেন ॥
(ভজগোবিন্দ মিত্যাদি) ॥ ১৭

দর্শনের পবিত্র রাজ্যে স্বর্গীয় দুন্দুভি যোগে যে সুষ্ঠুবাণী বিঘোষিত হইতেছে, সকল মঙ্গলকামী মানবেরই তাহা অবহিত চিত্তে শ্রবণ করা কর্ত্তব্য :—

উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গম্পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি ॥ ১৪ ॥
কঠোপনিষৎ, ১ম অধ্যায়, ৩য় বল্লী।

হে জীবগণ! তোমরা উঠ, জাগ্রৎ হও এবং বরসকল প্রাপ্ত হই[illegible] সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি কর। সুধীগণ বলেন, ক্ষুরের নিশিত ধার [illegible] করা যেমন দুঃসাধ্য, ব্রহ্মজ্ঞানরূপ পথও সেইরূপ দুর্গম।

অবিরাম দীপ্যমান্ স্বভাবের পরপারে
থাকিয়া যে নিসরগে স্বীয় শকতি সঞ্চারে,
অহে জীব! মোহপাশ
মন্ত্রবলে করি নাশ,
উত্তম যতন সবে কর হেরিতে তাহারে।

বুঝ স্বত্ব আপনার;
হইয়া স্বরূপ তার,
[illegible]দিন বদ্ধ কেন তুমি রবে অন্ধকারে?
সে নিত্য [illegible] দ্যুতি
নহেত দূরের [illegible]তি;
নানা ভাবে সবাকার [illegible] অন্তর বাহিরে

গগণে মরীচিমালী
তারি করে করশালী
হইয়া, জগৎ ভরি তপ্ত কিরণ বিথারে।
গ্রহ উপগ্রহ গণে,
সর্ব্বভুক্ হুতাশনে,
তারি তেজ বিরাজিত সর্ব্ব তেজের আধারে।
মোরা চেতনায়মান,
এ বিশ্ব যে সত্তাবান্,
শুধু তাহারি চৈতন্য আর সত্তার ব্যাপারে।
যতেক কহ স্থাবর,
জড় অথবা গত্বর,
সেই আত্মা সকলের যাহা কিছু এ সংসারে।
ধ্যেয় সে শুভ চরম,
জ্ঞেয় সে সুখ পরম,
হয় না সে সঙ্গবশে কভু মলিন বিকারে।
ব্রহ্মাণ্ড তাহ'তে হয়,
তাতে রয়, পায় লয়,
সে রহে সমান ভাবে সদা আপন আকারে।
ত্যজহ দানবরীতি,
অনুসর দেবনীতি,
চিতকে অমল কর মালিন্যের পরিহারে।
অবিদ্যার ব্যাপাদনে,
একাদ্বয় সনাতনে
প্রতিষ্ঠিত নেহারিবে নিজ হৃদয় মাঝারে।
নিশ্চয় জানিও মনে
সত্য সে ভবকারণে
পায় না দেখিতে তারা, অন্ধ যারা অহঙ্কারে।

প্রার্থনা।

মানো মহান্তমুত মানোঽ অর্ভকংমান উক্ষন্তমুতমান উক্ষিতম্।
মানো বধীঃ পিতরং মোত মাতরংমানঃ প্রিয়াস্তন্বোরুদ্রমীরিষঃ ॥ ১৫ ।

যজুঃ, অধ্যায় ১৬।

দিয়া দুখতাপ কত পাপী দুষ্টজনে
রোদন করাও তুমি কঠোর শাসনে।
হেন দণ্ড কর তার তারি পাপ ফলে ;-
তাইতে তোমায় সবে ভয়ে রুদ্র বলে।
আমার সম্বন্ধে যত উচ্চ নীচ জন,
সুতসুতা, পিতা, মাতা, প্রিয় বন্ধুগণ,
আপন শরীর আর — ইহাদের নাশ
ক'রতে না প্রেষ কা'কে, এই মোর আশ।
তব কাছে কোন সাজা না পাই যাহ'তে,
চালাও আমারে রুদ্র ! সদা সেই পথে।

তেজোঽসি তেজো ময়ি ধেহি। বার্য্যমসি বীর্য্যং ময়ি ধেহি।
বলমসি বলং ময়ি ধেহি। ওজোঽস্যোজো ময়ি ধেহি।
মন্যুরসি মন্যুং ময়ি ধেহি। সহোঽসি সহো ময়ি ধেহি ॥ ৯ ।

যজুঃ, অঃ ১৯।

যাচব কাহার কাছে ?
সর্ব্বশক্তিমান্, তোমার সমান
আর কেবা বল আছে ?
তেজঃ তুমি সত্য, প্রভব প্রদ্যোত,
কর মোরে তেজীয়ান্।
বীর্য্য তুমি সত্য, বিক্রম অচ্যুত,
কর মোরে বীর্য্যবান্।
বল তুমি সত্য, সার সারসত্ত্ব,
কর মোর বলাধান।

ওজঃ তুমি সত্য, অসীম সামর্থ্য,
মোরে কর ওজস্বান্।
মন্যু তুমি রোষ পাপাচার দোষ,
দাও মোরে সে ক্রোধিতা।
সহ তুমি সহ কত অহরহঃ,
মোরে দাও সহিষ্ণুতা।

যাং মেধাং দেবগণাঃ পিতরশ্চোপাসতে।
তয়া মামদ্য মেধয়াঽগ্নে মেধাবিনং কুরুস্বাহা ॥ ১৪।
যজুঃ, অঃ ৩২।

স্বপ্রকাশ তুমি উজল আগুন হেন ;
অগ্নি বলি তাই তোমা করি সম্বোধন।
অগ্নিহে ! দাও সে বুদ্ধি আমাকে এখন,
দেবপিতৃগণ যার করে উপাসন।
বিদ্বান্, তপস্বী, জ্ঞানী যাহারে ধেয়ায়,
সেই মেধায় করগো মেধাবী আমায়।

যজ্জাগ্রতো দূরমুদৈতি দৈবন্তদুসুপ্তস্য তথৈবেতি।
দূরঙ্গমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকন্তন্মে মনঃশিবসঙ্কল্পমস্তু ॥ ১
যেন কর্ম্মাণ্যপসো মনীষিণো যজ্ঞে কৃণ্বন্তি বিদথেষুধীরাঃ।
যদপূর্ব্বং যক্ষমন্তঃপ্রজানাং তন্মেমনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু ॥ ২।
যৎপ্রজ্ঞানমুত চেতোধৃতিশ্চ যজ্ জ্যোতিরন্তরমৃতংপ্রজাসু।
যস্মান্নঽঋতে কিঞ্চন কর্ম্ম ক্রিয়তে, তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু ॥ ৩।
যেনেদং ভূতং ভুবনং ভবিষ্যৎ পরিগৃহীতমমৃতেন সর্ব্বম্।
যেন যজ্ঞস্তায়তে সপ্তহোতা তন্মেমনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু ॥ ৪।
যস্মিন্নৃচঃ সাম যজূংষি যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতা রথনাভাবিবারাঃ।
যস্মিংশ্চিত্তং সর্ব্বমোতং প্রজানাং তন্মেমনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু ॥ ৫।
সুষারথিরশ্বানিব যন্মনুষ্যান্নেনীয়তেঽভীশুভির্বাজিন ইব।
হৃৎপ্রতিষ্ঠং যদজিরং জবিষ্ঠং তন্মেমনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু ॥ ৬।
যজুঃ, অঃ ৩৪।

দূরে দূরে ভ্রমে, দিব্যগুণী জাগরণে,
সুষুপ্ত স্মরণরত হয় যে স্বপনে,
কুশলিন্! এই কর তোমারি মতন,
শিবসঙ্কল্পক হোক্ মোর সেই মন।
আপনার অপরের কোন অমঙ্গল
না সাধি, সে সাধে যেন সবারি কুশল।
ক্রিয়ানিষ্ঠ ধৈর্য্যশীল মতিমান্ গণ
যজ্ঞযুদ্ধ যার বলে করেন সাধন,
পূজনীয় যেই অপূর্ব্ব সামর্থ্যধর
প্রজার অন্তরে বাস করে নিরন্তর,
কারুণিক! এই কর তোমারি মতন,
শিবসঙ্কল্পক হোক্ মোর সেই মন।
ধরমের অনুষ্ঠান, অধর্ম্ম বর্জ্জন
করিতে সতত যেন করে সে কল্পন।
অন্যের জ্ঞানদ, হয়ে সজ্ঞান আপনি,
আছয়ে যাহার বৃত্তি নিশ্চয়করণী,
পরিচয় করিবারে এসব কারণে,
প্রজ্ঞা, চেত, ধৃতি নাম লোকে যার গণে,
অনশ্বর জ্যোতিঃ যাহা জীবের অন্তরে,
যাহা বিনা কেহ কিছু করিতে না পারে,
জগদীশ! এই কর তোমারি মতন,
শিবসঙ্কল্পক হোক্ মোর সেই মন।
সে যেন বাসয়ে শুদ্ধ গুণের সহিত,
দুষ্টগুণে কভু যেন না হয় অন্বিত।
পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, বুদ্ধি, আত্মার যোজন
করিয়া যে করে জ্ঞানক্রিয়ার জনন,
যোগীগণ যাহা দিয়া ঘটনানিকর
ভূত ভাবী বর্ত্তমান্ করেন গোচর,
অমর যে করে তাঁহে জীবের মিলন

আর যোগ অধ্বরের বৃদ্ধি সম্পাদন,
পরমেশ! এই কর তোমারি মতন,
শিবসঙ্কল্পক হোক্ মোর সেই মন।
যোগবিজ্ঞানের সদা লইয়া শরণ,
সে যেন করয়ে সর্ব্ব বিঘ্নের দলন।
ঋক্, সাম, যজুঃ আর অথর্ব্ব যাহাতে
প্রতিষ্ঠিত, যথা আরা চক্রপিণ্ডিকাতে,
সর্ব্বজ্ঞাতা প্রজাসাক্ষী সকল ব্যাপক
চিত্ত আর চেতনের যে হয় জ্ঞাপক,
সর্ব্বেশ্বর! এই কর তোমারি মতন,
শিবসঙ্কল্পক হোক্ মোর সেই মন।
বিদ্যায় হউক তার পূর্ণ অনুরাগ,
অবিদ্যায় যেন হয় সতত বিরাগ।
নিপুণ সারথিহাতে কিম্বা রশ্মিযোগে
তুরগ চালিত যথা হয় দ্রুত বেগে
সেইরূপ সংসারের মানবনিকরে
অতিশয় ইতস্ততঃ চালিত যে করে
জীবের হৃদয়ে যেই আছে প্রতিষ্ঠিত
অতিগতিবেগবান্ বলিয়া বিদিত,
নিয়ামক! এই কর তোমারি মতন,
শিবসংকল্পক হোক্ মোর সেই মন।
সে যেন ইন্দ্রিয়গণে করি নিয়মিত,
ধরমের পথে সদা করয়ে চালিত।

অগ্নেনয় সুপথারায়েঽ অস্মান্ বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণ মেনো ভূয়িষ্ঠাং তে নম উক্তিং বিধেম॥ ১৬।
যজুঃ, অঃ ৪০।

হে অগ্নি, সর্ব্বজ্ঞ, সুখদাতা, স্বপ্রকাশ!
এমনি করেছ আত্মমহিমাবিকাশ,
নামের যে অন্ত তব নাহি পায় ভাষা;

কেমনে তোমায় ডাকি পূরাইয়া আশা ?
শ্রেষ্ঠ পন্থাপরিপূর্ণ বিশুদ্ধ প্রজ্ঞান
যাহে মোক্ষ পাই, তার করিবে বিধান ;
পাপাচরণের হেয় বক্রপথ যত
তুমি রাখিবে সকলে পৃথক্ নিয়ত ;
তাই নম্র ভাবে বহু করি তব স্তুতি।
ও গো পরমাত্মা ! শুন মোদের মিনতি।
পাবন পরাৎপর ! সর্ব্বশক্তিধর !
তব অংশুকণে আমারে পবিত্র কর !

অসতো মা সদ্গময় তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মামৃতং গময়েতি ॥ শতপথ ব্রাহ্মণ—১৪।৩।১৩০।

আমায় অসৎ হইতে নিয়ে যাও সতে
জ্ঞানানন্দনিধি, দয়ার আধার !
সেথায় সনাতন সত্য করেন রাজত্ব
কুশলী আত্মীয় যিনি সবাকার ;
ধর্ম্ম আর ন্যায় অমাত্য যাঁহার।
তাঁহ'তে কুশলী কেহ নাই আর ;
আত্মীয় তাঁহ'তে নাহি কেহ আর।
না করেন তিনি ভ্রম অবিচার।
সেই পুণ্যস্থান মঙ্গল-আগার।
হেথায় সকলি নশ্বর, সব মোর পর
মোর সনে করে মিথ্যা ব্যবহার।
আমায় আঁধার হইতে নাও গো আলোতে,
সেথায় বিচরিব সুখে আলোকে বিস্তার।
হেথায় অবিদ্যা আঁধারে মরি আমি ঘুরে
ঘূর্ণ করে মোর বুদ্ধির বিকার।
আমায় মরত হইতে লওহে অমৃতে,
আমি, নিত্যানন্দে সেথা করিব বিহার।

হেথায়, নাহি সুখলেশ, পাই কত ক্লেশ
বহিয়া সতত রোগমৃত্যুভার।
ওগো অন্তর্যামী ! জানি[?] ত তুমি
মরমের যত বেদনা আমার।
কোন প্রতিকার না পেয়ে ইহার,
আমি লৈনু অবশেষে শরণ তোমার।
হর মোর ক্লান্তি দাও চিরশান্তি,
কর তুমি মোরে সর্ব্বদুঃখপার।

ইতি শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায় বিরচিত সমন্বয়গ্রন্থে শান্তি সমুদ্ধরণ নাম।
সপ্তম অধ্যায়।

অন্ত্যভাগ সমাপ্ত।

ধ্যাপক শ্রী শ্রীশঙ্কর শর্ম্ম তর্কবত্নৈঃ; শ্রীহারাণচন্দ্র শর্ম্ম তর্করত্নৈঃ, কাশী হিন্দুবিশ্ব-বিদ্যালয়াধ্যাপক শ্রীহরিহর শর্ম্মশাস্ত্রিভিঃ, কাশী নগর ইংরেজী সংস্কৃত পাঠশালা প্রধানাধ্যাপক শ্রীহারাণচন্দ্র শর্ম্মশাস্ত্রিভিঃ, শ্রীযাদবচন্দ্র দেবশর্ম্ম স্মৃতিতীর্থোপনামক শ্রীউমেশচন্দ্র দেবশর্ম্ম বেদান্তবাগীশৈঃ, শ্রীস ভূষণৈঃ, শ্রীঅনুকূলচন্দ্র দেবশর্ম্মভিঃ কাব্যব্যাকরণতীর্থেভ্য তর্কপঞ্চানন শর্ম্মভিঃ।

তিনটী অভিমত

রায় সাহেব ঈশানচন্দ্র— ভারতবর্ষ দর্শন শাস্ত্রের সূতিকাক্ষেত্র, চেষ্টারও আদিস্থল। বর্ত্তমান যুগে ধর্ম্মসমন্বয় চেষ্টার উপযোগিতা আরও অধিক; কারণ বিদ্যাশিক্ষার বহুবিস্তার সত্ত্বেও, দুর্ভাগ্য বশতঃ, সাম্প্রদায়িকতার প্রাদুর্ভাব যেন উত্তরোত্তর ভীষণ হইয়া উঠিতেছে। আপনি প্রাচ্য দর্শনের সহিত পাশ্চাত্য দর্শনের সমতা রক্ষা করিয়া, ধর্ম্মসমন্বয় সম্বন্ধে যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা আমার নিকট অতি সুন্দর বোধ হইল। যুক্তির সারবত্তার সঙ্গে লিপিকৌশলেরও যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গেল। কুত্রাপি এরূপ কোনও শব্দ বা ভাবের প্রয়োগ দেখিলাম না, যাহা ইংরাজি-ভাষানভিজ্ঞ পাঠকের পক্ষে দুর্ব্বোধ্য। এরূপ গ্রন্থের প্রণয়নে যে বঙ্গভাষার উপকার সাধিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আশা করি ইহা বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র সমাদৃত হইবে।

স্যার গুরুদাস— এই গ্রন্থের কিয়দংশ মাত্র পাঠ করিবার সময় পাইয়াছি। ইহাতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের অনেকগুলি সার কথা অতি বিশদ ভাবে সরল ভাষায় বিবৃত হইয়াছে এবং পুস্তকখানি আপনার পাণ্ডিত্য চিন্তাশীলতা ও রচনানৈপুণ্যর যথেষ্ট পরিচয় দিতেছে। এই গ্রন্থখানি বঙ্গসাহিত্যভাণ্ডারের একটী আদরের দ্রব্য বলিয়া পরিগণিত হইবে।

নব্যভারত (ফাল্গুন, ১৩২০)—পুস্তকখানি বিশুদ্ধ চিন্তার একখানি সুন্দর অভিধান। উপন্যাস এবং কবিতাপ্রধান যুগে মৌলিক গবেষণা ও চিন্তাপূর্ণ পুস্তক দেখিলে, আমাদের বড়ই আনন্দ হয়। এই পুস্তকে গ্রন্থকার যে ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অনন্যসাধারণ। ভাষার পারিপাট্য এবং বিশুদ্ধি এ গ্রন্থের প্রধান অবলম্বন। প্রাঞ্জলতা, মাধুর্য্য এবং অয়নসৌন্দর্য্যে এই পুস্তকখানি অতি সুন্দর হইয়াছে। ঘরে ঘরে এই পুস্তকের আদর হউক।

আদ্যভাগ, দর্শনোদ্যানের বাহ্যদৃশ্যগ্রহণ। মধ্যভাগ, উদ্যানপ্রবেশ ও বিভিন্ন দর্শন-বিটপী প্রত্যক্ষীকরণ। অন্ত্যভাগ, দর্শনতরুনিচয়ের ফলাস্বাদন;

প্রাপ্তিস্থান—সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী, ৩০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্; রায় চৌধুরী এণ্ড কোং, ৬৮।৫ রসারোড্ নর্থ, কলিকাতা এবং বহরমপুরে গ্রন্থকারের নিকট, খাগড়া পোঃ, জেলা মুর্শিদাবাদ।

আমি

ক্ষেত্র

আমি

